গীতবিতান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রেম । প্রকৃতি

বিচিত্র । আনুষ্ঠানিক

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

কলিকাতা

স্বরলিপিপঞ্জী

গানের প্রথম ছত্রের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্রে, কোথায় কোন্ গানের স্বরলিপি প্রকাশিত তাহার নির্দেশ আছে ; গ্রন্থোত্তর সংখ্যা গ্রন্থের খণ্ড -বাচক ; সাময়িক পত্রের নির্দেশের সহিত সংখ্যা-দ্বারা যথাক্রমে মাস বৎসর ও পৃষ্ঠাঙ্ক উল্লিখিত। যে-সকল পুস্তকে বা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি প্রকাশিত, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

নাম	প্রথম প্রকাশ	নাম সংক্ষেপ
অরূপরতন[১] (স্বরবিতান ৪২)	১৩৬২	
আনুষ্ঠানিক সংগীত	১৩৭০	আনুষ্ঠানিক
কাব্যগীতি[২] (স্বরবিতান ৩৩)	১৩২৬	
কালমৃগয়া (স্বরবিতান ২৯)	১৩৬০	
কেতকী (স্বরবিতান ১১)	১৩২৬	
গীতপঞ্চাশিকা (স্বরবিতান ১৬)	১৩২৫	
গীতমালিকা (দুই ভাগ : স্বর ৩০[৩] ও ৩১)	১৩৪৫ ও ১৩৩৬	
গীতলিপি[৪] (ছয় খণ্ড)	১৯১০-১৮ খৃস্টাব্দ	
গীতলেখা[৫] (তিন ভাগ)	১৩২৪-২৭	
গীতিচর্চা (তিন খণ্ড)	১৩৬৮, ১৩৭৩ ও ১৩৮৫	
গীতিবীথিকা (স্বরবিতান ৩৪)	১৩২৬	

---

[১] রাজা নাটকের রূপান্তর— অরূপরতন ; উহার ১৩২৬ মাঘ ও ১৩৪২ কার্তিক দুইটি সংস্করণের সব গানেরই স্বরলিপি সংকলিত হইয়াছে।

[২] ১৩২৬ পৌষে প্রথম প্রকাশিত ; ইহার ৫টি গানের স্বরলিপি অরূপরতন (স্বরবিতান ৪২) ভুক্ত ও কাব্যগীতির প্রচলিত সংস্করণে বর্জিত হইয়াছে।

[৩] প্রথমভাগ ১৩৩৩ সালে প্রকাশিত ; ১৩৪৫ অগ্রহায়ণে ১০টি নূতন গানের স্বরলিপি সংকলিত হয়, 'স্বরবিতান ৩০' উহারই পুনর্মুদ্রণ।

[৪] অধিকাংশ স্বরলিপি স্বরবিতান গ্রন্থমালার ৩৬, ৩৭ ও ৩৮ -অঙ্কিত খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত— মাত্র ১৫টি স্বরলিপি, শেফালি, কেতকী, অরূপরতন, ভারততীর্থ ও স্বরবিতানের অন্যান্য খণ্ডে থাকায়, উক্ত তিন খণ্ডে বর্জিত।

[৫] অধিকাংশ স্বরলিপি স্বরবিতানের ৩৯, ৪০ ও ৪১ খণ্ডে সংকলিত।

নাম	প্রথম প্রকাশ	নাম-সংক্ষেপ
তপতী[৬] (স্বরবিতান ৫৭)	১৩৬৭	
তাসের দেশ (স্বরবিতান ১২)	১৩৫৭	
নবগীতিকা (দুই খণ্ড : স্বর ১৪ ও ১৫)	১৩২৯	
নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা (স্বরবিতান ১৮)	১৩৪৫	চণ্ডালিকা
নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা (স্বরবিতান ১৭)	১৩৪৩	চিত্রাঙ্গদা
প্রায়শ্চিত্ত (স্বরবিতান ৯[৭])	১৩১৬	
ফাল্গুনী (স্বরবিতান ৭)	১৩৫৫	
বসন্ত (স্বরবিতান ৬)	১৩৩০	
বাল্মীকিপ্রতিভা (স্বরবিতান ৪৯)	১৩৩৫	
বিশ্বভারতী পত্রিকা ॥ ত্রৈমাসিক	শ্রাবণ ১৩৫০	বিশ্বভারতী
বিসর্জন[৮] (স্বরবিতান ২৮)	১৩৫৯	
বৈতালিক[৯]	১৩২৫	
ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি[১০] (ছয় ভাগ)	১৩১১-১৮	ব্রহ্মসঙ্গীত

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি। সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ -প্রকাশিত গ্রন্থমালা

---

[৬] ১৩৩৬ ভাদ্রের বিশেষ পুস্তকে এবং ১৩৩৮ জ্যৈষ্ঠ ও ১৩৫৬ বৈশাখ সংস্করণে স্বরলিপি আছে। বর্তমানে 'স্বরবিতান ৫৭' খণ্ডে স্বরলিপিগুলি সংকলিত হইয়াছে।

[৭] বিশেষ সংস্করণ প্রায়শ্চিত্ত (১৩১৬) গ্রন্থের স্বরলিপি-অংশের পুণর্মুদ্রণ।

[৮] ১৩৫১ সালে এবং পরবর্তী কয়েকটি মুদ্রণে নাটকের পরিশিষ্টে গানগুলির স্বরলিপি ছিল ; বর্তমানে 'স্বরবিতান ২৮' খণ্ডের অন্তর্গত।

[৯] ইহার অধিকাংশ স্বরলিপি— পূর্বপ্রকাশিত ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি, গীতলিপি ও গীতলেখা হইতে। ৬টি নূতন স্বরলিপির মধ্যে ৫টি ইদানীং স্বরবিতানের সপ্তবিংশ খণ্ডে ও অবশিষ্ট ১টি ত্রয়শ্চত্বারিংশ খণ্ডে গৃহীত হইয়াছে।

[১০] কাঙ্গালীচরণ সেন -কর্তৃক সংকলিত 'ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি'র ছয় ভাগে রবীন্দ্রনাথের ১৯৮টি গানের স্বরলিপি ছিল ; তন্মধ্যে ৫০টি স্বরবিতানের চতুর্থ খণ্ডে, ২৫টি করিয়া দ্বাবিংশ ত্রয়োবিংশ চতুর্বিংশ পঞ্চবিংশ ও ষড়্‌বিংশ খণ্ডের প্রত্যেকটিতে এবং ১৯টি সপ্তবিংশ খণ্ডে সংকলিত। ত্রয়োবিংশ খণ্ডে একটি গানের সুরান্তর মুদ্রিত। সপ্তবিংশ খণ্ড স্বরবিতানের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

নাম	প্রথম প্রকাশ	নাম-সংক্ষেপ
ভানুসিংহের পদাবলী (স্বর ২১)	১৩৫৮	ভানুসিংহ
ভারততীর্থ[১১]	১৩৫৪	
মায়ার খেলা (স্বরবিতান ৪৮)	১৩৩২	
শতগান[১২]	১৩০৭	
শেফালি (স্বরবিতান ৫০)	১৩২৬	
শ্যামা (স্বরবিতান ১৯)	১৩৪৬	
সংগীতগীতাঞ্জলি[১৩]	খ্রীস্টীয় ১৯২৭	গীতাঞ্জলি
সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা। মাসিক পত্র	বৈশাখ ১৩৩১	সঙ্গীতবিজ্ঞান
স্বরলিপি-গীতিমালা[১৪]	১৩০৪	গীতিমালা
স্বরবিতান[১৫]	১৩৪২-	বিকল্পে : স্বর

---

[১১] অধিকাংশ স্বরলিপি রবীন্দ্রনাথের দেশভক্তি-সূচক অন্যান্য গানের স্বরলিপি -সহ স্বরবিতানের ৪৬ ও ৪৭ খণ্ডে সংকলিত।

[১২] একটি বেদগান ব্যতীত সমুদয় রবীন্দ্রসংগীত-স্বরলিপি স্বরবিতানের বিভিন্ন খণ্ডে সংকলিত।

[১৩] বর্তমানে সমুদয় স্বরলিপি স্বরবিতানের বিভিন্ন খণ্ডে গৃহীত।

[১৪] ইহার অধিকাংশ রবীন্দ্রসংগীত-স্বরলিপি স্বরবিতানের বিভিন্ন খণ্ডে গৃহীত; প্রধানতঃ ১০, ২০, ৩২ ও ৩৫ -অঙ্কিত খণ্ডে পাওয়া যাইবে।

[১৫] রবীন্দ্রসংগীতের সমুদয় স্বরলিপি এই গ্রন্থমালায় সংকলিত হইতেছে। এ পর্যন্ত বাষট্টি খণ্ড প্রকাশিত। কয়েকটি খণ্ড সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য—

স্বরবিতান ১০, ২০, ৩২ ও ৩৫ খণ্ডে স্বরলিপি-গীতিমালার ও সমসাময়িক অন্য কতকগুলি সংগীতের স্বরলিপি আছে।

স্বরবিতান ২৮ খণ্ডে রাজা ও রানী হইতে ৯টি, বিসর্জন হইতে ৬টি ও ব্যঙ্গকৌতুক হইতে ২টি নাট্যসংগীত সংকলিত।

স্বরবিতান ৩৭ ও ৩৮ খণ্ডে মুখ্যতঃ গীতাঞ্জলি কাব্যের গান।

স্বরবিতান ৩৯, ৪০ ও ৪১ এই তিন খণ্ডে গীতিমাল্য কাব্যের গান।

নাম	প্রথম প্রকাশ	নাম-সংক্ষেপ
স্বরবিতান[১৬]	১৩৬৩	
Twenty-six Songs by Rabindranath Tagore : notation by A. A. Bake	খ্রীস্টীয় ১৯৩৫	বাকে

স্বরবিতান ৪৩ ও ৪৪ খণ্ডে গীতালি কাব্যের অনেকগুলি গানের স্বরলিপি আছে। গীতালির বহু গান অরূপরতন নাটকে ও দ্বাচত্বারিংশ-খণ্ড স্বরবিতানে সংকলিত।

স্বরবিতান ৪৬ খণ্ডে বঙ্গভঙ্গজনিত আন্দোলন -কালে রচিত ২৪টি গানের, তাহা ছাড়া বন্দেমাতরম্‌ জাতীয় সংগীতের রবীন্দ্র-কল্পিত সুরের স্বরলিপি আছে।

স্বরবিতান ৪৭ খণ্ডে রাষ্ট্রীয় সংগীত ও রবীন্দ্রনাথের দেশভক্তিমূলক অন্যান্য গানের (মোট ২৬টি) স্বরলিপি সংকলিত।

স্বরবিতান ৫২ খণ্ডে 'অচলায়তন' নাটকের ১৮টি এবং 'মুক্তধারা' নাটকের ৮টি, মোট ২৬টি গান সংকলিত।

স্বরবিতান ৫৩ ও ৫৪ -অঙ্কিত খণ্ডে কবির শেষ বয়সে রচিত বহু গানের স্বরলিপি সংকলিত।

স্বরবিতান ৫৫ অঙ্কিত খণ্ডে, পূর্বে কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই এরূপ বহু আনুষ্ঠানিক সংগীতের স্বরলিপি সংকলিত।

স্বরবিতান ৪৫ ও ৫৬ -অঙ্কিত খণ্ডে ইতিপূর্বে পুস্তকে বা পত্রিকায় অপ্রকাশিত বহু গানের স্বরলিপি সংকলিত।

স্বরবিতান ৫৭ খণ্ডে 'তপতী' নাটকের ১০টি গানের স্বরলিপি।

স্বরবিতান ৫৮ ও ৫৯ -অঙ্কিত খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের, প্রধানতঃ বর্ষা ও বসন্তের, বহু গানের স্বরলিপি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

স্বরবিতান ৬০, ৬১ ও ৬২ -অঙ্কিত খণ্ডে যথাক্রমে ১৫টি, ১৪টি ও ১৩টি গানের স্বরলিপি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

[১৬] নাগরী হরফে প্রচারিত স্বরবিতানে গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'র নির্বাচিত ২৫টি গানের স্বরলিপি সংকলিত। বাংলা স্বরবিতান হইতে ভিন্ন।

আশ্বিন ১৩৯১

বিজ্ঞাপন

গীতবিতান যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তখন সংকলনকর্তারা সত্বরতার তাড়নায় গানগুলির মধ্যে বিষয়ানুক্রমিক শৃঙ্খলা বিধান করতে পারেন নি। তাতে কেবল যে ব্যবহারের পক্ষে বিঘ্ন হয়েছিল তা নয়, সাহিত্যের দিক থেকে রসবোধেরও ক্ষতি করেছিল। সেইজন্য এই সংস্করণে ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করে গানগুলি সাজানো হয়েছে। এই উপায়ে, সুরের সহযোগিতা না পেলেও পাঠকেরা গীতিকাব্যরূপে এই গানগুলির অনুসরণ করতে পারবেন।

[ভাদ্র ১৩৪৫]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ-কৃত বিষয়বিন্যাস

রবীন্দ্রনাথ-কৃত বিষয়বিন্যাস

ভাগ	প্রচল গ্রন্থে :		
॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ১৩৪৬ ॥	সংখ্যা। ক্রমিক সংখ্যা	ও	পৃষ্ঠাঙ্ক
প্রেম			
গান	২৭।১-২৭		২৭১-২৮১
প্রেমবৈচিত্র্য	৩৬৮।২৮-৩৯৫		২৮১-৪২৩
প্রকৃতি			
সাধারণ	৯।১-৯		৪২৭-৪৩১
গ্রীষ্ম	১৬।১০-২৫		৪৩১-৪৩৭
বর্ষা	১১৫।২৬-১৪০		৪৩৭-৪৮১
শরৎ	৩০।১৪১-৭০		৪৮১-৪৯৩
হেমন্ত	৫।১৭১-৭৫		৪৯৪-৪৯৫
শীত	১২।১৭৬-৮৭		৪৯৫-৫০০
বসন্ত	৯৬।১৮৮-২৮৩		৫০০-৫৪০
বিচিত্র	১৩৮।১-১৩৮		৫৪৩-৬০৪
আনুষ্ঠানিক	৯।১০-১৮		৬১০-৬১৪
পরিশিষ্ট°	২		৯০৬-৯০৭

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সম্পাদিত প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড গীতবিতানের মুদ্রণ ও বিরল-প্রচারিত প্রথম প্রকাশের কাল যথাক্রমে : ভাদ্র ১৩৪৫ ও ভাদ্র ১৩৪৬।

[১]দ্বিতীয় সংস্করণে গানের সংখ্যা ১৪৪; তন্মধ্যে ১৪২-সংখ্যক রচনা বর্তমানে বর্জিত হইল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপির তৃতীয় খণ্ডে এই গান (সংখ্যা ৬) রবীন্দ্রনাথের নামে মুদ্রিত, পরে slipএ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ছাপাইয়া সংশোধিত— এরূপ গ্রন্থ দেখা গিয়াছে। শ্রীমতী ইন্দিরাদেবীর অভিমত এই সংশোধনেরই অনুকূলে।

[২]বর্তমান মুদ্রণে এই গীতিগুচ্ছ দ্বিতীয় খণ্ডে আনুষ্ঠানিক সংগীতের প্রথম পর্যায় রূপে সংকলিত। কবির বহু গীতিসংকলনে এই গান বা এরূপ গান সংগত কারণেই অনুষ্ঠানসংগীত-রূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে।

[৩]১৩৪৬ ভাদ্রে গ্রন্থমুদ্রণ প্রায় শেষ হইবার পর রচিত হওয়ায় পরিশিষ্টে দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। বর্তমানে বিষয় ও রচনাকাল বিচার করিয়া তৃতীয় খণ্ডে যথোচিত স্থানে সংকলন করা হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডের নানা সংস্করণে নানারূপ যোগবিয়োগের কারণে, ক্রমিক সংখ্যা তথা পৃষ্ঠাঙ্ক নির্দেশ ফলদায়ক হইবে না; গান দুটি প্রেম ও প্রকৃতি অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট, প্রথম ছত্র যথাক্রমে—

১. (যবে) রিমিকি ঝিমিকি ঝরে ভাদরের ধারা

২. বারে বারে ফিরে ফিরে তোমার পানে

১৩৫৭ আশ্বিনে গীতবিতানের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের পর কয়েকটি বিরল-প্রচারিত গানের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; ১৩৫৮ আশ্বিনে দ্বিতীয় খণ্ডের পুনর্মুদ্রণকালে সেগুলি সংকলিত—

১ ॥ বিশ্বরাজালয়ে বিশ্ববীণা বাজিছে ॥ ১৩০২ সালের মাঘোৎসবে গাওয়া হইয়াছিল মনে হয়, ১৮১৭ শকের ফাল্গুন-সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তে ও পরবর্তী একাধিক ব্রহ্মসংগীত-সংকলনে প্রকাশিত। এই গানের সপ্তম ছত্রের প্রথমে 'শুনি রে' বাক্যাংশটি তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায় না থাকিলেও, শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী মনে করেন, প্রচলিত গানের অনুরূপ অংশের অনুসরণে থাকাই প্রশস্ত। দ্রষ্টব্য পৃ. ৬১৫

২ ॥ দিনের বিচার করো ॥ পূরবী-একতালা ॥ আদিব্রাহ্মসমাজের পুরাতন অনুষ্ঠানপত্র (১১ মাঘ, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭০। বাংলা ১৩০৬) হইতে সংকলিত। 'আমার বিচার তুমি করো আপন করে' গানটির সহিত তুলনীয়। কেবল পাঠভেদ নয়, সুরভেদের জন্য পৃথক্ গান বলিতে হয়। দ্রষ্টব্য পৃ. ৬১৫

৩ ॥ তোমার আনন্দ ওই গো ॥ 'আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা'য় স্বরলিপির সহিত প্রকাশিত আখর-যুক্ত পাঠ ৬১৬ পৃষ্ঠায় সংকলিত হইল।

৪ ॥ আমি শ্রাবণ-আকাশে ওই ॥ ১৩৪৪ সালে শান্তিনিকেতনে যে বর্ষামঙ্গল-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তদুপলক্ষে রচিত। কলিকাতায় পুনরনুষ্ঠান (১৩৪৪ ভাদ্র) উপলক্ষে কবি উল্লিখিত গানটির একটি আখর-সমৃদ্ধ রূপ কল্পনা করেন; কিন্তু সময় না থাকায়, সকলকে শিখাইয়া সাধারণ-সমক্ষে গাওয়াইতে পারেন নাই। পরবর্তী কালেও এ গানটি অল্পই গাওয়া হইয়াছে। শ্রীশান্তিদেব ঘোষের সৌজন্যে এই গানের সন্ধান পাওয়া গেল; শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদারের সৌজন্যে বিস্তারিত পাঠ স্থির করা হইয়াছে। দ্রষ্টব্য পৃ. ৬০৫

৫ ॥ সন্ন্যাসী যে জাগিল ওই ॥ 'বনবাণী' কাব্যের 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা' অংশের 'উৎসব' কবিতা। রচনা: ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ। ১৩৪৫ সালের ১৮ ফাল্গুনে কবি ইহার শেষ অংশে (এসেছে হাওয়া বাণীতে দোল-দোলানো ইত্যাদি) প্রথমেই একটি সুর দেন। পরে রচনাটির প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অন্য একটি সুর দেন। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ও শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদারের সৌজন্যে এই তথ্য জানা গিয়াছে এবং ইহাতে সুর-সংযোগের কালনির্ণয় সম্ভবপর হইয়াছে।

গীতবিতান গ্রন্থ রবীন্দ্রসংগীতের গায়ক-গায়িকাদের সদা-সর্বদা ব্যবহারে লাগে। বহু ক্ষেত্রে যেরূপ গাওয়া হয় ও স্বরবিতানে পাওয়া যায়, তাহার সহিত পূর্বমুদ্রিত রূপের মিল না হওয়ায় কিছু অসুবিধা হইতে পারে। বর্তমান মুদ্রণে গানগুলির গীত ও পঠিত রূপের সামঞ্জস্য-সাধনে যত্ন করা হইয়াছে।

যে ক্ষেত্রে কোনো গানের সূচনাতেই কোনো শব্দ বা কতকগুলি শব্দ ডাহিনে একটি বন্ধনীচিহ্ন দিয়া মুদ্রিত (যেমন পৃ. ৩৩১, গীত-সংখ্যা ১৫৫) বুঝিতে হইবে ঐটুকু সূচনাকালে গাওয়া হয় না, পরন্তু গানের সূচনায় ফিরিয়া গাওয়া হইয়া থাকে, অথবা স্থলবিশেষে পুনঃ পুনঃ গাওয়া হয়।

—

বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত স্বরবিতান-সূচীপত্রে রবীন্দ্র-সংগীতের সহজলভ্য সমুদয় স্বরলিপি সম্পর্কে বিশেষ প্রণালী-বদ্ধ-ভাবে বিশদ সন্ধান পাওয়া যাইবে।

প্রথম ছত্রের সূচী

বাংলা বর্ণমালার নির্দিষ্ট ক্রমে গানের প্রথম ছত্রগুলি সাজানো। ড়=ড, ঢ়=ঢ, য়=য এরূপই ধরা হয়। উপস্থিত সূচীপত্রে ং=ঙ্‌ এরূপও ধরা হইয়াছে; অর্থাৎ 'সংকট' শব্দ, 'সঙ্কট' বানান থাকিলে যেখানে বসিবার সেইখানেই বসিয়াছে। এবং ঃ স্বাতন্ত্র্যমর্যাদা পায় নাই, ঐরূপ চিহ্ন না থাকিলে শব্দটি যে স্থানে থাকিবার সেখানেই আছে। 'ঐ' বর্ণটিকে বাংলা শব্দের আদিতে স্বীকার করা হয় নাই, 'ওই' বানানে তদুপযুক্ত স্থানে বসানো হইয়াছে।

বর্তমান সূচীতে সম্ভব হইলেই, স্বরলিপিহীন গানের সুর বা সুর-তাল -সম্পর্কিত তথ্য সংকলন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সূচীতে সংকলিত প্রথম ছত্রের পূর্বে * চিহ্ন দিয়া, চিহ্নিত গান যে এদেশীয়, পূর্বপ্রচলিত, অন্যের কোনো বিশেষ গান অথবা গতের আদর্শে বা প্রভাবে রচিত ইহাই জানানো হইয়াছে। অপর পক্ষে ছত্রের পূর্বে ↑ চিহ্ন দিয়া বুঝানো হইয়াছে যে, ঐ গান কোনো বিলাতি গানের আদর্শে বা প্রভাবে রচিত।

কোনো কোনো গানের সূচনাতেই পাঠভেদ দেখা যায়— কখনো বা একটি পাঠের সূচনাতেই অতিপবিক একটি শব্দ আছে, অন্য পাঠে নাই— এরূপ ক্ষেত্রে অধিকাংশ পাঠই সূচীপত্রে দিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

প্রেম

১

চিত্ত পিপাসিত রে

গীতসুধার তরে ॥

তাপিত শুষ্কলতা বর্ষণ যাচে যথা

কাতর অন্তর মোর লুণ্ঠিত ধূলি-'পরে

গীতসুধার তরে ॥

আজি বসন্তনিশা, আজি অনন্ত তৃষা,

আজি এ জাগ্রত প্রাণ তৃষিত চকোর-সমান

গীতসুধার তরে ।

চন্দ্র অতন্দ্র নভে জাগিছে সুপ্ত ভবে,

অন্তর বাহির আজি কাঁদে উদাস স্বরে

গীতসুধার তরে ॥

২

আমার মনের মাঝে যে গান বাজে শুনতে কি পাও গো

আমার চোখের 'পরে আভাস দিয়ে যখনি যাও গো ॥

রবির কিরণ নেয় যে টানি ফুলের বুকের শিশিরখানি,

আমার প্রাণের সে গান তুমি তেমনি কি নাও গো ॥

আমার উদাস হৃদয় যখন আসে বাহির-পানে

আপনাকে যে দেয় ধরা সে সকলখানে ।

কচি পাতা প্রথম প্রাতে কী কথা কয় আলোর সাথে,

আমার মনের আপন কথা বলে যে তাও গো ॥

৩

কাহার গলায় পরাবি গানের রতনহার,

তাই কি বীণায় লাগালি যতনে নূতন তার ॥

কানন পরেছে শ্যামল দুকূল, আমের শাখাতে নূতন মুকুল,

নবীনের মায়া করিল আকুল হিয়া তোমার ॥

যে কথা তোমার কোনো দিন আর   হয় নি বলা
নাহি জানি কারে তাই বলিবারে   করে উতলা!
দখিনপবনে বিহ্বলা ধরা   কাকলিকূজনে হয়েছে মুখরা,
আজি নিখিলের বাণীমন্দিরে   খুলেছে দ্বার॥

৪

যে ছায়ারে ধরব বলে করেছিলেম পণ
আজ সে মেনে নিল আমার গানেরই বন্ধন॥
আকাশে যার পরশ মিলায়   শরতমেঘের ক্ষণিক লীলায়
আপন সুরে আজ শুনি তার নূপুরগুঞ্জন॥
অলস দিনের হাওয়ায়
গন্ধখানি মেলে যেত গোপন আসা-যাওয়ায়।
আজ শরতের ছায়ানটে   মোর রাগিণীর মিলন ঘটে,
সেই মিলনের তালে তালে বাজায় সে কঙ্কণ॥

৫

গানগুলি মোর শৈবালেরই দল—
ওরা   বন্যাধারায়   পথ যে হারায়
উদ্দাম চঞ্চল॥
ওরা   কেনই আসে যায় বা চলে,   অকারণের হাওয়ায় দোলে—
চিহ্ন কিছুই যায় না রেখে, পায় না কোনো ফল॥
ওদের   সাধন তো নাই,   কিছু   সাধন তো নাই,
ওদের   বাঁধন তো নাই,   কোনো   বাঁধন তো নাই।
উদাস ওরা উদাস করে   গৃহহারা পথের স্বরে,
ভুলে-যাওয়ার স্রোতের 'পরে করে টলোমল॥

৬

তোমায়   গান শোনাব তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ
ওগো   ঘুম-ভাঙানিয়া।

বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাক'
ওগো দুখজাগানিয়া॥
এল আঁধার ঘিরে, পাখি এল নীড়ে,
তরী এল তীরে—
শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় নাকো
ওগো দুখজাগানিয়া॥
আমার কাজের মাঝে মাঝে
কান্নাহাসির দোলা তুমি থামতে দিলে না যে।
আমায় পরশ ক'রে প্রাণ সুধায় ভ'রে
তুমি যাও যে সরে—
বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাক
ওগো দুখজাগানিয়া॥

৭

গানের ডালি ভরে দে গো উষার কোলে—
আয় গো তোরা, আয় গো তোরা, আয় গো চলে॥
চাঁপার কলি চাঁপার গাছে সুরের আশায় চেয়ে আছে,
কান পেতেছে নতুন পাতা গাইবি ব'লে॥
কমলবরণ গগন-মাঝে
কমলচরণ ওই বিরাজে।
ওইখানে তোর সুর ভেসে যাক, নবীন প্রাণের ওই দেশে যাক,
ওই যেখানে সোনার আলোর দুয়ার খোলে॥

৮

ওরে আমার হৃদয় আমার, কখন তোরে প্রভাতকালে
দীপের মতো গানের স্রোতে কে ভাসালে॥
যেন রে তুই হঠাৎ বেঁকে শুকনো ডাঙায় যাস নে ঠেকে,
জড়াস নে শৈবালের জালে॥

তীর যে হোথা স্থির রয়েছে, ঘরের প্রদীপ সেই জ্বালালো—
অচল রহে তাহার আলো।
গানের প্রদীপ তুই যে গানে চলবি ছুটে অকূল-পানে
চপল ঢেউয়ের আকুল তালে॥

৯

কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে,
তখন তুমি ছিলে না মোর সনে॥
যে কথাটি বলব তোমায় ব'লে কাটল জীবন নীরব চোখের জলে
সেই কথাটি সুরের হোমানলে উঠল জ্বলে একটি আঁধার ক্ষণে—
তখন তুমি ছিলে না মোর সনে॥
ভেবেছিলেম আজকে সকাল হলে
সেই কথাটি তোমায় যাব বলে।
ফুলের উদাস সুবাস বেড়ায় ঘুরে পাখির গানে আকাশ গেল পূরে,
সেই কথাটি লাগল না সেই সুরে যতই প্রয়াস করি পরানপণে—
যখন তুমি আছ আমার সনে॥

১০

মনে রবে কি না রবে আমারে সে আমার মনে নাই।
ক্ষণে ক্ষণে আসি তব দুয়ারে, অকারণে গান গাই॥
চলে যায় দিন, যতখন আছি পথে যেতে যদি আসি কাছাকাছি
তোমার মুখের চকিত সুখের হাসি দেখিতে যে চাই—
তাই অকারণে গান গাই॥
ফাগুনের ফুল যায় ঝরিয়া ফাগুনের অবসানে—
ক্ষণিকের মুঠি দেয় ভরিয়া, আর কিছু নাহি জানে।
ফুরাইবে দিন, আলো হবে ক্ষীণ, গান সারা হবে, থেমে যাবে বীন,
যতখন থাকি ভরে দিবে না কি এ খেলারই ভেলাটাই—
তাই অকারণে গান গাই॥

১১

আকাশে আজ কোন্ চরণের আসা-যাওয়া।
বাতাসে আজ কোন্ পরশের লাগে হাওয়া॥
অনেক দিনের বিদায়বেলার ব্যাকুল বাণী
আজ উদাসীর বাঁশির সুরে কে দেয় আনি—
বনের ছায়ায় তরুণ চোখের করুণ চাওয়া॥
কোন্ ফাগুনে যে ফুল ফোটা হল সারা
মৌমাছিদের পাখায় পাখায় কাঁদে তারা।
বকুলতলায় কাজ-ভোলা সেই কোন্ দুপুরে
যে-সব কথা ভাসিয়ে দিলেম গানের সুরে
ব্যথায় ভ'রে ফিরে আসে সে গান-গাওয়া॥

১২

নিদ্রাহারা রাতের এ গান বাঁধব আমি কেমন সুরে।
কোন্ রজনীগন্ধা হতে আনব সে তান কণ্ঠে পূরে॥
সুরের কাঙাল আমার ব্যথা ছায়ার কাঙাল রৌদ্র যথা
সাঁঝ-সকালে বনের পথে উদাস হয়ে বেড়ায় ঘুরে॥
ওগো, সে কোন্ বিহান বেলায় এই পথে কার পায়ের তলে
নাম-না-জানা তৃণকুসুম শিউরেছিল শিশিরজলে।
অলকে তার একটি গুছি করবীফুল রক্তরুচি,
নয়ন করে কী ফুল চয়ন নীল গগনে দূরে দূরে॥

১৩

আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল ভুলায়ে,
সে যে বাসা বাঁধে নীরব মনের কুলায়ে॥
মেঘের দিনে শ্রাবণ মাসে যূথীবনের দীর্ঘশ্বাসে
আমার-প্রাণে সে দেয় পাখার ছায়া বুলায়ে॥
যখন শরৎ কাঁপে শিউলিফুলের হরষে
নয়ন ভরে যে সেই গোপন গানের পরশে।

গভীর রাতে কী সুর লাগায় আধো-ঘুমে আধো-জাগায়,
আমার স্বপন-মাঝে দেয় যে কী দোল দুলায়ে ॥

১৪

যায় নিয়ে যায় আমায় আপন গানের টানে
ঘর-ছাড়া কোন্ পথের পানে ॥
নিত্যকালের গোপন কথা বিশ্বপ্রাণের ব্যাকুলতা
আমার বাঁশি দেয় এনে দেয় আমার কানে ॥
মনে যে হয় আমার হৃদয় কুসুম হয়ে ফোটে,
আমার হিয়া উচ্ছলিয়া সাগরে ঢেউ ওঠে।
পরান আমার বাঁধন হারায় নিশীথরাতের তারায় তারায়,
আকাশ আমায় কয় কী-যে কয় কেই বা জানে ॥

১৫

দিয়ে গেনু বসন্তের এই গানখানি—
বরষ ফুরায়ে যাবে, ভুলে যাবে জানি ॥
তবু তো ফাল্গুনরাতে এ গানের বেদনাতে
আঁখি তব ছলোছলো, এই বহু মানি ॥
চাহি না রহিতে বসে ফুরাইলে বেলা,
তখনি চলিয়া যাব শেষ হলে খেলা।
আসিবে ফাল্গুন পুন, তখন আবার শুনো
নব পথিকেরই গানে নূতনের বাণী ॥

১৬

গান আমার যায় ভেসে যায়—
চাস্ নে ফিরে, দে তারে বিদায় ॥
সে যে দখিনহাওয়ায় মুকুল ঝরা, ধুলার আঁচল হেলায় ভরা,
সে যে শিশির-ফোঁটার মালা গাঁথা বনের আঙিনায় ॥

কাঁদন-হাসির আলোছায়া সারা অলস বেলা—
মেঘের গায়ে রঙের মায়া, খেলার পরে খেলা।
ভুলে-যাওয়ার বোঝাই ভরি গেল চলে কতই তরী—
উজান বায়ে ফেরে যদি কে রয় সে আশায়॥

১৭

সময় কারো যে নাই, ওরা চলে দলে দলে—
গান হায় ডুবে যায় কোন্ কোলাহলে॥
পাষাণে রচিছে কত কীর্তি ওরা সবে বিপুল গরবে,
যায় আর বাঁশি-পানে চায় হাসিছলে॥
বিশ্বের কাজের মাঝে জানি আমি জানি
তুমি শোন মোর গানখানি।
আঁধার মথন করি যবে লও তুলি গ্রহতারাগুলি
শোন যে নীরবে তব নীলাম্বরতলে॥

১৮

এই কথাটি মনে রেখো, তোমাদের এই হাসিখেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়।
শুকনো ঘাসে শূন্য বনে আপন-মনে
অনাদরে অবহেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়॥
দিনের পথিক মনে রেখো, আমি চলেছিলেম রাতে
সন্ধ্যাপ্রদীপ নিয়ে হাতে।
যখন আমায় ও-পার থেকে গেল ডেকে ভেসেছিলেম ভাঙা ভেলায়।
আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়॥

১৯

আসা-যাওয়ার পথের ধারে গান গেয়ে মোর কেটেছে দিন।
যাবার বেলায় দেব কারে বুকের কাছে বাজল যে বীন॥

সুরগুলি তার নানা ভাগে   রেখে যাব পুষ্পরাগে,
মীড়গুলি তার মেঘের রেখায় স্বর্ণলেখায় করব বিলীন ॥
কিছু বা সে মিলনমালায় যুগলগলায় রইবে গাঁথা,
কিছু বা সে ভিজিয়ে দেবে দুই চাহনির চোখের পাতা।
কিছু বা কোন্ চৈত্রমাসে   বকুল-ঢাকা বনের ঘাসে
মনের কথার টুকরো আমার কুড়িয়ে পাবে কোন উদাসীন ॥

২০

গানের ভেলায়   বেলা অবেলায়   প্রাণের আশা
ভোলা মনের স্রোতে ভাসা ॥
কোথায় জানি ধায় সে বাণী,   দিনের শেষে
কোন ঘাটে যে ঠেকে এসে   চিরকালের কাঁদা-হাসা ॥
এমনি খেলার ঢেউয়ের দোলে
খেলার পারে যাবি চলে।
পালের হাওয়ার ভরসা তোমার— করিস নে ভয়
পথের কড়ি না যদি রয়,   সঙ্গে আছে বাঁধন-নাশা ॥

২১

অনেক দিনের আমার যে গান আমার কাছে ফিরে আসে
তারে আমি শুধাই, তুমি ঘুরে বেড়াও কোন্ বাতাসে ॥
যে ফুল গেছে সকল ফেলে   গন্ধ তাহার কোথায় পেলে,
যার আশা আজ শূন্য হল কী সুর জাগাও তাহার আশে ॥
সকল গৃহ হারালো যার তোমার তানে তারি বাসা,
যার বিরহের নাই অবসান তার মিলনের আনে ভাসা।
শুকালো যেই নয়নবারি   তোমার সুরে কাঁদন তারি,
ভোলা দিনের বাহন তুমি স্বপন ভাসাও দূর আকাশে ॥

২২

পাখি আমার নীড়ের পাখি অধীর হল কেন জানি—
আকাশ-কোণে যায় শোনা কি ভোরের আলোর কানাকানি ॥

ডাক উঠেছে মেঘে মেঘে,   অলস পাখা উঠল জেগে—
লাগল তারে উদাসী ওই নীল গগনের পরশখানি ॥
আমার নীড়ের পাখি এবার উধাও হল আকাশ-মাঝে।
যায় নি কারো সন্ধানে সে, যায় নি যে সে কোনো কাজে।
গানের ভরা উঠল ভরে,   চায় দিতে তাই উজাড় করে—
নীরব গানের সাগর-মাঝে আপন প্রাণের সকল বাণী ॥

২৩

ছুটির বাঁশি বাজল যে ওই নীল গগনে,
আমি কেন একলা বসে এই বিজনে ॥
বাঁধন টুটে উঠবে ফুটে শিউলিগুলি,
তাই তো কুঁড়ি কানন জুড়ি উঠছে দুলি,
শিশির-ধোওয়া হাওয়ার ছোঁওয়া লাগল বনে—
সুর খুঁজে তাই শূন্যে তাকাই আপন-মনে ॥
বনের পথে কী মায়াজাল হয় যে বোনা,
সেইখানেতে আলোছায়ার চেনাশোনা।
ঝরে-পড়া মালতী তার গন্ধশ্বাসে
কান্না-আভাস দেয় মেলে ওই ঘাসে ঘাসে,
আকাশ হাসে শুভ্র কাশের আন্দোলনে—
সুর খুঁজে তাই শূন্যে তাকাই আপন-মনে ॥

২৪

বাঁশি আমি বাজাই নি কি পথের ধারে ধারে।
গান গাওয়া কি হয় নি সারা তোমার বাহির-দ্বারে ॥
ওই-যে দ্বারের যবনিকা   নানা বর্ণে চিত্রে লিখা
নানা সুরের অর্ঘ্য হোথায় দিলেম বারে বারে ॥
আজ যেন কোন্ শেষের বাণী শুনি জলে স্থলে—
'পথের বাঁধন ঘুচিয়ে ফেলো' এই কথা সে বলে।
মিলন-ছোঁওয়া বিচ্ছেদেরই   অন্তবিহীন ফেরাফেরি
কাটিয়ে দিয়ে যাও গো নিয়ে আনাগোনার পারে ॥

২৫

তোমার শেষের গানের রেশ নিয়ে কানে চলে এসেছি।
কেউ কি তা জানে ॥
তোমার আছে গানে গানে গাওয়া,
আমার কেবল চোখে চোখে চাওয়া—
মনে মনে মনের কথাখানি বলে এসেছি কেউ কি তা জানে ॥
ওদের নেশা তখন ধরে নাই,
রঙিন রসে প্যালা ভরে নাই।
তখনো তো কতই আনাগোনা,
নতুন লোকের নতুন চেনাশোনা—
ফিরে ফিরে ফিরে-আসার আশা দ'লে এসেছি কেউ কি তা জানে ॥

২৬

আমার শেষ রাগিণীর প্রথম ধুয়ো ধরলি রে কে তুই।
আমার শেষ পেয়ালা চোখের জলে ভরলি রে কে তুই ॥
দূরে পশ্চিমে ওই দিনের পারে অস্তরবির পথের ধারে
রক্তরাগের ঘোমটা মাথায় পরলি রে কে তুই ॥
সন্ধ্যাতারায় শেষ চাওয়া তোর রইল কি ওই-যে।
সন্ধ্যা-হাওয়ায় শেষ বেদনা বইল কি ওই-যে।
তোর হঠাৎ-খসা প্রাণের মালা ভরল আমার শূন্য ডালা—
মরণপথের সাথি আমায় করলি রে কে তুই ॥

২৭

পাছে সুর ভুলি এই ভয় হয়—
পাছে ছিন্ন তারের জয় হয় ॥
পাছে উৎসবক্ষণ তন্দ্রালসে হয় নিমগন, পুণ্য লগন
হেলায় খেলায় ক্ষয় হয়—
পাছে বিনা গানেই মিলনবেলা ক্ষয় হয় ॥

যখন তাণ্ডবে মোর ডাক পড়ে

পাছে তার তালে মোর তাল না-মেলে সেই ঝড়ে।

যখন মরণ এসে ডাকবে শেষে বরণ-গানে, পাছে প্রাণে

মোর বাণী সব লয় হয়—

পাছে বিনা গানেই বিদায়বেলা লয় হয়॥

২৮

বিরস দিন বিরল কাজ, প্রবল বিদ্রোহে

এসেছ প্রেম, এসেছ আজ কী মহা সমারোহে॥

একেলা রই অলসমন, নীরব এই ভবনকোণ,

ভাঙিলে দ্বার কোন্ সে ক্ষণ অপরাজিত ওহে॥

কানন-'পরে ছায়া বুলায়, ঘনায় ঘনঘটা।

গঙ্গা যেন হেসে দুলায় ধূর্জটির জটা।

যেথা যে রয় ছাড়িল পথ, ছুটালে ওই বিজয়রথ,

আঁখি তোমার তড়িতবৎ ঘনঘুমের মোহে॥

২৯

বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে

আমার নিভৃত নব জীবন-'পরে।

প্রভাতকমলসম ফুটিল হৃদয় মম

কার দুটি নিরুপম চরণ-তরে॥

জেগে উঠে সব শোভা, সব মাধুরী,

পলকে পলকে হিয়া পুলকে পুরি।

কোথা হতে সমীরণ আনে নব জাগরণ,

পরানের আবরণ মোচন করে॥

লাগে বুকে সুখে দুখে কত যে ব্যথা,

কেমনে বুঝায়ে কব না জানি কথা।

আমার বাসনা আজি ত্রিভুবনে উঠে বাজি,
কাঁপে নদী বনরাজি বেদনাভরে ॥

৩০

সবার সাথে চলতেছিল অজানা এই পথের অন্ধকারে,
কোন্ সকালের হঠাৎ আলোয় পাশে আমার দেখতে পেলেম তারে ॥
এক নিমেষেই রাত্রি হল ভোর, চিরদিনের ধন যেন সে মোর,
পরিচয়ের অন্ত যেন কোনোখানে নাইকো একেবারে—
চেনা কুসুম ফুটে আছে না-চেনা এই গহন বনের ধারে
অজানা এই পথের অন্ধকারে ॥
জানি জানি দিনের শেষে সন্ধ্যাতিমির নামবে পথের মাঝে—
আবার কখন পড়বে আড়াল, দেখাশোনার বাঁধন রবে না যে।
তখন আমি পাব মনে মনে পরিচয়ের পরশ ক্ষণে ক্ষণে ;
জানব চিরদিনের পথে আঁধার আলোয় চলছি সারে সারে—
হৃদয়-মাঝে দেখব খুঁজে একটি মিলন সব-হারানোর পারে
অজানা এই পথের অন্ধকারে ॥

৩১

আমার পরান লয়ে কী খেলা খেলাবে ওগো
পরানপ্রিয় ।
কোথা হতে ভেসে কূলে লেগেছে চরণমূলে
তুলে দেখিয়ো ॥
এ নহে গো তৃণদল, ভেসে আসা ফুলফল—
এ যে ব্যথাভরা মন মনে রাখিয়ো ॥
কেন আসে কেন যায় কেহ না জানে।
কে আসে কাহার পাশে কিসের টানে
রাখ যদি ভালোবেসে চিরপ্রাণ পাইবে সে,
ফেলে যদি যাও তবে বাঁচিবে কি ও ॥

৩২

সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দনফুলহার,
তুমি অনন্ত নববসন্ত অন্তরে আমার ॥
নীল অম্বর চুম্বননত, চরণে ধরণী মুগ্ধ নিয়ত,
অঞ্চল ঘেরি সঙ্গীত যত গুঞ্জরে শতবার ॥
ঝলকিছে কত ইন্দুকিরণ, পুলকিছে ফুলগন্ধ—
চরণভঙ্গে ললিত অঙ্গে চমকে চকিত ছন্দ।
ছিঁড়ি মর্মের শত বন্ধন তোমা-পানে ধায় যত ক্রন্দন—
লহো হৃদয়ের ফুলচন্দন বন্দন-উপহার ॥

৩৩

আমারে করো তোমার বীণা, লহো গো লহো তুলে।
উঠিবে বাজি তন্ত্রীরাজি মোহন অঙ্গুলে ॥
কোমল তব কমলকরে, পরশ করো পরান-'পরে,
উঠিবে হিয়া গুঞ্জরিয়া তব শ্রবণমূলে ॥
কখনো সুখে কখনো দুখে কাঁদিবে চাহি তোমার মুখে,
চরণে পড়ি রবে নীরবে রহিবে যবে ভুলে।
কেহ না জানে কী নব তানে উঠিবে গীত শূন্য-পানে,
আনন্দের বারতা যাবে অনন্তের কূলে ॥

৩৪

ভালোবেসে, সখী, নিভৃতে যতনে
আমার নামটি লিখো— তোমার
মনের মন্দিরে।
আমার পরানে যে গান বাজিছে
তাহার তালটি শিখো— তোমার
চরণমঞ্জীরে ॥
ধরিয়া রাখিয়ো সোহাগে আদরে
আমার মুখর পাখি— তোমার

প্রাসাদপ্রাঙ্গণে।
মনে ক'রে সখী, বাঁধিয়া রাখিয়ো
আমার হাতের রাখী— তোমার
কনককঙ্কণে॥
আমার লতার একটি মুকুল
ভুলিয়া তুলিয়া রেখো— তোমার
অলকবন্ধনে।
আমার স্মরণ শুভ-সিন্দুরে
একটি বিন্দু এঁকো— তোমার
ললাটচন্দনে।
আমার মনের মোহের মাধুরী
মাখিয়া রাখিয়া দিয়ো— তোমার
অঙ্গসৌরভে।
আমার আকুল জীবনমরণ
টুটিয়া লুটিয়া নিয়ো— তোমার
অতুল গৌরবে॥

৩৫

ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ, আরো কী তোমার চাই।
ওগো ভিখারি আমার ভিখারি, চলেছ কী কাতর গান গাই'॥
প্রতিদিন প্রাতে নব নব ধনে তুষিব তোমারে সাধ ছিল মনে
ভিখারি আমার ভিখারি,
হায় পলকে সকলই সঁপেছি চরণে, আর তো কিছুই নাই॥
আমি আমার বুকের আঁচল ঘেরিয়া তোমারে পরানু বাস।
আমি আমার ভুবন শূন্য করেছি তোমার পুরাতে আশ।
হেরো মম প্রাণ মন যৌবন নব করপুটতলে পড়ে আছে তব—
ভিখারি আমার ভিখারি,
হায় আরো যদি চাও মোরে কিছু দাও, ফিরে আমি দিব তাই॥

৩৬

তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার সাধের সাধনা,
মম শূন্যগগনবিহারী।
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা—
তুমি আমারি, তুমি আমারি,
মম অসীমগগনবিহারী॥

মম হৃদয়রক্তরাগে তব চরণ দিয়েছি রাঙিয়া,
অয়ি সন্ধ্যাস্বপনবিহারী।
তব অধর এঁকেছি সুধাবিষে মিশে মম সুখদুখ ভাঙিয়া—
তুমি আমারি, তুমি আমারি,
মম বিজনজীবনবিহারী॥

মম মোহের স্বপন-অঞ্জন তব নয়নে দিয়েছি পরায়ে,
অয়ি মুগ্ধনয়নবিহারী।
মম সঙ্গীত তব অঙ্গে অঙ্গে দিয়েছি জড়ায়ে জড়ায়ে—
তুমি আমারি, তুমি আমারি,
মম জীবনমরণবিহারী॥

৩৭

কত কথা তারে ছিল বলিতে।
চোখে চোখে দেখা হল পথ চলিতে॥
বসে বসে দিবারাতি বিজনে সে কথা গাঁথি
কত যে পুরবীরাগে কত ললিতে॥
সে কথা ফুটিয়া উঠে কুসুমবনে,
সে কথা ব্যাপিয়া যায় নীল গগনে।
সে কথা লইয়া খেলি হৃদয়ে বাহিরে মেলি,
মনে মনে গাহি কার মন ছলিতে॥

৩৮

সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে
দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে ॥
এ কথা কভু আর পারে না ঘুচিতে,
আছে সে নিখিলের মাধুরীরুচিতে।
এ কথা শিখানু যে আমার বীণারে,
গানেতে চিনালেম সে চির-চিনারে ॥
সে কথা সুরে সুরে ছড়াব পিছনে
স্বপনফসলের বিছনে বিছনে।
মধুপগুঞ্জে সে লহরী তুলিবে,
কুসুমকুঞ্জে সে পবনে দুলিবে,
ঝরিবে শ্রাবণের বাদলসিচনে।
শরতে ক্ষীণ মেঘে ভাসিবে আকাশে
স্মরণবেদনার বরনে আঁকা সে।
চকিতে ক্ষণে ক্ষণে পাব যে তাহারে
ইমনে কেদারায় বেহাগে বাহারে ॥

৩৯

হে নিরুপমা,
গানে যদি লাগে বিহ্বল তান করিয়ো ক্ষমা ॥
ঝরোঝরো ধারা আজি উতরোল, নদীকূলে-কূলে উঠে কল্লোল,
বনে বনে গাহে মর্মরস্বরে নবীন পাতা।
সজল পবন দিশে দিশে তোলে বাদলগাথা ॥

হে নিরুপমা,
চপলতা আজি যদি ঘটে তবে করিয়ো ক্ষমা।
এল বরষার সঘন দিবস, বনরাজি আজি ব্যাকুল বিবশ,
বকুলবীথিকা মুকুলে মত্ত কানন-'পরে।
নবকদম্ব মদির গন্ধে আকুল করে ॥

হে নিরুপমা,
চপলতা আজি যদি ঘটে তবে করিয়ো ক্ষমা।
তোমার দুখানি কালো আঁখি-'পরে বরষার কালো ছায়াখানি পড়ে,
ঘন কালো তব কুঞ্চিত কেশে যূথীর মালা।
তোমার চরণে নববরষার বরণডালা॥

হে নিরুপমা,
আঁখি যদি আজ করে অপরাধ, করিয়ো ক্ষমা।
হেরো আকাশের দূর কোণে কোণে বিজুলি চমকি ওঠে খনে খনে,
দ্রুত কৌতুকে তব বাতায়নে কী দেখে চেয়ে।
অধীর পবন কিসের লাগিয়া আসিছে ধেয়ে॥

৪০

অজানা খনির নূতন মণির গেঁথেছি হার,
ক্লান্তিবিহীনা নবীনা বীণায় বেঁধেছি তার॥
যেমন নূতন বনের দুকূল, যেমন নূতন আমের মুকুল,
মাঘের অরুণে খোলে স্বর্গের নূতন দ্বার,
তেমনি আমার নবীন রাগের নব যৌবনে নব সোহাগের
রাগিণী রচিয়া উঠিল নাচিয়া বীণার তার॥
যে বাণী আমার কখনো কারেও হয় নি বলা
তাই দিয়ে গানে রচিব নূতন নৃত্যকলা।
আজি অকারণ বাতাসে বাতাসে যুগান্তরের সুর ভেসে আসে,
মর্মরস্বরে বনের ঘুচিল মনের ভার।
যেমনি ভাঙিল বাণীর বন্ধ উচ্ছ্বসি উঠে নূতন ছন্দ,
সুরের সাহসে আপনি চকিত বীণার তার॥

৪১

আজি এ নিরালা কুঞ্জে আমার অঙ্গ-মাঝে
বরণের ডালা সেজেছে আলোকমালার সাজে॥

নব বসন্তে লতায় লতায় পাতায় ফুলে
বাণীহিল্লোল উঠে প্রভাতের স্বর্ণকূলে,
আমার দেহের বাণীতে সে গান উঠিছে দুলে—
এ বরণগান নাহি পেলে মান মরিব লাজে।
ওহে প্রিয়তম, দেহে মনে মম ছন্দ বাজে॥

অর্ঘ্য তোমার আনি নি ভরিয়া বাহির হতে,
ভেসে আসে পূজা পূর্ণ প্রাণের আপন স্রোতে।
মোর তনুময় উছলে হৃদয় বাঁধনহারা,
অধীরতা তারি মিলনে তোমারি হোক-না সারা।
ঘন যামিনীর আঁধারে যেমন জ্বলিছে তারা,
দেহ ঘেরি মম প্রাণের চমক তেমনি রাজে—
সচকিত আলো নেচে উঠে মোর সকল কাজে॥

৪২

ফিরে যাও কেন ফিরে ফিরে যাও বহিয়া বিফল বাসনা॥
চিরদিন আছ দূরে অজানার মতো নিভৃত অচেনা পুরে,
কাছে আস তবু আস না
বহিয়া বিফল বাসনা॥
পারি না তোমায় বুঝিতে—
ভিতরে কারে কি পেয়েছ, বাহিরে চাহ না খুঁজিতে।
না-বলা তোমার বেদনা যত
বিরহপ্রদীপে শিখারই মতো
নয়নে তোমার উঠিছে জ্বলিয়া
নীরব কী সম্ভাষণা॥

৪৩

আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান—
তুমি জান নাই, তুমি জান নাই,
তুমি জান নাই তার মূল্যের পরিমাণ॥

রজনীগন্ধা অগোচরে
যেমন রজনী স্বপনে ভরে সৌরভে,
তুমি জান নাই, তুমি জান নাই,
তুমি জান নাই, মরমে আমার ঢেলেছ তোমার গান ॥
বিদায় নেবার সময় এবার হল—
প্রসন্ন মুখ তোলো, মুখ তোলো, মুখ তোলো—
মধুর মরণে পূর্ণ করিয়া সঁপিয়া যাব প্রাণ চরণে।
যারে জান নাই, যারে জান নাই, যারে জান নাই,
তার গোপন ব্যথার নীরব রাত্রি হোক আজি অবসান ॥

৪৪

জানি জানি তুমি এসেছ এ পথে মনের ভুলে।
তাই হোক তবে তাই হোক, দ্বার দিলেম খুলে ॥
এসেছ তুমি তো বিনা আভরণে, মুখর নূপুর বাজে না চরণে,
তাই হোক তবে তাই হোক, এসো সহজ মনে।
ওই তো মালতী ঝরে পড়ে যায় মোর আঙিনায়,
শিথিল কবরী সাজাতে তোমার লও-না তুলে ॥
কোনো আয়োজন নাই একেবারে, সুর বাঁধা নাই এ বীণার তারে,
তাই হোক তবে, এসো হৃদয়ের মৌনপারে।
ঝরোঝরো বারি ঝরে বনমাঝে, আমার মনের সুর ওই বাজে,
উতলা হাওয়ার তালে তালে মন উঠিছে দুলে ॥

৪৫

হে সখা, বারতা পেয়েছি মনে মনে তব নিশ্বাসপরশনে,
এসেছ অদেখা বন্ধু দক্ষিণসমীরণে ॥
কেন বঞ্চনা কর মোরে, কেন বাঁধ অদৃশ্য ডোরে—
দেখা দাও, দেখা দাও দেহ মন ভ'রে মম নিকুঞ্জবনে ॥
দেখা দাও চম্পকে রঙ্গনে, দেখা দাও কিংশুকে কাঞ্চনে।

কেন শুধু বাঁশরির সুরে ভুলায়ে লয়ে যাও দূরে,
যৌবন-উৎসবে ধরা দাও দৃষ্টির বন্ধনে ॥

৪৬

যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা তোমায় জানাতাম।
কে যে আমায় কাঁদায় আমি কী জানি তার নাম ॥
কোথায় যে হাত বাড়াই মিছে, ফিরি আমি কাহার পিছে—
সব যেন মোর বিকিয়েছে, পাই নি তাহার দাম ॥
এই বেদনার ধন সে কোথায় ভাবি জনম ধ'রে।
ভুবন ভরে আছে যেন, পাই নে জীবন ভরে।
সুখ যারে কয় সকল জনে বাজাই তারে ক্ষণে ক্ষণে—
গভীর সুরে 'চাই নে' 'চাই নে' বাজে অবিশ্রাম ॥

৪৭

আমি যে আর সইতে পারি নে।
সুরে বাজে মনের মাঝে গো, কথা দিয়ে কইতে পারি নে ॥
হৃদয়লতা নুয়ে পড়ে ব্যথাভরা ফুলের ভরে গো,
আমি সে আর বইতে পারি নে ॥
আজি আমার নিবিড় অন্তরে
কী হাওয়াতে কাঁপিয়ে দিল গো পুলক-লাগা আকুল মর্মরে।
কোন্ গুণী আজ উদাস প্রাতে মীড় দিয়েছে কোন্ বীণাতে গো—
ঘরে যে আর রইতে পারি নে ॥

৪৮

আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায়
মনের কথার কুসুমকোরক খোঁজে।
সেথায় কখন অগম গোপন গহন মায়ায়
পথ হারাইল ও যে ॥
আতুর দিঠিতে শুধায় সে নীরবেরে—
নিভৃত বাণীর সন্ধান নাই যে রে;

অজানার মাঝে অবুঝের মতো ফেরে
অশ্রুধারায় মজে ॥
আমার হৃদয়ে যে কথা লুকানো তার আভাষণ
ফেলে কভু ছায়া তোমার হৃদয়তলে ?
দুয়ারে এঁকেছি রক্ত রেখায় পদ্ম-আসন,
সে তোমারে কিছু বলে ?
তব কুঞ্জের পথ দিয়ে যেতে যেতে
বাতাসে বাতাসে ব্যথা দিই মোর পেতে—
বাঁশি কী আশায় ভাষা দেয় আকাশেতে
সে কি কেহ নাহি বোঝে ॥

৪৯

আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে
মুগ্ধ ললিত অশ্রুগলিত গীতে ॥
পঞ্চশরের বেদনামাধুরী দিয়ে
বাসররাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে—
ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে ভিক্ষা না যেন যাচি।
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয় তুমি আছ আমি আছি ॥

উড়াব ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান দুর্গমপথমাঝে
দুর্দম বেগে দুঃসহতম কাজে।
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাব—
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব।
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি, ছিন্ন পালের কাছি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব তুমি আছ আমি আছি।

দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ, দোঁহারে দেখেছি দোঁহে—
মরুপথতাপ দুজনে নিয়েছি সহে।
ছুটি নি মোহন মরীচিকা-পিছে-পিছে,
ভুলাই নি মন সত্যেরে করি মিছে—

এই গৌরবে চলিব এ ভবে যত দিন দোঁহে বাঁচি।
এ বাণী, প্রেয়সী, হোক মহীয়সী 'তুমি আছ আমি আছি'

৫০

আরো কিছুখন নাহয় বসিয়ো পাশে,
আরো যদি কিছু কথা থাকে তাই বলো।
শরত-আকাশ হেরো ম্লান হয়ে আসে,
বাষ্প-আভাসে দিগন্ত ছলোছলো॥
জানি তুমি কিছু চেয়েছিলে দেখিবারে,
তাই তো প্রভাতে এসেছিলে মোর দ্বারে,
দিন না ফুরাতে দেখিতে পেলে কি তারে
হে পথিক, বলো বলো—
সে মোর অগম অন্তরপারাবারে
রক্তকমল তরঙ্গে টলোমলো॥

দ্বিধাভরে আজও প্রবেশ কর নি ঘরে,
বাহির আঙনে করিলে সুরের খেলা।
জানি না কী নিয়ে যাবে যে দেশান্তরে,
হে অতিথি, আজি শেষ বিদায়ের বেলা।
প্রথম প্রভাতে সব কাজ তব ফেলে
যে গভীর বাণী শুনিবারে কাছে এলে
কোনোখানে কিছু ইশারা কি তার পেলে,
হে পথিক, বলো বলো—
সে বাণী আপন গোপন প্রদীপ জ্বেলে
রক্ত আগুনে প্রাণে মোর জ্বলোজ্বলো॥

৫১

এখনো কেন সময় নাহি হল, নাম-না-জানা অতিথি—
আঘাত হানিলে না দুয়ারে, কহিলে না 'দ্বার খোলো'।

হাজার লোকের মাঝে রয়েছি একেলা যে—
এসো আমার হঠাৎ-আলো, পরান চমকি তোলো ॥
আঁধার বাধা আমার ঘরে, জানি না কাঁদি কাহার তরে।
চরণসেবার সাধনা আনো, সকল দেবার বেদনা আনো—
নবীন প্রাণের জাগরমন্ত্র কানে কানে বোলো ॥

৫২

আজি গোধূলিলগনে এই বাদলগগনে
তার চরণধ্বনি আমি হৃদয়ে গণি—
'সে আসিবে' আমার মন বলে সারাবেলা,
অকারণ পুলকে আঁখি ভাসে জলে ॥
অধীর পবনে তার উত্তরীয় দূরের পরশন দিল কি ও—
রজনীগন্ধার পরিমলে 'সে আসিবে' আমার মন বলে।
উতলা হয়েছে মালতীর লতা, ফুরালো না তাহার মনের কথা।
বনে বনে আজি একি কানাকানি,
কিসের বারতা ওরা পেয়েছে না জানি,
কাঁপন লাগে দিগঙ্গনার বুকের আঁচলে—
'সে আসিবে' আমার মন বলে ॥

৫৩

আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা
তব নব প্রভাতের নবীন-শিশির-ঢালা ॥
হেরো শরমে-জড়িত কত-না গোলাপ কত-না গরবি করবী,
ওগো, কত-না কুসুম ফুটেছে তোমার মালঞ্চ করি আলা।
ওগো, অমল শরত-শীতল-সমীর বহিছে তোমারি কেশে,
ওগো, কিশোর-অরুণ-কিরণ তোমার অধরে পড়েছে এসে।
তব অঞ্চল হতে বনপথে ফুল যেতেছে পড়িয়া ঝরিয়া—
ওগো, অনেক কুন্দ অনেক শেফালি ভরেছে তোমার ডালা ॥

৫৪

ধরা দিয়েছি গো আমি আকাশের পাখি,
নয়নে দেখেছি তব নূতন আকাশ ॥
দুখানি আঁখির পাতে কী রেখেছ ঢাকি,
হাসিলে ফুটিয়া পড়ে উষার আভাস ॥
হৃদয় উড়িতে চায় হোথায় একাকী—
আঁখিতারকার দেশে করিবারে বাস।
ওই গগনেতে চেয়ে উঠিয়াছে ডাকি—
হোথায় হারাতে চায় এ গীত-উচ্ছ্বাস ॥

৫৫

কী রাগিণী বাজালে হৃদয়ে, মোহন, মনোমোহন,
তাহা তুমি জান হে, তুমি জান ॥
চাহিলে মুখপানে, কী গাহিলে নীরবে
কিসে মোহিলে মন প্রাণ,
তাহা তুমি জান হে, তুমি জান ॥
আমি শুনি দিবারজনী
তারি ধ্বনি, তারি প্রতিধ্বনি।
তুমি কেমনে মরম পরশিলে মম,
কোথা হতে প্রাণ কেড়ে আন,
তাহা তুমি জান হে, তুমি জান ॥

৫৬

ওগো শোনো কে বাজায়।
বনফুলের মালার গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায় ॥
অধর ছুঁয়ে বাঁশিখানি চুরি করে হাসিখানি—
বঁধুর হাসি মধুর গানে প্রাণের পানে ভেসে যায়

কুঞ্জবনের ভ্রমর বুঝি বাঁশির মাঝে গুঞ্জরে,
বকুলগুলি আকুল হয়ে বাঁশির গানে মুঞ্জরে।
যমুনারই কলতান কানে আসে, কাঁদে প্রাণ—
আকাশে ওই মধুর বিধু কাহার পানে হেসে চায়॥

৫৭

বড়ো বেদনার মতো বেজেছ তুমি হে আমার প্রাণে,
মন যে কেমন করে মনে মনে তাহা মনই জানে॥
তোমারে হৃদয়ে ক'রে আছি নিশিদিন ধ'রে,
চেয়ে থাকি আঁখি ভ'রে মুখের পানে॥
বড়ো আশা, বড়ো তৃষা, বড়ো আকিঞ্চন তোমারি লাগি
বড়ো সুখে, বড়ো দুখে, বড়ো অনুরাগে রয়েছি জাগি।
এ জন্মের মতো আর হয়ে গেছে যা হবার,
ভেসে গেছে মন প্রাণ মরণ টানে॥

৫৮

আমার মন মানে না— দিনরজনী।
আমি কী কথা স্মরিয়া এ তনু ভরিয়া পুলক রাখিতে নারি।
ওগো, কী ভাবিয়া মনে এ দুটি নয়নে উথলে নয়নবারি—
ওগো সজনি॥
সে সুধাবচন, সে সুখপরশ, অঙ্গে বাজিছে বাঁশি।
তাই শুনিয়া শুনিয়া আপনার মনে হৃদয় হয় উদাসী—
কেন না জানি॥
ওগো, বাতাসে কী কথা ভেসে চলে আসে, আকাশে কী মুখ জাগে
ওগো, বনমর্মরে নদীনির্ঝরে কী মধুর সুর লাগে।
ফুলের গন্ধ বন্ধুর মতো জড়ায়ে ধরিছে গলে—
আমি এ কথা, এ ব্যথা, সুখব্যাকুলতা কাহার চরণতলে
দিব নিছনি॥

৫৯

মরি লো মরি, আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে ॥
ভেবেছিলেম ঘরে রব, কোথাও যাব না—
ওই-যে বাহিরে বাজিল বাঁশি, বলো কী করি ॥
শুনেছি কোন্ কুঞ্জবনে যমুনাতীরে
সাঁঝের বেলায় বাজে বাঁশি ধীর সমীরে—
ওগো, তোরা জানিস যদি আমায় পথ বলে দে ॥
দেখি গে তার মুখের হাসি,
তারে ফুলের মালা পরিয়ে আসি,
তারে বলে আসি 'তোমার বাঁশি
আমার প্রাণে বেজেছে' ॥

৬০

এবার উজাড় করে লও হে আমার যা-কিছু সম্বল।
ফিরে চাও, ফিরে চাও, ফিরে চাও ওগো চঞ্চল ॥
চৈত্ররাতের বেলায় নাহয় এক প্রহরের খেলায়
আমার স্বপনস্বরূপিণী প্রাণে দাও পেতে অঞ্চল ॥
যদি এই ছিল গো মনে,
যদি পরম দিনের স্মরণ ঘুচাও চরম অযতনে,
তবে ভাঙা খেলার ঘরে নাহয় দাঁড়াও ক্ষণেক-তরে—
সেথা ধুলায় ধুলায় ছড়াও হেলায় ছিন্ন ফুলের দল ॥

৬১

সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে।
তারে আমার মাথার একটি কুসুম দে ॥
যদি শুধায় কে দিল কোন্ ফুলকাননে,
মোর শপথ, আমার নামটি বলিস নে ॥

সখী, সে আসি ধুলায় বসে যে তরুর তলে
সেথা আসন বিছায়ে রাখিস বকুলদলে।
সে যে করুণা জাগায় সকরুণ নয়নে—
যেন কী বলিতে চায়, না বলিয়া যায় সে॥

৬২

তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম
নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমানিশীথিনী-সম॥
মম জীবন যৌবন মম অখিল ভুবন
তুমি ভরিবে গৌরবে নিশীথিনী-সম॥
জাগিবে একাকী তব করুণ আঁখি,
তব অঞ্চলছায়া মোরে রহিবে ঢাকি।
মম দুঃখবেদন মম সফল স্বপন
তুমি ভরিবে সৌরভে নিশীথিনী-সম॥

৬৩

তোমার গোপন কথাটি, সখী, রেখো না মনে।
শুধু আমায়, বোলো আমায় গোপনে॥
ওগো ধীরমধুরহাসিনী, বোলো ধীরমধুর ভাষে—
আমি কানে না শুনিব গো, শুনিব প্রাণের শ্রবণে॥
যবে গভীর যামিনী, যবে নীরব মেদিনী,
যবে সুপ্তিমগন বিহগনীড় কুসুমকাননে,
বোলো অশ্রুজড়িত কণ্ঠে, বোলো কম্পিত স্মিত হাসে-
বোলো মধুরবেদনবিধুর হৃদয়ে শরমনমিত নয়নে॥

৬৪

এসো আমার ঘরে।
বাহির হয়ে এসো তুমি যে আছ অন্তরে॥
স্বপনদুয়ার খুলে এসো অরুণ-আলোকে
মুগ্ধ এ চোখে।

ক্ষণকালের আভাস হতে চিরকালের তরে এসো আমার ঘরে ॥
দুঃখসুখের দোলে এসো, প্রাণের হিল্লোলে এসো।
ছিলে আশার অরূপ বাণী ফাগুনবাতাসে
বনের আকুল নিশ্বাসে—
এবার ফুলের প্রফুল্ল রূপ এসো বুকের 'পরে ॥

৬৫

ঘুমের ঘন গহন হতে যেমন আসে স্বপ্ন
তেমনি উঠে এসো এসো।
শমীশাখার বক্ষ হতে যেমন জ্বলে অগ্নি
তেমনি তুমি এসো এসো ॥
ঈশানকোণে কালো মেঘের নিষেধ বিদারি
যেমন আসে সহসা বিদ্যুৎ
তেমনি তুমি চমক হানি এসো হৃদয়তলে—
এসো তুমি, এসো তুমি, এসো এসো ॥
আঁধার যবে পাঠায় ডাক মৌন ইশারায়
যেমন আসে কালপুরুষ সন্ধ্যাকাশে
তেমনি তুমি এসো, তুমি এসো এসো।
সুদূর হিমগিরির শিখরে
মন্ত্র যবে প্রেরণ করে তাপস বৈশাখ
প্রখর তাপে কঠিন ঘন তুষার গলায়ে,
বন্যাধারা যেমন নেমে আসে,
তেমনি তুমি এসো, তুমি এসো এসো ॥

৬৬

মম রুদ্ধমুকুলদলে এসো সৌরভ-অমৃতে,
মম অখ্যাততিমিরতলে এসো গৌরবনিশীথে ॥
এই মূল্যহারা মম শুক্তি, এসো মুক্তাকণায় তুমি মুক্তি—
মম মৌনী বীণার তারে এসো সঙ্গীতে ॥

নব অরুণের এসো আহ্বান,
চিররজনীর হোক অবসান— এসো।
এসো শুভস্মিত শুকতারায়, এসো শিশির-অশ্রুধারায়,
সিন্দুর পরাও উষারে তব রশ্মিতে॥

৬৭

এসো এসো পুরুষোত্তম, এসো এসো বীর মম।
তোমার পথ চেয়ে আছে প্রদীপ জ্বালা॥
আজি পরিবে বীরাঙ্গনার হাতে দৃপ্ত ললাটে, সখা,
বীরের বরণমালা॥
ছিন্ন ক'রে দিবে সে তার শক্তির অভিমান,
তোমার চরণে করিবে দান আত্মনিবেদনের ডালা—
চরণে করিবে দান।
আজ পরাবে বীরাঙ্গনা তোমার দৃপ্ত ললাটে, সখা,
বীরের বরণমালা॥

৬৮

আমার নিশীথরাতের বাদলধারা, এসো হে গোপনে
আমার স্বপনলোকে দিশাহারা॥
ওগো অন্ধকারের অন্তরধন, দাও ঢেকে মোর পরান মন—
আমি চাই নে তপন, চাই নে তারা॥
যখন সবাই মগন ঘুমের ঘোরে নিয়ো গো, নিয়ো গো,
আমার ঘুম নিয়ো গো হরণ করে।
একলা ঘরে চুপে চুপে এসো কেবল সুরের রূপে—
দিয়ো গো, দিয়ো গো,
আমার চোখের জলের দিয়ো সাড়া॥

৬৯

একলা ব'সে হেরো তোমার ছবি এঁকেছি আজ বসন্তী রঙ দিয়া।
খোঁপার ফুলে একটি মধুলোভী মৌমাছি ওই গুঞ্জরে বন্দিয়া॥

সমুখ-পানে বালুতটের তলে শীর্ণ নদী শ্রান্তধারায় চলে,
বেণুচ্ছায়া তোমার চেলাঞ্চলে উঠিছে স্পন্দিয়া ॥
মগ্ন তোমার স্নিগ্ধ নয়ন দুটি ছায়ায় ছন্ন অরণ্য-অঙ্গনে,
প্রজাপতির দল যেখানে জুটি রঙ ছড়ালো প্রফুল্ল রঙ্গনে।
তপ্ত হাওয়ায় শিথিলমঞ্জরী গোলকচাঁপা একটি দুটি করি
পায়ের কাছে পড়ছে ঝরি ঝরি তোমারে নন্দিয়া ॥
ঘাটের ধারে কম্পিত ঝাউশাখে দোয়েল দোলে সঙ্গীতে চঞ্চলি,
আকাশ ঢালে পাতার ফাঁকে ফাঁকে তোমার কোলে সুবর্ণ-অঞ্জলি।
বনের পথে কে যায় চলি দূরে— বাঁশির ব্যথা পিছন-ফেরা সুরে
তোমায় ঘিরে হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে ফিরিছে ক্রন্দিয়া ॥

৭০

কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশকুসুমচয়নে।
সব পথ এসে মিলে গেল শেষে তোমার দুখানি নয়নে ॥
দেখিতে দেখিতে নূতন আলোকে কে দিল রচিয়া ধ্যানের পুলকে
নূতন ভুবন নূতন দ্যুলোকে মোদের মিলিত নয়নে ॥
বাহির-আকাশে মেঘ ঘিরে আসে, এল সব তারা ঢাকিতে।
হারানো সে আলো আসন বিছালো শুধু দুজনের আঁখিতে।
ভাষাহারা মম বিজন রোদনা প্রকাশের লাগি করেছে সাধনা,
চিরজীবনেরই বাণীর বেদনা মিটিল দোঁহার নয়নে ॥

৭১

দে পড়ে দে আমায় তোরা কী কথা আজ লিখেছে সে।
তার দূরের বাণীর পরশমানিক লাগুক আমার প্রাণে এসে ॥
শস্যখেতের গন্ধখানি একলা ঘরে দিক সে আনি,
ক্লান্তগমন পান্থহাওয়া লাগুক আমার মুক্ত কেশে ॥
নীল আকাশের সুরটি নিয়ে বাজাক আমার বিজন মনে,
ধূসর পথের উদাস বরন মেলুক আমার বাতায়নে।
সূর্য ডোবার রাঙা বেলায় ছড়াব প্রাণ রঙের খেলায়,
আপন-মনে চোখের কোণে অশ্রু-আভাস উঠবে ভেসে ॥

৭২

রাতে রাতে আলোর শিখা রাখি জেলে
ঘরের কোণে আসন মেলে॥
বুঝি সময় হল এবার আমার প্রদীপ নিবিয়ে দেবার—
পূর্ণিমাচাঁদ, তুমি এলে॥
এত দিন সে ছিল তোমার পথের পাশে
তোমার দরশনের আশে।
আজ তারে যেই পরশিবে যাক সে নিবে, যাক সে নিবে—
যা আছে সব দিক সে ঢেলে॥

৭৩

অনেক কথা বলেছিলেম কবে তোমার কানে কানে
কত নিশীথ-অন্ধকারে, কত গোপন গানে গানে॥
সে কি তোমার মনে আছে তাই শুধাতে এলেম কাছে—
রাতের বুকের মাঝে তারা মিলিয়ে আছে সকল খানে॥
ঘুম ভেঙে তাই শুনি যবে দীপ-নেভা মোর বাতায়নে
স্বপ্নে-পাওয়া বাদল-হাওয়া ছুটে আসে ক্ষণে ক্ষণে—
বৃষ্টিধারার ঝরোঝরে ঝাউবাগানের মরোমরে
ভিজে মাটির গন্ধে হঠাৎ সেই কথা সব মনে আনে॥

৭৪

জানি তোমার অজানা নাহি গো কী আছে আমার মনে।
আমি গোপন করিতে চাহি গো, ধরা পড়ে দুনয়নে॥
কী বলিতে পাছে কী বলি
তাই দূরে চলে যাই কেবলই,
পথপাশে দিন বাহি গো—
তুমি দেখে যাও আঁখিকোণে কী আছে আমার মনে॥
চির নিশীথতিমির গহনে আছে মোর পূজাবেদী—
চকিত হাসির দহনে সে তিমির দাও ভেদি।

বিজন দিবস-রাতিয়া
কাটে ধেয়ানের মালা গাঁথিয়া,
আনমনে গান গাহি গো—
তুমি শুনে যাও খনে খনে কী আছে আমার মনে ॥

৭৫

পুরানো জানিয়া চেয়ো না আমারে আধেক আঁখির কোণে অলস অন্যমনে।
আপনারে আমি দিতে আসি যেই জেনো জেনো সেই শুভ নিমেষেই
জীর্ণ কিছুই নেই কিছু নেই, ফেলে দিই পুরাতনে ॥
আপনারে দেয় ঝরনা আপন ত্যাগরসে উচ্ছলি—
লহরে লহরে নূতন নূতন অর্ঘ্যের অঞ্জলি।
মাধবীকুঞ্জ বার বার করি বনলক্ষ্মীর ডালা দেয় ভরি—
বারবার তার দানমঞ্জরী নব নব ক্ষণে ক্ষণে ॥
তোমার প্রেমে যে লেগেছে আমায় চির নূতনের সুর।
সব কাজে মোর সব ভাবনায় জাগে চিরসুমধুর।
মোর দানে নেই দীনতার লেশ, যত নেবে তুমি না পাবে শেষ—
আমার দিনের সকল নিমেষ ভরা অশেষের ধনে ॥

৭৬

আমার যদি বেলা যায় গো বয়ে জেনো জেনো
আমার মন রয়েছে তোমায় লয়ে ॥
পথের ধারে আসন পাতি, তোমায় দেবার মালা গাঁথি—
জেনো জেনো তাইতে আছি মগন হয়ে ॥
চলে গেল যাত্রী সবে
নানান পথে কলরবে।
আমার চলা এমনি ক'রে আপন হাতে সাজি ভ'রে—
জেনো জেনো আপন মনে গোপন রয়ে ॥

৭৭

চপল তব নবীন আঁখি দুটি
সহসা যত বাঁধন হতে আমারে দিল ছুটি ॥
হৃদয় মম আকাশে গেল খুলি,
সুদূরবনগন্ধ আসি করিল কোলাকুলি।
ঘাসের ছোঁওয়া নিভৃত তরুছায়ে
চুপিচুপি কী করুণ কথা কহিল সারা গায়ে।
আমের বোল, ঝাউয়ের দোল, ঢেউয়ের লুটোপুটি—
বুকের কাছে সবাই এল জুটি ॥

৭৮

জয়যাত্রায় যাও গো, ওঠো জয়রথে তব।
মোরা জয়মালা গেঁথে আশা চেয়ে বসে রব ॥
মোরা আঁচল বিছায়ে রাখি পথধুলা দিব ঢাকি,
ফিরে এলে হে বিজয়ী,
তোমায় হৃদয়ে বরিয়া লব ॥
আঁকিয়ো হাসির রেখা সজল আঁখির কোণে,
নব বসন্তশোভা এনো এ কুঞ্জবনে।
তোমার সোনার প্রদীপে জ্বালো
আঁধার ঘরের আলো,
পরাও রাতের ভালে চাঁদের তিলক নব ॥

৭৯

বিজয়মালা এনো আমার লাগি।
দীর্ঘরাত্রি রইব আমি জাগি ॥
চরণ যখন পড়বে তোমার মরণকূলে
বুকের মধ্যে উঠবে আমার পরান দুলে,
সব যদি যায় হব তোমার সর্বনাশের ভাগী ॥

৮০

আন্‌মনা, আন্‌মনা,

তোমার কাছে আমার বাণীর মাল্যখানি আনব না।

বার্তা আমার ব্যর্থ হবে, সত্য আমার বুঝবে কবে,

তোমারো মন জানব না, আন্‌মনা, আন্‌মনা॥

লগ্ন যদি হয় অনুকূল মৌনমধুর সাঁঝে,

নয়ন তোমার মগ্ন যখন ম্লান আলোর মাঝে,

দেব তোমায় শান্ত সুরের সান্ত্বনা॥

ছন্দে গাঁথা বাণী তখন পড়ব তোমার কানে

মন্দ মৃদুল তানে,

ঝিল্লি যেমন শালের বনে নিদ্রানীরব রাতে

অন্ধকারের জপের মালায় একটানা সুর গাঁথে,

একলা তোমার বিজন প্রাণের প্রাঙ্গণে

প্রান্তে বসে একমনে

এঁকে যাব আমার গানের আল্‌পনা,

আন্‌মনা, আন্‌মনা॥

৮১

ওলো সই, ওলো সই,

আমার ইচ্ছা করে তোদের মতন মনের কথা কই।

ছড়িয়ে দিয়ে পা দুখানি কোণে বসে কানাকানি,

কভু হেসে কভু কেঁদে চেয়ে বসে রই॥

ওলো সই, ওলো সই,

তোদের আছে মনের কথা, আমার আছে কই।

আমি কী বলিব, কার কথা, কোন্‌ সুখ, কোন্‌ ব্যথা—

নাই কথা, তবু সাধ শত কথা কই॥

ওলো সই, ওলো সই,

তোদের এত কী বলিবার আছে ভেবে অবাক হই।

আমি একা বসি সন্ধ্যা হলে আপনি ভাসি নয়নজলে,
কারণ কেহ শুধাইলে নীরব হয়ে রই ॥

৮২

হৃদয়ের এ কূল, ও কূল, দু কূল ভেসে যায়, হায় সজনি,
উথলে নয়নবারি।
যে দিকে চেয়ে দেখি ওগো সখী,
কিছু আর চিনিতে না পারি ॥

পরানে পড়িয়াছে টান,
ভরা নদীতে আসে বান,
আজিকে কী ঘোর তুফান সজনি গো,
বাঁধ আর বাঁধিতে নারি ॥

কেন এমন হল গো, আমার এই নবযৌবনে।
সহসা কী বহিল কোথাকার কোন্ পবনে।
হৃদয় আপনি উদাস, মরমে কিসের হুতাশ—
জানি না কী বাসনা, কী বেদনা গো—
কেমনে আপনা নিবারি ॥

৮৩

না বলে যেয়ো না চলে মিনতি করি
গোপনে জীবন মন লইয়া হরি ॥
সারা নিশি জেগে থাকি, ঘুমে ঢুলে পড়ে আঁখি—
ঘুমালে হারাই পাছে সে ভয়ে মরি ॥
চকিতে চমকি, বঁধু, তোমায় খুঁজি—
থেকে থেকে মনে হয় স্বপন বুঝি।
নিশিদিন চাহে হিয়া পরান পসারি দিয়া
অধীর চরণ তব বাঁধিয়া ধরি ॥

৮৪

আর নাই রে বেলা, নামল ছায়া ধরণীতে।
এখন চল্‌ রে ঘাটে কলসখানি ভরে নিতে॥
জলধারার কলস্বরে সন্ধ্যাগগন আকুল করে,
ওরে, ডাকে আমায় পথের 'পরে সেই ধ্বনিতে॥
এখন বিজন পথে করে না কেউ আসা যাওয়া।
ওরে, প্রেমনদীতে উঠেছে ঢেউ, উতল হাওয়া।
জানি নে আর ফিরব কিনা, কার সাথে আজ হবে চিনা—
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা তরণীতে॥

৮৫

বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা, নিয়ো হে নিয়ো।
হৃদয় বিদারি হয়ে গেল ঢালা, পিয়ো হে পিয়ো॥
ভরা সে পাত্র, তারে বুকে ক'রে বেড়ানু বহিয়া সারা রাতি ধরে,
লও তুলে লও আজি নিশিভোরে প্রিয় হে প্রিয়॥
বাসনার রঙে লহরে লহরে রঙিন হল।
করুণ তোমার অরুণ অধরে তোলো হে তোলো।
এ রসে মিশাক তব নিশ্বাস নবীন উষার পুষ্পসুবাস—
এরই 'পরে তব আঁখির আভাস দিয়ো হে দিয়ো॥

৮৬

আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী।
তুমি থাক সিন্ধুপারে ওগো বিদেশিনী॥
তোমায় দেখেছি শারদপ্রাতে, তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে,
তোমায় দেখেছি হৃদি-মাঝারে ওগো বিদেশিনী।
আমি আকাশে পাতিয়া কান শুনেছি শুনেছি তোমারি গান,
আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ ওগো বিদেশিনী।
ভুবন ভ্রমিয়া শেষে আমি এসেছি নূতন দেশে,
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে ওগো বিদেশিনী॥

৮৭

যা ছিল কালো-ধলো তোমার রঙে রঙে রাঙা হল।
যেমন রাঙাবরন তোমার চরণ তার সনে আর ভেদ না র'ল॥
রাঙা হল বসন-ভূষণ, রাঙা হল শয়ন-স্বপন—
মন হল কেমন দেখ্‌ রে, যেমন রাঙা কমল টলোমলো॥

৮৮

আহা, তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা, প্রিয় আমার, ওগো প্রিয়—
বড়ো উতলা আজ পরান আমার, খেলাতে হার মানবে কি ও॥
কেবল তুমিই কি গো এমনি ভাবে রাঙিয়ে মোরে পালিয়ে যাবে।
তুমি সাধ ক'রে, নাথ, ধরা দিয়ে আমারও রঙ বক্ষে নিয়ো—
এই হৃৎকমলের রাঙা রেণু রাঙাবে ওই উত্তরীয়॥

৮৯

আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়।
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি পথে যে জন ভাসায়॥
যে জন দেয় না দেখা, যায় যে দেখে— ভালোবাসে আড়াল থেকে—
আমার মন মজেছে সেই গভীরের গোপন ভালোবাসায়॥

৯০

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাব।
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো, গান দিয়ে দ্বার খোলাব॥
ভরাব না ভূষণভারে, সাজাব না ফুলের হারে—
প্রেমকে আমার মালা ক'রে গলায় তোমার দোলাব॥
জানবে না কেউ কোন্‌ তুফানে তরঙ্গদল নাচবে প্রাণে,
চাঁদের মতো অলখ টানে জোয়ারে ঢেউ তোলাব॥

৯১

আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী।
আমি সকল দাগে হব দাগি॥

তোমার পথের কাঁটা করব চয়ন, যেথা তোমার ধুলার শয়ন
সেথা আঁচল পাতব আমার— তোমার রাগে অনুরাগী ॥
আমি শুচি-আসন টেনে টেনে বেড়াব না বিধান মেনে,
যে পঙ্কে ওই চরণ পড়ে তাহারি ছাপ বক্ষে মাগি ॥

৯২

আমার নয়ন তোমার নয়নতলে মনের কথা খোঁজে,
সেথায় কালো ছায়ার মায়ার ঘোরে পথ হারালো ও যে ॥
নীরব দিঠে শুধায় যত পায় না সাড়া মনের মতো,
অবুঝ হয়ে রয় সে চেয়ে অশ্রুধারায় ম'জে ॥
তুমি আমার কথার আভাখানি পেয়েছ কি মনে।
এই-যে আমি মালা আনি, তার বাণী কেউ শোনে ?
পথ দিয়ে যাই, যেতে যেতে হাওয়ায় ব্যথা দিই যে পেতে—
বাঁশি বিছায় বিষাদ-ছায়া তার ভাষা কেউ বোঝে ॥

৯৩

ফুল তুলিতে ভুল করেছি প্রেমের সাধনে।
বঁধু, তোমায় বাঁধব কিসে মধুর বাঁধনে ॥
ভোলাব না মায়ার ছলে, রইব তোমার চরণতলে,
মোহের ছায়া ফেলব না মোর হাসি কাঁদনে ॥
রইল শুধু বেদন-ভরা আশা, রইল শুধু প্রাণের নীরব ভাষা।
নিরাভরণ যদি থাকি চোখের কোণে চাইবে না কি—
যদি আঁখি নাই-বা ভোলাই রঙের ধাঁদনে ॥

৯৪

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো।
ও রজনীগন্ধা, তোমার গন্ধসুধা ঢালো ॥
পাগল হাওয়া বুঝতে নারে ডাক পড়েছে কোথায় তারে—
ফুলের বনে যার পাশে যায় তারেই লাগে ভালো ॥

নীল গগনের ললাটখানি চন্দনে আজ মাখা,
বাণীবনের হংসমিথুন মেলেছে আজ পাখা।
পারিজাতের কেশর নিয়ে ধরায়, শশী, ছড়াও কী এ।
ইন্দ্রপুরীর কোন্ রমণী বাসরপ্রদীপ জ্বালো॥

৯৫

তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে
আমায় শুধু ক্ষণেক-তরে।
আজি হাতে আমার যা-কিছু কাজ আছে
আমি সাঙ্গ করব পরে॥
না চাহিলে তোমার মুখপানে
হৃদয় আমার বিরাম নাহি জানে,
কাজের মাঝে ঘুরে বেড়াই যত
ফিরি কূলহারা সাগরে॥
বসন্ত আজ উচ্ছ্বাসে নিশ্বাসে
এল আমার বাতায়নে।
অলস ভ্রমর গুঞ্জরিয়া আসে,
ফেরে কুঞ্জের প্রাঙ্গণে।
আজকে শুধু একান্তে আসীন
চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিন,
আজকে জীবন-সমর্পণের গান
গাব নীরব অবসরে॥

৬৯

ওগো, তোমার চক্ষু দিয়ে মেলে সত্য দৃষ্টি
আমার সত্যরূপ প্রথম করেছ সৃষ্টি।
তোমায় প্রণাম, তোমায় প্রণাম,
তোমায় প্রণাম শতবার॥

আমি তরুণ অরুণলেখা,
আমি বিমল জ্যোতির রেখা,
আমি নবীন শ্যামল মেঘে
প্রথম প্রসাদবৃষ্টি।
তোমায় প্রণাম, তোমায় প্রণাম,
তোমায় প্রণাম শতবার॥

৯৭

হে নবীনা,
প্রতিদিনের পথের ধুলায় যায় না চিনা॥
শুনি বাণী ভাসে বসন্তবাতাসে,
প্রথম জাগরণে দেখি সোনার মেঘে লীনা॥
স্বপনে দাও ধরা কী কৌতুকে ভরা।
কোন্ অলকার ফুলে মালা সাজাও চুলে,
কোন্ অজানা সুরে বিজনে বাজাও বীণা॥

৯৮

ওগো শান্ত পাষাণমুরতি সুন্দরী,
চঞ্চলেরে হৃদয়তলে লও বরি॥
কুঞ্জবনে এসো একা, নয়নে অশ্রু দিক্ দেখা—
অরুণ রাগে হোক রঞ্জিত বিকশিত বেদনার মঞ্জরী॥

৯৯

তোমার পায়ের তলায় যেন গো রঙ লাগে—
আমার মনের বনের ফুলের রাঙা রাগে॥
যেন আমার গানের তানে
তোমায় ভূষণ পরাই কানে,
যেন রক্তমণির হার গেঁথে দিই প্রাণের অনুরাগে॥

১০০

অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে কবে কখন একটুখানি পাওয়া,
সেইটুকুতেই জাগায় দখিন হাওয়া ॥
দিনের পর দিন চলে যায় যেন তারা পথের স্রোতেই ভাসা,
বাহির হতেই তাদের যাওয়া আসা।
কখন আসে একটি সকাল সে যেন মোর ঘরেই বাঁধে বাসা,
সে যেন মোর চিরদিনের চাওয়া ॥
হারিয়ে যাওয়া আলোর মাঝে কণা কণা কুড়িয়ে পেলেম যারে
রইল গাঁথা মোর জীবনের হারে।
সেই-যে আমার জোড়া-দেওয়া ছিন্ন দিনের খণ্ড আলোর মালা
সেই নিয়েই আজ সাজাই আমার থালা—
এক পলকের পুলক যত, এক নিমেষের প্রদীপখানি জ্বালা,
একতারাতে আধখানা গান গাওয়া ॥

১০১

দিনশেষের রাঙা মুকুল জাগল চিতে।
সঙ্গোপনে ফুটবে প্রেমের মঞ্জরীতে ॥
মন্দবায়ে অন্ধকারে দুলবে তোমার পথের ধারে,
গন্ধ তাহার লাগবে তোমার আগমনীতে—
ফুটবে যখন মুকুল প্রেমের মঞ্জরীতে ॥
রাত যেন না বৃথা কাটে প্রিয়তম হে—
এসো এসো প্রাণে মম, গানে মম হে।
এসো নিবিড় মিলনক্ষণে রজনীগন্ধার কাননে,
স্বপন হয়ে এসো আমার নিশীথিনীতে—
ফুটবে যখন মুকুল প্রেমের মঞ্জরীতে ॥

১০২

আছ আকাশ-পানে তুলে মাথা,
কোলে আধেকখানি মালা গাঁথা ॥

ফাগুনবেলায় বহে আনে   আলোর কথা ছায়ার কানে,
তোমার মনে তারি সনে ভাবনা যত ফেরে যা-তা ॥
কাছে থেকে রইলে দূরে,
কান্না মিলায় গানের সুরে।
হারিয়ে-যাওয়া হৃদয় তব   মূর্তি ধরে নব নব—
পিয়ালবনে উড়ালো চুল, বকুলবনে আঁচল পাতা ॥

১০৩

না, না গো না,
কোরো না ভাবনা—
যদি বা নিশি যায়   যাব না যাব না ॥
যখনি চলে যাই   আসিব ব'লে যাই,
আলোছায়ার পথে   করি আনাগোনা ॥
দোলাতে দোলে মন   মিলনে বিরহে।
বারে বারেই জানি   তুমি তো চির হে।
ক্ষণিক আড়ালে   বারেক দাঁড়ালে
মরি ভয়ে ভয়ে   পাব কি পাব না ॥

১০৪

চৈত্রপবনে মম চিত্তবনে   বাণীমঞ্জরী সঞ্চলিতা
ওগো ললিতা।
যদি বিজনে দিন বহে যায়   খর তপনে ঝরে পড়ে হায়
অনাদরে হবে ধূলিদলিতা
ওগো ললিতা ॥
তোমার লাগিয়া আছি পথ চাহি—   বুঝি বেলা আর নাহি নাহি।
বনছায়াতে তারে দেখা দাও,   করুণ হাতে তুলে নিয়ে যাও—
কণ্ঠহারে করো সঙ্কলিতা
ওগো ললিতা ॥

১০৫

নূপুর বেজে যায় রিনিরিনি।
আমার মন কয়, চিনি চিনি ॥
গন্ধ রেখে যায় মধুবায়ে মাধবীবিতানের ছায়ে ছায়ে,
ধরণী শিহরায় পায়ে পায়ে, কলসে কঙ্কণে কিনিকিনি ॥
পারুল শুধাইল, কে তুমি গো, অজানা কাননের মায়ামৃগ।
কামিনী ফুলকুল বরষিছে, পবন এলোচুল পরশিছে,
আঁধারে তারাগুলি হরষিছে, ঝিল্লি ঝনকিছে ঝিনিঝিনি ॥

১০৬

আরো একটু বসো তুমি, আরো একটু বলো।
পথিক, কেন অথির হেন— নয়ন ছলোছলো ॥
আমার কী যে শুনতে এলে তার কিছু কি আভাস পেলে-
নীরব কথা বুকে আমার করে টলোমলো ॥
যখন থাক দূরে
আমার মনের গোপন বাণী বাজে গভীর সুরে।
কাছে এলে তোমার আঁখি সকল কথা দেয় যে ঢাকি—
সে যে মৌন প্রাণের রাতে তারা জ্বলোজ্বলো ॥

১০৭

বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে এসেছি তোমারি এ দ্বারে,
পথিকেরে লহো ডাকি তব মন্দিরের এক ধারে ॥
বনপথ হতে, সুন্দরী, এনেছি মল্লিকামঞ্জরী—
তুমি লবে নিজ বেণীবন্ধে মনে রেখেছি এ দুরাশারে ॥
কোনো কথা নাহি ব'লে ধীরে ধীরে ফিরে যাব চলে
ঝিল্লিঝঙ্কৃত নিশীথে পথে যেতে বাঁশরিতে
শেষ গান পাঠাব তোমা-পানে শেষ উপহারে ॥

১০৮

মেঘছায়ে সজল বায়ে মন আমার
উতলা করে সারাবেলা কার লুপ্ত হাসি, সুপ্ত বেদনা হায় রে ॥
কোন্ বসন্তের নিশীথে যে বকুলমালাখানি পরালে
তার দলগুলি গেছে ঝরে, শুধু গন্ধ ভাসে প্রাণে ॥
জানি ফিরিবে না আর ফিরিবে না, জানি তব পথ গেছে সুদূরে
পারিলে না তবু পারিলে না চিরশূন্য করিতে ভুবন মম—
তুমি নিয়ে গেছ মোর বাঁশিখানি, দিয়ে গেছ তোমার গান ॥

১০৯

গোধূলিগগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা।
আমার যা কথা ছিল হয়ে গেল সারা ॥
হয়তো সে তুমি শোন নাই, সহজে বিদায় দিলে তাই—
আকাশ মুখর ছিল যে তখন, ঝরোঝরো বারিধারা ॥
চেয়েছিনু যবে মুখে তোলো নাই আঁখি,
আঁধারে নীরব ব্যথা দিয়েছিল ঢাকি।
আর কি কখনো কবে এমন সন্ধ্যা হবে—
জনমের মতো হায় হয়ে গেল হারা ॥

১১০

আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে, চাও কি—
হায় বুঝি তার খবর পেলে না।
পারিজাতের মধুর গন্ধ পাও কি—
হায় বুঝি তার নাগাল মেলে না ॥
প্রেমের বাদল নামল, তুমি জানো না হায় তাও কি।
আজ মেঘের ডাকে তোমার মনের ময়ূরকে নাচাও কি।

আমি সেতারেতে তার বেঁধেছি, আমি সুরলোকের সুর সেধেছি,
তারি তানে তানে মনে প্রাণে মিলিয়ে গলা গাও কি—
হায় আসরেতে বুঝি এলে না।
ডাক উঠেছে বারে বারে, তুমি সাড়া দাও কি!
আজ ঝুলনদিনে দোলন লাগে, তোমার পরান হেলে না॥

১১১

তোমার মনের একটি কথা আমায় বলো বলো।
তোমার নয়ন কেন এমন ছলোছলো॥
বনের' পরে বৃষ্টি ঝরে ঝরোঝরো রবে।
সন্ধ্যা মুখরিত ঝিল্লিস্বরে নীপকুঞ্জতলে।
শালের বীথিকায় বারি বহে যায় কলোকলো॥
আজি দিগন্তসীমা
বৃষ্টি-আড়ালে হারালো নীলিমা হারালো—
ছায়া পড়ে তোমার মুখের 'পরে,
ছায়া ঘনায় তব মনে মনে ক্ষণে ক্ষণে,
অশ্রুমন্থর বাতাসে বাতাসে তোমার হৃদয় টলোটলো॥

১১২

উদাসিনী-বেশে বিদেশিনী কে সে নাইবা তাহারে জানি,
রঙে রঙে লিখা আঁকি মরীচিকা মনে মনে ছবিখানি॥
পুবের হাওয়ায় তরীখানি তার এই ভাঙা ঘাট কবে হল পার
দূর নীলিমার বক্ষে তাহার উদ্ধত বেগ হানি॥
মুগ্ধ আলসে গণি একা বসে পলাতকা যত ঢেউ।
যারা চলে যায় ফেরে না তো হায় পিছু-পানে আর কেউ।
মনে জানি কারো নাগাল পাব না— তবু যদি মোর উদাসী ভাবনা
কোনো বাসা পায় সেই দুরাশায় গাঁথি সাহানায় বাণী॥

১১৩

আমি যাব না গো অমনি চলে। মালা তোমার দেব গলে॥
অনেক সুখে অনেক দুখে তোমার বাণী নিলেম বুকে,
ফাগুনশেষে যাবার বেলা আমার বাণী যাব বলে॥
কিছু হল, অনেক বাকি। ক্ষমা আমায় করবে না কি।
গান এসেছে সুর আসে নাই, হল না যে শোনানো তাই—
সে সুর আমার রইল ঢাকা নয়নজলে॥

১১৪

খোলো খোলো দ্বার, রাখিয়ো না আর
বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে।
দাও সাড়া দাও, এই দিকে চাও,
এসো দুই বাহু বাড়ায়ে॥
কাজ হয়ে গেছে সারা উঠেছে সন্ধ্যাতারা।
আলোকের খেয়া হয়ে গেল দে'য়া
অস্তসাগর পারায়ে॥
ভরি লয়ে ঝারি এনেছ কি বারি,
সেজেছ কি শুচি দুকূলে।
বেঁধেছ কি চুল, তুলেছ কি ফুল,
গেঁথেছ কি মালা মুকুলে।
ধেনু এল গোঠে ফিরে, পাখিরা এসেছে নীড়ে,
পথ ছিল যত জুড়িয়া জগত
আঁধারে গিয়েছে হারায়ে॥

১১৫

বাজিবে, সখী, বাঁশি বাজিবে—
হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে॥
বচন রাশি রাশি কোথা যে যাবে ভাসি,
অধরে লাজহাসি সাজিবে॥

নয়নে আঁখিজল করিবে ছলছল,
সুখবেদনা মনে বাজিবে।
মরমে মুরছিয়া মিলাতে চাবে হিয়া
সেই চরণযুগরাজীবে॥

১১৬

কে বলেছে তোমায়, বঁধু, এত দুঃখ সইতে।
আপনি কেন এলে, বঁধু, আমার বোঝা বইতে॥
প্রাণের বন্ধু, বুকের বন্ধু,
সুখের বন্ধু, দুখের বন্ধু—
তোমায় দেব না দুখ, পাব না দুখ,
হেরব তোমার প্রসন্ন মুখ,
আমি সুখে দুঃখে পারব, বন্ধু, চিরানন্দে রইতে—
তোমার সঙ্গে বিনা কথায় মনের কথা কইতে॥

১১৭

সে আমার গোপন কথা শুনে যা ও সখী!
ভেবে না পাই বলব কী॥
প্রাণ যে আমার বাঁশি শোনে নীল গগনে,
গান হয়ে যায় নিজের মনে যাহাই বকি॥
সে যেন আসবে আমার মন বলেছে,
হাসির 'পরে তাই তো চোখের জল গলেছে।
দেখ্ লো ভাই দেয় ইশারা তারায় তারা,
চাঁদ হেসে ওই হল সারা তাহাই লখি॥

১১৮

এ কী সুধারস আনে
আজি মম মনে প্রাণে॥

সে যে চিরদিবসেরই, নূতন তাহারে হেরি—
বাতাস সে মুখ ঘেরি মাতে গুঞ্জনগানে ॥
পুরাতন বীণাখানি ফিরে পেল হারা বাণী।
নীলাকাশ শ্যামধরা পরশে তাহারি ভরা—
ধরা দিল অগোচরা নব নব সুরে তানে ॥

১১৯

ও যে মানে না মানা।
আঁখি ফিরাইলে বলে, 'না, না, না।'
যত বলি 'নাই রাতি— মলিন হয়েছে বাতি'
মুখপানে চেয়ে বলে, 'না, না, না।'
বিধুর বিকল হয়ে খেপা পবনে
ফাগুন করিছে হা-হা ফুলের বনে।
আমি যত বলি 'তবে এবার যে যেতে হবে'
দুয়ারে দাঁড়ায়ে বলে, 'না, না, না।'

১২০

মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে আয়—
তারে এগিয়ে নিয়ে আয় ॥
চোখের জলে মিশিয়ে হাসি ঢেলে দে তার পায়—
ওরে, ঢেলে দে তার পায় ॥
আসছে পথে ছায়া পড়ে, আকাশ এল আঁধার করে,
শুষ্ক কুসুম পড়ছে ঝরে, সময় বহে যায়—
ওরে সময় বহে যায় ॥

১২১

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা ॥

যেথা আমি যাই নাকো তুমি প্রকাশিত থাকো,
আকুল নয়নজলে ঢালো গো কিরণধারা ॥
তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সংগোপনে,
তিলেক অন্তর হলে না হেরি কূল-কিনারা।
কথনো বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি শরমে সে হয় সারা ॥

১২২

যদি বারণ কর তবে গাহিব না।
যদি শরম লাগে মুখে চাহিব না ॥
যদি বিরলে মালা গাঁথা
সহসা পায় বাধা
তোমার ফুলবনে যাইব না ॥
যদি থমকি থেমে যাও পথমাঝে
আমি চমকি চলে যাব আন কাজে।
যদি তোমার নদীকূলে
ভুলিয়া ঢেউ তুলে,
আমার তরীখানি বাহিব না ॥

১২৩

কেন বাজাও কাঁকন কনকন কত ছলভরে।
ওগো, ঘরে ফিরে চলো কনককলসে জল ভরে ॥
কেন জলে ঢেউ তুলি ছলকি ছলকি কর খেলা।
কেন চাহ খনে খনে চকিত নয়নে কার তরে কত ছলভরে ॥
হেরো যমুনা-বেলায় আলসে হেলায় গেল বেলা,
যত হাসিভরা ঢেউ করে কানাকানি কলস্বরে কত ছলভরে।
হেরো নদীপরপারে গগনকিনারে মেঘমেলা,
তারা হাসিয়া হাসিয়া চাহিছে তোমারি মুখ'পরে কত ছলভরে ॥

১২৪

কেন যামিনী না যেতে জাগালে না, বেলা হল মরি লাজে।
শরমে জড়িত চরণে কেমনে চলিব পথেরি মাঝে॥
আলোকপরশে মরমে মরিয়া হেরো গো শেফালি পড়িছে ঝরিয়া,
কোনোমতে আছে পরান ধরিয়া কামিনী শিথিল সাজে॥
নিবিয়া বাঁচিল নিশার প্রদীপ উষার বাতাস লাগি,
রজনীর শশী গগনের কোণে লুকায় শরণ মাগি।
পাখি ডাকি বলে 'গেল বিভাবরী', বধূ চলে জলে লইয়া গাগরি।
আমি এ আকুল কবরী আবরি কেমনে যাইব কাজে॥

১২৫

নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া,
তোমার অনল দিয়া॥
কবে যাবে তুমি সমুখের পথে দীপ্ত শিখাটি বাহি
আছি তাই পথ চাহি।
পুড়িবে বলিয়া রয়েছে আশায় আমার নীরব হিয়া
আপন আঁধার নিয়া॥

১২৬

অলকে কুসুম না দিয়ো, শুধু শিথিল কবরী বাঁধিয়ো।
কাজলবিহীন সজল নয়নে হৃদয়দুয়ারে ঘা দিয়ো॥
আকুল আঁচলে পথিকচরণে মরণের ফাঁদ ফাঁদিয়ো—
না করিয়া বাদ মনে যাহা সাধ, নিদয়া, নীরবে সাধিয়ো॥
এসো এসো বিনা ভূষণেই, দোষ নেই তাহে দোষ নেই।
যে আসে আসুক ওই তব রূপ অযতন-ছাঁদে ছাঁদিয়ো।
শুধু হাসিখানি আঁখিকোণে হানি উতলা হৃদয় ধাঁদিয়ো॥

১২৭

নিশীথে কী কয়ে গেল মনে কী জানি, কী জানি।
সে কি ঘুমে, সে কি জাগরণে কী জানি, কী জানি॥

নানা কাজে নানা মতে ফিরি ঘরে, ফিরি পথে—
সে কথা কি অগোচরে বাজে ক্ষণে ক্ষণে। কী জানি, কী জানি॥
সে কথা কি অকারণে ব্যথিছে হৃদয়, একি ভয়, একি জয়।
সে কথা কি কানে কানে বারে বারে কয় 'আর নয়' 'আর নয়'।
সে কথা কি নানা সুরে বলে মোরে 'চলো দূরে'—
সে কি বাজে বুকে মম, বাজে কি গগনে। কী জানি, কী জানি॥

১২৮

মোর স্বপন-তরীর কে তুই নেয়ে।
লাগল পালে নেশার হাওয়া, পাগল পরান চলে গেয়ে॥
আমায় ভুলিয়ে দিয়ে যা তোর দুলিয়ে দিয়ে না,
ও তোর সুদূর ঘাটে চল্ রে বেয়ে॥
আমার ভাবনা তো সব মিছে, আমার সব পড়ে থাক্ পিছে।
তোমার ঘোমটা খুলে দাও, তোমার নয়ন তুলে চাও,
দাও হাসিতে মোর পরান ছেয়ে॥

১২৯

ভালোবাসি, ভালোবাসি—
এই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি॥
আকাশে কার বুকের মাঝে ব্যথা বাজে,
দিগন্তে কার কালো আঁখি আঁখির জলে যায় ভাসি॥
সেই সুরে সাগরকূলে বাঁধন খুলে
অতল রোদন উঠে দুলে।
সেই সুরে বাজে মনে অকারণে
ভুলে-যাওয়া গানের বাণী, ভোলা দিনের কাঁদন-হাসি॥

১৩০

এবার মিলন-হাওয়ায়-হাওয়ায় হেলতে হবে।
ধরা দেবার খেলা এবার খেলতে হবে॥

ওগো পথিক, পথের টানে চলেছিলে মরণ-পানে,

আঙিনাতে আসন এবার মেলতে হবে ॥

মাধবিকার কুঁড়িগুলি আনো তুলে— মালতিকার মালা গাঁথো নবীন ফুলে।

স্বপ্নস্রোতে ভিড়বি পারে, বাঁধবি দুজন দুইজনারে,

সেই মায়াজাল হৃদয় ঘিরে ফেলতে হবে ॥

১৩১

তোমার রঙিন পাতায় লিখব প্রাণের কোন্ বারতা।

রঙের তুলি পাব কোথা ॥

সে রঙ তো নেই চোখের জলে, আছে কেবল হৃদয়তলে.

প্রকাশ করি কিসের ছলে মনের কথা।

কইতে গেলে রইবে কি তার সরলতা ॥

বন্ধু, তুমি বুঝবে কি মোর সহজ বলা— নাই যে আমার ছলা-কলা।

সুর যা ছিল বাহির ত্যেজে অন্তরেতে উঠল বেজে

একলা কেবল জানে সে যে মোর দেবতা।

কেমন করে করব বাহির মনের কথা ॥

১৩২

আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে।

ওগো আমার প্রিয়, তোমার রঙিন উত্তরীয়

পরো পরো পরো তবে ॥

মেঘ রঙে রঙে বোনা, আজ রবির রঙে সোনা,

আজ আলোর রঙ যে বাজল পাখির রবে ॥

আজ রঙ-সাগরে তুফান ওঠে মেতে।

যখন তারি হাওয়া লাগে তখন রঙের মাতন জাগে

কাঁচা সবুজ ধানের ক্ষেতে।

সেই রাতের-স্বপন-ভাঙা আমার হৃদয় হোক-না রাঙা

তোমার রঙেরই গৌরবে ॥

১৩৩

এই বুঝি মোর ভোরের তারা এল সাঁঝের তারার বেশে।
অবাক-চোখে ওই চেয়ে রয় চিরদিনের হাসি হেসে॥
সকল বেলা পাই নি দেখা, পাড়ি দিল কখন একা,
নামল আলোক-সাগর-পারে অন্ধকারের ঘাটে এসে॥
সকাল বেলা আমার হৃদয় ভরিয়েছিল পথের গানে,
সন্ধ্যাবেলা বাজায় বীণা কোন্ সুরে যে কেই বা জানে।
পরিচয়ের রসের ধারা কিছুতে আর হয় না হারা,
বারে বারে নতুন করে চিত্ত আমার ভুলাবে সে॥

১৩৪

আমার দোসর যে জন ওগো তারে কে জানে।
একতারা তার দেয় কি সাড়া আমার গানে কে জানে॥
আমার নদীর যে ঢেউ ওগো জানে কি কেউ
যায় বহে যায় কাহার পানে। কে জানে॥
যখন বকুল ঝ'রে
আমার কাননতল যায় গো ভ'রে
তখন কে আসে-যায় সেই বনছায়ায়,
কে সাজি তার ভরে আনে। কে জানে॥

১৩৫

আমার লতার প্রথম মুকুল চেয়ে আছে মোর পানে,
শুধায় আমারে 'এসেছি এ কোন্‌খানে'।
এসেছ আমার জীবনলীলার রঙ্গে,
এসেছ আমার তরল ভাবের ভঙ্গে,
এসেছ আমার স্বরতরঙ্গ-গানে॥
আমার লতার প্রথম মুকুল প্রভাত-আলোক-মাঝে
শুধায় আমারে 'এসেছি এ কোন্ কাজে'।

টুটিতে গ্রন্থি কাজের জটিল বন্ধে,
বিবশ চিত্ত ভরিতে অলস গন্ধে,
বাজাতে বাঁশরি প্রেমাতুর দুনয়ানে ॥

১৩৬

দুঃখ দিয়ে মেটাব দুঃখ তোমার,
স্নান করাব অতল জলে বিপুল বেদনার ॥
মোর সংসার দিব যে জ্বালি, শোধন হবে এ মোহের কালি,
মরণব্যথা দিব তোমার চরণে উপহার ॥

১৩৭

একদিন চিনে নেবে তারে,
তারে চিনে নেবে
অনাদরে যে রয়েছে কুণ্ঠিতা ॥
সরে যাবে নবারুণ-আলোকে এই কালো অবগুণ্ঠন—
ঢেকে রবে না রবে না মায়াকুহেলীর মলিন আবরণ
তারে চিনে নেবে ।
আজ গাঁথুক মালা সে গাঁথুক মালা,
তার দুখরজনীর অশ্রুমালা ।
কখন দুয়ারে অতিথি আসিবে,
লবে তুলি মালাখানি ললাটে ।
আজি জ্বালুক প্রদীপ চির-অপরিচিতা
পূর্ণপ্রকাশের লগন-লাগি—
চিনে নেবে ॥

১৩৮

মম যৌবননিকুঞ্জে গাহে পাখি—
সখি, জাগ' জাগ'

মেলি রাগ-অলস আঁখি—
অনু রাগ-অলস আঁখি সখি, জাগ' জাগ'॥
আজি চঞ্চল এ নিশীথে
জাগ' ফাগুনগুণগীতে
অয়ি প্রথমপ্রণয়ভীতে,
মম নন্দন-অটবীতে
পিক মুহু মুহু উঠে ডাকি— সখি, জাগ' জাগ'॥
জাগ' নবীন গৌরবে,
নব বকুলসৌরভে,
মৃদু মলয়বীজনে
জাগ' নিভৃত নির্জনে।
আজি আকুল ফুলসাজে
জাগ' মৃদুকম্পিত লাজে,
মম হৃদয়শয়নমাঝে,
শুন মধুর মুরলী বাজে
মম অন্তরে থাকি থাকি— সখি, জাগ' জাগ'॥

১৩৯

আহা, জাগি পোহালো বিভাবরী।
অতি ক্লান্ত নয়ন তব সুন্দরী॥
ম্লান প্রদীপ উষানিলচঞ্চল, পাণ্ডুর শশধর গত-অস্তাচল,
মুছ আঁখিজল, চল' সখি চল' অঙ্গে নীলাঞ্চল সম্বরি।
শরতপ্রভাত নিরাময় নির্মল, শান্ত সমীরে কোমল পরিমল,
নির্জন বনতল শিশিরসুশীতল, পুলকাকুল তরুবল্লরী।
বিরহশয়নে ফেলি মলিন মালিকা এস নবভুবনে এস গো বালিকা,
গাঁথি লহ অঞ্চলে নব শেফালিকা অলকে নবীন ফুলমঞ্জরী॥

১৪০

সে আসে ধীরে,
যায় লাজে ফিরে।
রিনিকি রিনিকি রিনিঝিনি মঞ্জু মঞ্জু মঞ্জীরে
রিনিঝিনি-ঝিল্লীরে॥
বিকচ নীপকুঞ্জে নিবিড়তিমিরপুঞ্জে
কুন্তলফুলগন্ধ আসে অন্তরমন্দিরে
উন্মদ সমীরে॥
শঙ্কিত চিত কম্পিত অতি, অঞ্চল উড়ে চঞ্চল।
পুষ্পিত তৃণবীথি, ঝঙ্কৃত বনগীতি—
কোমলপদপল্লবতলচুম্বিত ধরণীরে
নিকুঞ্জকুটীরে॥

১৪১

পুষ্পবনে পুষ্প নাহি, আছে অন্তরে।
পরানে বসন্ত এল কার মন্তরে॥
মুঞ্জরিল শুষ্ক শাখী, কুহরিল মৌন পাখি,
বহিল আনন্দধারা মরুপ্রান্তরে॥
দুখেরে করি না ডর, বিরহে বেঁধেছি ঘর,
মনোকুঞ্জে মধুকর তবু গুঞ্জরে।
হৃদয়ে সুখের বাসা, মরমে অমর আশা,
চিরবন্দী ভালোবাসা প্রাণপিঞ্জরে॥

১৪২

আমার পরান যাহা চায় তুমি তাই, তুমি তাই গো।
তোমা ছাড়া আর এ জগতে মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো॥
তুমি সুখ যদি নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও—
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়মাঝে, আর কিছু নাহি চাই গো

আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন, তোমাতে করিব বাস
দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ-মাস।
যদি আর-কারে ভালোবাস, যদি আর ফিরে নাহি আস,
তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও, আমি যত দুখ পাই গো॥

১৪৩

আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি,
তুমি অবসরমত বাসিয়ো।
নিশিদিন হেথায় বসে আছি,
তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো॥
আমি সারানিশি তোমা-লাগিয়া
রব বিরহশয়নে জাগিয়া—
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে
এসে মুখপানে চেয়ে হাসিয়ো॥
তুমি চিরদিন মধুপবনে
চির- বিকশিত বনভবনে
যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া
তুমি নিজ সুখস্রোতে ভাসিয়ো।
যদি তার মাঝে পড়ি আসিয়া
তবে আমিও চলিব ভাসিয়া,
যদি দূরে পড়ি তাহে ক্ষতি কী—
মোর স্মৃতি মন হতে নাশিয়ো॥

১৪৪

সখী, ওই বুঝি বাঁশি বাজে— বনমাঝে কি মনোমাঝে॥
বসন্তবায় বহিছে কোথায়,
কোথায় ফুটেছে ফুল,
বলো গো সজনি, এ সুখরজনী
কোন্‌খানে উদিয়াছে— বনমাঝে কি মনোমাঝে॥

যাব কি যাব না মিছে এ ভাবনা,
সখী, মিছে মরি লোকলাজে।
কে জানে কোথা সে বিরহহুতাশে
ফিরে অভিসারসাজে—
বনমাঝে কি মনোমাঝে ॥

১৪৫

ওরে, কী শুনেছিস ঘুমের ঘোরে, তোর নয়ন এল জলে ভরে ॥
এত দিনে তোমায় বুঝি আঁধার ঘরে পেল খুঁজি—
পথের বঁধু দুয়ার ভেঙে পথের পথিক করবে তোরে ॥
তোর দুখের শিখায় জাল্ রে প্রদীপ জাল্ রে।
তোর সকল দিয়ে ভরিস পূজার থাল রে।
যেন জীবন মরণ একটি ধারায় তার চরণে আপনা হারায়,
সেই পরশে মোহের বাঁধন রূপ যেন পায় প্রেমের ডোরে ॥

১৪৬

কার চোখের চাওয়ার হাওয়ায় দোলায় মন,
তাই কেমন হয়ে আছিস সারাক্ষণ ॥
হাসি যে তাই অশ্রুভারে নোওয়া,
ভাবনা যে তাই মৌন দিয়ে ছোঁওয়া,
ভাষায় যে তোর সুরের আবরণ ॥
তোর পরানে কোন্ পরশমণির খেলা,
তাই হৃদ্‌গগনে সোনার মেঘের মেলা।
দিনের স্রোতে তাই তো পলকগুলি
ঢেউ খেলে যায় সোনার ঝলক তুলি,
কালোয় আলোয় কাঁপে আঁখির কোণ ॥

১৪৭

অনেক কথা যাও যে ব'লে কোনো কথা না বলি।
তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি ॥
যে আছে মম গভীর প্রাণে ভেদিবে তারে হাসির বাণে,
চকিতে চাহ মুখের পানে তুমি যে কুতুহলী।
তোমারে তাই এড়াতে চাই, ফিরিয়া যাই চলি ॥
আমার চোখে যে চাওয়াখানি ধোওয়া সে আঁখিলোরে—
তোমারে আমি দেখিতে পাই, তুমি না পাও মোরে।
তোমার মনে কুয়াশা আছে, আপনি ঢাকা আপন-কাছে—
নিজের অগোচরেই পাছে আমারে যাও ছলি
তোমারে তাই এড়াতে চাই, ফিরিয়া যাই চলি ॥

১৪৮

না বলে যায় পাছে সে আঁখি মোর ঘুম না জানে।
কাছে তার রই, তবুও ব্যথা যে রয় পরানে ॥
যে পথিক পথের ভুলে এল মোর প্রাণের কূলে
পাছে তার ভুল ভেঙে যায়, চলে যায় কোন্ উজানে ॥
এল যেই এল আমার আগল টুটে,
খোলা দ্বার দিয়ে আবার যাবে ছুটে।
খেয়ালের হাওয়া লেগে যে খ্যাপা ওঠে জেগে
সে কি আর সেই অবেলায় মিনতির বাধা মানে ॥

১৪৯

তবে শেষ করে দাও শেষ গান, তার পরে যাই চলে
তুমি ভুলে যেয়ো এ রজনী, আজ রজনী ভোর হলে ॥
বাহুডোরে বাঁধি কারে, স্বপ্ন কভু বাঁধা পড়ে ?
বক্ষে শুধু বাজে ব্যথা, আঁখি ভাসে জলে ॥

১৫০

সখী, আমারি দুয়ারে কেন আসিল
নিশিভোরে যোগী ভিখারি।
কেন করুণস্বরে বীণা বাজিল॥
আমি আসি যাই যতবার চোখে পড়ে মুখ তার,
তারে ডাকিব কি ফিরাইব তাই ভাবি লো॥
শ্রাবণে আঁধার দিশি শরতে বিমল নিশি,
বসন্তে দখিন বায়ু, বিকশিত উপবন—
কত ভাবে কত গীতি গাহিতেছে নিতি নিতি
মন নাহি লাগে কাজে, আঁখিজলে ভাসি লো॥

১৫১

তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে।
যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নবপ্রেমজালে।
যদি থাকি কাছাকাছি,
দেখিতে না পাও ছায়ার মতন আছি না আছি—
তবু মনে রেখো॥
যদি জল আসে আঁখিপাতে,
এক দিন যদি খেলা থেমে যায় মধুরাতে,
তবু মনে রেখো।
এক দিন যদি বাধা পড়ে কাজে শারদ প্রাতে— মনে রেখো॥
যদি পড়িয়া মনে
ছলোছলো জল নাই দেখা দেয় নয়নকোণে—
তবু মনে রেখো॥

১৫২

তুমি যেয়ো না এখনি।
এখনো আছে রজনী॥

পথ বিজন তিমিরসঘন,
কানন কণ্টকতরুগহন— আঁধারা ধরণী ॥
বড়ো সাধে জ্বালিনু দীপ, গাঁথিনু মালা—
চিরদিনে, বঁধু, পাইনু হে তব দরশন।
আজি যাব অকূলের পারে,
ভাসাব প্রেমপারাবারে জীবনতরণী ॥

১৫৩

আকুল কেশে আসে, চায় ম্লাননয়নে, কে গো চিরবিরহিণী—
নিশিভোরে আঁখি জড়িত ঘুমঘোরে,
বিজন ভবনে কুসুমসুরভি মৃদু পবনে,
সুখশয়নে, মম প্রভাতস্বপনে ॥
শিহরি চমকি জাগি তার লাগি।
চকিতে মিলায় ছায়াপ্রায়, শুধু রেখে যায়
ব্যাকুল বাসনা কুসুমকাননে ॥

১৫৪

কে দিল আবার আঘাত আমার দুয়ারে।
এ নিশীথকালে কে আসি দাঁড়ালে, খুঁজিতে আসিলে কাহারে ॥
বহুকাল হল বসন্তদিন এসেছিল এক অতিথি নবীন,
আকুল জীবন করিল মগন অকূল পুলকপাথারে ॥
আজি এ বরষা নিবিড়তিমির, ঝরোঝরো জল, জীর্ণ কুটীর—
বাদলের বায়ে প্রদীপ নিবায়ে জেগে বসে আছি একা রে।
অতিথি অজানা, তব গীতসুর লাগিতেছে কানে ভীষণমধুর—
ভাবিতেছি মনে যাব তব সনে অচেনা অসীম আঁধারে ॥

১৫৫

না না) নাই বা এলে যদি সময় নাই,
ক্ষণেক এসে বোলো না গো 'যাই যাই যাই' ॥

আমার প্রাণে আছে জানি সীমাবিহীন গভীর বাণী,
তোমায় চিরদিনের কথাখানি বলব— বলতে যেন পাই ॥
যখন দখিনহাওয়া কানন ঘিরে
এক কথা কয় ফিরে ফিরে,
পূর্ণিমাচাঁদ কারে চেয়ে এক তানে দেয় আকাশ ছেয়ে,
যেন সময়হারা সেই সময়ে একটি সে গান গাই ॥

১৫৬

জয় ক'রে তবু ভয় কেন তোর যায় না,
হায় ভীরু প্রেম, হায় রে।
আশার আলোয় তবুও ভরসা পায় না,
মুখে হাসি তবু চোখে জল না শুকায় রে ॥
বিরহের দাহ আজি হল যদি সারা,
ঝরিল মিলনরসের শ্রাবণধারা,
তবুও এমন গোপন বেদনতাপে
অকারণ দুখে পরান কেন দুখায় রে ॥
যদিবা ভেঙেছে ক্ষণিক মোহের ভুল,
এখনো প্রাণে কি যাবে না মানের মূল।
যাহা খুঁজিবার সাঙ্গ হল তো খোঁজা,
যাহা বুঝিবার শেষ হয়ে গেল বোঝা,
তবু কেন হেন সংশয়ঘনছায়ে
মনের কথাটি নীরব মনে লুকায় রে ॥

১৫৭

কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারই ঘায়ে—
নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে ॥
তোমার অভিসারে যাব অগম-পারে
চলিতে পথে পথে বাজুক ব্যথা পায়ে ॥

পরানে বাজে বাঁশি, নয়নে বহে ধারা—
দুখের মাধুরীতে করিল দিশাহারা।
সকলই নিবে কেড়ে, দিবে না তবু ছেড়ে—
মন সরে না যেতে, ফেলিলে একি দায়ে॥

১৫৮

আমার মনের কোণের বাইরে
আমি জানলা খুলে ক্ষণে ক্ষণে চাই রে॥
কোন্ অনেক দূরে উদাস সুরে
আভাস যে কার পাই রে—
আছে-আছে নাই রে॥
আমার দুই আঁখি হল হারা,
কোন্ গগনে খোঁজে কোন্ সন্ধ্যাতারা।
কার ছায়া আমায় ছুঁয়ে যে যায়,
কাঁপে হৃদয় তাই রে—
গুন্‌গুনিয়ে গাই রে॥

১৫৯

মুখপানে চেয়ে দেখি, ভয় হয় মনে—
ফিরেছ কি ফের নাই বুঝিব কেমনে॥
আসন দিয়েছি পাতি, মালিকা রেখেছি গাঁথি,
বিফল হল কি তাহা ভাবি খনে খনে॥
গোধূলিলগনে পাখি ফিরে আসে নীড়ে,
ধানে ভরা তরীখানি ঘাটে এসে ভিড়ে।
আজো কি খোঁজার শেষে ফের নি আপন দেশে
বিরামবিহীন তৃষা জ্বলে কি নয়নে॥

১৬০

স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে, জাগার বেলা হল—
যাবার আগে শেষ কথাটি বোলো॥

ফিরিয়া চেয়ে এমন কিছু দিয়ো
বেদনা হবে পরমরমণীয়—
আমার মনে রহিবে নিরবধি
বিদায়খনে খনেক-তরে যদি সজল আঁখি তোলো॥
নিমেষহারা এ শুকতারা এমনি উষাকালে
উঠিবে দূরে বিরহাকাশভালে।
রজনীশেষে এই-যে শেষ কাঁদা
বীণার তারে পড়িল তাহা বাঁধা,
হারানো মণি স্বপনে গাঁথা রবে—
হে বিরহিণী, আপন হাতে তবে বিদায়দ্বার খোলো॥

১৬১

মিলনরাতি পোহালো, বাতি নেভার বেলা এল—
ফুলের পালা ফুরালে ডালা উজাড় করে ফেলো॥
স্মৃতির ছবি মিলাবে যবে ব্যথার তাপ কিছু তো রবে,
তা নিয়ে মনে বিজন খনে বিরহদীপ জ্বেলো॥
ফাল্গুনের মাধবীলীলা কুঞ্জ ছিল ঘিরে,
চৈত্রবনে বেদনা তারি মর্মরিয়া ফিরে।
হয়েছে শেষ, তবুও বাকি কিছু তো গান গিয়েছি রাখি-
সেটুকু নিয়ে গুন্‌গুনিয়ে সুরের খেলা খেলো॥

১৬২

হে ক্ষণিকের অতিথি,
এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া
ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া॥
কোন্ অমরার বিরহিণীরে চাহ নি ফিরে,
কার বিষাদের শিশিরনীরে এলে নাহিয়া॥

ওগো অকরুণ, কী মায়া জানো,
মিলনছলে বিরহ আনো।
চলেছ পথিক আলোকযানে আঁধার-পানে
মনভুলানো মোহনতানে গান গাহিয়া॥

১৬৩

হায় অতিথি, এখনি কি হল তোমার যাবার বেলা।
দেখো আমার হৃদয়তলে সারা রাতের আসন মেলা॥
এসেছিলে দ্বিধাভরে
কিছু বুঝি চাবার তরে,
নীরব চোখে সন্ধ্যালোকে খেয়াল নিয়ে করলে খেলা॥
জানালে না গানের ভাষায় এনেছিলে যে প্রত্যাশা।
শাখার আগায় বসল পাখি, ভুলে গেল বাঁধতে বাসা।
দেখা হল, হয় নি চেনা—
প্রশ্ন ছিল, শুধালে না—
আপন মনের আকাঙ্ক্ষারে আপনি কেন করলে হেলা॥

১৬৪

মুখখানি কর মলিন বিধুর যাবার বেলা—
জানি আমি জানি, সে তব মধুর ছলের খেলা॥
গোপন চিহ্ন এঁকে যাবে তব রথে—
জানি তুমি তারে ভুলিবে না কোনোমতে
যার সাথে তব হল এক দিন মিলনমেলা॥
জানি আমি যবে আঁখিজল ভরে রসের স্নানে
মিলনের বীজ অঙ্কুর ধরে নবীন প্রাণে।
খনে খনে এই চিরবিরহের ভান,
খনে খনে এই ভয়রোমাঞ্চদান—
তোমার প্রণয়ে সত্য সোহাগে মিথ্যা হেলা॥

১৬৫

ওকে বাঁধিবি কে রে, হবে যে ছেড়ে দিতে।
ওর পথ খোলে রে বিদায়রজনীতে ॥
গগনে তার মেঘদুয়ার ঝেঁপে বুকেরই ধন বুকেতে ছিল চেপে,
প্রভাতবায়ে গেল সে দ্বার কেঁপে—
এল যে ডাক ভোরের রাগিণীতে ॥
শীতল হোক বিমল হোক প্রাণ,
হৃদয়ে শোক রাখুক তার দান।
যা ছিল ঘিরে শূন্যে সে মিলালো, সে ফাঁক দিয়ে আসুক তবে আলো—
বিজনে বসি পূজাঞ্জলি ঢালো
শিশিরে-ভরা সেঁউতি-ঝরা গীতে ॥

১৬৬

সকালবেলার আলোয় বাজে বিদায়ব্যথার ভৈরবী—
আন্ বাঁশি তোর, আয় কবি ॥
শিশিরশিহর শরতপ্রাতে শিউলিফুলের গন্ধসাথে
গান রেখে যাস আকুল হাওয়ায়, নাই যদি রোস নাই র'বি ॥
এমন উষা আসবে আবার সোনায় রঙিন দিগন্তে,
কুন্দের দুল সীমন্তে।
কপোতকূজনকরুণ ছায়ায় শ্যামল কোমল মধুর মায়ায়
তোমার গানের নূপুরমুখর
জাগবে আবার এই ছবি ॥

১৬৭

শেষ বেলাকার শেষের গানে
ভোরের বেলার বেদন আনে ॥
তরুণ মুখের করুণ হাসি গোধূলি-আলোয় উঠেছে ভাসি,
প্রথম ব্যথার প্রথম বাঁশি
বাজে দিগন্তে কী সন্ধানে শেষের গানে ॥

আজি দিনান্তে মেঘের মায়া
সে আঁখিপাতায় ফেলেছে ছায়া।
খেলায় খেলায় যে কথাখানি
চোখে চোখে যেত বিজলি হানি
সেই প্রভাতের নবীন বাণী
চলেছে রাতের স্বপন-পানে শেষের গানে॥

১৬৮

কাঁদার সময় অল্প ওরে, ভোলার সময় বড়ো।
যাবার দিনে শুকনো বকুল মিথ্যে করিস জড়ো॥
আগমনীর নাচের তালে নতুন মুকুল নামল ডালে,
নিঠুর হাওয়ায় পুরানো ফুল ওই-যে পড়ো-পড়ো॥
ছিন্নবাঁধন পান্থরা যায় ছায়ার পানে চলে,
কান্না তাদের রইল পড়ে শীর্ণ তৃণের কোলে।
জীর্ণ পাতা উড়িয়ে ফেলা খেল্‌, কবি, সেই শিশুর খেলা—
নতুন গানে কাঁচা সুরের প্রাণের বেদী গড়ো॥

১৬৯

কেন যে এতই যাবার ত্বরা—
বসন্ত, তোর হয়েছে কি ভোর গানের ভরা॥
এখনি মাধবী ফুরালো কি সবই,
বনছায়া গায় শেষ ভৈরবী—
নিল কি বিদায় শিথিল করবী বৃন্তঝরা॥
এখনি তোমার পীত উত্তরী দিবে কি ফেলে
তপ্ত দিনের শুষ্ক তৃণের আসন মেলে।
বিদায়ের পথে হতাশ বকুল
কপোতকূজনে হল যে আকুল,
চরণপূজনে ঝরাইছে ফুল বসুন্ধরা॥

১৭০

জানি, জানি হল যাবার আয়োজন—
তবু, পথিক, থামো থামো কিছুক্ষণ ॥
শ্রাবণগগন বারি-ঝরা,
কাননবীথি ছায়ায় ভরা,
শুনি জলের ঝরোঝরে যূথীবনের ফুল-ঝরা ক্রন্দন ॥
যেয়ো— যখন বাদলশেষের পাখি
পথে পথে উঠবে ডাকি ডাকি।
শিউলিবনের মধুর স্তবে
জাগবে শরৎলক্ষ্মী যবে,
শুভ্র আলোর শঙ্খরবে পরবে ভালে মঙ্গলচন্দন ॥

১৭১

আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে
ভোরের আলো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ॥
বাদলপ্রাতের উদাস পাখি ওঠে ডাকি
বনের গোপন শাখে শাখে, পিছু ডাকে ॥
ভরা নদী ছায়ার তলে ছুটে চলে—
খোঁজে কাকে, পিছু ডাকে।
আমার প্রাণের ভিতর সে কে থেকে থেকে
বিদায়প্রাতের উতলাকে পিছু ডাকে ॥

১৭২

কে বলে 'যাও যাও'— আমার যাওয়া তো নয় যাওয়া।
টুটবে আগল বারে বারে তোমার দ্বারে,
লাগবে আমায় ফিরে ফিরে ফিরে-আসার হাওয়া ॥
ভাসাও আমায় ভাঁটার টানে অকূল-পানে,
আবার জোয়ার-জলে তীরের তলে ফিরে তরী বাওয়া ॥

পথিক আমি, পথেই বাসা—
আমার যেমন যাওয়া তেমনি আসা।
ভোরের আলোয় আমার তারা
হোক-না হারা,
আবার জ্বলবে সাঁজে আঁধার-মাঝে তারি নীরব চাওয়া॥

১৭৩

কেন আমায় পাগল করে যাস ওরে চলে-যাওয়ার দল।
আকাশে বয় বাতাস উদাস, পরান টলোমল॥
প্রভাততারা দিশাহারা, শরতমেঘের ক্ষণিক ধারা—
সভা ভাঙার শেষ বীণাতে তান লাগে চঞ্চল॥
নাগকেশরের ঝরা কেশর ধুলার সাথে মিতা।
গোধূলি সে রক্ত-আলোয় জ্বালে আপন চিতা।
শীতের হাওয়ায় ঝরায় পাতা, আমলকী-বন মরণ-মাতা,
বিদায়বাঁশির সুরে বিধুর সাঁজের দিগঞ্চল॥

১৭৪

যদি হল যাবার ক্ষণ
তবে যাও দিয়ে যাও শেষের পরশন॥
বারে বারে যেথায় আপন গানে স্বপন ভাসাই দূরের পানে
মাঝে মাঝে দেখে যেয়ো শূন্য বাতায়ন—
সে মোর শূন্য বাতায়ন॥
বনের প্রান্তে ওই মালতীলতা
করুণ গন্ধে কয় কী গোপন কথা।
ওরই ডালে আর শ্রাবণের পাখি স্মরণখানি আনবে না কি,
আজ-শ্রাবণের সজল ছায়ায় বিরহ মিলন—
আমাদের বিরহ মিলন॥

১৭৫

ক্লান্ত বাঁশির শেষ রাগিণী বাজে শেষের রাতে।
শুকনো ফুলের মালা এখন দাও তুলে মোর হাতে॥
সুরখানি ওই নিয়ে কানে পাল তুলে দিই পারের পানে,
চৈত্ররাতের মলিন মালা রইবে আমার সাথে॥
পথিক আমি এসেছিলেম তোমার বকুলতলে—
পথ আমারে ডাক দিয়েছে, এখন যাব চলে।
ঝরা যূথীর পাতায় ঢেকে আমায় বেদন গেলেম রেখে,
কোন্ ফাগুনে মিলবে সে-যে তোমার বেদনাতে॥

১৭৬

কখন দিলে পরায়ে স্বপনে বরণমালা,
ব্যথার মালা॥
প্রভাতে দেখি জেগে অরুণ মেঘে
বিদায়বাঁশরি বাজে অশ্রু-গালা॥
গোপনে এসে গেলে, দেখি নাই আঁখি মেলে।
আঁধারে দুঃখডোরে বাঁধিলে মোরে,
ভূষণ পরালে বিরহবেদন-ঢালা॥

১৭৭

যাবার বেলা শেষ কথাটি যাও বলে,
কোন্‌খানে যে মন লুকানো দাও বলে॥
চপল লীলা ছলনাভরে বেদনখানি আড়াল করে,
যে বাণী তব হয় নি বলা নাও বলে॥
হাসির বাণে হেনেছ কত শ্লেষকথা,
নয়নজলে ভরো গো আজি শেষ কথা।
হায় রে অভিমানিনী নারী, বিরহ হল দ্বিগুণ ভারী
দানের ডালি ফিরায়ে নিতে চাও ব'লে॥

১৭৮

জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার, জানি।
তবু মনে মনে প্রবোধ নাহি যে মানি॥
বিদায়লগনে ধরিয়া দুয়ার তাই তো তোমায় বলি বারবার
'ফিরে এসো এসো বন্ধু আমার', বাষ্পবিভল বাণী॥
যাবার বেলায় কিছু মোরে দিয়ো দিয়ো
গানের সুরেতে তব আশ্বাস প্রিয়।
বনপথে যবে যাবে সে ক্ষণের হয়তো বা কিছু রবে স্মরণের,
তুলি লব সেই তব চরণের দলিত কুসুমখানি॥

১৭৯

না রে, না রে, ভয় করব না বিদায়বেদনারে।
আপন সুধা দিয়ে ভরে দেব তারে॥
চোখের জলে সে যে নবীন রবে, ধ্যানের মণিমালায় গাঁথা হবে,
পরব বুকের হারে॥
নয়ন হতে তুমি আসবে প্রাণে, মিলবে তোমার বাণী আমার গানে গানে।
বিরহব্যথায় বিধুর দিনে দুখের আলোয় তোমায় নেব চিনে
এ মোর সাধনা রে॥

১৮০

তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল ওরে।
তবে মরণরসে নে পেয়ালা ভরে॥
সে যে চিতার আগুন গালিয়ে ঢালা, সব জ্বলনের মেটায় জ্বালা—
সব শূন্যকে সে অট্টহেসে দেয় যে রঙিন করে॥
তোর সূর্য ছিল গহন মেঘের মাঝে,
তোর দিন মরেছে অকাজেরই কাজে।
তবে আসুক-না সেই তিমিররাতি লুপ্তিনেশার চরম সাথি—
তোর ক্লান্ত আঁখি দিক সে ঢাকি দিক্‌-ভোলাবার ঘোরে॥

১৮১

মরণ রে, তুঁহু মম শ্যামসমান।

মেঘবরণ তুঝ, মেঘজটাজূট,
রক্তকমলকর, রক্ত-অধরপুট,
তাপবিমোচন করুণ কোর তব
মৃত্যু-অমৃত করে দান॥

আকুল রাধা-রিঝ অতি জরজর,
ঝরই নয়নদউ অনুখন ঝরঝর—
তুঁহু মম মাধব, তুঁহু মম দোসর,
তুঁহু মম তাপ ঘুচাও।
মরণ, তু আও রে আও।

ভুজপাশে তব লহ সম্বোধয়ি,
আঁখিপাত মঝু দেহ তু রোধয়ি,
কোর-উপর তুঝ রোদয়ি রোদয়ি
নীদ ভরব সব দেহ।

তুঁহু নহি বিসরবি, তুঁহু নহি ছোড়বি,
রাধাহৃদয় তু কবহুঁ ন তোড়বি,
হিয়-হিয় রাখবি অনুদিন অনুখন—
অতুলন তোঁহার লেহ।

গগন সঘন অব, তিমিরমগন ভব,
তড়িতচকিত অতি, ঘোর মেঘরব,
শালতালতরু সভয়-তবধ সব—
পন্থ বিজন অতি ঘোর।

একলি যাওব তুঝ অভিসারে,
তুঁহু মম প্রিয়তম, কি ফল বিচারে—
ভয়বাধা সব অভয় মুরতি ধরি
পন্থ দেখায়ব মোর।

ভানু ভণে, 'অয়ি রাধা, ছিয়ে ছিয়ে
চঞ্চল চিত্ত তোহারি।
জীবনবল্লভ মরণ-অধিক সো,
অব তুঁহু দেখ বিচারি।'

১৮২

উতল হাওয়া লাগল আমার গানের তরণীতে।
দোলা লাগে দোলা লাগে
তোমার চঞ্চল ওই নাচের লহরীতে॥
যদি কাটে রশি, যদি হাল পড়ে খসি,
যদি ঢেউ ওঠে উচ্ছ্বসি,
সম্মুখেতে মরণ যদি জাগে,
করি নে ভয়— নেবই তারে, নেবই তারে জিতে॥

১৮৩

না না না) ডাকব না, ডাকব না অমন করে বাইরে থেকে।
পারি যদি অন্তরে তার ডাক পাঠাব, আনব ডেকে॥
দেবার ব্যথা বাজে আমার বুকের তলে,
নেবার মানুষ জানি নে তো কোথায় চলে—
এই দেওয়া-নেওয়ার মিলন আমার ঘটাবে কে॥
মিলবে না কি মোর বেদনা তার বেদনাতে—
গঙ্গাধারা মিশবে নাকি কালো যমুনাতে গো।
আপনি কী সুর উঠল বেজে
আপনা হতে এসেছে যে—
গেল যখন আশার বচন গেছে রেখে॥

১৮৪

তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই।
মনোহরণ চপলচরণ সোনার হরিণ চাই॥

সে-যে চমকে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়, যায় না তারে বাঁধা।
সে-যে নাগাল পেলে পালায় ঠেলে, লাগায় চোখে ধাঁদা।
আমি ছুটব পিছে মিছে মিছে পাই বা নাহি পাই—
আমি আপন-মনে মাঠে বনে উধাও হয়ে ধাই ॥
তোরা পাবার জিনিস হাটে কিনিস, রাখিস ঘরে ভরে—
যারে যায় না পাওয়া তারি হাওয়া লাগল কেন মোরে।
আমার যা ছিল তা গেল ঘুচে যা নেই তার ঝোঁকে—
আমার ফুরোয় পুঁজি, ভাবিস বুঝি মরি তারি শোকে?
আমি আছি সুখে হাস্যমুখে, দুঃখ আমার নাই।
আমি আপন-মনে মাঠে বনে উধাও হয়ে ধাই ॥

১৮৫

ও আমার ধ্যানেরই ধন,
তোমায় হৃদয়ে দোলায় যে হাসি রোদন ॥
আসে বসন্ত, ফোটে বকুল, কুঞ্জে পূর্ণিমাচাঁদ হেসে আকুল—
তারা তোমায় খুঁজে না পায়,
প্রাণের মাঝে আছ গোপন স্বপন ॥
আঁখিরে ফাঁকি দাও, একি ধারা!
অশ্রুজলে তারে কর সারা।
গন্ধ আসে, কেন দেখি নে মালা। পায়ের ধ্বনি শুনি, পথ নিরালা।
বেলা যে যায়, ফুল যে শুকায়—
অনাথ হয়ে আছে আমার ভুবন ॥

১৮৬

হায় রে, ওরে যায় না কি জানা।
নয়ন ওরে খুঁজে বেড়ায়, পায় না ঠিকানা ॥
অলখ পথেই যাওয়া আসা, শুনি চরণধ্বনির ভাষা—
গন্ধে শুধু হাওয়ায় হাওয়ায় রইল নিশানা ॥

কেমন করে জানাই তারে
বসে আছি পথের ধারে।
প্রাণে এল সন্ধ্যাবেলা আলোয় ছায়ায় রঙিন খেলা—
ঝরে-পড়া বকুলদলে বিছায় বিছানা॥

১৮৭

ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি পরমোৎসব-রাতি।
রেখেছি কনকমন্দিরে কমলাসন পাতি॥
তুমি এসো হৃদে এসো, হৃদিবল্লভ হৃদয়েশ,
মম অশ্রুনেত্রে কর' বরিষন করুণ হাস্যভাতি॥
তব কণ্ঠে দিব মালা, দিব চরণে ফুলডালা—
আমি সকল কুঞ্জকানন ফিরি এনেছি যূথী জাতি।
তব পদতললীনা আমি বাজাব স্বর্ণবীণা—
বরণ করিয়া লব তোমারে মম মানসসাথি॥

১৮৮

কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া, এসেছি ভুলে।
তবু একবার চাও মুখপানে নয়ন তুলে।
দেখি ও নয়নে নিমেষের তরে সে দিনের ছায়া পড়ে কি না পড়ে,
সজল আবেগে আঁখিপাতা-দুটি পড়ে কি ঢুলে।
ক্ষণেকের তরে ভুল ভাঙায়ো না, এসেছি ভুলে॥
ব্যথা দিয়ে কবে কথা কয়েছিলে পড়ে না মনে,
দূরে থেকে কবে ফিরে গিয়েছিলে নাই স্মরণে।
শুধু মনে পড়ে হাসিমুখখানি, লাজে বাধো-বাধো সোহাগের বাণী,
মনে পড়ে সেই হৃদয় উছাস নয়নকূলে।
তুমি যে ভুলেছ ভুলে গেছি, তাই এসেছি ভুলে॥
কাননের ফুল এরা তো ভোলে নি, আমরা ভুলি।
এই তো ফুটেছে পাতায় পাতায় কামিনীগুলি।

চাঁপা কোথা হতে এনেছে ধরিয়া অরুণকিরণ কোমল করিয়া,
বকুল ঝরিয়া মরিবারে চায় কাহার চুলে।
কেহ ভোলে কেউ ভোলে না যে, তাই এসেছি ভুলে॥
এমন করিয়া কেমনে কাটিবে মাধবীরাতি।
দখিনবাতাসে কেহ নাহি পাশে সাথের সাথি।
চারি দিক হতে বাঁশি শোনা যায়, সুখে আছে যারা তারা গান গায়—
আকুল বাতাসে, মদির সুবাসে, বিকচ ফুলে,
এখনো কি কেঁদে চাহিবে না কেউ আসিলে ভুলে॥

১৮৯

সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে, ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা।
সেই স্মৃতিটুকু কভু খনে খনে যেন জাগে মনে, ভুলো না॥
সেদিন বাতাসে ছিল তুমি জানো— আমারি মনের প্রলাপ জড়ানো,
আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানো তোমার হাসির তুলনা॥
যেতে যেতে পথে পূর্ণিমারাতে চাঁদ উঠেছিল গগনে।
দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে কী জানি কী মহা লগনে।
এখন আমার বেলা নাহি আর, বহিব একাকী বিরহের ভার—
বাঁধিনু যে রাখী পরানে তোমার সে রাখী খুলো না, খুলো না॥

১৯০

সেই ভালো সেই ভালো, আমারে নাহয় না জানো।
দূরে গিয়ে নয় দুঃখ দেবে, কাছে কেন লাজে লাজানো॥
মোর বসন্তে লেগেছে তো সুর, বেণুবনছায়া হয়েছে মধুর—
থাক-না এমনি গন্ধে-বিধুর মিলনকুঞ্জ সাজানো॥
গোপনে দেখেছি তোমার ব্যাকুল নয়নে ভাবের খেলা।
উতল আঁচল, এলোথেলো চুল, দেখেছি ঝড়ের বেলা।
তোমাতে আমাতে হয় নি যে কথা মর্মে আমার আছে সে বারতা—
না বলা বাণীর নিয়ে আকুলতা আমার বাঁশিটি বাজানো॥

১৯১

কাছে যবে ছিল পাশে হল না যাওয়া,
চলে যবে গেল তারি লাগিল হাওয়া ॥
যবে ঘাটে ছিল নেয়ে তারে দেখি নাই চেয়ে,
দূর হতে শুনি স্রোতে তরণী-বাওয়া ॥
যেখানে হল না খেলা সে খেলাঘরে
আজি নিশিদিন মন কেমন করে।
হারানো দিনের ভাষা স্বপ্নে আজি বাঁধে বাসা,
আজ শুধু আঁখিজলে পিছনে চাওয়া ॥

১৯২

আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে
বসন্তের বাতাসটুকুর মতো।
সে যে ছুঁয়ে গেল, নুয়ে গেল রে—
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত।
সে চলে গেল, বলে গেল না— সে কোথায় গেল ফিরে এল না।
সে যেতে যেতে চেয়ে গেল কী যেন গেয়ে গেল—
তাই আপন-মনে বসে আছি কুসুমবনেতে।
সে ঢেউয়ের মতন ভেসে গেছে, চাঁদের আলোর দেশে গেছে,
যেখান দিয়ে হেসে গেছে, হাসি তার রেখে গেছে রে—
মনে হল আঁখির কোণে আমায় যেন ডেকে গেছে সে।
আমি কোথায় যাব, কোথায় যাব, ভাবতেছি তাই একলা বসে।
সে চাঁদের চোখে বুলিয়ে গেল ঘুমের ঘোর।
সে প্রাণের কোথায় দুলিয়ে গেল ফুলের ডোর।
কুসুমবনের উপর দিয়ে কী কথা সে বলে গেল,
ফুলের গন্ধ পাগল হয়ে সঙ্গে তারি চলে গেল।
হৃদয় আমার আকুল হল, নয়ন আমার মুদে এল রে—
কোথা দিয়ে কোথায় গেল সে ॥

১৯৩

মনে রয়ে গেল মনের কথা—
শুধু চোখের জল, প্রাণের ব্যথা ॥
মনে করি দুটি কথা ব'লে যাই, কেন মুখের পানে চেয়ে চলে যাই।
সে যদি চাহে মরি যে তাহে, কেন মুদে আসে আঁখির পাতা ॥
ম্লানমুখে, সখী, সে যে চলে যায়— ও তারে ফিরায়ে ডেকে নিয়ে আয়
বুঝিল না সে যে কেঁদে গেল— ধুলায় লুটাইল হৃদয়লতা ॥

১৯৪

ওগো আমার চির-অচেনা পরদেশী,
ক্ষণতরে এসেছিলে নির্জন নিকুঞ্জ হতে কিসের আহ্বানে ॥
যে কথা বলেছিলে ভাষা বুঝি নাই তার,
আভাস তারি হৃদয়ে বাজিছে সদা
যেন কাহার বাঁশির মনোমোহন সুরে ॥
প্রভাতে একা বসে গেঁথেছিনু মালা,
ছিল পড়ে তৃণতলে অশোকবনে।
দিনশেষে ফিরে এসে পাই নি তারে,
তুমিও কোথা গেছ চলে—
বেলা গেল, হল না আর দেখা ॥

১৯৫

কোথা হতে শুনতে যেন পাই—
আকাশে আকাশে বলে 'যাই' ॥
পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে জেগে ওঠে দীর্ঘশ্বাসে
'হায়, তারা নাই, তারা নাই' ॥
কত দিনের কত ব্যথা হাওয়ায় ছড়ায় ব্যাকুলতা।
চলে যাওয়ার পথ যে দিকে সে দিক-পানে অনিমিখে
আজ ফিরে চাই, ফিরে চাই ॥

১৯৬

পান্থপাখির রিক্ত কুলায় বনের গোপন ডালে
কান পেতে ওই তাকিয়ে আছে পাতার অন্তরালে॥
বাসায়-ফেরা ডানার শব্দ নিঃশেষে সব হল স্তব্ধ,
সন্ধ্যাতারার জাগল মন্ত্র দিনের বিদায়-কালে॥
চন্দ্র দিল রোমাঞ্চিয়া তরঙ্গ সিন্ধুর,
বনচ্ছায়ার রন্ধ্রে রন্ধ্রে লাগল আলোর সুর।
সুপ্তিবিহীন শূন্যতা যে সারা প্রহর বক্ষে বাজে
রাতের হাওয়ায় মর্মরিত বেণুশাখার ডালে॥

১৯৭

বাজে করুণ সুরে হায় দূরে
তব চরণতলচুম্বিত পন্থবীণা।
এ মম পান্থচিত চঞ্চল
জানি না কী উদ্দেশে॥
যূথীগন্ধ অশান্ত সমীরে
ধায় উতলা উচ্ছ্বাসে,
তেমনি চিত্ত উদাসী রে
নিদারুণ বিচ্ছেদের নিশীথে॥

১৯৮

জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা
কোরো না হেলা হে গরবিনি।
বৃথাই কাটিবে বেলা, সাঙ্গ হবে যে খেলা,
সুধার হাটে ফুরাবে বিকিকিনি হে গরবিনি॥
মনের মানুষ লুকিয়ে আসে, দাঁড়ায় পাশে, হায়
হেসে চলে যায় জোয়ার-জলে ভাসিয়ে ভেলা—
দুর্লভ ধনে দুঃখের পণে লও গো জিনি হে গরবিনি॥

ফাগুন যখন যাবে গো নিয়ে ফুলের ডালা
কী দিয়ে তখন গাঁথিবে তোমার বরণমালা
হে বিরহিণী।
বাজবে বাঁশি দূরের হাওয়ায়,
চোখের জলে শূন্যে চাওয়ায় কাটবে প্রহর—
বাজবে বুকে বিদায়পথের চরণ ফেলা দিনযামিনী
হে গরবিনি॥

১৯৯

সখী, তোরা দেখে যা এবার এল সময়
আর বিলম্ব নয়, নয়, নয়॥
কাছে এল বেলা, মরণ-বাঁচনেরই খেলা,
ঘুচিল সংশয়।
আর বিলম্ব নয়॥
বাঁধন ছিঁড়ল তরী,
হঠাৎ দখিন-হাওয়ায়-হাওয়ায় পাল উঠিল ভরি।
ঢেউ ওঠে ওই খেপে, ও তোর হাল গেল যে কেঁপে,
ঘূর্ণিজলে ডুবে গেল সকল লজ্জা ভয়॥

২০০

আমি আশায় আশায় থাকি।
আমার তৃষিত-আকুল আঁখি॥
ঘুমে-জাগরণে-মেশা প্রাণে স্বপনের নেশা—
দূর দিগন্তে চেয়ে কাহারে ডাকি॥
বনে বনে করে কানাকানি অশ্রুত বাণী,
কী গাহে পাখি।
কী কব না পাই ভাষা, মোর জীবন রঙিন কুয়াশা
ফেলেছে ঢাকি॥

২০১

আমার নিখিল ভুবন হারালেম আমি যে।
বিশ্ববীণায় রাগিণী যায় থামি যে॥
গৃহহারা হৃদয় হায় আলোহারা পথে ধায়,
গহন তিমিরগুহাতলে যাই নামি যে॥
তোমারি নয়নে সন্ধ্যাতারার আলো।
আমার পথের অন্ধকারে জ্বালো জ্বালো।
মরীচিকার পিছে পিছে তৃষ্ণাতপ্ত প্রহর কেটেছে মিছে,
দিন-অবসানে
তোমারি হৃদয়ে শ্রান্ত-পান্থ অমৃততীর্থগামী যে॥

২০২

না না, ভুল কোরো না গো, ভুল কোরো না,
ভুল কোরো না ভালোবাসায়।
ভুলায়ো না, ভুলায়ো না, ভুলায়ো না নিষ্ফল আশায়॥
বিচ্ছেদদুঃখ নিয়ে আমি থাকি, দেয় না সে ফাঁকি,
পরিচিত আমি তারি ভাষায়॥
দয়ার ছলে তুমি হোয়ো না নিদয়।
হৃদয় দিতে চেয়ে ভেঙো না হৃদয়।
রেখো না লুব্ধ করে, মরণের বাঁশিতে মুগ্ধ করে
টেনে নিয়ে যেয়ো না সর্বনাশায়॥

২০৩

ভুল করেছিনু, ভুল ভেঙেছে।
জেগেছি, জেনেছি— আর ভুল নয়, ভুল নয়॥
মায়ার পিছে-পিছে ফিরেছি, জেনেছি স্বপনসম সব মিছে—
বিঁধেছে কাঁটা প্রাণে— এ তো ফুল নয়, ফুল নয়॥

ভালোবাসা হেলা করিব না,
খেলা করিব না নিয়ে মন— হেলা করিব না।
তব হৃদয়ে সখী, আশ্রয় মাগি।
অতল সাগর সংসারে এ তো কূল নয়, কূল নয়॥

২০৪

ডেকো না আমারে, ডেকো না, ডেকো না।
চলে যে এসেছে মনে তারে রেখো না॥
আমার বেদনা আমি নিয়ে এসেছি,
মূল্য নাহি চাই যে ভালোবেসেছি,
কৃপাকণা দিয়ে আঁখিকোণে ফিরে দেখো না॥
আমার দুঃখজোয়ারের জলস্রোতে
নিয়ে যাবে মোরে সব লাঞ্ছনা হতে।
দূরে যাব যবে সরে তখন চিনিবে মোরে—
আজ অবহেলা ছলনা দিয়ে ঢেকো না॥

২০৫

যে ছিল আমার স্বপনচারিণী
তারে বুঝিতে পারি নি।
দিন চলে গেছে খুঁজিতে খুঁজিতে॥
শুভখনে কাছে ডাকিলে,
লজ্জা আমার ঢাকিলে গো,
তোমারে সহজে পেরেছি বুঝিতে॥
কে মোরে ফিরাবে অনাদরে,
কে মোরে ডাকিবে কাছে,
কাহার প্রেমের বেদনায় আমার মূল্য আছে,
এ নিরন্তর সংশয়ে হায় পারি নে যুঝিতে—
আমি তোমারেই শুধু পেরেছি বুঝিতে

২০৬

হায় হতভাগিনী,
স্রোতে বৃথা গেল ভেসে—
কূলে তরী লাগে নি, লাগে নি ॥
কাটালি বেলা বীণাতে সুর বেঁধে, কঠিন টানে উঠল কেঁদে,
ছিন্ন তারে থেমে গেল যে রাগিণী ॥
এই পথের ধারে এসে
ডেকে গেছে তোরে সে।
ফিরায়ে দিলি তারে রুদ্ধদ্বারে—
বুক জ্বলে গেল গো, ক্ষমা তবুও কেন মাগি নি ॥

২০৭

কোন্‌ সে ঝড়ের ভুল
ঝরিয়ে দিল ফুল,
প্রথম যেমনি তরুণ মাধুরী মেলেছিল এ মুকুল, হায় রে ॥
নব প্রভাতের তারা
সন্ধ্যাবেলায় হয়েছে পথহারা।
অমরাবতীর সুরযুবতীর এ ছিল কানের দুল, হায় রে ॥
এ যে মুকুটশোভার ধন।
হায় গো দরদী কেহ থাক যদি শিরে দাও পরশন।
এ কি স্রোতে যাবে ভেসে— দূর দয়াহীন দেশে
কোন্‌খানে পাবে কূল, হায় রে ॥

২০৮

ছি ছি, মরি লাজে, মরি লাজে—
কে সাজালো মোরে মিছে সাজে। হায় ॥
বিধাতার নিষ্ঠুর বিদ্রূপে নিয়ে এল চুপে চুপে
মোরে তোমাদের দুজনের মাঝে ॥

আমি নাই, আমি নাই— আদরিণী লহো তব ঠাঁই
যেথা তব আসন বিরাজে। হায়॥

২০৯

শুভ মিলনলগনে বাজুক বাঁশি
মেঘমুক্ত গগনে জাগুক হাসি॥
কত দুঃখে কত দূরে দূরে আঁধারসাগর ঘুরে ঘুরে
সোনার তরী তীরে এল ভাসি।
পূর্ণিমা-আকাশে জাগুক হাসি॥
ওগো পুরবালা,
আনো সাজিয়ে বরণডালা,
যুগলমিলনমহোৎসবে শুভ শঙ্খরবে
বসন্তের আনন্দ দাও উচ্ছ্বাসি।
পূর্ণিমা-আকাশে জাগুক হাসি॥

২১০

আর নহে, আর নহে—
বসন্তবাতাস কেন আর শুষ্ক ফুলে বহে॥
লগ্ন গেল বয়ে সকল আশা লয়ে,
এ কোন্ প্রদীপ জ্বালো এ যে বক্ষ আমার দহে॥
কানন মরু হল,
আজ এই সন্ধ্যা-অন্ধকারে সেথায় কী ফুল তোলো।
কাহার ভাগ্য হতে বরণমালা হরণ করো,
ভাঙা ডালি ভরো—
মিলনমালার কণ্টকভার কণ্ঠে কি আর সহে॥

২১১

ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে ওরে পাখি,
যা উড়ে, যা উড়ে, যা রে একাকী॥

বাজবে তোর পায়ে সেই বন্ধ, পাখাতে পাবি আনন্দ,
দিশাহারা মেঘ যে গেল ডাকি ॥
নির্মল দুঃখ যে সেই তো মুক্তি নির্মল শূন্যের প্রেমে—
আত্মবিড়ম্বনা দারুণ লজ্জা, নিঃশেষে যাক সে থেমে।
দুরাশায় যে মরাবাঁচায় এত দিন ছিলি তোর খাঁচায়,
ধূলিতলে তারে যাবি রাখি ॥

২১২

যাক ছিঁড়ে, যাক ছিঁড়ে যাক মিথ্যার জাল।
দুঃখের প্রসাদে এল আজি মুক্তির কাল ॥
এই ভালো ওগো এই ভালো বিচ্ছেদবহ্নিশিখার আলো,
নিষ্ঠুর সত্য করুক বরদান—
ঘুচে যাক ছলনার অন্তরাল ॥
যাও প্রিয়, যাও তুমি যাও জয়রথে—
বাধা দিব না পথে,
বিদায় নেবার আগে মন তব স্বপ্ন হতে যেন জাগে—
নির্মল হোক হোক সব জঞ্জাল ॥

২১৩

দুঃখের যজ্ঞ-অনল-জ্বলনে জন্মে যে প্রেম
দীপ্ত সে হেম,
নিত্য সে নিঃসংশয়,
গৌরব তার অক্ষয় ॥
দুরাকাঙ্ক্ষার পরপারে বিরহতীর্থে করে বাস
যেথা জ্বলে ক্ষুব্ধ হোমাগ্নিশিখায় চিরনৈরাশ—
তৃষ্ণাদাহনমুক্ত অনুদিন অমলিন রয়।
গৌরব তার অক্ষয় ॥
অশ্রু-উৎস-জল-স্নানে তাপস জ্যোতির্ময়

আপনারে আহুতি-দানে হল সে মৃত্যুঞ্জয়।
গৌরব তার অক্ষয়॥

২১৪

আমার মন কেমন করে—
কে জানে, কে জানে, কে জানে কাহার তরে॥
অলখ পথের পাখি গেল ডাকি,
গেল ডাকি সুদূর দিগন্তরে
ভাবনাকে মোর ধাওয়ায়
সাগরপারের হাওয়ায় হাওয়ায় হাওয়ায়।
স্বপনবলাকা মেলেছে পাখা,
আমায় বেঁধেছে কে সোনার পিঞ্জরে ঘরে॥

২১৫

গোপন কথাটি রবে না গোপনে,
উঠিল ফুটিয়া নীরব নয়নে।
না না না, রবে না গোপনে॥
বিভল হাসিতে
বাজিল বাঁশিতে,
স্ফুরিল অধরে নিভৃত স্বপনে।
না না না, রবে না গোপনে॥
মধুপ গুঞ্জরিল,
মধুর বেদনায় আলোকপিয়াসি
অশোক মুঞ্জরিল।
হৃদয়শতদল
করিছে টলমল
অরুণ প্রভাতে করুণ তপনে।
না না না, রবে না গোপনে॥

২১৬

বলো সখী, বলো তারি নাম
আমার কানে কানে
যে নাম বাজে তোমার প্রাণের বীণার
তানে তানে ॥
বসন্তবাতাসে বনবীথিকায়
সে নাম মিলে যাবে
বিরহীবিহঙ্গকলগীতিকায়।
সে নাম মদির হবে যে বকুলঘ্রাণে ॥
নাহয় সখীদের মুখে মুখে
সে নাম দোলা খাবে সকৌতুকে।
পূর্ণিমারাতে একা যবে
অকারণে মন উতলা হবে
সে নাম শুনাইব গানে গানে ॥

২১৭

অজানা সুর কে দিয়ে যায় কানে কানে।
ভাবনা আমার যায় ভেসে যায় গানে গানে ॥
বিস্মৃত জন্মের ছায়ালোকে হারিয়ে-যাওয়া বীণার শোকে
ফাগুন-হাওয়ায় কেঁদে ফিরে পথহারা রাগিণী।
কোন্ বসন্তের মিলনরাতে তারার পানে
ভাবনা আমার যায় ভেসে যায় গানে গানে ॥

২১৮

ধরা সে যে দেয় নাই, দেয় নাই,
যারে আমি আপনারে সঁপিতে চাই।
কোথা সে যে আছে সঙ্গোপনে
প্রতিদিন শত তুচ্ছের আড়ালে আড়ালে ॥

এসো মম সার্থক স্বপ্ন
করো মম যৌবন সুন্দর,
দক্ষিণবায়ু আনো পুষ্পবনে।
ঘুচাও বিষাদের কুহেলিকা,
নব প্রাণমন্ত্রের আনো বাণী।
পিপাসিত জীবনের ক্ষুব্ধ আশা
আঁধারে আঁধারে খোঁজে ভাষা
শূন্যে পথহারা পবনের ছন্দে,
ঝরে-পড়া বকুলের গন্ধে॥

২১৯

কোন্ বাঁধনের গ্রন্থি বাঁধিল দুই অজানারে
এ কী সংশয়েরই অন্ধকারে।
দিশেহারা হাওয়ায় তরঙ্গদোলায়
মিলনতরণীখানি ধায় রে
কোন্ বিচ্ছেদের পারে॥

২২০

ওগো কিশোর, আজি তোমার দ্বারে পরান মম জাগে।
নবীন করে করিবে তারে রঙিন তব রাগে॥
ভাবনাগুলি বাঁধনখোলা রচিয়া দিবে তোমার দোলা,
দাঁড়িয়ো আসি হে ভাবে-ভোলা, আমার আঁখি-আগে॥

'দোলের নাচে বুঝি গো আছ অমরাবতীপুরে—
বাজাও বেণু বুকের কাছে, বাজাও বেণু দূরে।
শরম ভয় সকলি ত্যেজে মাধবী তাই আসিল সেজে-
শুধায় শুধু, 'বাজায় কে যে মধুর মধুসুরে!'
গগনে শুনি একি এ কথা, কাননে কী যে দেখি।
একি মিলনচঞ্চলতা, বিরহব্যথা একি।

আচম্‌কা কাঁপে ধরার বুকে, কী জানি তাহা সুখে না দুখে—
ধরিতে যারে না পারে তারে স্বপনে দেখিছে কি।

লাগিল দোল জলে স্থলে, জাগিল দোল বনে বনে—
সোহাগিনির হৃদয়তলে বিরহিণীর মনে মনে।
মধুর মোরে বিধুর করে সুদূর কার বেণুর স্বরে,
নিখিল হিয়া কিসের তরে দুলিছে অকারণে।

আনো গো আনো ভরিয়া ডালি করবীমালা লয়ে,
আনো গো আনো সাজায়ে থালি কোমল কিশলয়ে।
এসো গো পীত বসনে সাজি, কোলেতে বীণা উঠুক বাজি,
ধ্যানেতে আর গানেতে আজি যামিনী যাক বয়ে।

এসো গো এসো দোলবিলাসী বাণীতে মোর দোলো,
ছন্দে মোর চকিতে আসি মাতিয়ে তারে তোলো।
অনেক দিন বুকের কাছে রসের স্রোত থমকি আছে,
নাচিবে আজি তোমার নাচে সময় তারি হল॥

২২১

তুমি কোন্ ভাঙনের পথে এলে সুপ্তরাতে।
আমার ভাঙল যা তা ধন্য হল চরণপাতে॥
আমি রাখব গেঁথে তারে রক্তমণির হারে,
বক্ষে দুলিবে গোপনে নিভৃত বেদনাতে॥
তুমি কোলে নিয়েছিলে সেতার, মীড় দিলে নিঠুর করে—
ছিন্ন যবে হল তার ফেলে গেলে ভূমি-'পরে।
নীরব তাহারি গান আমি তাই জানি তোমারি দান—
ফেরে সে ফাল্গুন-হাওয়ায়-হাওয়ায় সুরহারা মূর্ছনাতে॥

২২২

আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে—
তুমি জান না, আমি তোমারে পেয়েছি অজানা সাধনে॥

সে সাধনায় মিশিয়া যায় বকুলগন্ধ,
সে সাধনায় মিলিয়া যায় কবির ছন্দ—
তুমি জান না, ঢেকে রেখেছি তোমার নাম
রঙিন ছায়ার আচ্ছাদনে ॥

তোমার অরূপ মূর্তিখানি
ফাল্গুনের আলোতে বসাই আনি।
বাঁশরি বাজাই ললিত-বসন্তে, সুদূর দিগন্তে
সোনার আভায় কাঁপে তব উত্তরী
গানের তানের সে উন্মাদনে ॥

২২৩

এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে মুকুলগুলি ঝরে ;
আমি কুড়িয়ে নিয়েছি, তোমার চরণে দিয়েছি—
লহো লহো করুণ করে ॥
যখন যাব চলে ওরা ফুটবে তোমার কোলে,
তোমার মালা গাঁথার আঙুলগুলি মধুর বেদনভরে
যেন আমায় স্মরণ করে ॥
বউকথাকও তন্দ্রাহারা বিফল ব্যথায় ডাক দিয়ে হয় সারা
আজি বিভোর রাতে।
দুজনের কানাকানি কথা দুজনের মিলনবিহ্বলতা,
জ্যোৎস্নাধারায় যায় ভেসে যায় দোলের পূর্ণিমাতে।
এই আভাসগুলি পড়বে মালায় গাঁথা কালকে দিনের তরে
তোমার অলস দ্বিপ্রহরে ॥

২২৪

বসন্ত সে যায় তো হেসে, যাবার কালে
শেষ কুসুমের পরশ রাখে বনের ভালে ॥
তেমনি তুমি যাবে জানি, সঙ্গে যাবে হাসিখানি—
অলক হতে পড়বে অশোক বিদায়-থালে

রইব একা ভাসান-খেলার নদীর তটে,
বেদনাহীন মুখের ছবি স্মৃতির পটে—
অবসানের অস্ত-আলো তোমার সাথি, সেই তো ভালো—
ছায়া সে থাক্ মিলনশেষের অন্তরালে ॥

২২৫

মম দুঃখের সাধন যবে করিনু নিবেদন তব চরণতলে
শুভলগন গেল চলে,
প্রেমের অভিষেক কেন হল না তব নয়নজলে ॥
রসের ধারা নামিল না, বিরহে তাপের দিনে ফুল গেল শুকায়ে—
মালা পরানো হল না তব গলে ॥
মনে হয়েছিল দেখেছিনু করুণা তব আঁখিনিমেষে,
গেল সে ভেসে।
যদি দিতে বেদনার দান, আপনি পেতে তারে ফিরে
অমৃতফলে ॥

২২৬

বাণী মোর নাহি,
স্তব্ধ হৃদয় বিছায়ে চাহিতে শুধু জানি ॥
আমি অমাবিভাবরী আলোহারা,
মেলিয়া অগণ্য তারা
নিষ্ফল আশায় নিঃশেষ পথ চাহি ॥
তুমি যবে বাজাও বাঁশি সুর আসে ভাসি
নীরবতার গভীরে বিহ্বল বায়ে
নিদ্রাসমুদ্র পারায়ে।
তোমার সুরের প্রতিধ্বনি তোমারে দিই ফিরায়ে,
কে জানে সে কি পশে তব স্বপ্নের তীরে
বিপুল অন্ধকার বাহি ॥

২২৭

আজি দক্ষিণপবনে
দোলা লাগিল বনে বনে ॥
দিক্‌ললনার নৃত্যচঞ্চল মঞ্জীরধ্বনি অন্তরে ওঠে রনরনি
বিরহবিহ্বল হৃৎস্পন্দনে ॥
মাধবীলতায় ভাষাহারা ব্যাকুলতা
পল্লবে পল্লবে প্রলপিত কলরবে।
প্রজাপতির পাখায় দিকে দিকে লিপি নিয়ে যায়
উৎসব-আমন্ত্রণে ॥

২২৮

যদি হায় জীবন পূরণ নাই হল মম তব অকৃপণ করে,
মন তবু জানে জানে—
চকিত ক্ষণিক আলোছায়া তব আলিপন আঁকিয়া যায়
ভাবনার প্রাঙ্গণে ॥
বৈশাখের শীর্ণ নদী ভরা স্রোতের দান না পায় যদি
তবু সঙ্কুচিত তীরে তীরে
ক্ষীণ ধারায় পলাতক পরশখানি দিয়ে যায়,
পিয়াসি লয় তাহা ভাগ্য মানি ॥
মম ভীরু বাসনার অঞ্জলিতে
যতটুকু পাই রয় উচ্ছলিতে।
দিবসের দৈন্যের সঞ্চয় যত
যত্নে ধরে রাখি,
সে যে রজনীর স্বপ্নের আয়োজন ॥

২২৯

আমার আপন গান আমার অগোচরে আমার মন হরণ করে,
নিয়ে সে যায় ভাসায়ে সকল সীমারই পারে ॥

ওই-যে দূরে কূলে কূলে ফাল্গুন উচ্ছ্বসিত ফুলে ফুলে—
সেথা হতে আসে দুরন্ত হাওয়া, লাগে আমার পালে ॥
কোথায় তুমি মম অজানা সাথি,
কাটাও বিজনে বিরহরাতি,
এসো এসো উধাও পথের যাত্রী—
তরী আমার টলোমলো ভরা জোয়ারে ॥

২৩০

অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে।
ও যে সুদূর রাতের পাখি
গাহে সুদূর রাতের গান ॥
বিগত বসন্তের অশোকরক্তরাগে ওর রঙিন পাখা,
তারি ঝরা ফুলের গন্ধ ওর অন্তরে ঢাকা ॥
ওগো বিদেশিনী,
তুমি ডাকো ওরে নাম ধরে,
ও যে তোমারি চেনা।
তোমারি দেশের আকাশ ও যে জানে, তোমার রাতের তারা,
তোমারি বকুলবনের গানে ও দেয় সাড়া—
নাচে তোমারি কঙ্কণেরই তালে ॥

২৩১

আমি যে গান গাই জানি নে সে কার উদ্দেশে ॥
যবে জাগে মনে অকারণে চঞ্চল হাওয়ায়, প্রবাসী পাখি উড়ে যায়—
সুর যায় ভেসে কার উদ্দেশে ॥
ওই মুখপানে চেয়ে দেখি—
তুমি সে কি অতীত কালের স্বপ্ন এলে
নূতন কালের বেশে।
কভু জাগে মনে আজও যে জাগে নি এ জীবনে
গানের খেয়া সে মাগে আমার তীরে এসে ॥

২৩২

ওগো পড়োশিনি,
শুনি বনপথে সুর মেলে যায় তব কিঙ্কিণী॥
ক্লান্তকূজন দিনশেষে, আম্রশাখে,
আকাশে বাজে তব নীরব রিনিরিনি॥
এই নিকটে থাকা
অতিদূর আবরণে রয়েছে ঢাকা।
যেমন দূরে বাণী আপনহারা গানের সুরে,
মাধুরীরহস্যমায়ায় চেনা তোমারে না চিনি॥

২৩৩

ওগো স্বপ্নস্বরূপিণী, তব অভিসারের পথে পথে
স্মৃতির দীপ জ্বালা॥
সেদিনেরই মাধবীবনে আজও তেমনি ফুল ফুটেছে
তেমনি গন্ধ ঢালা॥
আজি তন্দ্রাবিহীন রাতে ঝিল্লিঝঙ্কারে স্পন্দিত পবনে
তব অঞ্চলের কম্পন সঞ্চারে।
আজি পরজে বাজে বাঁশি
যেন হৃদয়ে বহুদূরে আবেশবিহ্বল সুরে।
বিকচ মল্লিমাল্যে তোমারে স্মরিয়া রেখেছি ভরিয়া ডালা॥

২৩৪

ওরে জাগায়ো না, ও যে বিরাম মাগে নির্মম ভাগ্যের পায়ে।
ও যে সব চাওয়া দিতে চাহে অতলে জলাঞ্জলি॥
দুরাশার দুঃসহ ভার দিক নামায়ে,
যাক ভুলে অকিঞ্চন জীবনের বঞ্চনা॥
আসুক নিবিড় নিদ্রা,
তামসী তুলিকায় অতীতের বিদ্রূপবাণী দিক মুছায়ে

স্মরণের পত্র হতে।
স্তব্ধ হোক বেদনগুঞ্জন
সুপ্ত বিহঙ্গের নীড়ের মতো—
আনো তমস্বিনী,
শ্রান্ত দুঃখের মৌনতিমিরে শান্তির দান ॥

২৩৫

দিনান্তবেলায় শেষের ফসল নিলেম তরী-'পরে,
এ পারে কৃষি হল সারা,
যাব ও পারের ঘাটে ॥
হংসবলাকা উড়ে যায়
দূরের তীরে, তারার আলোয়,
তারি ডানার ধ্বনি বাজে মোর অন্তরে ॥
ভাঁটার নদী ধায় সাগর-পানে কলতানে,
ভাবনা মোর ভেসে যায় তারি টানে।
যা-কিছু নিয়ে চলি শেষ সঞ্চয়
সুখ নয় সে, দুঃখ সে নয়, নয় সে কামনা—
শুনি শুধু মাঝির গান আর দাঁড়ের ধ্বনি তাহার স্বরে ॥

২৩৬

ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত আলোয় ম্লানস্মৃতি।
সেই সুরের কায়া মোর সাথের সাথি, স্বপ্নের সঙ্গিনী,
তারি আবেশ লাগে মনে বসন্তবিহ্বল বনে ॥
দেখি তার বিরহী মূর্তি বেহাগের তানে
সকরুণ নত নয়ানে।
পূর্ণিমা জ্যোৎস্নালোকে মিলে যায়
জাগ্রত কোকিল-কাকলিতে মোর বাঁশির গীতে ॥

২৩৭

দোষী করিব না, করিব না তোমারে
আমি নিজেরে নিজে করি ছলনা।
মনে মনে ভাবি ভালোবাসো,
মনে মনে বুঝি তুমি হাসো,
জান এ আমার খেলা—
এ আমার মোহের রচনা॥
সন্ধ্যামেঘের রাগে অকারণে ছবি জাগে,
সেইমতো মায়ার আভাসে মনের আকাশে
হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসে
শূন্যে শূন্যে ছিন্নলিপি মোর
বিরহমিলনকল্পনা॥

২৩৮

দৈবে তুমি কখন নেশায় পেয়ে
আপন মনে যাও তুমি গান গেয়ে গেয়ে।
যে আকাশে সুরের লেখা লেখো
তার পানে রই চেয়ে চেয়ে॥
হৃদয় আমার অদৃশ্যে যায় চলে, চেনা দিনের ঠিক-ঠিকানা ভোলে,
মৌমাছিরা আপনা হারায় যেন গন্ধের পথ বেয়ে বেয়ে॥
গানের টানা-জালে
নিমেষ-ঘেরা গহন থেকে তোলে অসীমকালে।
মাটির আড়াল করি ভেদন সুরলোকের আনে বেদন,
মর্তলোকের বীণার তারে রাগিণী দেয় ছেয়ে॥

২৩৯

ভরা থাক্ স্মৃতিসুধায় বিদায়ের পাত্রখানি।
মিলনের উৎসবে তায় ফিরায়ে দিয়ো আনি॥

বিষাদের অশ্রুজলে নীরবের মর্মতলে
গোপনে উঠুক ফলে হৃদয়ের নূতন বাণী ॥
যে পথে যেতে হবে সে পথে তুমি একা—
নয়নে আঁধার রবে, ধেয়ানে আলোকরেখা।
সারা দিন সঙ্গোপনে সুধারস ঢালবে মনে
পরানের পদ্মবনে বিরহের বীণাপাণি ॥

২৪০

ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে না—
ওকে দাও ছেড়ে দাও ছেড়ে।
মন নাই যদি দিল নাই দিল,
মন নেয় যদি নিক্ কেড়ে ॥
একি খেলা মোরা খেলেছি, শুধু নয়নের জল ফেলেছি—
ওরই জয় যদি হয় জয় হোক, মোরা হারি যদি যাই হেরে ॥
এক দিন মিছে আদরে মনে গরব সোহাগ না ধরে,
শেষে দিন না ফুরাতে ফুরাতে সব গরব দিয়েছে সেরে।
ভেবেছিনু ওকে চিনেছি, বুঝি বিনা পণে ওকে কিনেছি—
ও যে আমাদেরই কিনে নিয়েছে, ও যে, তাই আসে, তাই ফেরে ॥

২৪১

কেন ধরে রাখা, ও যে যাবে চলে
মিলনযামিনী গত হলে ॥
স্বপনশেষে নয়ন মেলো, নিব-নিব দীপ নিবায়ে ফেলো—
কী হবে শুকানো ফুলদলে ॥
জাগে শুকতারা, ডাকিছে পাখি,
উষা সকরুণ অরুণ-আঁখি।
এসো প্রাণপণ হাসিমুখে বলো 'যাও সখা! থাকো সুখে'—
ডেকো না, রেখো না আঁখিজলে ॥

২৪২

ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার দুখের পারাবারে,
হল কানায় কানায় কানাকানি এই পারে ওই পারে ॥
আমার তরী ছিল চেনার কূলে, বাঁধন যে তার গেল খুলে ;
তারে হাওয়ায় হাওয়ায় নিয়ে গেল কোন্ অচেনার ধারে ॥
পথিক সবাই পেরিয়ে গেল ঘাটের কিনারাতে,
আমি সে কোন্ আকুল আলোয় দিশাহারা রাতে।
সেই পথ-হারানোর অধীর টানে অকূলে পথ আপনি টানে,
দিক ভোলাবার পাগল আমার হাসে অন্ধকারে ॥

২৪৩

হায় গো, ব্যথায় কথা যায় ডুবে যায়, যায় গো—
সুর হারালেম অশ্রুধারে ॥
তরী তোমার সাগরনীরে, আমি ফিরি তীরে তীরে,
ঠাঁই হল না তোমার সোনার নায় গো—
পথ কোথা পাই অন্ধকারে ॥
হায় গো, নয়ন আমার মরে দুরাশায় গো,
চেয়ে থাকি দাঁড়িয়ে দ্বারে।
যে ঘরে ওই প্রদীপ জ্বলে তার ঠিকানা কেউ না বলে,
বসে থাকি পথের নিরালায় গো
চির-রাতের পাথার-পারে ॥

২৪৪

তোমার বীণায় গান ছিল আর আমার ডালায় ফুল ছিল গো।
একই দখিন হাওয়ায় সে দিন দোঁহায় মোদের দুল দিল গো ॥
সে দিন সে তো জানে না কেউ আকাশ ভরে কিসের সে ঢেউ,
তোমার সুরের তরী আমার রঙিন ফুলে কূল নিল গো ॥

সে দিন আমার মনে হল, তোমার গানের তাল ধ'রে
আমার প্রাণে ফুল-ফোটানো রইবে চিরকাল ধ'রে।
গান তবু তো গেল ভেসে, ফুল ফুরালো দিনের শেষে,
ফাগুনবেলার মধুর খেলায় কোন্‌খানে হায় ভুল ছিল গো॥

২৪৫

তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার কত রঙে রঙ-করা।
মোর সাথে ছিল দুখের ফলের ভার অশ্রুর রসে ভরা॥
সহসা আসিল, কহিল সে সুন্দরী 'এসো-না বদল করি'।
মুখপানে তার চাহিলাম, মরি মরি, নিদয়া সে মনোহরা॥
সে লইল মোর ভরা বাদলের ডালা, চাহিল সকৌতুকে।
আমি লয়ে তার নব ফাগুনের মালা তুলিয়া ধরিনু বুকে।
'মোর হল জয়' যেতে যেতে কয় হেসে, দূরে চলে গেল ত্বরা।
সন্ধ্যায় দেখি তপ্ত দিনের শেষে ফুলগুলি সব ঝরা॥

২৪৬

কেন নয়ন আপনি ভেসে যায় জলে।
কেন মন কেন এমন করে॥
যেন সহসা কী কথা মনে পড়ে—
মনে পড়ে না গো তবু মনে পড়ে॥
চারি দিকে সব মধুর নীরব,
কেন আমারি পরান কেঁদে মরে।
কেন মন কেন এমন কেন রে॥
যেন কাহার বচন দিয়েছে বেদন,
যেন কে ফিরে গিয়েছে অনাদরে—
বাজে তারি অযতন প্রাণের 'পরে।
যেন সহসা কী কথা মনে পড়ে—
মনে পড়ে না গো তবু মনে পড়ে॥

২৪৭

আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে।
নয়নের জল ঝরিছে বিফল নয়নে॥
এ বেশভূষণ লহো সখী, লহো, এ কুসুমমালা হয়েছে অসহ—
এমন যামিনী কাটিল বিরহশয়নে॥
আমি বৃথা অভিসারে এ যমুনাপারে এসেছি,
বহি বৃথা মন-আশা এত ভালোবাসা বেসেছি।
শেষে নিশিশেষে বদন মলিন, ক্লান্তচরণ, মন উদাসীন,
ফিরিয়া চলেছি কোন্ সুখহীন ভবনে॥
ওগো ভোলা ভালো তবে, কাঁদিয়া কী হবে মিছে আর।
যদি যেতে হল হায় প্রাণ কেন চায় পিছে আর।
কুঞ্জদুয়ারে অবোধের মতো রজনীপ্রভাতে বসে রব কত—
এবারের মতো বসন্ত গত জীবনে॥

২৪৮

এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়।
এমন দিনে মন খোলা যায়—
এমন মেঘস্বরে বাদল-ঝরোঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়॥

সে কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জন চারি ধার।
দুজনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখি,
আকাশে জল ঝরে অনিবার—
জগতে কেহ যেন নাহি আর॥

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব।

কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব—
আঁধারে মিশে গেছে আর সব ॥

তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার
নামাতে পারি যদি মনোভার।
শ্রাবণবরিষনে একদা গৃহকোণে
দু কথা বলি যদি কাছে তার
তাহাতে আসে যাবে কিবা কার ॥

ব্যাকুল বেগে আজি বহে যায়,
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়।
যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়—
এমন ঘনঘোর বরিষায় ॥

২৪৯

সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায় বিদেশী নায়ে,
তাহারি রাগিণী লাগিল গায়ে ॥
সে সুর বাহিয়া ভেসে আসে কার সুদূর বিরহবিধুর হিয়ার
অজানা বেদনা, সাগরবেলার অধীর বায়ে
বনের ছায়ে ॥

তাই শুনে আজি বিজন প্রবাসে হৃদয়মাঝে
শরৎশিশিরে ভিজে ভৈরবী নীরবে বাজে।
ছবি মনে আনে আলোতে ও গীতে— যেন জনহীন নদীপথটিতে
কে চলেছে জলে কলস ভরিতে অলস পায়ে
বনের ছায়ে ॥

২৫০

এ পারে মুখর হল কেকা ওই, ও পারে নীরব কেন কুহু হায়।
এক কহে, 'আর-একটি একা কই, শুভযোগে কবে হব দুঁহু হায়।'

অধীর সমীর পুরবৈয়াঁ নিবিড় বিরহব্যথা বইয়া
নিশ্বাস ফেলে মুহু মুহু হায়॥
আষাঢ় সজলঘন আঁধারে ভাবে বসি দুরাশার ধেয়ানে—
'আমি কেন তিথিডোরে বাঁধা রে, ফাগুনেরে মোর পাশে কে আনে
ঋতুর দু ধারে থাকে দুজনে, মেলে না যে কাকলি ও কূজনে,
আকাশের প্রাণ করে হুহু হায়॥

২৫১

রোদনভরা এ বসন্ত সখী, কখনো আসে নি বুঝি আগে।
মোর বিরহবেদনা রাঙালো কিংশুকরক্তিমরাগে॥
কুঞ্জদ্বারে বনমল্লিকা সেজেছে পরিয়া নব পত্রালিকা,
সারা দিন-রজনী অনিমিখা কার পথ চেয়ে জাগে॥
দক্ষিণসমীরে দূর গগনে একেলা বিরহী গাহে বুঝি গো।
কুঞ্জবনে মোর মুকুল যত আবরণবন্ধন ছিঁড়িতে চাহে।
আমি এ প্রাণের রুদ্ধ দ্বারে ব্যাকুল কর হানি বারে বারে—
দেওয়া হল না যে আপনারে এই ব্যথা মনে লাগে॥

২৫২

এসো এসো ফিরে এসো, বঁধু হে ফিরে এসো।
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত, নাথ হে, ফিরে এসো।
ওহে নিষ্ঠুর, ফিরে এসো,
আমার করুণকোমল এসো,
আমার সজলজলদস্নিগ্ধকান্ত সুন্দর ফিরে এসো,
আমার নিতিসুখ ফিরে এসো,
আমার চিরদুখ ফিরে এসো।
আমার সবসুখদুখমন্থনধন অন্তরে ফিরে এসো।

আমার চিরবাঞ্ছিত এসো,
আমার চিতসঞ্চিত এসো,
ওহে চঞ্চল, হে চিরন্তন, ভুজ- বন্ধনে ফিরে এসো।
আমার বক্ষে ফিরিয়া এসো,
আমার চক্ষে ফিরিয়া এসো,
আমার শয়নে স্বপনে বসনে ভূষণে নিখিল ভুবনে এসো।
আমার মুখের হাসিতে এসো,
আমার চোখের সলিলে এসো,
আমার আদরে আমার ছলনে আমার অভিমানে ফিরে এসো।
আমার সকল স্মরণে এসো,
আমার সকল ভরমে এসো,
আমার ধরম-করম-সোহাগ-শরম-জনম-মরণে এসো॥

২৫৩

তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি নয়ন ছলছলিয়া,
বাদলশেষে করুণ হেসে যেন চামেলি-কলিয়া॥
সজল ঘন মেঘের ছায়ে মৃদু সুবাস দিল বিছায়ে,
না-দেখা কোন্ পরশঘায়ে পড়িছে টলটলিয়া॥
তোমার বাণী-স্মরণখানি আজি বাদলপবনে
নিশীথে বারিপতন-সম ধ্বনিছে মম শ্রবণে।
সে বাণী যেন গানেতে লেখা দিতেছে আঁকি সুরের রেখা
যে পথ দিয়ে তোমারি, প্রিয়ে, চরণ গেল চলিয়া॥

২৫৪

যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে।
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে॥
আজ কেন মোর পড়ে মনে কখন্ তারে চোখের কোণে
দেখেছিলেম অফুট প্রদোষে—
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে॥

আজ ওই চাঁদের বরণ হবে আলোর সঙ্গীতে,
রাতের মুখের আঁধারখানি খুলবে ইঙ্গিতে।
শুক্লরাতে সেই আলোকে দেখা হবে এক পলকে,
সব আবরণ যাবে যে খসে।
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে॥

২৫৫

বনে যদি ফুটল কুসুম নেই কেন সেই পাখি।
কোন্ সুদূরের আকাশ হতে আনব তারে ডাকি॥
হাওয়ায় হাওয়ায় মাতন জাগে, পাতায় পাতায় নাচন লাগে গো—
এমন মধুর গানের বেলায় সেই শুধু রয় বাকি॥
উদাস-করা হৃদয়-হরা না জানি কোন্ ডাকে
সাগর-পারের বনের ধারে কে ভুলালো তাকে।
আমার হেথায় ফাগুন বৃথায় বারে বারে ডাকে যে তায় গো—
এমন রাতের ব্যাকুল ব্যথায় কেন সে দেয় ফাঁকি॥

২৫৬

ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত মলিন যেই স্মৃতি
মুছে-আসা সেই ছবিটিতে রঙ এঁকে দেয় মোর গীতি॥
বসন্তের ফুলের পরাগে যেই রঙ জাগে,
ঘুম-ভাঙা পিককাকলিতে যেই রঙ লাগে,
যেই রঙ পিয়ালছায়ায় ঢালে শুক্লসপ্তমীর তিথি॥
সেই ছবি দোলা খায় রক্তের হিল্লোলে,
সেই ছবি মিশে যায় নির্ঝরকল্লোলে,
দক্ষিণসমীরণে ভাসে, পূর্ণিমাজ্যোৎস্নায় হাসে—
সে আমারি স্বপ্নের অতিথি॥

২৫৭

আমার জ্বলে নি আলো অন্ধকারে
দাও না সাড়া কি তাই বারে বারে ॥
তোমার বাঁশি আমার বাজে বুকে কঠিন দুখে, গভীর সুখে—
যে জানে না পথ কাঁদাও তারে ॥
চেয়ে রই রাতের আকাশ-পানে,
মন যে কী চায় তা মনই জানে।
আশা জাগে কেন অকারণে আমার মনে ক্ষণে ক্ষণে,
ব্যথার টানে তোমায় আনবে দ্বারে ॥

২৫৮

নীলাঞ্জনছায়া, প্রফুল্ল কদম্ববন,
জম্বুপুঞ্জে শ্যাম বনান্ত, বনবীথিকা ঘনসুগন্ধ ॥
মন্থর নব নীলনীরদ- পরিকীর্ণ দিগন্ত।
চিত্ত মোর পন্থহারা কান্তবিরহকান্তারে ॥

২৫৯

ফিরবে না তা জানি, তা জানি—
আহা, তবু তোমার পথ চেয়ে জ্বলুক প্রদীপখানি ॥
গাঁথবে না মালা জানি মনে,
আহা, তবু ধরুক মুকুল আমার বকুলবনে
প্রাণে ওই পরশের পিয়াস আনি ॥
কোথায় তুমি পথভোলা,
তবু থাক্‌-না আমার দুয়ার খোলা।
রাত্রি আমার গীতহীনা,
আহা, তবু বাঁধুক সুরে বাঁধুক তোমার বীণা—
তারে ঘিরে ফিরুক কাঙাল বাণী ॥

২৬০

দিনের পরে দিন যে গেল আঁধার ঘরে,
তোমার আসনখানি দেখে মন যে কেমন করে ॥
ওগো বঁধু, ফুলের সাজি মঞ্জরীতে ভরল আজি—
ব্যথার হারে গাঁথব তারে, রাখব চরণ-'পরে ॥
পায়ের ধ্বনি গণি গণি রাতের তারা জাগে,
উত্তরীয়ের হাওয়া এসে ফুলের বনে লাগে।
ফাগুনবেলার বুকের মাঝে পথ-চাওয়া সুর কেঁদে বাজে—
প্রাণের কথা ভাষা হারায়, চোখের জলে ঝরে ॥

২৬১

না চাহিলে যারে পাওয়া যায়, তেয়াগিলে আসে হাতে,
দিবসে সে ধন হারায়েছি আমি— পেয়েছি আঁধার রাতে ॥
না দেখিবে তারে, পরশিবে না গো, তারি পানে প্রাণ মেলে দিয়ে জাগো—
তারায় তারায় রবে তারি বাণী, কুসুমে ফুটিবে প্রাতে ॥
তারি লাগি যত ফেলেছি অশ্রুজল
বীণাবাদিনীর শতদলদলে করিছে সে টলোমল।
মোর গানে গানে পলকে পলকে ঝলসি উঠিছে ঝলকে ঝলকে,
শান্ত হাসির করুণ আলোকে ভাতিছে নয়নপাতে ॥

২৬২

বিরহ মধুর হল আজি মধুরাতে।
গভীর রাগিণী উঠে বাজি বেদনাতে ॥
ভরি দিয়া পূর্ণিমানিশা অধীর অদর্শনতৃষা
কী করুণ মরীচিকা আনে আঁখিপাতে ॥
সুদূরের সুগন্ধধারা বায়ুভরে
পরানে আমার পথহারা ঘুরে মরে।
কার বাণী কোন্ সুরে তালে মর্মরে পল্লবজালে,
বাজে মম মঞ্জীররাজি সাথে সাথে ॥

২৬৩

ফিরে ফিরে ডাক্ দেখি রে পরান খুলে, ডাক্ ডাক্ ডাক্ ফিরে ফিরে।
দেখব কেমন রয় সে ভুলে॥
সে ডাক বেড়াক বনে বনে, সে ডাক শুধাক জনে জনে,
সে ডাক বুকে দুঃখে সুখে ফিরুক দুলে॥
সাঁজ-সকালে রাত্রিবেলায় ক্ষণে ক্ষণে
একলা ব'সে ডাক্ দেখি তায় মনে মনে।
নয়ন তোরই ডাকুক তারে, শ্রবণ রহুক পথের ধারে,
থাক্-না সে ডাক গলায় গাঁথা মালার ফুলে॥

২৬৪

প্রভাত-আলোরে মোর কাঁদায়ে গেলে
মিলনমালার ডোর ছিঁড়িয়া ফেলে॥
পড়ে যা রহিল পিছে সব হয়ে গেল মিছে,
বসে আছি দূর-পানে নয়ন মেলে॥
একে একে ধূলি হতে কুড়ায়ে মরি
যে ফুল বিদায়পথে পড়িছে ঝরি।
ভাবি নি রবে না লেশ সে দিনের অবশেষ—
কাটিল ফাগুনবেলা কী খেলা খেলে॥

২৬৫

নাই যদি বা এলে তুমি এড়িয়ে যাবে তাই ব'লে?
অন্তরেতে নাই কি তুমি সামনে আমার নাই ব'লে॥
মন যে আছে তোমায় মিশে, আমায় তবে ছাড়বে কিসে—
প্রেম কি আমার হারায় দিশে অভিমানে যাই ব'লে॥
বিরহ মোর হোক-না অকূল, সেই বিরহের সরোবরে
মিলনকমল উঠছে দুলে অশ্রুজলের ঢেউয়ের 'পরে।
তবু তৃষায় মরে আঁখি, তোমার লাগি চেয়ে থাকি—
চোখের 'পরে পাব না কি বুকের 'পরে পাই ব'লে॥

২৬৬

শ্রাবণের পবনে আকুল বিষণ্ণ সন্ধ্যায়
সাথিহারা ঘরে মন আমার
প্রবাসী পাখি ফিরে যেতে চায়
দূরকালের অরণ্যছায়াতলে ॥
কী জানি সেথা আছে কিনা আজও বিজনে বিরহী হিয়া
নীপবনগন্ধঘন অন্ধকারে—
সাড়া দিবে কি গীতহীন নীরব সাধনায় ॥
হায়, জানি সে নাই জীর্ণ নীড়ে, জানি সে নাই নাই।
তীর্থহারা যাত্রী ফিরে ব্যর্থ বেদনায়—
ডাকে তবু হৃদয় মম মনে-মনে রিক্ত ভুবনে
রোদন-জাগা সঙ্গীহারা অসীম শূন্যে শূন্যে ॥

২৬৭

সে যে পাশে এসে বসেছিল, তবু জাগি নি।
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনি ॥
এসেছিল নীরব রাতে, বীণাখানি ছিল হাতে—
স্বপন-মাঝে বাজিয়ে গেল গভীর রাগিণী ॥
জেগে দেখি দখিন-হাওয়া, পাগল করিয়া
গন্ধ তাহার ভেসে বেড়ায় আঁধার ভরিয়া।
কেন আমার রজনী যায়, কাছে পেয়ে কাছে না পায়—
কেন গো তার মালার পরশ বুকে লাগে নি ॥

২৬৮

কোন্ গহন অরণ্যে তারে এলেম হারায়ে
কোন্ দূর জনমের কোন্ স্মৃতিবিস্মৃতিছায়ে ॥
আজ আলো-আঁধারে
কখন্-বুঝি দেখি, কখন্ দেখি না তারে—
কোন্ মিলনসুখের স্বপনসাগর এল পারায়ে।

ধরা-অধরার মাঝে
ছায়ানটের রাগিণীতে আমার বাঁশি বাজে।
বকুলতলায় ছায়ার নাচন ফুলের গন্ধে মিশে
জানি নে মন পাগল করে কিসে।
কোন্ নটিনীর ঘূর্ণি-আঁচল লাগে আমার গায়ে॥

২৬৯

কাছে থেকে দূর রচিল কেন গো আঁধারে।
মিলনের মাঝে বিরহকারায় বাঁধা রে॥
সম্মুখে রয়েছে সুধাপারাবার, নাগাল না পায় তবু আঁখি তার—
কেমনে সরাব কুহেলিকার এই বাধা রে॥
আড়ালে আড়ালে শুনি শুধু তারি বাণী যে।
জানি তারে আমি, তবু তারে নাহি জানি যে।
শুধু বেদনায় অন্তরে পাই, অন্তরে পেয়ে বাহিরে হারাই—
আমার ভুবন রবে কি কেবলই আধা রে॥

২৭০

অশান্তি আজ হানল একি দহনজ্বালা।
বিঁধল হৃদয় নিদয় বাণে বেদনঢালা॥
বক্ষে জ্বালায় অগ্নিশিখা, চক্ষে কাঁপায় মরীচিকা—
মরণসুতোয় গাঁথল কে মোর বরণমালা॥
চেনা ভুবন হারিয়ে গেল স্বপনছায়াতে
ফাগুনদিনের পলাশরঙের রঙিন মায়াতে।
যাত্রা আমার নিরুদ্দেশা, পথ হারানোর লাগল নেশা—
অচিন দেশে এবার আমার যাবার পালা॥

২৭১

স্বপ্নমদির নেশায় মেশা এ উন্মত্ততা
জাগায় দেহে মনে একি বিপুল ব্যথা॥

বহে মম শিরে শিরে   একি দাহ, কী প্রবাহ,
চকিতে সর্বদেহে   ছুটে তড়িৎলতা॥
ঝড়ের পবনগর্জে   হারাই আপনায়
দুরন্তযৌবনক্ষুব্ধ   অশান্ত বন্যায়।
তরঙ্গ উঠে প্রাণে   দিগন্তে কাহার পানে—
ইঙ্গিতের ভাষায় কাঁদে   নাহি নাহি কথা॥

২৭২

শুনি   ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে   অতল জলের আহ্বান।
মন   রয় না, রয় না, রয় না ঘরে,   চঞ্চল প্রাণ॥
ভাসায়ে দিব আপনারে   ভরা জোয়ারে,
সকল-ভাবনা-ডুবানো ধারায়   করিব স্নান—
ব্যর্থ বাসনার দাহ হবে নির্বাণ॥
ঢেউ দিয়েছে জলে।
ঢেউ দিল, ঢেউ দিল,   ঢেউ দিল আমার মর্মতলে।
একি ব্যাকুলতা আজি আকাশে,   এই বাতাসে,
যেন উতলা অপ্সরীর উত্তরীয়   করে রোমাঞ্চদান—
দূর সিন্ধুতীরে কার মঞ্জীরে   গুঞ্জরতান॥

২৭৩

দিন পরে যায় দিন,   বসি পথপাশে
গান পরে গাই গান   বসন্তবাতাসে॥
ফুরাতে চায় না বেলা,   তাই সুর গেঁথে খেলা—
রাগিণীর মরীচিকা   স্বপ্নের আভাসে॥
দিন পরে যায় দিন,   নাই তব দেখা।
গান পরে গাই গান,   রই বসে একা।
সুর থেমে যায় পাছে   তাই নাহি আস কাছে—
ভালোবাসা ব্যথা দেয়   যারে ভালোবাসে॥

২৭৪

আমার ভুবন তো আজ হল কাঙাল, কিছু তো নাই বাকি,
ওগো নিঠুর, দেখতে পেলে তা কি ॥
তার সব ঝরেছে, সব মরেছে, জীর্ণ বসন ওই পরেছে—
প্রেমের দানে নগ্ন প্রাণের লজ্জা দেহো ঢাকি ॥
কুঞ্জে তাহার গান যা ছিল কোথায় গেল ভাসি।
এবার তাহার শূন্য হিয়ায় বাজাও তোমার বাঁশি।
তার দীপের আলো কে নিভালো, তারে তুমি জ্বালো জ্বালো—
আমার আপন আঁধার আমার আঁখিরে দেয় ফাঁকি ॥

২৭৫

যখন এসেছিলে অন্ধকারে
চাঁদ ওঠে নি সিন্ধুপারে ॥
হে অজানা, তোমায় তবে জেনেছিলেম অনুভবে—
গানে তোমার পরশখানি বেজেছিল প্রাণের তারে ॥
তুমি গেলে যখন একলা চলে
চাঁদ উঠেছে রাতের কোলে।
তখন দেখি, পথের কাছে মালা তোমার পড়ে আছে—
বুঝেছিলেম অনুমানে এ কণ্ঠহার দিলে কারে ॥

২৭৬

এ পথে আমি-যে গেছি বার বার, ভুলি নি তো এক দিনও।
আজ কি ঘুচিল চিহ্ন তাহার, উঠিল বনের তৃণ ॥
তবু মনে মনে জানি নাই ভয়, অনুকূল বায়ু সহসা যে বয়—
চিনিব তোমায় আসিবে সময়, তুমি যে আমায় চিন ॥
একেলা যেতাম যে প্রদীপ হাতে নিবেছে তাহার শিখা।
তবু জানি মনে তারার ভাষাতে ঠিকানা রয়েছে লিখা।
পথের ধারেতে ফুটিল যে ফুল জানি জানি তারা ভেঙে দেবে ভুল—
গন্ধে তাদের গোপন মৃদুল সংকেত আছে লীন ॥

২৭৭

মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে সে দিন ভরা সাঁঝে,
যেতে যেতে দুয়ার হতে কী ভেবে ফিরালে মুখখানি—
কী কথা ছিল যে মনে ॥
তুমি সে কি হেসে গেলে আঁখিকোণে—
আমি বসে বসে ভাবি নিয়ে কম্পিত হৃদয়খানি,
তুমি আছ দূর ভুবনে ॥
আকাশে উড়িছে বকপাঁতি,
বেদনা আমার তারি সাথি।
বারেক তোমায় শুধাবারে চাই বিদায়কালে কী বল নাই,
সে কি রয়ে গেল গো সিক্ত যূথীর গন্ধবেদনে ॥

২৭৮

কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকারে।
গন্ধ ছড়ালো ঘুমের প্রান্তপারে ॥
একা এসেছিল ভুলে অন্ধরাতের কূলে
অরুণ-আলোর বন্দনা করিবারে।
ক্ষীণ দেহে মরি মরি সে যে নিয়েছিল বরি
অসীম সাহসে নিষ্ফল সাধনারে ॥
কী যে তার রূপ দেখা হল না তো চোখে,
জানি না কী নামে স্মরণ করিব ওকে।
আঁধারে যাহারা চলে সেই তারাদের দলে
এসে ফিরে গেল বিরহের ধারে ধারে।
করুণ মাধুরীখানি কহিতে জানে না বাণী
কেন এসেছিল রাতের বন্ধ দ্বারে ॥

২৭৯

লিখন তোমার ধুলায় হয়েছে ধূলি,
হারিয়ে গিয়েছে তোমার আখরগুলি ॥

চৈত্ররজনী আজ বসে আছি একা, পুন বুঝি দিল দেখা—
বনে বনে তব লেখনীলীলার রেখা,
নবকিশলয়ে গো কোন্ ভুলে এল ভুলি তোমার পুরানো আখরগুলি ॥
মল্লিকা আজি কাননে কাননে কত
সৌরভে-ভরা তোমারি নামের মতো।
কোমল তোমার অঙ্গুলি-ছোঁওয়া বাণী মনে দিল আজি আনি
বিরহের কোন্ ব্যথাভরা লিপিখানি।
মাধবীশাখায় উঠিতেছে ছুলি ছুলি তোমার পুরানো আখরগুলি ॥

২৮০

আজি সাঁঝের যমুনায় গো
তরুণ চাঁদের কিরণতরী কোথায় ভেসে যায় গো ॥
তারি সুদূর সারিগানে বিদায়স্মৃতি জাগায় প্রাণে
সেই-যে ছুটি উতল আঁখি উছল করুণায় গো ॥
আজ মনে মোর যে সুর বাজে কেউ তা শোনে নাই কি।
একলা প্রাণের কথা নিয়ে একলা এ দিন যায় কি।
যায় যাবে, সে ফিরে ফিরে লুকিয়ে তুলে নেয় নি কি রে
আমার পরম বেদনখানি আপন বেদনায় গো ॥

২৮১

সখী, আঁধারে একেলা ঘরে মন মানে না।
কিসেরই পিয়াসে কোথা যে যাবে সে, পথ জানে না ॥
ঝরোঝরো নীরে, নিবিড় তিমিরে, সজল সমীরে গো
যেন কার বাণী কভু কানে আনে— কভু আনে না ॥

২৮২

যখন ভাঙল মিলন-মেলা
ভেবেছিলেম ভুলব না আর চক্ষের জল ফেলা ॥
দিনে দিনে পথের ধুলায় মালা হতে ফুল ঝরে যায়—
জানি নে তো কখন এল বিস্মরণের বেলা ॥

দিনে দিনে কঠিন হল কখন বুকের তল—
ভেবেছিলেম ঝরবে না আর আমার চোখের জল।
হঠাৎ দেখা পথের মাঝে, কান্না তখন থামে না যে—
ভোলার তলে তলে ছিল অশ্রুজলের খেলা॥

২৮৩

আমার এ পথ তোমার পথের থেকে অনেক দূরে গেছে বেঁকে॥
আমার ফুলে আর কি কবে তোমার মালা গাঁথা হবে,
তোমার বাঁশি দূরের হাওয়ায় কেঁদে বাজে কারে ডেকে॥
শ্রান্তি লাগে পায়ে পায়ে বসি পথের তরুছায়ে।
সাথিহারার গোপন ব্যথা বলব যারে সেজন কোথা—
পথিকরা যায় আপন-মনে, আমারে যায় পিছে রেখে॥

২৮৪

একলা ব'সে একে একে অন্যমনে পদ্মের দল ভাসাও জলে অকারণে।
হায় রে, বুঝি কখন তুমি গেছ ভুলে ও যে আমি এনেছিলেম আপনি তুলে,
রেখেছিলেম প্রভাতে ওই চরণমূলে অকারণে—
কখন তুলে নিলে হাতে যাবার ক্ষণে অন্যমনে॥
দিনের পরে দিনগুলি মোর এমনি ভাবে
তোমার হাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে হারিয়ে যাবে।
সবগুলি এই শেষ হবে যেই তোমার খেলায়
এমনি তোমার আলস-ভরা অবহেলায়
হয়তো তখন বাজবে ব্যথা সন্ধেবেলায় অকারণে—
চোখের জলের লাগবে আভাস নয়নকোণে অন্যমনে॥

২৮৫

তার বিদায়বেলার মালাখানি আমার গলে রে
দোলে দোলে বুকের কাছে পলে পলে রে॥
গন্ধ তাহার ক্ষণে ক্ষণে জাগে ফাগুনসমীরণে
গুঞ্জরিত কুঞ্জতলে রে॥

দিনের শেষে যেতে যেতে পথের 'পরে
ছায়াখানি মিলিয়ে দিল বনান্তরে।
সেই ছায়া এই আমার মনে, সেই ছায়া ওই কাঁপে বনে,
কাঁপে সুনীল দিগঞ্চলে রে॥

২৮৬

আমি এলেম তারি দ্বারে, ডাক দিলেম অন্ধকারে হা রে॥
আগল ধ'রে দিলেম নাড়া— প্রহর গেল, পাই নি সাড়া,
দেখতে পেলেম না যে তারে হা রে॥
তবে যাবার আগে এখান থেকে এই লিখনখানি যাব রেখে—
দেখা তোমার পাই বা না পাই দেখতে এলেম জেনো গো তাই,
ফিরে যাই সুদূরের পারে হা রে॥

২৮৭

দীপ নিবে গেছে মম নিশীথসমীরে,
ধীরে ধীরে এসে তুমি যেয়ো না গো ফিরে॥
এ পথে যখন যাবে আঁধারে চিনিতে পাবে—
রজনীগন্ধার গন্ধ ভরেছে মন্দিরে॥
আমারে পড়িবে মনে কখন সে লাগি
প্রহরে প্রহরে আমি গান গেয়ে জাগি।
ভয় পাছে শেষ রাতে ঘুম আসে আঁখিপাতে,
ক্লান্ত কণ্ঠে মোর সুর ফুরায় যদি রে॥

২৮৮

তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে,
তখন ছিলেম বহু দূরে কিসের অন্বেষণে॥
কূলে যখন এলেম ফিরে তখন অস্তশিখরশিরে
চাইল রবি শেষ চাওয়া তার কনকচাঁপার বনে।
আমার ছুটি ফুরিয়ে গেছে কখন অন্যমনে॥

লিখন তোমার বিনিসুতোর শিউলিফুলের মালা,
বাণী সে তার সোনায়-ছোঁওয়া অরুণ-আলোয়-ঢালা—
এল আমার ক্লান্ত হাতে ফুল-ঝরানো শীতের রাতে
কুহেলিকায় মন্থর কোন্ মৌন সমীরণে।
তখন ছুটি ফুরিয়ে গেছে কখন অন্যমনে॥

২৮৯

সে যে বাহির হল আমি জানি,
বক্ষে আমার বাজে তাহার পথের বাণী॥
কোথায় কবে এসেছে সে সাগরতীরে, বনের শেষে,
আকাশ করে সেই কথারই কানাকানি॥
হায় রে, আমি ঘর বেঁধেছি এতই দূরে,
না জানি তার আসতে হবে কত ঘুরে।
হিয়া আমার পেতে রেখে সারাটি পথ দিলেম ঢেকে,
আমার ব্যথায় পড়ুক তাহার চরণখানি॥

২৯০

কবে তুমি আসবে ব'লে রইব না বসে, আমি চলব বাহিরে।
শুকনো ফুলের পাতাগুলি পড়তেছে খসে, আর সময় নাহি রে॥
বাতাস দিল দোল্, দিল দোল্;
ও তুই ঘাটের বাঁধন খোল্, ও তুই খোল্।
মাঝ-নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে তরী বাহি রে॥
আজ শুক্লা একাদশী, হেরো নিদ্রাহারা শশী
ওই স্বপ্নপারাবারের খেয়া একলা চালায় বসি।
তোর পথ জানা নাই, নাইবা জানা নাই—
ও তোর নাই মানা নাই, মনের মানা নাই—
সবার সাথে চলবি রাতে সামনে চাহি রে॥

২৯১

জাগরণে যায় বিভাবরী—

আঁখি হতে ঘুম নিল হরি মরি মরি ॥

যার লাগি ফিরি একা একা— আঁখি পিপাসিত, নাহি দেখা,

তারি বাঁশি ওগো তারি বাঁশি তারি বাঁশি বাজে হিয়া ভরি মরি মরি ॥

বাণী নাহি, তবু কানে কানে কী যে শুনি তাহা কেবা জানে।

এই হিয়াভরা বেদনাতে, বারি-ছলোছলো আঁখিপাতে,

ছায়া দোলে তারি ছায়া দোলে ছায়া দোলে দিবানিশি ধরি মরি মরি ॥

২৯২

নাই নাই নাই যে বাকি,

সময় আমার—

শেষের প্রহর পূর্ণ করে দেবে না কি ॥

বারে বারে কারা করে আনাগোনা,

কোলাহলে সুরটুকু আর যায় না শোনা—

ক্ষণে ক্ষণে গানে আমার পড়ে ফাঁকি ॥

পণ করেছি, তোমার হাতে আপনারে

শেষ করে আজ চুকিয়ে দেব একেবারে।

মিটিয়ে দেব সকল খোঁজা, সকল বোঝা,

ভোরবেলাকার একলা পথে চলব সোজা—

তোমার আলোয় ডুবিয়ে নেব সজাগ আঁখি ॥

২৯৩

একদা তুমি, প্রিয়ে, আমারি এ তরুমূলে

বসেছ ফুলসাজে সে কথা যে গেছ ভুলে ॥

সেথা যে বহে নদী নিরবধি সে ভোলে নি,

তারি যে স্রোতে আঁকা বাঁকা বাঁকা তব বেণী,

তোমারি পদরেখা আছে লেখা তারি কূলে।

আজি কি সবই ফাঁকি— সে কথা কি গেছ ভুলে ॥

গেঁথেছ যে রাগিণী একাকিনী দিনে দিনে
আজিও যায় ব্যেপে কেঁপে কেঁপে তৃণে তৃণে।
গাঁথিতে যে আঁচলে ছায়াতলে ফুলমালা
তাহারি পরশন হরষন- সুধা-ঢালা
ফাগুন আজো যে রে খুঁজে ফেরে চাঁপাফুলে।
আজি কি সবই ফাঁকি— সে কথা কি গেছ ভুলে॥

২৯৪

আমার একটি কথা বাঁশি জানে, বাঁশিই জানে॥
ভরে রইল বুকের তলা, কারো কাছে হয় নি বলা,
কেবল বলে গেলেম বাঁশির কানে কানে॥
আমার চোখে ঘুম ছিল না গভীর রাতে,
চেয়ে ছিলেম চেয়ে-থাকা তারার সাথে।
এমনি গেল সারা রাতি, পাই নি আমার জাগার সাথি—
বাঁশিটিরে জাগিয়ে গেলেম গানে গানে॥

২৯৫

ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল ও চুপিচুপি কী বলে গেল।
যেতে যেতে গো, কাননেতে গো ও কত যে ফুল দ'লে গেল॥
মনে মনে কী ভাবে কে জানে, মেতে আছে ও যেন কী গানে,
নয়ন হানে আকাশ-পানে— চাঁদের হিয়া গ'লে গেল॥
ও পায়ে পায়ে যে বাজায়ে চলে বীণার ধ্বনি তৃণের দলে।
কে জানে কারে ভালো কি বাসে, বুঝিতে নারি কাঁদে কি হাসে,
জানি নে ও কি ফিরিয়া আসে— জানি নে ও কি ছ'লে গেল॥

২৯৬

কেন সারা দিন ধীরে ধীরে
বালু নিয়ে শুধু খেলো তীরে।

চলে গেল বেলা, রেখে মিছে খেলা
ঝাঁপ দিয়ে পড়ো কালো নীরে।
অকূল ছানিয়ে যা পাও তা নিয়ে
হেসে কেঁদে চলো ঘরে ফিরে॥
নাহি জানি মনে কী বাসিয়া
পথে বসে আছে কে আসিয়া।
কী কুসুমবাসে ফাগুনবাতাসে
হৃদয় দিতেছে উদাসিয়া।
চল্ ওরে এই খ্যাপা বাতাসেই
সাথে নিয়ে সেই উদাসীরে॥

২৯৭

কী সুর বাজে আমার প্রাণে আমিই জানি, মনই জানে॥
কিসের লাগি সদাই জাগি, কাহার কাছে কী ধন মাগি—
তাকাই কেন পথের পানে॥
দ্বারের পাশে প্রভাত আসে, সন্ধ্যা নামে বনের বাসে।
সকাল-সাঁঝে বাঁশি বাজে, বিকল করে সকল কাজে—
বাজায় কে যে কিসের তানে॥

২৯৮

গহন ঘন বনে পিয়াল-তমাল-সহকার-ছায়ে
সন্ধ্যাবায়ে তৃণশয়নে মুগ্ধনয়নে রয়েছি বসি॥
শ্যামল পল্লবভার আঁধারে মর্মরিছে,
বায়ুভরে কাঁপে শাখা, বকুলদল পড়ে খসি॥
স্তব্ধ নীড়ে নীরব বিহগ,
নিস্তরঙ্গ নদীপ্রান্তে অরণ্যের নিবিড় ছায়া।
ঝিল্লিমন্দ্রে তন্দ্রাপূর্ণ জলস্থল শূন্যতল,
চরাচরে স্বপনের মায়া।
নির্জন হৃদয়ে মোর জাগিতেছে সেই মুখশশী॥

২৯৯

কে উঠে ডাকি মম বক্ষোনীড়ে থাকি
করুণ মধুর অধীর তানে বিরহবিধুর পাখি ॥
নিবিড় ছায়া গহন মায়া, পল্লবঘন নির্জন বন—
শান্ত পবনে কুঞ্জভবনে কে জাগে একাকী ॥
যামিনী বিভোরা নিদ্রাঘনঘোরা—
ঘন তমালশাখা নিদ্রাঞ্জন-মাখা।
স্তিমিত তারা চেতনহারা, পাণ্ডু গগন তন্দ্রামগন
চন্দ্র শ্রান্ত দিকভ্রান্ত নিদ্রালস-আঁখি ॥

৩০০

ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ে আমার ঘরে কেহ নাই যে
তারে মনে পড়ে যারে চাই যে ॥
তার আকুল পরান, বিরহের গান, বাঁশি বুঝি গেল জানায়ে।
আমি আমার কথা তারে জানাব কী করে, প্রাণ কাঁদে মোর তাই যে ॥
কুসুমের মালা গাঁথা হল না, ধূলিতে প'ড়ে শুকায় রে।
নিশি হয় ভোর, রজনীর চাঁদ মলিন মুখ লুকায় রে।
সারা বিভাবরী কার পূজা করি যৌবনডালা সাজায়ে—
বাঁশিস্বরে হায় প্রাণ নিয়ে যায়, আমি কেন থাকি হায় রে ॥

৩০১

হেলাফেলা সারা বেলা একি খেলা আপন-সনে।
এই বাতাসে ফুলের বাসে মুখখানি কার পড়ে মনে ॥
আঁখির কাছে বেড়ায় ভাসি কে জানে গো কাহার হাসি,
দুটি ফোঁটা নয়নসলিল রেখে যায় এই নয়নকোণে ॥
কোন্ ছায়াতে কোন্ উদাসী দূরে বাজায় অলস বাঁশি,
মনে হয় কার মনের বেদন কেঁদে বেড়ায় বাঁশির গানে।
সারা দিন গাঁথি গান কারে চাহে, গাহে প্রাণ—
তরুতলে ছায়ার মতন বসে আছি ফুলবনে ॥

৩০২

ওগো এত প্রেম-আশা, প্রাণের তিয়াষা কেমনে আছে সে পাশরি।
তবে সেথা কি হাসে না চাঁদিনী যামিনী, সেথা কি বাজে না বাঁশরি॥
সখী, হেথা সমীরণ লুটে ফুলবন, সেথা কি পবন বহে না।
সে যে তার কথা মোরে কহে অনুক্ষণ, মোর কথা তারে কহে না!
যদি আমারে আজি সে ভুলিবে সজনী, আমারে ভুলালে কেন সে।
ওগো এ চিরজীবন করিব রোদন, এই ছিল তার মানসে!
যবে কুসুমশয়নে নয়নে নয়নে কেটেছিল সুখরাতি রে,
তবে কে জানিত তার বিরহ আমার হবে জীবনের সাথি রে।
যদি মনে নাহি রাখে, সুখে যদি থাকে, তোরা একবার দেখে আয়—
এই নয়নের তৃষা, পরানের আশা, চরণের তলে রেখে আয়।
আর নিয়ে যা রাধার বিরহের ভার, কত আর ঢেকে রাখি বল্।
আর পারিস যদি তো আনিস হরিয়ে এক-ফোঁটা তার আঁখিজল।
না না, এত প্রেম, সখী, ভুলিতে যে পারে তারে আর কেহ সেধো না।
আমি কথা নাহি কব, দুখ লয়ে রব, মনে মনে স'ব বেদনা।
ওগো মিছে মিছে, সখী, মিছে এই প্রেম, মিছে পরানের বাসনা।
ওগো সুখদিন হায় যবে চলে যায় আর ফিরে আর আসে না॥

৩০৩

আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন আকুলনয়ন রে।
কত নিতি নিতি বনে করিব যতনে কুসুমচয়ন রে।
কত শারদ যামিনী হইবে বিফল, বসন্ত যাবে চলিয়া।
কত উদিবে তপন, আশার স্বপন প্রভাতে যাইবে ছলিয়া।
এই যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া, মরিব কাঁদিয়া রে।
সেই চরণ পাইলে মরণ মাগিব সাধিয়া সাধিয়া রে।
আমি কার পথ চাহি এ জনম বাহি, কার দরশন যাচি রে।
যেন আসিবে বলিয়া কে গেছে চলিয়া, তাই আমি বসে আছি রে!
তাই মালাটি গাঁথিয়া পরেছি মাথায়, নীলবাসে তনু ঢাকিয়া।
তাই বিজন আলয়ে প্রদীপ জ্বালায়ে একেলা রয়েছি জাগিয়া।

ওগো তাই কত নিশি চাঁদ ওঠে হাসি, তাই কেঁদে যায় প্রভাতে।
ওগো তাই ফুলবনে মধুসমীরণে ফুটে ফুল কত শোভাতে।
ওই বাঁশিস্বর তার আসে বারবার, সেই শুধু কেন আসে না।
এই হৃদয়-আসন শূন্য পড়ে থাকে, কেঁদে মরে শুধু বাসনা।
মিছে পরশিয়া কায় বায়ু বহে যায়, বহে যমুনার লহরী।
কেন কুহু কুহু পিক কুহরিয়া ওঠে, যামিনী যে ওঠে শিহরি।
ওগো, যদি নিশিশেষে আসে হেসে হেসে মোর হাসি আর রবে কি
এই জাগরণে-ক্ষীণ বদনমলিন আমারে হেরিয়া কবে কী।
আমি সারা রজনীর গাঁথা ফুলমালা প্রভাতে চরণে ঝরিব—
ওগো, আছে সুশীতল যমুনার জল, দেখে তারে আমি মরিব ॥

৩০৪

কখন যে বসন্ত গেল, এবার হল না গান।
কখন বকুলমূল ছেয়েছিল ঝরা ফুল,
কখন যে ফুল-ফোটা হয়ে গেল অবসান ॥
এবার বসন্তে কি রে যুঁথিগুলি জাগে নি রে—
অলিকুল গুঞ্জরিয়া করে নি কি মধুপান।
এবার কি সমীরণ জাগায় নি ফুলবন—
সাড়া দিয়ে গেল না তো, চলে গেল ম্রিয়মাণ ॥
বসন্তের শেষ রাতে এসেছি যে শূন্য হাতে—
এবার গাঁথি নি মালা, কী তোমারে করি দান।
কাঁদিছে নীরব বাঁশি, অধরে মিলায় হাসি—
তোমার নয়নে ভাসে ছলোছলো অভিমান ॥

৩০৫

বাঁশরি বাজাতে চাহি, বাঁশরি বাজিল কই।
বিহরিছে সমীরণ, কুহরিছে পিকগণ,
মথুরার উপবন কুসুমে সাজিল ওই ॥

বিকচ বকুলফুল দেখে যে হতেছে ভুল,
কোথাকার অলিকুল গুঞ্জরে কোথায়।
এ নহে কি বৃন্দাবন, কোথা সেই চন্দ্রানন,
ওই কি নূপুরধ্বনি, বনপথে শুনা যায়।
একা আছি বনে বসি, পীত ধড়া পড়ে খসি,
সোঙরি সে মুখশশী পরান মজিল সই॥
একবার রাধে রাধে ডাক্ বাঁশি মনোসাধে—
আজি এ মধুর চাঁদে মধুর যামিনী ভায়।
কোথা সে বিধুরা বালা— মলিনমালতীমালা,
হৃদয়ে বিরহজ্বালা, এ নিশি পোহায় হায়।
কবি যে হল আকুল, একি রে বিধির ভুল,
মথুরায় কেন ফুল ফুটেছে আজি লো সই॥

৩০৬

পথিক পরান, চল্, চল্ সে পথে তুই
যে পথ দিয়ে গেল রে তোর বিকেলবেলার জুঁই॥
সে পথ বেয়ে গেছে যে তোর সন্ধ্যামেঘের সোনা,
প্রাণের ছায়াবীথির তলে গানের আনাগোনা—
রইল না কিছুই॥
যে পথে তার পাপড়ি দিয়ে বিছিয়ে গেল ভুঁই,
পথিক পরান, চল্, চল্ সে পথে তুই।
অন্ধকারে সন্ধ্যাযূথীর স্বপনময়ী ছায়া
উঠবে ফুটে তারার মতো কায়াবিহীন মায়া—
ছুঁই তারে না ছুঁই॥

৩০৭

তুই ফেলে এসেছিস কারে, মন, মন রে আমার।
তাই জনম গেল, শান্তি পেলি না রে মন, মন রে আমার॥
যে পথ দিয়ে চলে এলি সে পথ এখন ভুলে গেলি—
কেমন করে ফিরবি তাহার দ্বারে মন, মন রে আমার॥

নদীর জলে থাকি রে কান পেতে,
কাঁপে রে প্রাণ পাতার মর্মরেতে।
মনে হয় যে পাব খুঁজি ফুলের ভাষা যদি বুঝি
যে পথ গেছে সন্ধ্যাতারার পারে মন, মন রে আমার ॥

৩০৮

যে দিন সকল মুকুল গেল ঝরে
আমায় ডাকলে কেন গো, এমন করে ॥
যেতে হবে যে পথ বেয়ে শুকনো পাতা আছে ছেয়ে,
হাতে আমার শূন্য ডালা কী ফুল দিয়ে দেবো ভরে ॥
গানহারা মোর হৃদয়তলে
তোমার ব্যাকুল বাঁশি কী যে বলে।
নেই আয়োজন, নেই মম ধন, নেই আভরণ, নেই আবরণ—
রিক্ত বাহু এই তো আমার বাঁধবে তোমায় বাহুডোরে ॥

৩০৯

আমায় থাকতে দে-না আপন-মনে।
সেই চরণের পরশখানি মনে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে ॥
কথার পাকে কাজের ঘোরে ভুলিয়ে রাখে কে আর মোরে,
তার স্মরণের বরণমালা গাঁথি বসে গোপন কোণে ॥
এই-যে ব্যথার রতনখানি আমার বুকে দিল আনি
এই নিয়ে আজ দিনের শেষে একা চলি তার উদ্দেশে।
নয়নজলে সামনে দাঁড়াই, তারে সাজাই তারি ধনে ॥

৩১০

হে বিরহী, হায়, চঞ্চল হিয়া তব,
নীরবে জাগ একাকী শূন্যমন্দিরে দীর্ঘ বিভাবরী—
কোন্ সে নিরুদ্দেশ-লাগি আছ জাগিয়া ॥

স্বপনরূপিণী অলোকসুন্দরী অলক্ষ্য অলকাপুরী-নিবাসিনী,
তাহার মুরতি রচিলে বেদনায় হৃদয়মাঝারে ॥

৩১১

ওগো সখী, দেখি দেখি, মন কোথা আছে।
কত কাতর হৃদয় ঘুরে ঘুরে হেরো কারে যাচে ॥
কী মধু, কী সুধা, কী সৌরভ, কী রূপ রেখেছ লুকায়ে—
কোন্ প্রভাতে, ও কোন্ রবির আলোকে দিবে খুলিয়ে কাহার কাছে ॥
সে যদি না আসে এ জীবনে, এ কাননে পথ না পায়!
যারা এসেছে তারা বসন্ত ফুরালে নিরাশপ্রাণে ফেরে পাছে ॥

৩১২

সখী, বহে গেল বেলা, শুধু হাসিখেলা এ কি আর ভালো লাগে।
আকুল তিয়াষ, প্রেমের পিয়াস, প্রাণে কেন নাহি জাগে ॥
কবে আর হবে থাকিতে জীবন আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন—
মধুর হুতাশে মধুর দহন নিতি-নব অনুরাগে ॥
তরল কোমল নয়নের জল, নয়নে উঠিবে ভাসি,
সে বিষাদনীরে নিবে যাবে ধীরে প্রখর চপল হাসি।
উদাস নিশ্বাস আকুলি উঠিবে, আশানিরাশায় পরান টুটিবে—
মরমের আলো কপোলে ফুটিবে শরম-অরুণরাগে ॥

৩১৩

ওলো রেখে দে সখী রেখে দে, মিছে কথা ভালোবাসা।
সুখের বেদনা, সোহাগযাতনা, বুঝিতে পারি না ভাষা ॥
ফুলের বাঁধন, সাধের কাঁদন, পরান সঁপিতে প্রাণের সাধন,
লহো-লহো ব'লে পরে আরাধন— পরের চরণে আশা ॥
তিলেক দরশ পরশ মাগিয়া বরষ বরষ কাতরে জাগিয়া
পরের মুখের হাসির লাগিয়া অশ্রুসাগরে ভাসা—
জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া জীবনের সুখ নাশা ॥

৩১৪

তারে দেখাতে পারি নে কেন প্রাণ খুলে গো।
বুঝাতে পারি নে হৃদয়বেদনা ॥
কেমনে সে হেসে চলে যায়, কোন্ প্রাণে ফিরেও না চায়—
এত সাধ এত প্রেম করে অপমান ॥
এত ব্যথাভরা ভালোবাসা কেহ দেখে না, প্রাণে গোপনে রহিল।
এ প্রেম কুসুম যদি হ'ত প্রাণ হতে ছিঁড়ে লইতাম,
তার চরণে করিতাম দান।
বুঝি সে তুলে নিত না, শুকাতো অনাদরে, তবু তার সংশয় হ'ত অবসান ॥

৩১৫

এ তো খেলা নয়, খেলা নয়— এ যে হৃদয়দহনজ্বালা সখী ॥
এ যে প্রাণভরা ব্যাকুলতা, গোপন মর্মের ব্যথা,
এ যে কাহার চরণোদ্দেশে জীবন মরণ ঢালা ॥
কে যেন সতত মোরে ডাকিয়ে আকুল করে—
যাই-যাই করে প্রাণ, যেতে পারি নে।
যে কথা বলিতে চাহি তা বুঝি বলিতে নাহি—
কোথায় নামায়ে রাখি, সখী, এ প্রেমের ডালা।
যতনে গাঁথিয়ে শেষে পরাতে পারি নে মালা ॥

৩১৬

দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি।
তাই চমকিত মন, চকিত শ্রবণ, তৃষিত আকুল আঁখি ॥
চঞ্চল হয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই, সদা মনে হয় যদি দেখা পাই—
'কে আসিছে' বলে চমকিয়ে চাই কাননে ডাকিলে পাখি ॥
জাগরণে তারে না দেখিতে পাই, থাকি স্বপনের আশে—
ঘুমের আড়ালে যদি ধরা দেয় বাঁধিব স্বপনপাশে।
এত ভালোবাসি, এত যারে চাই, মনে হয় না তো সে যে কাছে নাই—
যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে তাহারে আনিবে ডাকি ॥

৩১৭

অলি বার বার ফিরে যায়, অলি বার বার ফিরে আসে—
তবে তো ফুল বিকাশে ॥
কলি ফুটিতে চাহে, ফোটে না, মরে লাজে, মরে ত্রাসে ॥
ভুলি মান অপমান দাও মন প্রাণ, নিশিদিন রহো পাশে ।
ওগো, আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও হৃদয়রতন-আশে ॥
ফিরে এসো, ফিরে এসো— বন মোদিত ফুলবাসে ।
আজি বিরহরজনী, ফুল্ল কুসুম শিশিরসলিলে ভাসে ॥

৩১৮

দূরের বন্ধু সুরের দূতীরে পাঠালো তোমার ঘরে ।
মিলনবীণা যে হৃদয়ের মাঝে বাজে তব অগোচরে ॥
মনের কথাটি গোপনে গোপনে বাতাসে বাতাসে ভেসে আসে মনে,
বনে উপবনে, বকুলশাখার চঞ্চলতায় মর্মরে মর্মরে ॥
পুষ্পমালার পরশপুলক পেয়েছ বক্ষতলে,
রাখো তুমি তারে সিক্ত করিয়া সুখের অশ্রুজলে ।
ধরো সাহানাতে মিলনের পালা, সাজাও যতনে বরণের ডালা—
মালতীর মালা, অঞ্চলে ঢেকে কনকপ্রদীপ আনো আনো তার পথ-'পরে ॥

৩১৯

আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাধুরী ।
নয়ন আমার কাঙাল হয়ে মরে না ঘুরি ॥
চেয়ে চেয়ে বুকের মাঝে গুঞ্জরিল একতারা যে—
মনোরথের পথে পথে বাজল বাঁশুরি ।
রূপের কোলে ওই-যে দোলে অরূপ মাধুরী ॥
কূলহারা কোন্ রসের সরোবরে মূলহারা ফুল ভাসে জলের 'পরে ।
হাতের ধরা ধরতে গেলে ঢেউ দিয়ে তায় দিই-যে ঠেলে—
আপন-মনে স্থির হয়ে রই, করি নে চুরি ।
ধরা দেওয়ার ধন সে তো নয়, অরূপ মাধুরী ॥

৩২০

বিনা সাজে সাজি দেখা দিয়েছিলে কবে,
আভরণে আজি আবরণ কেন তবে ॥
ভালোবাসা যদি মেশে আধা-আধি মোহে
আলোতে আঁধারে দোঁহারে হারাব দোঁহে।
ধেয়ে আসে হিয়া তোমার সহজ রবে,
আভরণ দিয়া আবরণ কেন তবে ॥
ভাবের রসেতে যাহার নয়ন ডোবা
ভূষণে তাহারে দেখাও কিসের শোভা।
কাছে এসে তবু কেন রয়ে গেলে দূরে—
বাহির-বাঁধনে বাঁধিবে কী বন্ধুরে,
নিজের ধনে কি নিজে চুরি করে লবে।
আভরণে আজি আবরণ কেন তবে ॥

৩২১

বাহির পথে বিবাগি হিয়া কিসের খোঁজে গেলি,
আয় রে ফিরে আয়।
পুরানো ঘরে দুয়ার দিয়া ছেঁড়া আসন মেলি
বসিবি নিরালায় ॥
সারাটা বেলা সাগরধারে কুড়ালি যত নুড়ি,
নানা রঙের শামুক-ভারে বোঝাই হল ঝুড়ি,
লবণপারাবারের পারে প্রখর তাপে পুড়ি
মরিলি পিপাসায়—
ঢেউয়ের দোল তুলিল রোল অকূলতল জুড়ি,
কহিল বাণী কী জানি কী ভাষায় ॥
বিরাম হল আরামহীন যদি রে তোর ঘরে, না যদি রয় সাথি,
সন্ধ্যা যদি তন্দ্রালীন মৌন অনাদরে, না যদি জ্বালে বাতি,
তবু তো আছে আঁধার কোণে ধ্যানের ধনগুলি—
একেলা বসি আপন-মনে মুছিবি তার ধূলি,

গাঁথিবি তারে রতনহারে   বুকেতে নিবি তুলি   মধুর বেদনায়।
কাননবীথি ফুলের রীতি   নাহয় গেছে ভুলি,
তারকা আছে গগনকিনারায়॥

৩২২

এলেম নতুন দেশে—
তলায় গেল ভগ্ন তরী,   কূলে এলেম ভেসে॥
অচিন মনের ভাষা   শোনাবে   অপূর্ব কোন্ আশা,
বোনাবে   রঙিন সুতোয় দুঃখসুখের জাল,
বাজবে প্রাণে নতুন গানের তাল—
নতুন বেদনায়   ফিরব কেঁদে হেসে॥
নাম-না-জানা প্রিয়া
নাম-না-জানা ফুলের মালা নিয়া   হিয়ায় দেবে হিয়া।
যৌবনেরই নবোচ্ছ্বাসে   ফাগুন মাসে
বাজবে নূপুর বনের ঘাসে।
মাতবে দখিনবায়   মঞ্জরিত লবঙ্গলতায়,
চঞ্চলিত এলো কেশে॥

৩২৩

ঝড়ে   যায় উড়ে যায় গো   আমার   মুখের আঁচলখানি।
ঢাকা   থাকে না হায় গো,   তারে রাখতে নারি টানি॥
আমার রইল না লাজলজ্জা,   আমার   ঘুচল গো সাজসজ্জা—
তুমি   দেখলে আমারে   এমন   প্রলয়-মাঝে আনি
আমায়   এমন মরণ হানি॥
হঠাৎ   আকাশ উজলি   কারে   খুঁজে কে ওই চলে,
চমক   লাগায় বিজুলি   আমার   আঁধার ঘরের তলে।
তবে   নিশীথগগন জুড়ে   আমার   যাক সকলই উড়ে,
এই   দারুণ কল্লোলে   বাজুক   আমার প্রাণের বাণী
কোনো   বাঁধন নাহি মানি॥

৩২৪

পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা রিক্ত হাতে চাস নে তারে,
সিক্তচোখে যাস নে দ্বারে ॥
রত্নমালা আনবি যবে মাল্যবদল তখন হবে—
পাতবি কি তোর দেবীর আসন শূন্য ধুলায় পথের ধারে ॥
বৈশাখে বন রুক্ষ যখন, বহে পবন দৈন্যজ্বালা,
হায় রে তখন শুকনো ফুলে ভরবি কি তোর বরণডালা।
অতিথিরে ডাকবি যবে ডাকিস যেন সগৌরবে,
লক্ষ শিখায় জ্বলবে যখন দীপ্ত প্রদীপ অন্ধকারে ॥

৩২৫

লুকালে ব'লেই খুঁজে বাহির করা,
ধরা যদি দিতে তবে যেত না ধরা ॥
পাওয়া ধন আনমনে হারাই যে অযতনে,
হারাধন পেলে সে যে হৃদয়-ভরা ॥
আপনি যে কাছে এল দূরে সে আছে,
কাছে যে টানিয়া আনে সে আসে কাছে।
দূরে বারি যায় চলে, লুকায় মেঘের কোলে,
তাই সে ধরায় ফেরে পিপাসাহরা ॥

৩২৬

ঘরেতে ভ্রমর এল গুন্‌গুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে ॥
আলোতে কোন্ গগনে মাধবী জাগল বনে,
এল সেই ফুল-জাগানোর খবর নিয়ে।
সারা দিন সেই কথা সে যায় শুনিয়ে ॥
কেমনে রহি ঘরে, মন যে কেমন করে—
কেমনে কাটে যে দিন দিন গুনিয়ে।

কী মায়া দেয় বুলায়ে, দিল সব কাজ ভুলায়ে,
বেলা যায় গানের সুরে জাল বুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে॥

৩২৭

কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে হায় রে হায়,
তোমার চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়॥
ওগো, হৃদয়ে যবে মোহন রবে, বাজবে বাঁশি
তখন আপনি সেধে ফিরবে কেঁদে, পরবে ফাঁসি—
তখন ঘুচবে ত্বরা ঘুরিয়া মরা হেথা হোথায়।
আহা, আজি সে আঁখি বনের পাখি বনে পালায়।
চেয়ে দেখিস না রে হৃদয়দ্বারে কে আসে যায়,
তোরা শুনিস কানে বারতা আনে দখিনবায়।
আজি ফুলের বাসে সুখের হাসে আকুল গানে
চির- বসন্ত যে তোমারি খোঁজে এসেছে প্রাণে—
তারে বাহিরে খুঁজি ফিরিছ বুঝি পাগলপ্রায়।
তোমার চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়॥

৩২৮

দে তোরা আমায় নূতন করে দে নূতন আভরণে॥
হেমন্তের অভিসম্পাতে রিক্ত অকিঞ্চন কাননভূমি,
বসন্তে হোক দৈন্যবিমোচন নব লাবণ্যধনে।
শূন্য শাখা লজ্জা ভুলে যাক পল্লব-আবরণে॥
বাজুক প্রেমের মায়ামন্ত্রে
পুলকিত প্রাণের বীণাযন্ত্রে
চিরসুন্দরের অভিবন্দনা।
আনন্দচঞ্চল নৃত্য অঙ্গে অঙ্গে বহে যাক হিল্লোলে হিল্লোলে,
যৌবন পাক সম্মান বাঞ্ছিতসম্মিলনে॥

৩২৯

তোমার বৈশাখে ছিল প্রখর রৌদ্রের জ্বালা,
কখন বাদল আনে আষাঢ়ের পালা, হায় হায় হায়।
কঠিন পাষাণে কেমনে গোপনে ছিল,
সহসা ঝরনা নামিল অশ্রুঢালা, হায় হায় হায়।
মৃগয়া করিতে বাহির হল যে বনে
মৃগী হয়ে শেষে এল কি অবলা বালা, হায় হায় হায়।
যে ছিল আপন শক্তির অভিমানে
কার পায়ে আনে হার মানিবার ডালা, হায় হায় হায়॥

৩৩০

আমার এই রিক্ত ডালি দিব তোমারি পায়ে।
দিব কাঙালিনীর আঁচল তোমার পথে পথে বিছায়ে॥
যে পুষ্পে গাঁথ পুষ্পধনু তারি ফুলে ফুলে, হে অতনু,
আমার পূজানিবেদনের দৈন্য দিয়ো ঘুচায়ে॥
তোমার রণজয়ের অভিযানে তুমি আমায় নিয়ো,
ফুলবাণের টিকা আমার ভালে এঁকে দিয়ো দিয়ো।
আমার শূন্যতা দাও যদি সুধায় ভরি দিব তোমার জয়ধ্বনি ঘোষণ করি-
ফাল্গুনের আহ্বান জাগাও আমার কায়ে দক্ষিণবায়ে॥

৩৩১

আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি। আনন্দে বিষাদে মন উদাসী॥
পুষ্পবিকাশের সুরে দেহ মন উঠে পূরে,
কী মাধুরীসুগন্ধ বাতাসে যায় ভাসি॥
সহসা মনে জাগে আশা, মোর আহুতি পেয়েছে অগ্নির ভাষা।
আজ মম রূপে বেশে লিপি লিখি কার উদ্দেশে—
এল মর্মের বন্দিনী বাণী বন্ধন নাশি॥

৩৩২

কোন্ দেবতা সে কী পরিহাসে ভাসালো মায়ার ভেলায়।
স্বপ্নের সাথি, এসো মোরা মাতি স্বর্গের কৌতুকখেলায়॥
সুরের প্রবাহে হাসির তরঙ্গে বাতাসে বাতাসে ভেসে যাব রঙ্গে
নৃত্যবিভঙ্গে
মাধবীবনের মধুগন্ধে মোদিত মোহিত মন্থর বেলায়॥
যে ফুলমালা দুলায়েছ আজি রোমাঞ্চিত বক্ষতলে
মধুরজনীতে রেখো সরসিয়া মোহের মদির জলে।
নবোদিত সূর্যের করসম্পাতে বিকল হবে হায় লজ্জা-আঘাতে,
দিন গত হলে নূতন প্রভাতে মিলাবে ধুলার তলে কার অবহেলায়॥

৩৩৩

নারীর ললিত লোভন লীলায় এখনি কেন এ ক্লান্তি।
এখনি কি, সখা, খেলা হল অবসান॥
যে মধুর রসে ছিলে বিহ্বল সে কি মধুমাখা ভ্রান্তি—
সে কি স্বপ্নের দান। সে কি সত্যের অপমান।
দূর দুরাশায় হৃদয় ভরিছ, কঠিন প্রেমের প্রতিমা গড়িছ—
কী মনে ভাবিয়া নারীতে করিছ পৌরুষসন্ধান।
এও কি মায়ার দান॥
সহসা মন্ত্রবলে
নমনীয় এই কমনীয়তারে যদি আমাদের সখী একেবারে
পরের বসন-সমান ছিন্ন করি ফেলে ধূলিতলে
সবে না সবে না সে নৈরাশ্য— ভাগ্যের সেই অট্টহাস্য
জানি জানি, সখা, ক্ষুব্ধ করিবে লুব্ধ পুরুষপ্রাণ— হানিবে নিঠুর বাণ॥

৩৩৪

ওরে চিত্ররেখাডোরে বাঁধিল কে— বহু- পূর্বস্মৃতিসম হেরি ওকে।
কার তুলিকা নিল মন্ত্রে জিনি এই মঞ্জুল রূপের নির্ঝরিণী— স্থির নির্ঝরিণী।
যেন ফাল্গুন-উপবনে শুক্লরাতে দোলপূর্ণিমাতে

এল ছন্দমুরতি কার নব-অশোকে ॥
নৃত্যকলা যেন চিত্রে-লিখা
কোন্ স্বর্গের মোহিনী-মরীচিকা।
শরৎ-নীলাম্বরে তড়িৎলতা কোথা হারাইল চঞ্চলতা।
হে স্তব্ধবাণী, কারে দিবে আনি নন্দনমন্দারমাল্যখানি— বরমাল্যখানি
প্রিয়- বন্দনাগান-জাগানো রাতে
শুভ দর্শন দিবে তুমি কাহার চোখে ?।

৩৩৫

চিনিলে না আমারে কি।
দীপহারা কোণে আমি ছিনু অন্যমনে, ফিরে গেলে কারেও না দেখি ॥
দ্বারে এসে গেলে ভুলে পরশনে দ্বার যেত খুলে—
মোর ভাগ্যতরী এটুকু বাধায় গেল ঠেকি ॥
ঝড়ের রাতে ছিনু প্রহর গণি।
হায়, শুনি নাই, শুনি নাই রথের ধ্বনি তব রথের ধ্বনি।
গুরুগুরু গরজনে কাঁপি বক্ষ ধরিয়াছিনু চাপি,
আকাশে বিদ্যুতবহ্নি অভিশাপ গেল লেখি ॥

৩৩৬

কঠিন বেদনার তাপস দোঁহে যাও চিরবিরহের সাধনায়।
ফিরো না, ফিরো না, ভুলো না মোহে।
গভীর বিষাদের শান্তি পাও হৃদয়ে,
জয়ী হও অন্তরবিদ্রোহে ॥
যাক পিয়াসা, ঘুচুক দুরাশা, যাক মিলায়ে কামনাকুয়াশা।
স্বপ্ন-আবেশ-বিহীন পথে যাও বাঁধনহারা
তাপবিহীন মধুর স্মৃতি নীরবে ব'হে ॥

৩৩৭

সব-কিছু কেন নিল না, নিল না, নিল না ভালোবাসা—
ভালো আর মন্দেরে।

আপনাতে কেন মিটালো না যত কিছু দ্বন্দ্বেরে—

ভালো আর মন্দেরে।

নিয়ে আসে পঙ্কিল জলধারা, সাগরহৃদয়ে গহনে হয় হারা।

ক্ষমার দীপ্তি দেয় স্বর্গের আলো প্রেমের আনন্দেরে—

ভালো আর মন্দেরে॥

৩৩৮

নীরবে থাকিস, সখী, ও তুই নীরবে থাকিস।

তোর প্রেমেতে আছে যে কাঁটা

তারে আপন বুকে বিঁধিয়ে রাখিস॥

তেরে দিয়েছিলি সুধা আজিও তাহার মেটে নি ক্ষুধা

এখনি তাহে মিশাবি কি বিষ।

যে জলনে তুই মরিবি মরমে মরমে

কেন তারে বাহিরে ডাকিস॥

৩৩৯

মর জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে— বাঁধন খুলে দাও, দাও দাও দাও।

ব ভাবনা, পিছনে চাব না— পাল তুলে দাও, দাও দাও দাও॥

প্রবল পবনে তরঙ্গ তুলিল, হৃদয় দুলিল, দুলিল দুলিল—

ল হে নাবিক, ভুলাও দিগ্‌বিদিক— পাল তুলে দাও, দাও দাও দাও॥

৩৪০

জেনো প্রেম চিরঋণী আপনারই হরষে, জেনো প্রিয়ে

সব পাপ ক্ষমা করি ঋণশোধ করে সে।

কলঙ্ক যাহা আছে দূর হয় তার কাছে,

কালিমার 'পরে তার অমৃত সে বরষে॥

৩৪১

কোন্ অযাচিত আশার আলো

দেখা দিল রে তিমিররাত্রি ভেদি দুর্দিনদুর্যোগে—

কাহার মাধুরী বাজাইল করুণ বাঁশি।
অচেনা নির্মম ভুবনে দেখিনু একি সহসা—
কোন্ অজানার সুন্দর মুখে সান্ত্বনাহাসি॥

৩৪২

যদি আসে তবে কেন যেতে চায়।
দেখা দিয়ে তবে কেন গো লুকায়॥
চেয়ে থাকে ফুল হৃদয় আকুল—
বায়ু বলে এসে 'ভেসে যাই'।
ধরে রাখো, ধরে রাখো—
সুখপাখি ফাঁকি দিয়ে উড়ে যায়॥
পথিকের বেশে সুখনিশি এসে
বলে হেসে হেসে 'মিশে যাই'।
জেগে থাকো, সখী, জেগে থাকো—
বরষের সাধ নিমেষে মিলায়॥

৩৪৩

আমার মন বলে 'চাই, চাই, চাই গো— যারে নাহি পাই গো'।
সকল পাওয়ার মাঝে আমার মনে বেদন বাজে—
'নাই, নাই নাই গো'॥
হারিয়ে যেতে হবে,
আমায় ফিরিয়ে পাব তবে।
সন্ধ্যাতারা যায় যে চলে ভোরের তারায় জাগবে ব'লে—
বলে সে 'যাই, যাই, যাই গো'॥

৩৪৪

আমি ফুল তুলিতে এলেম বনে—
জানি নে, আমার কী ছিল মনে।
এ তো ফুল তোলা নয়, বুঝি নে কী মনে হয়,
জল ভরে যায় দু নয়নে॥

৩৪৫

প্রাণ চায় চক্ষু না চায়, মরি একি তোর দুস্তর লজ্জা।
সুন্দর এসে ফিরে যায়, তবে কার লাগি মিথ্যা এ সজ্জা॥
মুখে নাহি নিঃসরে ভাষ, দহে অন্তরে নির্বাক বহ্নি।
ওষ্ঠে কী নিষ্ঠুর হাস, তব মর্মে যে ক্রন্দন তন্বী!
মাল্য যে দংশিছে হায়, তব শয্যা যে কণ্টকশয্যা
মিলনসমুদ্রবেলায় চির- বিচ্ছেদজর্জর মজ্জা॥

৩৪৬

দ্বারে কেন দিলে নাড়া ওগো মালিনী!
কার কাছে পাবে সাড়া ওগো মালিনী॥
তুমি তো তুলেছ ফুল, গেঁথেছ মালা, আমার আঁধার ঘরে লেগেছে তালা।
খুঁজে তো পাই নি পথ, দীপ জ্বালি নি॥
ওই দেখো গোধূলির ক্ষীণ আলোতে
দিনের শেষের সোনা ডোবে কালোতে।
আঁধার নিবিড় হলে আসিয়ো পাশে, যখন দূরের আলো জ্বালে আকাশে
অসীম পথের রাতি দীপশালিনী॥

৩৪৭

তুমি মোর পাও নাই পরিচয়।
তুমি যারে জান সে যে কেহ নয়, কেহ নয়॥
মালা দাও তারি গলে, শুকায় তা পলে পলে,
আলো তার ভয়ে ভয়ে রয়—
বায়ুপরশন নাহি সয়॥
এসো এসো দুঃখ, জ্বালো শিখা,
দাও ভালে অগ্নিময়ী টিকা।
মরণ আসুক চুপে পরমপ্রকাশরূপে,
সব আবরণ হোক লয়—
ঘুচুক সকল পরাজয়॥

৩৪৮

এবার, সখী, সোনার মৃগ দেয় বুঝি দেয় ধরা।
আয় গো তোরা পুরাঙ্গনা, আয় সবে আয় ত্বরা॥
ছুটেছিল পিয়াস-ভরে মরীচিকাবারির তরে,
ধ'রে তারে কোমল করে কঠিন ফাঁসি পরা॥
দয়ামায়া করিস নে গো, ওদের নয় সে ধারা।
দয়ার দোহাই মানবে না গো একটু পেলেই ছাড়া।
বাঁধন-কাটা বন্যটাকে মায়ার ফাঁদে ফেলাও পাকে,
ভুলাও তাকে বাঁশির ডাকে, বুদ্ধিবিচার-হরা॥

৩৪৯

কী হল আমার! বুঝি বা সখী, হৃদয় আমার হারিয়েছি।
পথের মাঝেতে খেলাতে গিয়ে হৃদয় আমার হারিয়েছি॥
প্রভাতকিরণে সকালবেলাতে
মন লয়ে, সখী, গেছিনু খেলাতে—
মন কুড়াইতে, মন ছড়াইতে, মনের মাঝারে খেলি বেড়াইতে,
মনোফুল দলি চলি বেড়াইতে—
সহসা, সজনী, চেতনা পেয়ে
সহসা, সজনী, দেখিনু চেয়ে
রাশি রাশি ভাঙা হৃদয়-মাঝে হৃদয় আমার হারিয়েছি॥
যদি কেহ, সখী, দলিয়া যায়,
তার 'পর দিয়া চলিয়া যায়—
শুকায়ে পড়িবে, ছিঁড়িয়া পড়িবে, দলগুলি তার ঝরিয়া পড়িবে—
যদি কেহ, সখী, দলিয়া যায়।
আমার কুসুমকোমল হৃদয় কখনো সহে নি রবির কর,
আমার মনের কামিনীপাপড়ি সহে নি ভ্রমরচরণভর।
চিরদিন, সখী, হাসিত খেলিত,
জোছনা-আলোকে নয়ন মেলিত—
সহসা আজ সে হৃদয় আমার কোথায়, সজনী, হারিয়েছি॥

৩৫০

আজি আঁখি জুড়ালো হেরিয়ে

আহা আঁখি জুড়ালো হেরিয়ে মনোমোহন মিলনমাধুরী, যুগলমুরতি॥

ফুলগন্ধে আকুল করে, বাজে বাঁশরি উদাস স্বরে,

নিকুঞ্জ প্লাবিত চন্দ্রকরে—

তারি মাঝে মনোমোহন মিলনমাধুরী, যুগলমুরতি॥

আনো আনো ফুলমালা, দাও দোঁহে বাঁধিয়ে।

হৃদয় পশিবে ফুলপাশ, অক্ষয় হবে প্রেমবন্ধন,

চিরদিন হেরিব হে মনোমোহন মিলনমাধুরী, যুগলমুরতি॥

৩৫১

সকল হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছি যারে সে কি ফিরাতে পারে সখী!

সংসারবাহিরে থাকি, জানি নে কী ঘটে সংসারে॥

কে জানে হেথায় প্রাণপণে প্রাণ যারে চায়

তারে পায় কি না পায়— জানি নে—

ভয়ে ভয়ে তাই এসেছি গো অজানা হৃদয়দ্বারে॥

তোমার সকলই ভালোবাসি— ওই রূপরাশি,

ওই খেলা, ওই গান, ওই মধু হাসি।

ওই দিয়ে আছ ছেয়ে জীবন আমারই।

কোথায় তোমার সীমা ভুবনমাঝারে॥

৩৫২

তারে কেমনে ধরিবে, সখী, যদি ধরা দিলে।

তারে কেমনে কাঁদাবে যদি আপনি কাঁদিলে॥

যদি মন পেতে চাও মন রাখো গোপনে।

কে তারে বাঁধিবে তুমি আপনায় বাঁধিলে॥

কাছে আসিলে তো কেহ কাছে রহে না।

কথা কহিলে তো কেহ কথা কহে না।

হাতে পেলে ভূমিতলে ফেলে চলে যায়।
হাসিয়ে ফিরায় মুখ কাঁদিয়া সাধিলে ॥

৩৫৩

ওই মধুর মুখ জাগে মনে।
ভুলিব না এ জীবনে, কী স্বপনে কী জাগরণে ॥
তুমি জান বা না জান
মনে সদা যেন মধুর বাঁশরি বাজে—
হৃদয়ে সদা আছ ব'লে।
আমি প্রকাশিতে পারি নে, শুধু চাহি কাতরনয়নে ॥

৩৫৪

সুখে আছি, সুখে আছি সখা, আপনমনে।
কিছু চেয়ো না, দূরে যেয়ো না,
শুধু চেয়ে দেখো, শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি ॥
সখা, নয়নে শুধু জানাবে প্রেম, নীরবে দিবে প্রাণ,
রচিয়া ললিতমধুর বাণী আড়ালে গাবে গান।
গোপনে তুলিয়া কুসুম গাঁথিয়া রেখে যাবে মালাগাছি।
মন চেয়ো না, শুধু চেয়ে থাকো, শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি ॥
মধুর জীবন, মধুর রজনী, মধুর মলয়বায়।
এই মাধুরীধারা বহিছে আপনি কেহ কিছু নাহি চায়।
আমি আপনার মাঝে আপনি হারা, আপন সৌরভে সারা—
যেন আপনার মন আপনার প্রাণ আপনারে সঁপিয়াছি ॥

৩৫৫

ভালোবেসে যদি সুখ নাহি তবে কেন
তবে কেন মিছে ভালোবাসা।
মন দিয়ে মন পেতে চাহি। ওগো, কেন
ওগো, কেন মিছে এ দুরাশা ॥

হৃদয়ে জ্বালায়ে বাসনার শিখা, নয়নে সাজায়ে মায়ামরীচিকা,
শুধু ঘুরে মরি মরুভূমে। ওগো, কেন
ওগো, কেন মিছে এ পিপাসা॥
আপনি যে আছে আপনার কাছে
নিখিল জগতে কী অভাব আছে।
আছে মন্দ সমীরণ, পুষ্পবিভূষণ,
কোকিলকূজিত কুঞ্জ।
বিশ্বচরাচর লুপ্ত হয়ে যায়— একি ঘোর প্রেম অন্ধরাহু-প্রায়
জীবন যৌবন গ্রাসে। তবে কেন
তবে কেন মিছে এ কুয়াশা॥

৩৫৬

সখা, আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি, পরের মন নিয়ে কী হবে।
আপন মন যদি বুঝিতে নারি, পরের মন বুঝে কে কবে॥
অবোধ মন লয়ে ফিরি ভবে, বাসনা কাঁদে প্রাণে হা-হা-রবে—
এ মন দিতে চাও দিয়ে ফেলো, কেন গো নিতে চাও মন তবে॥
স্বপনসম সব জানিয়ো মনে, তোমার কেহ নাই এ ত্রিভুবনে—
যে জন ফিরিতেছে আপন আশে তুমি ফিরিছ কেন তাহার পাশে।
নয়ন মেলি শুধু দেখে যাও, হৃদয় দিয়ে শুধু শান্তি পাও—
তোমারে মুখ তুলে চাহে না যে থাক্ সে আপনার গরবে॥

৩৫৭

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে।
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে—
গরব সব হায় কখন টুটে যায়, সলিল বহে যায় নয়নে।
এ সুখধরণীতে কেবলই চাহ নিতে, জান না হবে দিতে আপনা—
সুখের ছায়া ফেলি কখন যাবে চলি, বরিবে সাধ করি বেদনা।
কখন বাজে বাঁশি গরব যায় ভাসি, পরান পড়ে আসি বাঁধনে॥

৩৫৮

এসেছি গো এসেছি, মন দিতে এসেছি যারে ভালো বেসেছি।
ফুলদলে ঢাকি মন যাব রাখি চরণে,
পাছে কঠিন ধরণী পায়ে বাজে।
রেখো রেখো চরণ হৃদি-মাঝে।
নাহয় দ'লে যাবে, প্রাণ ব্যথা পাবে—
আমি তো ভেসেছি, অকূলে ভেসেছি॥

৩৫৯

যেয়ো না, যেয়ো না ফিরে।
দাঁড়াও বারেক, দাঁড়াও হৃদয়-আসনে॥
চঞ্চল সমীরসম ফিরিছ কেন কুসুমে কুসুমে, কাননে কাননে।
তোমায় ধরিতে চাহি, ধরিতে পারি নে, তুমি গঠিত যেন স্বপনে—
এসো হে, তোমারে বারেক দেখি ভরিয়ে আঁখি, ধরিয়ে রাখি যতনে॥
প্রাণের মাঝে তোমারে ঢাকিব, ফুলের পাশে বাঁধিয়ে রাখিব—
তুমি দিবসনিশি রহিবে মিশি কোমল প্রেমশয়নে॥

৩৬০

কাছে আছে দেখিতে না পাও।
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও॥
মনের মতো কারে খুঁজে মরো,
সেকি আছে ভুবনে—
সে যে রয়েছে মনে।
ওগো, মনের মতো সেই তো হবে
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও॥
তোমার আপনার যে জন দেখিলে না তারে
তুমি যাবে কার দ্বারে।
যারে চাবে তারে পাবে না,
যে মন তোমার আছে যাবে তাও॥

৩৬১

জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত।
নবীনবাসনাভরে হৃদয় কেমন করে,
নবীন জীবনে হল জীবন্ত॥
সুখভরা এ ধরায় মন বাহিরিতে চায়,
কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে।
তাহারে খুঁজিব দিকদিগন্ত॥
যেমন দখিনে বায়ু ছুটেছে, না জানি কোথায় ফুল ফুটেছে,
তেমনি আমিও, সখী, যাব— না জানি কোথায় দেখা পাব।
কার সুধাস্বর-মাঝে জগতের গীত বাজে,
প্রভাত জাগিছে কার নয়নে,
কাহার প্রাণের প্রেম অনন্ত
তাহারে খুঁজিব দিকদিগন্ত॥

৩৬২

পথহারা তুমি পথিক যেন গো সুখের কাননে
ওগো যাও, কোথা যাও।
সুখে ঢলঢল বিবশ বিভল পাগল নয়নে
তুমি চাও, কারে চাও।
কোথা গেছে তব উদাস হৃদয়, কোথা পড়ে আছে ধরণী।
মায়ার তরণী বাহিয়া যেন গো মায়াপুরী-পানে ধাও—
কোন্ মায়াপুরী-পানে ধাও॥

৩৬৩

তুমি কোন্ কাননের ফুল, কোন্ গগনের তারা।
তোমায় কোথায় দেখেছি যেন কোন্ স্বপনের পারা॥
কবে তুমি গেয়েছিলে, আঁখির পানে চেয়েছিলে
ভুলে গিয়েছি।
শুধু মনের মধ্যে জেগে আছে ওই নয়নের তারা॥

তুমি কথা কোয়ো না, তুমি চেয়ে চলে যাও।
এই চাঁদের আলোতে তুমি হেসে গ'লে যাও।
আমি ঘুমের ঘোরে চাঁদের পানে চেয়ে থাকি মধুর প্রাণে,
তোমার আঁখির মতন দুটি তারা ঢালুক কিরণধারা॥

৩৬৪

আয় তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি
নাচিবি ঘিরি ঘিরি, গাহিবি গান।
আন্ তবে বীণা—
সপ্তম সুরে বাঁধ্ তবে তান॥
পাশরিব ভাবনা, পাশরিব যাতনা,
রাখিব প্রমোদে ভরি দিবানিশি মনপ্রাণ।
আন্ তবে বীণা—
সপ্তম সুরে বাঁধ্ তবে তান॥
ঢালো ঢালো শশধর, ঢালো ঢালো জোছনা।
সমীরণ, বহে যা রে ফুলে ফুলে চলি চলি।
উলসিত তটিনী,
উথলিত গীতরবে খুলে দে রে মনপ্রাণ॥

৩৬৫

আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে।
ভয় কোরো না, সুখে থাকো, বেশিক্ষণ থাকব নাকো—
এসেছি দণ্ড-দুয়ের তরে॥
দেখব শুধু মুখখানি, শুনাও যদি শুনব বাণী,
নাহয় যাব আড়াল থেকে হাসি দেখে দেশান্তরে॥

৩৬৬

মনে যে আশা লয়ে এসেছি হল না, হল না হে।
ওই মুখপানে চেয়ে ফিরিনু লুকাতে আঁখিজল,
বেদনা রহিল মনে মনে॥

তুমি কেন হেসে চাও, হেসে যাও হে, আমি কেন কেঁদে ফিরি—
কেন আনি কম্পিত হৃদয়খানি, কেন যাও দূরে না দেখে ॥

৩৬৭

এখনো তারে চোখে দেখি নি, শুধু বাঁশি শুনেছি—
মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি ॥
শুনেছি মুরতি কালো তারে না দেখা ভালো।
সখী, বলো আমি জল আনিতে যমুনায় যাব কি ॥
শুধু স্বপনে এসেছিল সে, নয়নকোণে হেসেছিল সে।
সে অবধি, সই, ভয়ে ভয়ে রই— আঁখি মেলিতে ভেবে সারা হই।
কাননপথে যে খুশি সে যায়, কদমতলে যে খুশি সে চায়—
সখী, বলো আমি আঁখি তুলে কারো পানে চাব কি ॥

৩৬৮

বঁধু, তোমায় করব রাজা তরুতলে,
বনফুলের বিনোদমালা দেব গলে ॥
সিংহাসনে বসাইতে হৃদয়খানি দেব পেতে,
অভিষেক করব তোমায় আঁখিজলে ॥

৩৬৯

এরা পরকে আপন করে, আপনারে পর—
বাহিরে বাঁশির রবে ছেড়ে যায় ঘর ॥
ভালোবাসে সুখে দুখে ব্যথা সহে হাসিমুখে,
মরণেরে করে চিরজীবননির্ভর ॥

৩৭০

সমুখেতে বহিছে তটিনী, দুটি তারা আকাশে ফুটিয়া।
বায়ু বহে পরিমল লুটিয়া
সাঁঝের অধর হতে ম্লান হাসি পড়িছে টুটিয়া ॥
দিবস বিদায় চাহে, যমুনা বিলাপ গাহে—
সায়াহ্নেরই রাঙা পায়ে কেঁদে কেঁদে পড়িছে লুটিয়া ॥

এসো বঁধু, তোমায় ডাকি— দোঁহে হেথা বসে থাকি,
আকাশের পানে চেয়ে জলদের খেলা দেখি,
আঁখি-'পরে তারাগুলি একে একে উঠিবে ফুটিয়া॥

৩৭১

বুঝি বেলা বহে যায়,
কাননে আয় তোরা আয়।
আলোতে ফুল উঠল ফুটে, ছায়ায় ঝরে পড়ে যায়॥
সাধ ছিল রে পরিয়ে দেব মনের মতন মালা গেঁথে—
কই সে হল মালা গাঁথা, কই সে এল হায়।
যমুনার ঢেউ যাচ্ছে বয়ে, বেলা চলে যায়॥

৩৭২

বনে এমন ফুল ফুটেছে,
মান ক'রে থাকা আজ কি সাজে।
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
চলো চলো কুঞ্জমাঝে॥
আজ কোকিলে গেয়েছে কুহু মুহুর্মুহু,
কাননে ওই বাঁশি বাজে।
মান ক'রে থাকা আজ কি সাজে॥
আজ মধুরে মিশাবি মধু, পরানবঁধু
চাঁদের আলোয় ওই বিরাজে।
মান ক'রে থাকা আজ কি সাজে॥

৩৭৩

আমি কেবল তোমার দাসী
কেমন ক'রে আনব মুখে 'তোমায় ভালোবাসি'॥
গুণ যদি মোর থাকত তবে অনেক আদর মিলত তবে,
বিনামূল্যের কেনা আমি শ্রীচরণপ্রয়াসী॥

৩৭৪

আজ যেমন ক'রে গাইছে আকাশ তেমনি ক'রে গাও গো।
আজ যেমন ক'রে চাইছে আকাশ তেমনি ক'রে চাও গো ॥
আজ হাওয়া যেমন পাতায় পাতায় মর্মরিয়া বনকে কাঁদায়,
তেমনি আমার বুকের মাঝে কাঁদিয়া কাঁদাও গো ॥

৩৭৫

যৌবনসরসীনীরে মিলনশতদল
কোন্ চঞ্চল বন্যায় টলোমল টলোমল ॥
শরমরক্তরাগে তার গোপন স্বপ্ন জাগে,
তারি গন্ধকেশর-মাঝে
এক বিন্দু নয়নজল ॥
ধীরে বও ধীরে বও, সমীরণ,
সবেদন পরশন।
শঙ্কিত চিত্ত মোর পাছে ভাঙে বৃন্তডোর—
তাই অকারণ করুণায় মোর আঁখি করে ছলোছল ॥

৩৭৬

সখী, বলো দেখি লো,
নিরদয় লাজ তোর টুটিবে কি লো।
চেয়ে আছি, ললনা—
মুখানি তুলিবি কি লো,
ঘোমটা খুলিবি কি লো,
আধফোটা অধরে হাসি ফুটিবে কি লো ॥
শরমের মেঘে ঢাকা বিধুমুখানি—
মেঘ টুটে জোছনা ফুটে উঠিবে কি লো।
তৃষিত আঁখির আশা পুরাবি কি লো—
তবে ঘোমটা খোলো, মুখটি তোলো, আঁখি মেলো লো ॥

৩৭৭

দেখে যা, দেখে যা দেখে যা লো তোরা সাধের কাননে মোর
আমার সাধের কুসুম উঠেছে ফুটিয়া, মলয় বহিছে সুরভি লুটিয়া রে—
হেথায় জোছনা ফুটে, তটিনী ছুটে, প্রমোদে কানন ভোর ॥
আয় আয় সখী, আয় লো হেথা, দুজনে কহিব মনের কথা।
তুলিব কুসুম দুজনে মিলি রে—
সুখে গাঁথিব মালা, গণিব তারা, করিব রজনী ভোর ॥
এ কাননে বসি গাহিব গান, সুখের স্বপনে কাটাব প্রাণ,
খেলিব দুজনে মনের খেলা রে—
প্রাণে রহিবে মিশি দিবসনিশি আধো-আধো ঘুমঘোর ॥

৩৭৮

নিমেষের তরে শরমে বাধিল, মরমের কথা হল না।
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে রহিল মরমবেদনা ॥
চোখে চোখে সদা রাখিবারে সাধ— পলক পড়িল, ঘটিল বিষাদ।
মেলিতে নয়ন মিলালো স্বপন এমনি প্রেমের ছলনা ॥

৩৭৯

আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল, শুধাইল না কেহ।
সে তো এল না যারে সঁপিলাম এই প্রাণ মন দেহ ॥
সে কি মোর তরে পথ চাহে, সে কি বিরহগীত গাহে
যার বাঁশরিধ্বনি শুনিয়ে আমি ত্যজিলাম গেহ ॥

৩৮০

ওকে বল্, সখী, বল্— কেন মিছে করে ছল,
মিছে হাসি কেন সখী, মিছে আঁখিজল ॥
জানি নে প্রেমের ধারা, ভয়ে তাই হই সারা—
কে জানে কোথায় সুধা কোথা হলাহল ॥
কাঁদিতে জানে না এরা, কাঁদাইতে জানে কল—
মুখের বচন শুনে মিছে কী হইবে ফল।

প্রেম নিয়ে শুধু খেলা— প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা—
ফিরে যাই এই বেলা, চল্ সখী, চল্ ॥

৩৮১

কে ডাকে। আমি কভু ফিরে নাহি চাই।
কত ফুল ফুটে উঠে কত ফুল যায় টুটে,
আমি শুধু বহে চলে যাই ॥
পরশ পুলকরস-ভরা রেখে যাই, নাহি দিই ধরা।
উড়ে আসে ফুলবাস, লতাপাতা ফেলে শ্বাস,
বনে বনে উঠে হাহুতাশ—
চকিতে শুনিতে শুধু পাই। চ'লে যাই ॥

৩৮২

সখী, সে গেল কোথায়, তারে ডেকে নিয়ে আয়।
দাঁড়াব ঘিরে তারে তরুতলায় ॥
আজি এ মধুর সাঁঝে কাননে ফুলের মাঝে
হেসে হেসে বেড়াবে সে, দেখিব তায় ॥
আকাশে তারা ফুটেছে, দখিনে বাতাস ছুটেছে,
পাখিটি ঘুমঘোরে গেয়ে উঠেছে।
আয় লো আনন্দময়ী, মধুর বসন্ত লয়ে
লাবণ্য ফুটাবি লো, তরুলতায় ॥

৩৮৩

বিদায় করেছ যারে নয়নজলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে গো ॥
আজি মধু সমীরণে নিশীথে কুসুমবনে
তারে কি পড়েছে মনে বকুলতলে ॥
সে দিনও তো মধুনিশি প্রাণে গিয়েছিল মিশি,
মুকুলিত দশ দিশি কুসুমদলে।

দুটি সোহাগের বাণী যদি হত কানাকানি,
যদি ওই মালাখানি পরাতে গলে।
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে গো
মধুরাতি পূর্ণিমার ফিরে আসে বার বার,
সে জন ফিরে না আর যে গেছে চলে
ছিল তিথি অনুকূল, শুধু নিমেষের ভুল—
চিরদিন তৃষাকুল পরান জ্বলে।
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে গো॥

৩৮৪

না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে।
ওগো, কে আছে চাহিয়া শূন্য পথপানে—
কাহার জীবনে নাহি সুখ, কাহার পরান জ্বলে॥
পড় নি কাহার নয়নের ভাষা,
বোঝ নি কাহার মরমের আশা,
দেখ নি ফিরে—
কার ব্যাকুল প্রাণের সাধ এসেছ দ'লে॥

৩৮৫

নয়ন মেলে দেখি আমায় বাঁধন বেঁধেছে।
গোপনে কে এমন ক'রে এ ফাঁদ ফেঁদেছে।
বসন্তরজনীশেষে বিদায় নিতে গেলেম হেসে—
যাবার বেলায় বঁধু আমায় কাঁদিয়ে কেঁদেছে॥

৩৮৬

হাসিরে কি লুকাবি লাজে।
চপলা সে বাঁধা পড়ে না যে॥
রুধিয়া অধরদ্বারে ঝাঁপিয়া রাখিলি যারে
কখন সে ছুটে এল নয়নমাঝে।

৩৮৭

যে ফুল ঝরে সেই তো ঝরে, ফুল তো থাকে ফুটিতে—
বাতাস তারে উড়িয়ে নে যায়, মাটি মেশায় মাটিতে ॥
গন্ধ দিলে, হাসি দিলে, ফুরিয়ে গেল খেলা ।
ভালোবাসা দিয়ে গেল, তাই কি হেলাফেলা ॥

৩৮৮

সাজাব তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে,
নানা বরণের বনফুল দিয়ে দিয়ে ॥
আজি বসন্তরাতে পূর্ণিমাচন্দ্রকরে
দক্ষিণপবনে, প্রিয়ে,
সাজাব তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে ॥

৩৮৯

মন জানে মনোমোহন আইল, মন জানে সখা !
তাই কেমন করে আজি আমার প্রাণে ॥
তারি সৌরভ বহি বহিল কি সমীরণ আমার পরানপানে ॥

৩৯০

হল না লো, হল না, সই, হায়—
মরমে মরমে লুকানো রহিল, বলা হল না ।
বলি বলি বলি তারে কত মনে করিনু—
হল না লো, হল না সই ॥
না কিছু কহিল, চাহিয়া রহিল,
গেল সে চলিয়া, আর সে ফিরিল না ।
ফিরাব ফিরাব ব'লে কত মনে করিনু—
হল না লো, হল না সই ॥

৩৯১

ও কেন চুরি ক'রে চায় ।
লুকোতে গিয়ে হাসি হেসে পালায় ।

বনপথে ফুলের মেলা, হেলে দুলে করে খেলা—
চকিতে সে চমকিয়ে কোথা দিয়ে যায়॥
কী যেন গানের মতো বেজেছে কানের কাছে,
যেন তার প্রাণের কথা আধেকখানি শোনা গেছে।
পথেতে যেতে চ'লে মালাটি গেছে ফেলে—
পরানের আশাগুলি গাঁথা যেন তায়॥

৩৯২

কেহ কারো মন বুঝে না, কাছে এসে সরে যায়।
সোহাগের হাসিটি কেন চোখের জলে মরে যায়॥
বাতাস যখন কেঁদে গেল প্রাণ খুলে ফুল ফুটিল না,
সাঁঝের বেলা একাকিনী কেন রে ফুল ঝরে যায়॥
মুখের পানে চেয়ে দেখো, আঁখিতে মিলাও আঁখি—
মধুর প্রাণের কথা প্রাণেতে রেখো না ঢাকি।
এ রজনী রহিবে না, আর কথা হইবে না—
প্রভাতে রহিবে শুধু হৃদয়ের হায়-হায়॥

৩৯৩

গেল গো—
ফিরিল না, চাহিল না, পাষাণ সে।
কথাটিও কহিল না, চলে গেল গো॥
না যদি থাকিতে চায় যাক যেথা সাধ যায়,
একেলা আপন-মনে দিন কি কাটিবে না।
তাই হোক, হোক তবে—
আর তারে সাধিব না॥

৩৯৪

বল্‌, গোলাপ, মোরে বল্‌,
তুই ফুটিবি, সখী, কবে।

ফুল ফুটেছে চারি পাশ, চাঁদ হাসিছে সুধাহাস,
বায়ু ফেলিছে মৃদু শ্বাস, পাখি গাইছে মধুরবে—
তুই ফুটিবি, সখী, কবে॥
প্রাতে পড়েছে, শিশিরকণা, সাঁঝে বহিছে দখিনা বায়,
কাছে ফুলবালা সারি সারি—
দূরে পাতার আড়ালে সাঁঝের তারা মুখানি দেখিতে চায়।
বায়ু দূর হতে আসিয়াছে, যত ভ্রমর ফিরিছে কাছে,
কচি কিশলয়গুলি রয়েছে নয়ন তুলি—
তারা শুধাইছে মিলি সবে,
তুই ফুটিবি, সখী, কবে॥

৩৯৫

আমার যেতে সরে না মন—
তোমার দুয়ার পারায়ে আমি যাই যে হারায়ে
অতল বিরহে নিমগন॥
চলিতে চলিতে পথে সকলই দেখি যেন মিছে,
নিখিল ভুবন পিছে ডাকে অনুক্ষণ॥
আমার মনে কেবলই বাজে
তোমায় কিছু দেওয়া হল না যে।
যবে চলে যাই পদে পদে বাধা পাই,
ফিরে ফিরে আসি অকারণ॥

প্রকৃতি

বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে।
স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে
নদীনদে গিরিগুহা-পারাবারে
নিত্য জাগে সরস সঙ্গীতমধুরিমা,
নিত্য নৃত্যরসভঙ্গিমা।—

নব বসন্তে নব আনন্দ, উৎসব নব।
অতি মঞ্জুল, অতি মঞ্জুল, শুনি মঞ্জুল গুঞ্জন কুঞ্জে—
শুনি রে শুনি মর্মর পল্লবপুঞ্জে,
পিককূজন পুষ্পবনে বিজনে,
মৃদু বায়ুহিলোলবিলোল বিভোল বিশাল সরোবর-মাঝে
কলগীত সুললিত বাজে।
শ্যামল কান্তার-'পরে অনিল সঞ্চারে ধীরে রে,
নদীতীরে শরবনে উঠে ধ্বনি সরসর মরমর।
কত দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা, ঝরঝর রসধারা॥

আষাঢ়ে নব আনন্দ, উৎসব নব।
অতি গম্ভীর, অতি গম্ভীর নীল অম্বরে ডম্বরু বাজে,
যেন রে প্রলয়ঙ্করী শঙ্করী নাচে।
করে গর্জন নির্ঝরিণী সঘনে,
হেরো ক্ষুব্ধ ভয়াল বিশাল নিরাল পিয়ালতমালবিতানে
উঠে রব ভৈরবতানে।
পবন মল্লারগীত গাহিছে আঁধার রাতে,
উন্মাদিনী সৌদামিনী রঙ্গভরে নৃত্য করে অম্বরতলে।
দিকে দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা, ঝরঝর রসধারা॥

আশ্বিনে নব আনন্দ, উৎসব নব।
অতি নির্মল, অতি নির্মল, অতি নির্মল উজ্জ্বল সাজে
ভুবনে নব শারদলক্ষ্মী বিরাজে।

নব ইন্দুলেখা অলকে ঝলকে
অতি নির্মল হাসবিভাসবিকাশ আকাশনীলাম্বুজ-মাঝে
শ্বেত ভুজে শ্বেত বীণা বাজে—
উঠিছে আলাপ মৃদু মধুর বেহাগতানে,
চন্দ্রকরে উল্লসিত ফুল্লবনে ঝিল্লিরবে তন্দ্রা আনে রে।
দিকে দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা, ঝরঝর রসধারা ॥

২

কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন দিয়ে যাও, শেষে দাও মুছে।
ওহে চঞ্চল, বেলা না যেতে খেলা কেন তব যায় ঘুচে ॥
চকিত চোখের অশ্রুসজল বেদনায় তুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চল—
কোথা সে পথের শেষ কোন্ সুদূরের দেশ
সবাই তোমায় তাই পুছে ॥
বাঁশরির ডাকে কুঁড়ি ধরে শাখে, ফুল যবে ফোটে নাই দেখা।
তোমার লগন যায় যে কখন, মালা গেঁথে আমি রই একা।
'এসো এসো এসো' আঁখি কয় কেঁদে। তৃষিত বক্ষ বলে 'রাখি বেঁধে'
যেতে যেতে, ওগো প্রিয়, কিছু ফেলে রেখে দিয়ো
ধরা দিতে যদি নাই রুচে ॥

৩

একি আকুলতা ভুবনে! একি চঞ্চলতা পবনে ॥
একি মধুরমদির রসরাশি আজি শূন্যতলে চলে ভাসি,
ঝরে চন্দ্রকরে একি হাসি, ফুল- গন্ধ লুটে গগনে ॥
একি প্রাণভরা অনুরাগে আজি বিশ্বজগতজন জাগে,
আজি নিখিল নীলগগনে সুখ- পরশ কোথা হতে লাগে।
সুখে শিহরে সকল বনরাজি, উঠে মোহনবাঁশরি বাজি,
হেরো পূর্ণবিকশিত আজি মম অন্তর সুন্দর স্বপনে ॥

৪

আজ তালের বনের করতালি কিসের তালে
পূর্ণিমাচাঁদ মাঠের পারে ওঠার কালে ॥
না-দেখা কোন্ বীণা বাজে আকাশ-মাঝে,
না-শোনা কোন্ রাগ রাগিণী শূন্যে ঢালে ॥
ওর খুশির সাথে কোন্ খুশির আজ মেলামেশা,
কোন্ বিশ্বমাতন গানের নেশায় লাগল নেশা।
তারায় কাঁপে রিনিঝিনি যে কিঙ্কিণী
তারি কাঁপন লাগল কি ওর মুগ্ধ ভালে ॥

৫

আঁধার কুঁড়ির বাঁধন টুটে চাঁদের ফুল উঠেছে ফুটে ॥
তার গন্ধ কোথায়, গন্ধ কোথায় রে।
গন্ধ আমার গভীর ব্যথায় হৃদয়-মাঝে লুটে ॥
ও কখন যাবে সরে, আকাশ হতে পড়বে ঝরে।
ওরে রাখব কোথায়, রাখব কোথায় রে।
রাখব ওরে আমার ব্যথায় গানের পত্রপুটে ॥

৬

পূর্ণচাঁদের মায়ায় আজি ভাবনা আমার পথ ভোলে,
যেন সিন্ধুপারের পাখি তারা, যা য় যা য় যায় চলে ॥
আলোছায়ার সুরে অনেক কালের সে কোন্ দূরে
ডাকে আ য় আ য় আয় ব'লে ॥
যেথায় চলে গেছে আমার হারা ফাগুনরাতি
সেথায় তারা ফিরে ফিরে খোঁজে আপন সাথি।
আলোছায়ায় যেথা অনেক দিনের সে কোন্ ব্যথা
কাঁদে হা য় হা য় হায় ব'লে ॥

৭

কত যে তুমি মনোহর মনই তাহা জানে,
হৃদয় মম থরোথরো কাঁপে তোমার গানে ॥
আজিকে এই প্রভাতবেলা মেঘের সাথে রোদের খেলা,
জলে নয়ন ভরোভরো চাহি তোমার পানে ॥
আলোর অধীর ঝিলিমিলি নদীর ঢেউয়ে ওঠে,
বনের হাসি খিলিখিলি পাতায় পাতায় ছোটে।
আকাশে ওই দেখি কী যে— তোমার চোখের চাহনি যে।
সুনীল সুধা ঝরোঝরো ঝরে আমার প্রাণে ॥

৮

আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥
অসীম কালের যে হিল্লোলে জোয়ার-ভাঁটায় ভুবন দোলে
নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥
ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে,
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে,
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই দান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
কান পেতেছি, চোখ মেলেছি, ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি,
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥

৯

ব্যাকুল বকুলের ফুলে ভ্রমর মরে পথ ভুলে ॥
আকাশে কী গোপন বাণী বাতাসে করে কানাকানি,
বনের অঞ্চলখানি পুলকে উঠে দুলে দুলে ॥

বেদনা সুমধুর হয়ে ভুবনে আজি গেল বয়ে।
বাঁশিতে মায়া-তান পুরি কে আজি মন করে চুরি,
নিখিল তাই মরে ঘুরি বিরহসাগরের কূলে॥

১০

নাই রস নাই, দারুণ দাহনবেলা। খেলো খেলো তব নীরব ভৈরব খেলা॥
যদি ঝ'রে পড়ে পড়ুক পাতা, ম্লান হয়ে যাক মালা গাঁথা,
থাক্ জনহীন পথে পথে মরীচিকাজাল ফেলা॥
শুষ্ক ধুলায় খসে-পড়া ফুলদলে ঘূর্ণী-আঁচল উড়াও আকাশতলে।
প্রাণ যদি কর মরুসম তবে তাই হোক— হে নির্মম,
তুমি একা আর আমি একা, কঠোর মিলনমেলা॥

১১

দারুণ অগ্নিবাণে রে হৃদয় তৃষায় হানে রে॥
রজনী নিদ্রাহীন, দীর্ঘ দগ্ধ দিন
আরাম নাহি যে জানে রে॥
শুষ্ক কাননশাখে ক্লান্ত কপোত ডাকে
করুণ কাতর গানে রে॥
ভয় নাহি, ভয় নাহি। গগনে রয়েছি চাহি।
জানি ঝঞ্ঝার বেশে দিবে দেখা তুমি এসে
একদা তাপিত প্রাণে রে॥

১২

এসো এসো হে তৃষ্ণার জল, কলকল্ ছলছল্—
ভেদ করো কঠিনের ক্রূর বক্ষতল কলকল্ ছলছল্॥
এসো এসো উৎসস্রোতে গূঢ় অন্ধকার হতে
এসো হে নির্মল কলকল্ ছলছল্॥

রবিকর রহে তব প্রতীক্ষায়।
তুমি যে খেলার সাথি, সে তোমারে চায়।
তাহারি সোনার তান তোমাতে জাগায় গান,
এসো হে উজ্জ্বল, কলকল্ ছলছল্॥
হাঁকিছে অশান্ত বায়,
'আয়, আয়, আয়।' সে তোমায় খুঁজে যায়।
তাহার মৃদঙ্গরবে করতালি দিতে হবে,
এসো হে চঞ্চল, কলকল্ ছলছল্॥
মরুদৈত্য কোন্ মায়াবলে
তোমারে করেছে বন্দী পাষাণশৃঙ্খলে।
ভেঙে ফেলে দিয়ে কারা এসো বন্ধহীন ধারা,
এসো হে প্রবল, কলকল্ ছলছল্॥

১৩

হৃদয় আমার, ওই বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে।
বেড়া-ভাঙার মাতন নামে উদ্দাম উল্লাসে॥
তোমার মোহন এল ভীষণ বেশে, আকাশ ঢাকা জটিল কেশে—
বুঝি এল তোমার সাধনধন চরম সর্বনাশে॥
বাতাসে তোর সুর ছিল না, ছিল তাপে ভরা।
পিপাসাতে বুক-ফাটা তোর শুষ্ক কঠিন ধরা।
এবার জাগ্ রে হতাশ, আয় রে ছুটে অবসাদের বাঁধন টুটে—
বুঝি এল তোমার পথের সাথি বিপুল অট্টহাসে॥

১৪

এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ।
তাপসনিশ্বাসবায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক॥
যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে-যাওয়া গীতি,
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক॥

মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা,
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।
রসের আবেশরাশি শুষ্ক করি দাও আসি,
আনো আনো আনো তব প্রলয়ের শাঁখ।
মায়ার কুজ্ঝটিজাল যাক দূরে যাক॥

১৫

নমো নমো, হে বৈরাগী।
তপোবহ্নির শিখা জ্বালো জ্বালো,
নির্বাণহীন নির্মল আলো
অন্তরে থাক্ জাগি॥

১৬

মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি,
হে রাখাল, বেণু তব বাজাও একাকী॥
প্রান্তরপ্রান্তের কোণে রুদ্র বসি তাই শোনে,
মধুরের-স্বপ্নাবেশে-ধ্যানমগন-আঁখি—
হে রাখাল, বেণু যবে বাজাও একাকী॥
সহসা উচ্ছ্বসি উঠে ভরিয়া আকাশ
তৃষাতপ্ত বিরহের নিরুদ্ধ নিশ্বাস।
অম্বরপ্রান্তে যে দূরে ডম্বরু গম্ভীর সুরে
জাগায় বিদ্যুতছন্দে আসন্ন বৈশাখী—
হে রাখাল, বেণু যবে বাজাও একাকী॥

১৭

ওই বুঝি কালবৈশাখী
সন্ধ্যা-আকাশ দেয় ঢাকি॥
ভয় কী রে তোর ভয় কারে, দ্বার খুলে দিস চার ধারে—
শোন্ দেখি ঘোর হুঙ্কারে নাম তোরই ওই যায় ডাকি॥

তোর সুরে আর তোর গানে
দিস সাড়া তুই ওর পানে।
যা নড়ে তায় দিক নেড়ে, যা যাবে তা যাক ছেড়ে,
যা ভাঙা তাই ভাঙবে রে— যা রবে তাই থাক বাকি ॥

১৮

প্রখর তপনতাপে আকাশ তৃষায় কাঁপে,
বায়ু করে হাহাকার।
দীর্ঘপথের শেষে ডাকি মন্দিরে এসে,
'খোলো খোলো খোলো দ্বার ॥'
বাহির হয়েছি কবে কার আহ্বানরবে,
এখনি মলিন হবে প্রভাতের ফুলহার ॥
বুকে বাজে আশাহীনা ক্ষীণমর্মর বীণা,
জানি না কে আছে কিনা, সাড়া তো না পাই তার।
আজি সারা দিন ধ'রে প্রাণে সুর ওঠে ভরে,
একেলা কেমন ক'রে বহিব গানের ভার ॥

১৯

বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া আসে মৃদুমন্দ।
আনে আমার মনের কোণে সেই চরণের ছন্দ ॥
স্বপ্নশেষের বাতায়নে হঠাৎ-আসা ক্ষণে ক্ষণে
আধো-ঘুমের-প্রান্ত-ছোঁওয়া বকুলমালার গন্ধ ॥
বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া বহে কিসের হর্ষ,
যেন রে সেই উড়ে-পড়া এলো কেশের স্পর্শ।
চাঁপাবনের কাঁপন-ছলে লাগে আমার বুকের তলে
আরেক দিনের প্রভাত হতে হৃদয়দোলার স্পন্দ ॥

২০

বৈশাখ হে, মৌনী তাপস, কোন্ অতলের বাণী
এমন কোথায় খুঁজে পেলে।

তপ্ত ভালের দীপ্তি ঢাকি মন্থর মেঘখানি
এল গভীর ছায়া ফেলে ॥
রুদ্রতপের সিদ্ধি এ কি ওই-যে তোমার বক্ষে দেখি,
ওরই লাগি আসন পাতো হোমহুতাশন জ্বেলে ॥
নিঠুর, তুমি তাকিয়েছিলে মৃত্যুক্ষুধার মতো
তোমার রক্তনয়ন মেলে।
ভীষণ, তোমার প্রলয়সাধন প্রাণের বাঁধন যত
যেন হানবে অবহেলে।
হঠাৎ তোমার কণ্ঠে এ যে আশার ভাষা উঠল বেজে,
দিলে তরুণ শ্যামল রূপে করুণ সুধা ঢেলে ॥

২১

শুষ্কতাপের দৈত্যপুরে দ্বার ভাঙবে ব'লে,
রাজপুত্র, কোথা হতে হঠাৎ এলে চলে ॥
সাত সমুদ্র -পারের থেকে বজ্রস্বরে এলে হেঁকে,
দুন্দুভি যে উঠল বেজে বিষম কলরোলে ॥
বীরের পদপরশ পেয়ে মূর্ছা হতে জাগে,
বসুন্ধরার তপ্ত প্রাণে বিপুল পুলক লাগে।
মরকতমণির থালা সাজিয়ে গাঁথে বরণমালা,
উতলা তার হিয়া আজি সজল হাওয়ায় দোলে ॥

২২

হে তাপস, তব শুষ্ক কঠোর রূপের গভীর রসে
মন আজি মোর উদাস বিভোর কোন্ সে ভাবের বশে ॥
তব পিঙ্গল জটা হানিছে দীপ্ত ছটা,
তব দৃষ্টির বহ্নিবৃষ্টি অন্তরে গিয়ে পশে ॥
বুঝি না, কিছু না জানি
মর্মে আমার মৌন তোমার কী বলে রুদ্রবাণী।

দিগ্‌দিগন্ত দহি   দুঃসহ তাপ বহি
তব নিশ্বাস আমার বক্ষে রহি রহি নিশ্বসে॥
সারা হয়ে এলে দিন
সন্ধ্যামেঘের মায়ার মহিমা নিঃশেষে হবে লীন।
দীপ্তি তোমার তবে   শান্ত হইয়া রবে,
তারায় তারায় নীরব মন্ত্রে ভরি দিবে শূন্য সে॥

২৩

মধ্যদিনের বিজন বাতায়নে
ক্লান্তি-ভরা কোন্ বেদনার মায়া   স্বপ্নাভাসে ভাসে মনে-মনে॥
কৈশোরে যে সলাজ কানাকানি   খুঁজেছিল প্রথম প্রেমের বাণী
আজ কেন তাই তপ্ত হাওয়ায় হাওয়ায়   মর্মরিছে গহন বনে বনে
যে নৈরাশা গভীর অশ্রুজলে   ডুবেছিল বিস্মরণের তলে
আজ কেন সেই বনযূথীর বাসে   উচ্ছ্বসিল মধুর নিশ্বাসে,
সারাবেলা চাঁপার ছায়ায় ছায়ায়   গুঞ্জরিয়া ওঠে ক্ষণে ক্ষণে॥

২৪

তপস্বিনী হে ধরণী,   ওই-যে তাপের বেলা আসে—
তপের আসনখানি   প্রসারিল মৌন নীলাকাশে॥
অন্তরে প্রাণের লীলা   হোক তব অন্তঃশীলা,
যৌবনের পরিসর   শীর্ণ হোক হোমাগ্নিনিশ্বাসে॥
যে তব বিচিত্র তান   উচ্ছ্বসি উঠিত বহু গীতে
এক হয়ে মিশে যাক   মৌনমন্ত্রে ধ্যানের শান্তিতে।
সংযমে বাঁধুক লতা   কুসুমিত চঞ্চলতা,
সাজুক লাবণ্যলক্ষ্মী   দৈন্যের ধূসর ধূলিবাসে॥

২৫

চক্ষে আমার তৃষ্ণা ওগো, তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে।
আমি   বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিন, সন্তাপে প্রাণ যায় যে পুড়ে॥

ঝড় উঠেছে তপ্ত হাওয়ায়, মনকে সুদূর শূন্যে ধাওয়ায়—
অবগুণ্ঠন যায় যে উড়ে ॥
যে ফুল কানন করত আলো
কালো হয়ে সে শুকালো।
ঝরনারে কে দিল বাধা— নিষ্ঠুর পাষাণে বাঁধা
দুঃখের শিখরচূড়ে ॥

২৬

এসো শ্যামল সুন্দর,
আনো তব তাপহরা তৃষাহরা সঙ্গসুধা।
বিরহিণী চাহিয়া আছে আকাশে ॥
সে যে ব্যথিত হৃদয় আছে বিছায়ে
তমালকুঞ্জপথে সজল ছায়াতে,
নয়নে জাগিছে করুণ রাগিণী ॥
বকুলমুকুল রেখেছে গাঁথিয়া,
বাজিছে অঙ্গনে মিলনবাঁশরি।
আনো সাথে তোমার মন্দিরা
চঞ্চল নৃত্যের বাজিবে ছন্দে সে—
বাজিবে কঙ্কণ, বাজিবে কিঙ্কিণী,
ঝঙ্কারিবে মঞ্জীর রুণু রুণু ॥

২৭

ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভরভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।

গুরু গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে,
উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে—
নিখিলচিত্তহরষা
ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা ॥

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিকললনা,
জনপদবধূ তড়িতচকিতনয়না,
মালতীমালিনী কোথা প্রিয়পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা।
ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা,
আনো বীণা মনোহারিকা।
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা ॥

আনো মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধূরা—
এসেছে বরষা, ওগো নব-অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী।
কুঞ্জকুটিরে অয়ি ভাবাকুললোচনা,
ভূর্জপাতায় নবগীত করো রচনা
মেঘমল্লাররাগিণী।
এসেছে বরষা, ওগো নব-অনুরাগিণী ॥

কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী ॥
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।
তালে তালে দুটি কঙ্কন কনকনিয়া
ভবনশিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া

স্মিতবিকশিত বয়নে—
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুলশয়নে ॥

এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবনভরসা ॥
দুলিছে পবনে সনসন বনবীথিকা,
গীতময় তরুলতিকা।
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।
শতশতগীতমুখরিত বনবীথিকা ॥

২৮

ঝরঝর বরিষে বারিধারা।
হায় পথবাসী, হায় গতিহীন, হায় গৃহহারা ॥
ফিরে বায়ু হাহাস্বরে, ডাকে কারে জনহীন অসীম প্রান্তরে—
রজনী আঁধারা ॥
অধীরা যমুনা তরঙ্গ-আকুলা অকূলা রে, তিমিরদুকূলা রে।
নিবিড় নীরদ গগনে গরগর গরজে সঘনে,
চঞ্চলচপলা চমকে— নাহি শশীতারা ॥

২৯

গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া।
স্তিমিত দশ দিশি, স্তম্ভিত কানন,
সব চরাচর আকুল— কী হবে কে জানে
ঘোরা রজনী, দিকললনা ভয়বিভলা ॥
চমকে চমকে সহসা দিক উজলি
চকিতে চকিতে মাতি ছুটিল বিজলি

থরথর চরাচর পলকে ঝলকিয়া
ঘোর তিমিরে ছায় গগন মেদিনী
গুরুগুরু নীরদগরজনে স্তব্ধ আঁধার ঘুমাইছে,
সহসা উঠিল জেগে প্রচণ্ড সমীরণ— কড়কড় বাজ॥

৩০

হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে
সেই সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে॥
অধর করুণা-মাখা, মিনতিবেদনা-আঁকা
নীরবে চাহিয়া থাকা বিদায়খনে॥
ঝরঝর ঝরে জল, বিজুলি হানে,
পবন মাতিছে বনে পাগল গানে।
আমার পরানপুটে কোন্‌খানে ব্যথা ফুটে,
কার কথা জেগে উঠে হৃদয়কোণে॥

৩১

শাঙনগগনে ঘোর ঘনঘটা, নিশীথযামিনী রে।
কুঞ্জপথে, সখি, কৈসে যাওব অবলা কামিনী রে।
উন্মদ পবনে যমুনা তর্জিত, ঘন ঘন গর্জিত মেহ।
দমকত বিদ্যুত, পথতরু লুণ্ঠিত, থরহর কম্পিত দেহ
ঘন ঘন রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্ বরখত নীরদপুঞ্জ।
শাল-পিয়ালে তাল-তমালে নিবিড়তিমিরময় কুঞ্জ।
কহ রে সজনী, এ দুরুযোগে কুঞ্জে নিরদয় কান
দারুণ বাঁশী কাহ বজায়ত সকরুণ রাধা নাম।
মোতিম হারে বেশ বনা দে, সীঁথি লগা দে ভালে।
উরহি বিলুণ্ঠিত লোল চিকুর মম বাঁধহ চম্পকমালে।
গহন রয়নমে ন যাও, বালা, নওলকিশোরক পাশ।
গরজে ঘন ঘন, বহু ডর পাওব, কহে ভানু তব দাস॥

৩২

মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার করে আসে।
আমায় কেন বসিয়ে রাখ একা দ্বারের পাশে॥
কাজের দিনে নানা কাজে থাকি নানা লোকের মাঝে,
আজ আমি যে বসে আছি তোমারি আশ্বাসে॥
তুমি যদি না দেখা দাও, কর আমায় হেলা,
কেমন করে কাটে আমার এমন বাদল-বেলা।
দূরের পানে মেলে আঁখি কেবল আমি চেয়ে থাকি,
পরান আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে॥

৩৩

আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, গেল রে দিন বয়ে।
বাঁধন-হারা বৃষ্টিধারা ঝরছে রয়ে রয়ে॥
একলা বসে ঘরের কোণে কী ভাবি যে আপন-মনে,
সজল হাওয়া যূথীর বনে কী কথা যায় কয়ে॥
হৃদয়ে আজ ঢেউ দিয়েছে, খুঁজে না পাই কূল—
সৌরভে প্রাণ কাঁদিয়ে তোলে ভিজে বনের ফুল।
আঁধার রাতে প্রহরগুলি কোন্ সুরে আজ ভরিয়ে তুলি,
কোন্ ভুলে আজ সকল ভুলি আছি আকুল হয়ে॥

৩৪

আজ বারি ঝরে ঝরঝর ভরা বাদরে,
আকাশ-ভাঙা আকুল ধারা কোথাও না ধরে॥
শালের বনে থেকে থেকে ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে,
জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে মাঠের 'পরে।
আজ মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে নৃত্য কে করে।
ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন, লুটেছে এই ঝড়ে—
বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর কাহার পায়ে পড়ে।
অন্তরে আজ কী কলরোল, দ্বারে দ্বারে ভাঙল আগল—

হৃদয়-মাঝে জাগল পাগল আজি ভাদরে।
আজ এমন ক'রে কে মেতেছে বাহিরে ঘরে॥

৩৫

কাঁপিছে দেহলতা থরথর,
চোখের জলে আঁখি ভরভর॥
দোদুল তমালেরই বনছায়া তোমারি নীল বাসে নিল কায়া,
বাদল-নিশীথেরই ঝরঝর
তোমারি আঁখি-'পরে ভরভর॥
যে কথা ছিল তব মনে মনে
চমকে অধরের কোণে কোণে।
নীরব হিয়া তব দিল ভরি কী মায়া স্বপনে যে, মরি মরি,
আঁধার কাননের মরমর
বাদল-নিশীথের ঝরঝর॥

৩৬

আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদলসাঁঝে
গহন মেঘের নিবিড় ধারার মাঝে॥
বনের ছায়ায় জলছলছল সুরে
হৃদয় আমার কানায় কানায় পূরে।
খনে খনে ওই গুরুগুরু তালে তালে
গগনে গগনে গভীর মৃদঙ বাজে॥
কোন্ দূরের মানুষ যেন এল আজ কাছে,
তিমির-আড়ালে নীরবে দাঁড়ায়ে আছে।
বুকে দোলে তার বিরহব্যথার মালা
গোপন-মিলন-অমৃতগন্ধ-ঢালা।
মনে হয় তার চরণের ধ্বনি জানি—
হার মানি তার অজানা জনের সাজে॥

৩৭

বাদল-মেঘে মাদল বাজে গুরুগুরু গগন-মাঝে ॥
তারি গভীর রোলে আমার হৃদয় দোলে,
আপন সুরে আপনি ভোলে ॥
কোথায় ছিল গহন প্রাণে গোপন ব্যথা গোপন গানে—
আজি সজল বায়ে শ্যামল বনের ছায়ে
ছড়িয়ে গেল সকলখানে গানে গানে ॥

৩৮

ওগো আমার শ্রাবণমেঘের খেয়াতরীর মাঝি,
অশ্রুভরা পুরব হাওয়ায় পাল তুলে দাও আজি ॥
উদাস হৃদয় তাকায়ে রয়, বোঝা তাহার নয় ভারী নয়,
পুলক-লাগা এই কদম্বের একটি কেবল সাজি ॥
ভোরবেলা যে খেলার সাথি ছিল আমার কাছে,
মনে ভাবি, তার ঠিকানা তোমার জানা আছে।
তাই তোমারি সারিগানে সেই আঁখি তার মনে আনে,
আকাশ-ভরা বেদনাতে রোদন উঠে বাজি ॥

৩৯

তিমির-অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি
কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী ॥
আজি সঘন শর্বরী, মেঘমগন তারা,
নদীর জলে ঝর্ঝরি ঝরিছে জলধারা,
তমালবন মর্মরি পবন চলে হাঁকি ॥
যে কথা মম অন্তরে আনিছ তুমি টানি
জানি না কোন্ মন্তরে তাহারে দিব বাণী।
রয়েছি বাঁধা বন্ধনে, ছিঁড়িব, যাব বাটে—
যেন এ বৃথা ক্রন্দনে এ নিশি নাহি কাটে।
কঠিন বাধা-লঙ্ঘনে দিব না আমি ফাঁকি ॥

৪০

আকাশতলে দলে দলে মেঘ যে ডেকে যায়
'আয় আয় আয়'॥
জামের বনে আমের বনে রব উঠেছে তাই—
'যাই যাই যাই'।
উড়ে যাওয়ার সাধ জাগে তার পুলক-ভরা ডালে
পাতায় পাতায়॥
নদীর ধারে বারে বারে মেঘ যে ডেকে যায়—
'আয় আয় আয়'।
কাশের বনে ক্ষণে ক্ষণে রব উঠেছে তাই—
'যাই যাই যাই'।
মেঘের গানে তরীগুলি তান মিলিয়ে চলে
পাল-তোলা পাখায়॥

৪১

কদম্বেরই কানন ঘেরি আষাঢ়মেঘের ছায়া খেলে,
পিয়ালগুলি নাটের ঠাটে হাওয়ায় হেলে॥
বরষনের পরশনে শিহর লাগে বনে বনে,
বিরহী এই মন যে আমার সুদূর-পানে পাখা মেলে॥
আকাশপথে বলাকা ধায় কোন্ সে অকারণের বেগে,
পুব হাওয়াতে ঢেউ খেলে যায় ডানার গানের তুফান লেগে।
ঝিল্লিমুখর বাদল-সাঁঝে কে দেখা দেয় হৃদয়-মাঝে,
স্বপনরূপে চুপে চুপে ব্যথায় আমার চরণ ফেলে॥

৪২

আষাঢ়, কোথা হতে আজ পেলি ছাড়া।
মাঠের শেষে শ্যামল বেশে ক্ষণেক দাঁড়া॥
জয়ধ্বজা ওই-যে তোমার গগন জুড়ে।

পুব হতে কোন্‌ পশ্চিমেতে যায় রে উড়ে,
গুরু গুরু ভেরী কারে দেয় যে সাড়া ॥
নাচের নেশা লাগল তালের পাতায় পাতায়,
হাওয়ার দোলায় দোলায় শালের বনকে মাতায়।
আকাশ হতে আকাশে কার ছুটোছুটি,
বনে বনে মেঘের ছায়ায় লুটোপুটি—
ভরা নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে কে দেয় নাড়া ॥

৪৩

ছায়া ঘনাইছে বনে বনে, গগনে গগনে ডাকে দেয়া।
কবে নবঘন-বরিষনে গোপনে গোপনে এলি কেয়া ॥
পুরবে নীরব ইশারাতে একদা নিদ্রাহীন রাতে
হাওয়াতে কী পথে দিলি খেয়া—
আষাঢ়ের খেয়ালের কোন্‌ খেয়া ॥
যে মধু হৃদয়ে ছিল মাখা কাঁটাতে কী ভয়ে দিলি ঢাকা।
বুঝি এলি যার অভিসারে মনে মনে দেখা হল তারে,
আড়ালে আড়ালে দেয়া-নেয়া—
আপনায় লুকায়ে দেয়া-নেয়া ॥

৪৪

এই শ্রাবণ-বেলা বাদল-ঝরা যূথীবনের গন্ধে ভরা ॥
কোন্‌ ভোলা দিনের বিরহিণী, যেন তারে চিনি চিনি—
ঘন বনের কোণে কোণে ফেরে ছায়ার-ঘোমটা-পরা ॥
কেন বিজন বাটের পানে তাকিয়ে আছি কে তা জানে।
হঠাৎ কখন অজানা সে আসবে আমার দ্বারের পাশে,
বাদল-সাঁঝের আঁধার-মাঝে গান গাবে প্রাণ-পাগল-করা ॥

৪৫

শ্রাবণবরিষন পার হয়ে কী বাণী আসে ওই রয়ে রয়ে ॥
গোপন কেতকীর পরিমলে, সিক্ত বকুলের বনতলে,

দূরের আঁখিজল বয়ে বয়ে কী বাণী আসে ওই রয়ে রয়ে ॥
কবির হিয়াতলে ঘুরে ঘুরে আঁচল ভরে লয় সুরে সুরে।
বিজনে বিরহীর কানে কানে সজল মল্লার-গানে-গানে
কাহার নামখানি কয়ে কয়ে
কী বাণী আসে ওই রয়ে রয়ে ॥

৪৬

আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার,
দিনের আকাশ মেঘে অন্ধকার— হায় রে ॥
মনে ছিল আসবে বুঝি, আমায় সে কি পায় নি খুঁজি—
না-বলা তার কথাখানি জাগায় হাহাকার ॥
সজল হাওয়ায় বারে বারে
সারা আকাশ ডাকে তারে।
বাদল-দিনের দীর্ঘশ্বাসে জানায় আমায় ফিরবে না সে—
বুক ভরে সে নিয়ে গেল বিফল অভিসার ॥

৪৭

গহন রাতে শ্রাবণধারা পড়িছে ঝরে,
কেন গো মিছে জাগাবে ওরে ॥
এখনো দুটি আঁখির কোণে যায় যে দেখা
জলের রেখা,
না-বলা বাণী রয়েছে যেন অধর ভরে ॥
নাহয় যেয়ো গুঞ্জরিয়া বীণার তারে
মনের কথা শয়নদ্বারে।
নাহয় রেখো মালতীকলি শিথিল কেশে
নীরবে এসে,
নাহয় রাখী পরায়ে যেয়ো ফুলের ডোরে।
কেন গো মিছে জাগাবে ওরে ॥

৪৮

যেতে দাও যেতে দাও গেল যারা।
তুমি যেয়ো না, তুমি যেয়ো না,
আমার বাদলের গান হয় নি সারা ॥
কুটিরে কুটিরে বন্ধ দ্বার, নিভৃত রজনী অন্ধকার,
বনের অঞ্চল কাঁপে চঞ্চল— অধীর সমীর তন্দ্রাহারা ॥
দীপ নিবেছে নিবুক নাকো, আঁধারে তব পরশ রাখো।
বাজুক কাঁকন তোমার হাতে আমার গানের তালের সাথে,
যেমন নদীর ছলোছলো জলে ঝরে ঝরোঝরো শ্রাবণধারা ॥

৪৯

ভেবেছিলেম আসবে ফিরে,
তাই ফাগুনশেষে দিলেম বিদায়।
তুমি গেলে ভাসি নয়ননীরে
এখন শ্রাবণদিনে মরি দ্বিধায় ॥
এখন বাদল-সাঁঝের অন্ধকারে আপনি কাঁদাই আপনারে,
একা ঝরো ঝরো বারিধারে ভাবি কী ডাকে ফিরাব তোমায়
যখন থাক আঁখির কাছে
তখন দেখি ভিতর বাহির সব ভরে আছে।
সেই ভরা দিনের ভরসাতে চাই বিরহের ভয় ঘোচাতে,
তবু তোমা-হারা বিজন রাতে
কেবল হারাই-হারাই বাজে হিয়ায় ॥

৫০

আজি ওই আকাশ-'পরে সুধায় ভরে আষাঢ়-মেঘের ফাঁক।
হৃদয়-মাঝে মধুর বাজে কী উৎসবের শাঁখ ॥
একি হাসির বাঁশির তান, একি চোখের জলের গান—
পাই নে দিশে কে জানি সে দিল আমায় ডাক ॥

আমায় নিরুদ্দেশের পানে কেমন করে টানে এমন করুণ গানে।
ওই পথের পারের আলো আমার লাগল চোখে ভালো,
গগনপারে দেখি তারে সুদূর নির্বাক্‌॥

৫১

ও আষাঢ়ের পূর্ণিমা আমার, আজি রইলে আড়ালে—
স্বপনের আবরণে লুকিয়ে দাঁড়ালে॥
আপনারই মনে জানি না একেলা হৃদয়-আঙিনায় করিছ কী খেলা—
তুমি আপনায় খুঁজিয়া ফেরো কি তুমি আপনায় হারালে॥
একি মনে রাখা একি ভুলে যাওয়া।
একি স্রোতে ভাসা, একি কূলে যাওয়া।
কভুবা নয়নে কভুবা পরানে কর লুকোচুরি কেন যে কে জানে।
কভুবা ছায়ায় কভুবা আলোয় কোন্‌ দোলায় যে নাড়ালে॥

৫২

শ্যামল ছায়া, নাইবা গেলে
শেষ বরষার ধারা ঢেলে।
সময় যদি ফুরিয়ে থাকে— হেসে বিদায় করো তাকে,
এবার নাহয় কাটুক বেলা অসময়ের খেলা খেলে।
মলিন, তোমার মিলাবে লাজ—
শরৎ এসে পরাবে সাজ।
নবীন রবি উঠবে হাসি, বাজাবে মেঘ সোনার বাঁশি—
কালোয় আলোয় যুগলরূপে শূন্যে দেবে মিলন মেলে॥

৫৩

আহ্বান আসিল মহোৎসবে
অম্বরে গম্ভীর ভেরিরবে॥
পূর্ববায়ু চলে ডেকে শ্যামলের অভিষেকে—
অরণ্যে অরণ্যে নৃত্য হবে॥

নির্ঝরকল্লোল-কলকলে
ধরণীর আনন্দ উচ্ছলে।
শ্রাবণের বীণাপাণি মিলালো বর্ষণবাণী
কদম্বের পল্লবে পল্লবে ॥

৫৪

কোন্ পুরাতন প্রাণের টানে
ছুটেছে মন মাটির পানে ॥
চোখ ডুবে যায় নবীন ঘাসে, ভাবনা ভাসে পুব-বাতাসে—
মল্লারগান প্লাবন জাগায় মনের মধ্যে শ্রাবণ-গানে ॥
লাগল যে দোল বনের মাঝে
অঙ্গে সে মোর দেয় দোলা যে।
যে বাণী ওই ধানের ক্ষেতে আকুল হল অঙ্কুরেতে
আজ এই মেঘের শ্যামল মায়ায়
সেই বাণী মোর সুরে আনে ॥

৫৫

নীল- অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায় সম্বৃত অম্বর হে গম্ভীর!
বনলক্ষ্মীর কম্পিত কায়, চঞ্চল অন্তর—
ঝঙ্কৃত তার ঝিল্লির মঞ্জীর হে গম্ভীর ॥
বর্ষণগীত হল মুখরিত মেঘমন্দ্রিত ছন্দে,
কদম্ববন গভীর মগন আনন্দঘন গন্ধে—
নন্দিত তব উৎসবমন্দির হে গম্ভীর ॥
দহনশয়নে তপ্ত ধরণী পড়েছিল পিপাসার্তা,
পাঠালে তাহারে ইন্দ্রলোকের অমৃতবারির বার্তা।
মাটির কঠিন বাধা হল ক্ষীণ, দিকে দিকে হল দীর্ণ—
নব-অঙ্কুর-জয়পতাকায় ধরাতল সমাকীর্ণ—
ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দীর হে গম্ভীর ॥

৫৬

আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে
দুয়ার কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে,
ঘরের বাঁধন যায় বুঝি আজ টুটে ॥
ধরিত্রী তাঁর অঙ্গনেতে নাচের তালে ওঠেন মেতে,
চঞ্চল তাঁর অঞ্চল যায় লুটে ॥
প্রথম যুগের বচন শুনি মনে
নবশ্যামল প্রাণের নিকেতনে।
পুব-হাওয়া ধায় আকাশতলে, তার সাথে মোর ভাবনা চলে
কালহারা কোন্ কালের পানে ছুটে ॥

৫৭

পথিক মেঘের দল জোটে ওই শ্রাবণগগন-অঙ্গনে।
শোন্ শোন্ রে, মন রে আমার, উধাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গ নে ॥
দিক্-হারানো দুঃসাহসে সকল বাঁধন পড়ুক খসে,
কিসের বাধা ঘরের কোণের শাসনসীমা-লঙ্ঘনে ॥
বেদনা তোর বিজুলশিখা জ্বলুক অন্তরে।
সর্বনাশের করিস সাধন বজ্রমন্তরে।
অজানাতে করবি গাহন, ঝড় সে পথের হবে বাহন—
শেষ করে দিস আপনারে তুই প্রলয় রাতের ক্রন্দনে ॥

৫৮

বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা, আষাঢ় তোমার মালা।
তোমার শ্যামল শোভার বুকে বিদ্যুতেরই জ্বালা ॥
তোমার মন্ত্রবলে পাষাণ গলে, ফসল ফলে—
মরু বহে আনে তোমার পায়ে ফুলের ডালা ॥
মরোমরো পাতায় পাতায় ঝরোঝরো বারির রবে
গুরুগুরু মেঘের মাদল বাজে তোমার কী উৎসবে।

সবুজ স্থধার ধারায় প্রাণ এনে দাও তপ্ত ধরায়,
বামে রাখ ভয়ঙ্করী বন্যা মরণ-ঢালা ॥

৫৯

ওরে ঝড় নেমে আয়, আয় রে আমার শুকনো পাতার ডালে
এই বরষায় নবশ্যামের আগমনের কালে ॥
যা উদাসীন, যা প্রাণহীন, যা আনন্দহারা,
চরম রাতের অশ্রুধারায় আজ হয়ে যাক সারা—
যাবার যাহা যাক সে চলে রুদ্র নাচের তালে ॥
আসন আমায় পাততে হবে রিক্ত প্রাণের ঘরে,
নবীন বসন পরতে হবে সিক্ত বুকের 'পরে।
নদীর জলে বান ডেকেছে, কূল গেল তার ভেসে,
যূথীবনের গন্ধবাণী ছুটল নিরুদ্দেশে—
পরান আমার জাগল বুঝি মরণ-অন্তরালে ॥

৬০

এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে।
সেই আগুনের কালোরূপ যে আমার চোখের 'পরে নাচে ॥
ও তার শিখার জটা ছড়িয়ে পড়ে দিক হতে ওই দিগন্তরে,
তার কালো আভার কাঁপন দেখো তালবনের ওই গাছে গাছে ॥
বাদল-হাওয়া পাগল হল সেই আগুনের হুহুংকারে।
দুন্দুভি তার বাজিয়ে বেড়ায় মাঠ হতে কোন্ মাঠের পারে।
ওরে, সেই আগুনের পুলক ফুটে কদম্ববন রঙিয়ে উঠে,
সেই আগুনের বেগ লাগে আজ আমার গানের পাখার পাছে ॥

৬১

মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে বকের পাঁতি।
ওরা ঘর-ছাড়া মোর মনের কথা যায় বুঝি ওই গাঁথি গাঁথি ॥

সুদূরের বীণার স্বরে কে ওদের হৃদয় হরে
দুরাশার দুঃসাহসে উদাস করে—
সে কোন্ উধাও হাওয়ার পাগলামিতে পাখা ওদের ওঠে মাতি ॥
ওদের ঘুম ছুটেছে, ভয় টুটেছে একেবারে,
অলক্ষ্যেতে লক্ষ ওদের— পিছন-পানে তাকায় না রে।
যে বাসা ছিল জানা সে ওদের দিল হানা,
না-জানার পথে ওদের নাই রে মানা—
ওরা দিনের শেষে দেখেছে কোন্ মনোহরণ আঁধার রাতি ॥

৬২

উতল-ধারা বাদল ঝরে। সকল বেলা একা ঘরে ॥
সজল হাওয়া বহে বেগে, পাগল নদী ওঠে জেগে,
আকাশ ঘেরে কাজল মেঘে, তমালবনে আঁধার করে ॥
ওগো বঁধু দিনের শেষে এলে তুমি কেমন বেশে—
আঁচল দিয়ে শুকাব জল, মুছাব পা আকুল কেশে।
নিবিড় হবে তিমির-রাতি, জ্বেলে দেব প্রেমের বাতি,
পরানখানি দেব পাতি— চরণ রেখো তাহার 'পরে।
ভুলে গিয়ে জীবন মরণ লব তোমায় ক'রে বরণ—
করিব জয় শরম-ত্রাসে, দাঁড়াব আজ তোমার পাশে—
বাঁধন বাধা যাবে জ্ব'লে, সুখ দুঃখ দেব দ'লে,
ঝড়ের রাতে তোমার সাথে বাহির হব অভয়ভরে ॥
উতল-ধারা বাদল ঝরে, দুয়ার খুলে এলে ঘরে।
চোখে আমার ঝলক লাগে, সকল মনে পুলক জাগে,
চাহিতে চাই মুখের বাগে— নয়ন মেলে কাঁপি ডরে ॥

৬৩

ওই-যে ঝড়ের মেঘের কোলে
বৃষ্টি আসে মুক্তকেশে আঁচলখানি দোলে ॥

ওরই গানের তালে তালে আমে জামে শিরীষ শালে
নাচন লাগে পাতায় পাতায় আকুল কল্লোলে ॥
আমার দুই আঁখি ওই সুরে
যায় হারিয়ে সজল ধারায় ওই ছায়াময় দূরে।
ভিজে হাওয়ায় থেকে থেকে কোন্ সাথি মোর যায় যে ডেকে,
একলা দিনের বুকের ভিতর ব্যথার তুফান তোলে ॥

৬৪

কখন বাদল-ছোঁওয়া লেগে
মাঠে মাঠে ঢাকে মাটি সবুজ মেঘে মেঘে ॥
ওই ঘাসের ঘনঘোরে
ধরণীতল হল শীতল চিকন আভায় ভ'রে—
ওরা হঠাৎ-গাওয়া গানের মতো এল প্রাণের বেগে ॥
ওরা যে এই প্রাণের রণে মরুজয়ের সেনা,
ওদের সাথে আমার প্রাণের প্রথম যুগের চেনা—
তাই এমন গভীর স্বরে
আমার আঁখি নিল ডাকি ওদের খেলাঘরে—
ওদের দোল দেখে আজ প্রাণে আমার দোলা ওঠে জেগে ॥

৬৫

আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে আমার মনে।
আমার ভাবনা যত উতল হল অকারণে ॥
কেমন ক'রে যায় যে ডেকে, বাহির করে ঘরের থেকে,
ছায়াতে চোখ ফেলে ছেয়ে ক্ষণে ক্ষণে ॥
বাঁধনহারা জলধারার কলরোলে
আমারে কোন্ পথের বাণী যায় যে ব'লে।
সে পথ গেছে নিরুদ্দেশে মানসলোকে গানের শেষে
চিরদিনের বিরহিণীর কুঞ্জবনে ॥

৬৬

আজ আকাশের মনের কথা ঝরো ঝরো বাজে
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে ॥
দিঘির কালো জলের 'পরে মেঘের ছায়া ঘনিয়ে ধরে,
বাতাস বহে যুগান্তরের প্রাচীন বেদনা যে
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে ॥
আঁধার বাতায়নে
একলা আমার কানাকানি ওই আকাশের সনে।
ম্লানস্মৃতির বাণী যত পল্লবমর্মরের মতো
সজল সুরে ওঠে জেগে ঝিল্লিমুখর সাঁঝে
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে ॥

৬৭

এই সকাল বেলার বাদল-আঁধারে
আজি বনের বীণায় কী সুর বাঁধা রে ॥
ঝরো ঝরো বৃষ্টিকলরোলে তালের পাতা মুখর ক'রে তোলে রে,
উতল হাওয়া বেণুশাখায় লাগায় ধাঁদা রে ॥
ছায়ার তলে তলে জলের ধারা ওই
হেরো দলে দলে নাচে তাথৈ থৈ— তাথৈ থৈ।
মন যে আমার পথ-হারানো সুরে সকল আকাশ বেড়ায় ঘুরে ঘুরে রে,
শোনে যেন কোন্ ব্যাকুলের করুণ কাঁদা রে ॥

৬৮

পুব-সাগরের পার হতে কোন্ এল পরবাসী—
শূন্যে বাজায় ঘন ঘন হাওয়ায় হাওয়ায় সন সন
সাপ খেলাবার বাঁশি ॥
সহসা তাই কোথা হতে কুলু কুলু কলস্রোতে
দিকে দিকে জলের ধারা ছুটেছে উল্লাসী ॥

আজ দিগন্তে ঘন ঘন গভীর গুরু গুরু ডমরুরব হয়েছে ওই শুরু।
তাই শুনে আজ গগনতলে পলে পলে দলে দলে
অগ্নিবরন নাগ নাগিনী ছুটেছে উদাসী॥

৬৯

আজি বর্ষারাতের শেষে
সজল মেঘের কোমল কালোয় অরুণ আলো মেশে॥
বেণুবনের মাথায় মাথায় রঙ লেগেছে পাতায় পাতায়,
রঙের ধারায় হৃদয় হারায়, কোথা যে যায় ভেসে॥
এই ঘাসের ঝিলিমিলি,
তার সাথে মোর প্রাণের কাঁপন এক তালে যায় মিলি।
মাটির প্রেমে আলোর রাগে রক্তে আমার পুলক লাগে—
বনের সাথে মন যে মাতে, ওঠে আকুল হেসে॥

৭০

শ্রাবণমেঘের আধেক দুয়ার ওই খোলা,
আড়াল থেকে দেয় দেখা কোন্ পথ-ভোলা॥
ওই-যে পুরব-গগন জুড়ে উত্তরী তার যায় রে উড়ে,
সজল হাওয়ার হিন্দোলাতে দেয় দোলা॥
লুকাবে কি প্রকাশ পাবে কেই জানে—
আকাশে কি ধরায় বাসা কোন্‌খানে।
নানা বেশে ক্ষণে ক্ষণে ওই তো আমার লাগায় মনে
পরশখানি নানা-সুরের-ঢেউ-তোলা॥

৭১

বহু যুগের ও পার হতে আষাঢ় এল আমার মনে,
কোন্ সে কবির ছন্দ বাজে ঝরো ঝরো বরিষনে॥
যে মিলনের মালাগুলি ধুলায় মিশে হল ধূলি
গন্ধ তারি ভেসে আসে আজি সজল সমীরণে॥

সে দিন এমনি মেঘের ঘটা রেবানদীর তীরে,
এমনি বারি ঝরেছিল শ্যামলশৈলশিরে।
মালবিকা অনিমিখে চেয়ে ছিল পথের দিকে,
সেই চাহনি এল ভেসে কালো মেঘের ছায়ার সনে॥

৭২

বাদল-বাউল বাজায় রে একতারা—
সারা বেলা ধ'রে ঝরোঝরো ঝরো ধারা॥
জামের বনে ধানের ক্ষেতে আপন তানে আপনি মেতে
নেচে নেচে হল সারা॥
ঘন জটার ঘটা ঘনায় আঁধার আকাশ-মাঝে,
পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর নূপুর মধুর বাজে।
ঘর-ছাড়ানো আকুল সুরে উদাস হয়ে বেড়ায় ঘুরে
পুবে হাওয়া গৃহহারা॥

৭৩

একি গভীর বাণী এল ঘন মেঘের আড়াল ধ'রে
সকল আকাশ আকুল ক'রে॥
সেই বাণীর পরশ লাগে, নবীন প্রাণের বাণী জাগে,
হঠাৎ দিকে দিগন্তরে ধরার হৃদয় ওঠে ভরে।
সে কে বাঁশি বাজিয়েছিল কবে প্রথম সুরে তালে,
প্রাণেরে ডাক দিয়েছিল সুদূর আঁধার আদিকালে।
তার বাঁশির ধ্বনিখানি আজ আষাঢ় দিল আনি,
সেই অগোচরের তরে আমার হৃদয় নিল হ'রে॥

৭৪

আজি হৃদয় আমার যায় যে ভেসে
যার পায় নি দেখা তার উদ্দেশে॥
বাঁধন ভোলে, হাওয়ায় দোলে, যায় সে বাদল-মেঘের কোলে রে
কোন্-সে অসম্ভবের দেশে॥

সেথায় বিজন সাগরকূলে
শ্রাবণ ঘনায় শৈলমূলে।
রাজার পুরে তমালগাছে নূপুর শুনে ময়ূর নাচে রে
সুদূর তেপান্তরের শেষে ॥

৭৫

ভোর হল যেই শ্রাবণশর্বরী
তোমার বেড়ায় উঠল ফুটে হেনার মঞ্জরী ॥
গন্ধ তারি রহি রহি বাদল-বাতাস আনে বহি,
আমার মনের কোণে কোণে বেড়ায় সঞ্চরি ॥
বেড়া দিলে কবে তুমি তোমার ফুলবাগানে—
আড়াল ক'রে রেখেছিলে আমার বনের পানে।
কখন গোপন অন্ধকারে বর্ষারাতের অশ্রুধারে
তোমার আড়াল মধুর হয়ে ডাকে মর্মরি ॥

৭৬

বৃষ্টিশেষের হাওয়া কিসের খোঁজে বইছে ধীরে ধীরে।
গুঞ্জরিয়া কেন বেড়ায় ও যে বুকের শিরে শিরে ॥
অলখ তারে বাঁধা অচিন বীণা ধরার বক্ষে রহে নিত্য লীনা— এই হাওয়া
কত যুগের কত মনের কথা বাজায় ফিরে ফিরে ॥
ঋতুর পরে ঋতু ফিরে আসে বসুন্ধরার কূলে
চিহ্ন পড়ে বনের ঘাসে ঘাসে ফুলের পরে ফুলে।
গানের পরে গানে তারি সাথে কত সুরের কত যে হার গাঁথে— এই হাওয়া
ধরার কণ্ঠ বাণীর বরণমালায় সাজায় ঘিরে ঘিরে ॥

৭৭

বাদল-ধারা হল সারা, বাজে বিদায়-সুর।
গানের পালা শেষ ক'রে দে রে, যাবি অনেক দূর ॥
ছাড়ল খেয়া ও পার হতে ভাদ্রদিনের ভরা স্রোতে রে,
দুলছে তরী নদীর পথে তরঙ্গবন্ধুর ॥

কদমকেশর ঢেকেছে আজ বনতলের ধূলি,
মৌমাছিরা কেয়াবনের পথ গিয়েছে ভুলি।
অরণ্যে আজ স্তব্ধ হাওয়া, আকাশ আজি শিশির-ছাওয়া রে
আলোতে আজ স্মৃতির আভাস বৃষ্টির বিন্দুর ॥

৭৮

ঝরে ঝরো ঝরো ভাদরবাদর, বিরহকাতর শর্বরী।
ফিরিছে এ কোন্ অসীম রোদন কানন কানন মর্মরি ॥
আমার প্রাণের রাগিণী আজি এ গগনে গগনে উঠিছে বাজিয়ে।
মোর হৃদয় একি রে ব্যাপিল তিমিরে সমীরে সমীরে সঞ্চরি ॥

৭৯

এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে, এসো করো স্নান নবধারাজলে ॥
দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ, পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ—
কাজলনয়নে, যূথীমালা গলে, এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে ॥
আজি ক্ষণে ক্ষণে হাসিখানি, সখী, অধরে নয়নে উঠুক চমকি।
মল্লারগানে তব মধুস্বরে দিক্ বাণী আনি বনমর্মরে।
ঘনবরিষনে জলকলকলে এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে ॥

৮০

কোথা যে উধাও হল মোর প্রাণ উদাসী
আজি ভরা বাদরে ॥
ঘন ঘন গুরু গুরু গরজিছে,
ঝরো ঝরো নামে দিকে দিগন্তে জলধারা—
মন ছুটে শূন্যে শূন্যে অনন্তে অশান্ত বাতাসে ॥

৮১

আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কী এনেছিস্ বল্—
হাসির কানায় কানায় ভরা নয়নের জল ॥

বাদল-হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে যূথীবনের বেদন আসে—
ফুল-ফোটানোর খেলায় কেন ফুল-ঝরানোর ছল।
ও তুই কী এনেছিস বল্॥
ওগো, কী আবেশ হেরি চাঁদের চোখে,
ফেরে সে কোন্ স্বপন-লোকে।
মন বসে রয় পথের ধারে, জানে না সে পাবে কারে—
আসা-যাওয়ার আভাস ভাসে বাতাসে চঞ্চল।
ও তুই কী এনেছিস বল্॥

৮২

পুব-হাওয়াতে দেয় দোলা আজ মরি মরি।
হৃদয়নদীর কূলে কূলে জাগে লহরী॥
পথ চেয়ে তাই একলা ঘাটে বিনা কাজে সময় কাটে,
পাল তুলে ওই আসে তোমার সুরেরই তরী॥
ব্যথা আমার কূল মানে না, বাধা মানে না।
পরান আমার ঘুম জানে না, জাগা জানে না।
মিলবে যে আজ অকূল-পানে তোমার গানে আমার গানে,
ভেসে যাবে রসের বানে আজ বিভাবরী॥

৮৩

অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে।
আজি শ্যামল মেঘের মাঝে বাজে কার কামনা॥
চলিছে ছুটিয়া অশান্ত বায়,
ক্রন্দন কার তার গানে ধ্বনিছে—
করে কে সে বিরহী বিফল সাধনা॥

৮৪

ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে
বাদলবাতাস মাতে মালতীর গন্ধে॥

উৎসবসভা-মাঝে শ্রাবণের বীণা বাজে,
শিহরে শ্যামল মাটি প্রাণের আনন্দে ॥
দুই কূল আকুলিয়া অধীর বিভঙ্গে
নাচন উঠিল জেগে নদীর তরঙ্গে।
কাঁপিছে বনের হিয়া বরষনে মুখরিয়া,
বিজলি ঝলিয়া ওঠে নবঘনমন্দ্রে ॥

৮৫

বন্ধু, রহো রহো সাথে
আজি এ সঘন শ্রাবণপ্রাতে।
ছিলে কি মোর স্বপনে সাথিহারা রাতে ॥
বন্ধু, বেলা বৃথা যায় রে
আজি এ বাদলে আকুল হাওয়ায় রে—
কথা কও মোর হৃদয়ে, হাত রাখো হাতে ॥

৮৬

একলা বসে বাদল-শেষে শুনি কত কী—
'এবার আমার গেল বেলা' বলে কেতকী ॥
বৃষ্টি-সারা মেঘ যে তারে ডেকে গেল আকাশপারে,
তাই তো সে যে উদাস হল— নইলে যেত কি ॥
ছিল সে যে একটি ধারে বনের কিনারায়,
উঠত কেঁপে তড়িৎ-আলোর চকিত ইশারায়।
শ্রাবণঘন-অন্ধকারে গন্ধ যেত অভিসারে—
সন্ধ্যাতারা আড়াল থেকে খবর পেত কি ॥

৮৭

শ্যামল শোভন শ্রাবণ, তুমি নাই বা গেলে
সজল বিলোল আঁচল মেলে ॥
পুব হাওয়া কয়, 'ওর যে সময় গেল চলে।'

শরৎ বলে, 'ভয় কী সময় গেল ব'লে,
বিনা কাজে আকাশ-মাঝে কাটবে বেলা অসময়ের খেলা খেলে।'
কালো মেঘের আর কি আছে দিন।
ও যে হল সাথিহীন।
পুব-হাওয়া কয়, 'কালোর এবার যাওয়াই ভালো।'
শরৎ বলে, 'মিলবে যুগল কালোয় আলো,
সাজবে বাদল সোনার সাজে আকাশ-মাঝে কালিমা ওর ঘুচিয়ে ফেলে।'

৮৮

নমো, নমো, নমো করুণাঘন, নমো হে।
নয়ন স্নিগ্ধ অমৃতাঞ্জনপরশে,
জীবন পূর্ণ সুধারসবরষে,
তব দর্শনধনসার্থক মন হে, অকৃপণবর্ষণ করুণাঘন হে॥

৮৯

তপের তাপের বাঁধন কাটুক রসের বর্ষণে।
হৃদয় আমার, শ্যামল-বঁধুর করুণ স্পর্শ নে॥
অঝোর-ঝরন শ্রাবণজলে তিমিরমেদুর বনাঞ্চলে
ফুটুক সোনার কদম্বফুল নিবিড় হর্ষণে॥
ভরুক গগন, ভরুক কানন, ভরুক নিখিল ধরা,
দেখুক ভুবন মিলনস্বপন মধুর-বেদনা-ভরা।
পরান-ভরানো ঘনছায়াজাল বাহির-আকাশ করুক আড়াল—
নয়ন ভুলুক, বিজুলি ঝলুক পরম দর্শনে॥

৯০

ওই কি এলে আকাশপারে দিক-ললনার প্রিয়—
চিত্তে আমার লাগল তোমার ছায়ার উত্তরীয়॥
মেঘের মাঝে মৃদঙ্গ তোমার বাজিয়ে দিলে কি ও,
ওই তালেতে মাতিয়ে আমায় নাচিয়ে দিয়ো দিয়ো॥

৯১

গগনে গগনে আপনার মনে কী খেলা তব।
তুমি কত বেশে নিমেষে নিমেষে নিতুই নব ॥
জটার গভীরে লুকালে রবিরে, ছায়াপটে আঁকো এ কোন্ ছবি রে।
মেঘমল্লারে কী বল আমারে কেমনে কব ॥
বৈশাখী ঝড়ে সে দিনের সেই অট্টহাসি
গুরুগুরু সুরে কোন্ দূরে দূরে যায় যে ভাসি।
সে সোনার আলো শ্যামলে মিশালো— শ্বেত উত্তরী আজ কেন কালো।
লুকালে ছায়ায় মেঘের মায়ায় কী বৈভব ॥

৯২

শ্রাবণ, তুমি বাতাসে কার আভাস পেলে—
পথে তারি সকল বারি দিলে ঢেলে।
কেয়া কাঁদে, 'যা য় যা য় যায়।'
কদম ঝরে, 'হা য় হা য় হায়।'
পুব-হাওয়া কয়, 'ওর তো সময় নাই বাকি আর।'
শরৎ বলে, 'যাক-না সময়, ভয় কিবা তার—
কাটবে বেলা আকাশ-মাঝে বিনা কাজে অসময়ের খেলা খেলে।'
কালো মেঘের আর কি আছে দিন, ও যে হল সাথিহীন।
পুব-হাওয়া কয়, 'কালোর এবার যাওয়াই ভালো।'
শরৎ বলে, 'মিলিয়ে দেব কালোয় আলো—
সাজবে বাদল আকাশ-মাঝে সোনার সাজে কালিমা ওর মুছে ফেলে।'

৯৩

কেন পান্থ, এ চঞ্চলতা।
কোন্ শূন্য হতে এল কার বারতা ॥
নয়ন কিসের প্রতীক্ষা-রত বিদায়বিষাদে উদাসমত—
ঘনকুন্তলভার ললাটে নত, ক্লান্ত তড়িতবধূ তন্দ্রাগতা ॥

কেশরকীর্ণ কদম্ববনে মর্মরমুখরিত মৃদুপবনে
বর্ষণহর্ষ-ভরা ধরণীর বিরহবিশঙ্কিত করুণ কথা।
ধৈর্য মানো ওগো, ধৈর্য মানো! বরমাল্য গলে তব হয় নি ম্লান'
আজও হয় নি ম্লান'—
ফুলগন্ধনিবেদনবেদনসুন্দর মালতী তব চরণে প্রণতা॥

৯৪

আজি শ্রাবনঘনগহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মতো, নীরব ওহে, সবার দিঠি এড়ায়ে এলে॥
প্রভাত আজি মুদেছে আঁখি, বাতাস বৃথা যেতেছে ডাকি,
নিলাজ নীল আকাশ ঢাকি নিবিড় মেঘ কে দিল মেলে॥
কূজনহীন কাননভূমি, দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে—
একেলা কোন্ পথিক তুমি পথিকহীন পথের 'পরে।
হে একা সখা, হে প্রিয়তম, রয়েছে খোলা এ ঘর মম—
সমুখ দিয়ে স্বপনসম যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে॥

৯৫

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরানসখা বন্ধু হে আমার॥
আকাশ কাঁদে হতাশসম, নাই যে ঘুম নয়নে মম—
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম, চাই যে বারে বার॥
বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই,
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই।
সুদূর কোন্ নদীর পারে গহন কোন্ বনের ধারে
গভীর কোন্ অন্ধকারে হতেছ তুমি পার॥

৯৬

চলে ছলোছলো নদীধারা নিবিড় ছায়ায় কিনারায় কিনারায়।
ওকে মেঘের ডাকে ডাকল সুদূরে, 'আ য় আ য় আয়।'
কূলে প্রফুল্ল বকুলবন ওরে করিছে আবাহন—

কোথা দূরে বেণুবন গায়, 'আয় আয় আয়॥'
তীরে তীরে, সখী, ওই-যে উঠে নবীন ধান্য পুলকি।
কাশের বনে বনে দুলিছে ক্ষণে ক্ষণে—
গাহিছে সজল বায়, 'আয় আয় আয়।'

৯৭

আমারে যদি জাগালে আজি নাথ,
ফিরো না তবে ফিরো না, করো করুণ আঁখিপাত॥
নিবিড় বনশাখার 'পরে আষাঢ়মেঘে বৃষ্টি ঝরে,
বাদল-ভরা আলস-ভরে ঘুমায়ে আছে রাত॥
বিরামহীন বিজুলিঘাতে নিদ্রাহারা প্রাণ
বরষাজলধারার সাথে গাহিতে চাহে গান।
হৃদয় মোর চোখের জলে বাহির হল তিমিরতলে,
আকাশ খোঁজে ব্যাকুল বলে বাড়ায়ে দুই হাত॥

৯৮

আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে,
আসে বৃষ্টির সুবাস বাতাস বেয়ে॥
এই পুরাতন হৃদয় আমার আজি পুলকে দুলিয়া উঠিছে আবার বাজি
নূতন মেঘের ঘনিমার পানে চেয়ে॥
রহিয়া রহিয়া বিপুল মাঠের 'পরে নব তৃণদলে বাদলের ছায়া পড়ে।
'এসেছে এসেছে', এই কথা বলে প্রাণ, 'এসেছে এসেছে' উঠিতেছে এই গান—
নয়নে এসেছে, হৃদয়ে এসেছে ধেয়ে॥

৯৯

এসো হে এসো সজল ঘন বাদলবরিষনে—
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে এসো হে এ জীবনে॥
এসো হে গিরিশিখর চুমি ছায়ায় ঘিরি কাননভূমি,
গগন ছেয়ে এসো হে তুমি গভীর গরজনে॥

ব্যথিয়া উঠে নীপের বন পুলক-ভরা ফুলে,
উছলি উঠে কলরোদন নদীর কূলে কূলে।
এসো হে এসো হৃদয়-ভরা, এসো হে এসো পিপাসাহরা,
এসো হে আঁখি-শীতল-করা, ঘনায়ে এসো মনে ॥

১০০

চিত্ত আমার হারালো আজ মেঘের মাঝখানে—
কোথায় ছুটে চলেছে সে কোথায় কে জানে ॥
বিজুলি তার বীণার তারে আঘাত করে বারে বারে,
বুকের মাঝে বজ্র বাজে কী মহাতানে ॥
পুঞ্জ পুঞ্জ ভারে ভারে নিবিড় নীল অন্ধকারে
জড়ালো রে অঙ্গ আমার, ছড়ালো প্রাণে।
পাগল হাওয়া নৃত্যে মাতি হল আমার সাথের সাথি—
অট্ট হাসে ধায় কোথা সে, বারণ না মানে ॥

১০১

আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে,
মেঘ-আঁচলে নিলে ঘিরে ॥
সূর্য হারায়, হারায় তারা আঁধারে পথ হয়-যে হারা,
ঢেউ দিয়েছে নদীর নীরে ॥
সকল আকাশ, সকল ধরা বর্ষণেরই-বাণী-ভরা।
ঝরো ঝরো ধারায় মাতি বাজে আমার আঁধার রাতি,
বাজে আমার শিরে শিরে ॥

১০২

ধরণী, দূরে চেয়ে কেন আজ আছিস জেগে
যেন কার উত্তরীয়ের পরশের হরষ লেগে ॥
আজি কার মিলনগীতি ধ্বনিছে কাননবীথি,
মুখে চায় কোন্ অতিথি আকাশের নবীন মেঘে ॥

ঘিরেছিস মাথায় বসন কদমের কুসুমডোরে,
সেজেছিস নয়নপাতে নীলিমার কাজল প'রে।
তোমার ওই বক্ষতলে নবশ্যাম দূর্বাদলে
আলোকের ঝলক ঝলে পরানের পুলকবেগে ॥

১০৩

হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু,
ঘন মেঘের ভুরু কুটিল কুঞ্চিত,
হল রোমাঞ্চিত বন বনান্তর—
দুলিল চঞ্চল বক্ষোহিন্দোলে মিলনস্বপ্নে সে কোন্ অতিথি রে।
সঘনবর্ষণশব্দমুখরিত বজ্রসচকিত ত্রস্ত শর্বরী,
মালতীবল্লরী কাঁপায় পল্লব করুণ কল্লোলে—
কানন শঙ্কিত ঝিল্লিঝঙ্কৃত ॥

১০৪

মধু -গন্ধে ভরা মৃদু -স্নিগ্ধছায়া নীপ -কুঞ্জতলে
শ্যাম -কান্তিময়ী কোন্ স্বপ্নমায়া ফিরে বৃষ্টিজলে ॥
ফিরে রক্ত-অলক্তক-ধৌত পায়ে ধারা -সিক্ত বায়ে,
মেঘ -মুক্ত সহাস্য শশাঙ্ককলা সিঁথি -প্রান্তে জ্বলে ॥
পিয়ে উচ্ছল তরল প্রলয়মদিরা উন্ -মুখর তরঙ্গিণী ধায় অধীরা,
কার নির্ভীক মূর্তি তরঙ্গদোলে কল -মন্দ্ররোলে।
এই তারাহারা নিঃসীম অন্ধকারে কার তরণী চলে ॥

১০৫

আমি তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে
যখন বৃষ্টি নামল তিমিরনিবিড় রাতে।
দিকে দিকে সঘন গগন মত্ত প্রলাপে প্লাবন-ঢালা শ্রাবণধারাপাতে
সে দিন তিমিরনিবিড় রাতে ॥

আমার স্বপ্নস্বরূপ বাহির হয়ে এল, সে যে সঙ্গ পেল
আমার সুদূর পারের স্বপ্নদোসর-সাথে
সে দিন তিমিরনিবিড় রাতে ॥
আমার দেহের সীমা গেল পারায়ে— ক্ষুব্ধ বনের মন্দ্ররবে গেল হারায়ে।
মিলে গেল কুঞ্জবীথির সিক্ত যূথীর গন্ধে মত্তহাওয়ার ছন্দে,
মেঘে মেঘে তড়িৎশিখার ভুজঙ্গপ্রয়াতে সে দিন তিমিরনিবিড় রাতে ॥

১০৬

আমি শ্রাবণ-আকাশে ওই দিয়েছি পাতি
মম জল-ছলো-ছলো আঁখি মেঘে মেঘে।
বিরহদিগন্ত পারায়ে সারা রাতি অনিমেষে আছে জেগে ॥
যে গিয়েছে দেখার বাহিরে আছে তারি উদ্দেশে চাহি রে,
স্বপ্নে উড়িছে তারি কেশরাশি পুরবপবনবেগে ॥
শ্যামল তমালবনে
যে পথে সে চলে গিয়েছিল বিদায়গোধূলি-খনে
বেদনা জড়ায়ে আছে তারি ঘাসে, কাঁপে নিশ্বাসে—
সেই বারে বারে ফিরে ফিরে চাওয়া ছায়ায় রয়েছে লেগে ॥

১০৭

ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে— আয় গো আয়
কাঁচা রোদখানি পড়েছে বনের ভিজে পাতায় ॥
ঝিকি ঝিকি করি কাঁপিতেছে বট—
ওগো ঘাটে আয়, নিয়ে আয় ঘট—
পথের দু ধারে শাখে শাখে আজি পাখিরা গায় ॥
তপন-আতপে আতপ্ত হয়ে উঠেছে বেলা,
খঞ্জন-দুটি আলস্যভরে ছেড়েছে খেলা।
কলস পাকড়ি আঁকড়িয়া বুকে
ভরা জলে তোরা ভেসে যাবি সুখে

তিমিরনিবিড় ঘনঘোরে ঘুমে স্বপনপ্রায়— আয় গো আয়॥
মেঘ ছুটে গেল, নাই গো বাদল— আয় গো আয়।
আজিকে সকালে শিথিল কোমল বহিছে বায়— আয় গো আয়।
এ ঘাট হইতে ও ঘাটে তাহার
কথা বলাবলি নাহি চলে আর,
একাকার হল তীরে আর নীরে তাল-তলায়— আয় গো আয়॥

১০৮

নীল নবঘনে আষাঢ়গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে॥
বাদলের ধারা ঝরে ঝরো-ঝরো, আউষের ক্ষেত জলে ভরো-ভরো,
কালিমাখা মেঘে ও পারে আঁধার ঘনিয়েছে দেখ্‌ চাহি রে॥

ওই শোনো শোনো পারে যাবে ব'লে কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে আজি রে।
পুবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ, দু কূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ—
দরো-দরো বেগে জলে পড়ি জল ছলো-ছল উঠে বাজি রে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে আজি রে॥

ওই ডাকে শোনো ধেনু ঘন ঘন, ধবলীরে আনো গোহালে
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু পোহালে।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ্‌ দেখি, মাঠে গেছে যারা তারা ফিরিছে কি,
রাখালবালক কী জানি কোথায় সারা দিন আজি খোয়ালে।
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু পোহালে॥

ওগো, আজ তোরা যাস নে গো তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।
আকাশ আঁধার, বেলা বেশি আর নাহি রে।
ঝরো-ঝরো ধারে ভিজিবে নিচোল, ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল—
ওই বেণুবন দোলে ঘন ঘন পথপাশে দেখ্‌ চাহি রে॥

১০৯

থামাও রিমিকি-ঝিমিকি বরিষন, ঝিল্লিঝনক-ঝন-নন, হে শ্রাবণ।
ঘুচাও ঘুচাও স্বপ্নমোহ-অবগুণ্ঠন ঘুচাও॥
এসো হে, এসো হে, দুর্দম বীর এসো হে।
ঝড়ের রথে অগম পথে জড়ের বাধা যত করো উন্মূলন॥
জ্বালো জ্বালো বিদ্যুতশিখা জ্বালো,
দেখাও তিমিরভেদী দীপ্তি তোমার দেখাও।
দিগ্বিজয়ী তব বাণী দেহো আনি, গগনে গগনে সুপ্তিভেদী তব গর্জন জাগাও॥

১১০

আজি পল্লিবালিকা অলকগুচ্ছ সাজালো বকুলফুলের দুলে,
যেন মেঘরাগিণীরচিত কী সুর দুলালো কর্ণমূলে॥
ওরা চলেছে কুঞ্জচ্ছায়াবীথিকায় হাস্যকল্লোল-উচ্ছল গীতিকায়
বেণুমর্মরমুখর পবনে তরঙ্গ তুলে॥
আজি নীপশাখায়-শাখায় দুলিছে পুষ্পদোলা,
আজি কূলে কূলে তরল প্রলাপে যমুনা কলরোলা।
মেঘপুঞ্জ গরজে গুরু গুরু, বনের বক্ষ কাঁপে দুরু দুরু—
স্বপ্নলোকে পথ হারাই মনের ভুলে॥

১১১

ওই মালতীলতা দোলে
পিয়ালতরুর কোলে পুব-হাওয়াতে॥
মোর হৃদয়ে লাগে দোলা, ফিরি আপনভোলা—
মোর ভাবনা কোথায় হারা মেঘের মতন যায় চলে॥
জানি নে কোথায় জাগো ওগো বন্ধু পরবাসী—
কোন্ নিভৃত বাতায়নে।
সেথা নিশীথের জল-ভরা কণ্ঠে
কোন্ বিরহিণীর বাণী তোমারে কী যায় ব'লে॥

১১২

আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু   বাজিল গম্ভীর গরজনে।
অশত্থপল্লবে অশান্ত হিল্লোল   সমীরচঞ্চল দিগঙ্গনে॥
নদীর কল্লোল, বনের মর্মর,   বাদল-উচ্ছল নির্ঝরঝর্ঝর,
ধ্বনি তরঙ্গিল নিবিড় সঙ্গীতে— শ্রাবণসন্ন্যাসী রচিল রাগিণী॥
কদম্বকুঞ্জের সুগন্ধমদিরা   অজস্র লুটিছে দুরন্ত ঝটিকা।
তড়িৎশিখা ছুটে দিগন্ত সন্ধিয়া,   ভয়ার্ত যামিনী উঠিছে ক্রন্দিয়া—
নাচিছে যেন কোন্ প্রমত্ত দানব   মেঘের দুর্গের দুয়ার হানিয়া॥

১১৩

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে।
শত বরনের ভাব-উচ্ছ্বাস   কলাপের মতো করেছে বিকাশ,
আকুল পরান আকাশে চাহিয়া উল্লাসে কারে যাচে রে॥
ওগো,   নির্জনে বকুলশাখায় দোলায় কে আজি দুলিছে, দোদুল দুলিছে॥
ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল,   আঁচল আকাশে হতেছে আকুল,
উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক— কবরী খসিয়া খুলিছে।
ঝরে ঘনধারা নবপল্লবে,   কাঁপিছে কানন ঝিল্লির রবে—
তীর ছাপি নদী কলকল্লোলে এল পল্লির কাছে রে॥

১১৪

আজ   বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে—
চলেছে গরজি, চলেছে নিবিড় সাজে॥
হৃদয়ে তাহার নাচিয়া উঠিছে ভীমা,
ধাইতে ধাইতে লোপ ক'রে চলে সীমা,
কোন্ তাড়নায় মেঘের সহিত মেঘে
বক্ষে বক্ষে মিলিয়া বজ্র বাজে॥
পুঞ্জে পুঞ্জে দূরে সুদূরের পানে
দলে দলে চলে, কেন চলে নাহি জানে।

জানে না কিছুই কোন্ মহাদ্রিতলে
গভীর শ্রাবণে গলিয়া পড়িবে জলে,
নাহি জানে তার ঘনঘোর সমারোহে
কোন্ সে ভীষণ জীবন মরণ রাজে ॥

১১৫

মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ আসিতে তোমার দ্বারে
মরুতীর হতে সুধাশ্যামলিম পারে ॥
পথ হতে আমি গাঁথিয়া এনেছি সিক্ত যূথীর মালা
সকরুণ-নিবেদনের-গন্ধ-ঢালা—
লজ্জা দিয়ো না তারে ॥
সজল মেঘের ছায়া ঘনাইছে বনে বনে,
পথ-হারানোর বাজিছে বেদনা সমীরণে।
দূরে হতে আমি দেখেছি তোমার ওই বাতায়নতলে নিভৃতে প্রদীপ জ্বলে—
আমার এ আঁখি উৎসুক পাখি ঝড়ের অন্ধকারে ॥

১১৬

তৃষ্ণার শান্তি, সুন্দরকান্তি,
তুমি এলে নিখিলের সন্তাপভঞ্জন ॥
আঁকো ধরাবক্ষে দিগ্‌বধূচক্ষে
সুশীতল সুকোমল শ্যামরসরঞ্জন।
এলে বীরছন্দে তব কটিবন্ধে
বিদ্যুত-অসিলতা বেজে ওঠে ঝঞ্জন ॥
তব উত্তরীয়ে ছায়া দিলে ভরিয়ে—
তমালবনশিখরে নবনীল-অঞ্জন।
ঝিল্লির মন্দ্রে মালতীর গন্ধে
মিলাইলে চঞ্চল মধুকরগুঞ্জন।
নৃত্যের ভঙ্গে এলে নব রঙ্গে,
সচকিত পল্লবে নাচে যেন খঞ্জন ॥

১১৭

মম মন-উপবনে চলে অভিসারে আঁধার রাতে বিরহিণী।
রক্তে তারি নূপুর বাজে রিনিরিনি ॥
দুরু দুরু করে হিয়া, মেঘ ওঠে গরজিয়া,
ঝিল্লি ঝনকে ঝিনিঝিনি ॥
মম মন-উপবনে ঝরে বারিধারা, গগনে নাহি শশীতারা।
বিজুলির চমকনে মিলে আলো ক্ষণে ক্ষণে,
ক্ষণে ক্ষণে পথ ভোলে উদাসিনী ॥

১১৮

আজি বরিষনমুখরিত শ্রাবণরাতি,
স্মৃতিবেদনার মালা একেলা গাঁথি ॥
আজি কোন্ ভুলে ভুলি আঁধার ঘরেতে রাখি দুয়ার খুলি,
মনে হয় বুঝি আসিছে সে মোর দুখরজনীর সাথি ॥
আসিছে সে ধারাজলে সুর লাগায়ে,
নীপবনে পুলক জাগায়ে।
যদিও বা নাহি আসে তবু বৃথা আশ্বাসে
ধূলি-'পরে রাখিব রে মিলন-আসনখানি পাতি ॥

১১৯

যায় দিন, শ্রাবণদিন যায়।
আঁধারিল মন মোর আশঙ্কায়,
মিলনের বৃথা প্রত্যাশায় মায়াবিনী এই সন্ধ্যা ছলিছে ॥
আসন্ন নির্জন রাতি, হায়, মম পথ-চাওয়া বাতি
ব্যাকুলিছে শূন্যেরে কোন্ প্রশ্নে ॥
দিকে দিকে কোথাও নাহি সাড়া,
ফিরে খ্যাপা হাওয়া গৃহছাড়া।
নিবিড়-তমিস্র-বিলুপ্ত-আশা ব্যথিতা যামিনী খোঁজে ভাষা—
বৃষ্টিমুখরিত মর্মরছন্দে, সিক্ত মালতীগন্ধে ॥

১২০

আমি কী গান গাব যে ভেবে না পাই—
মেঘলা আকাশে উতলা বাতাসে খুঁজে বেড়াই ॥
বনের গাছে গাছে জেগেছে ভাষা ভাষাহারা নাচে—
মন ওদের কাছে চঞ্চলতার রাগিণী যাচে,
সারাদিন বিরামহীন ফিরি যে তাই ॥
আমার অঙ্গে সুরতরঙ্গে ডেকেছে বান,
রসের প্লাবনে ডুবিয়া যাই।
কী কথা রয়েছে আমার মনের ছায়াতে
স্বপ্নপ্রদোষে— আমি তারে যে চাই ॥

১২১

কিছু বলব ব'লে এসেছিলেম,
রইনু চেয়ে না ব'লে ॥
দেখিলাম খোলা বাতায়নে মালা গাঁথো আপন-মনে,
গাও গুন্-গুন্ গুঞ্জরিয়া যূথীকুঁড়ি নিয়ে কোলে ॥
সারা আকাশ তোমার দিকে
চেয়ে ছিল অনিমিখে।
মেঘ-ছেঁড়া আলো এসে পড়েছিল কালো কেশে,
বাদল-মেঘে মৃদুল হাওয়ায় অলক দোলে ॥

১২২

মন মোর মেঘের সঙ্গী,
উড়ে চলে দিগ্‌দিগন্তের পানে
নিঃসীম শূন্যে শ্রাবণবর্ষণসঙ্গীতে
রিমিঝিম রিমিঝিম রিমিঝিম ॥
মন মোর হংসবলাকার পাখায় যায় উড়ে
ক্বচিৎ ক্বচিৎ চকিত তড়িত-আলোকে।
ঝঞ্জনমঞ্জীর বাজায় ঝঞ্ঝা রুদ্র আনন্দে।

কলো-কলো কলমন্দ্রে নির্ঝরিণী
ডাক দেয় প্রলয়-আহ্বানে ॥
বায়ু বহে পূর্বসমুদ্র হতে
উচ্ছল ছলো-ছলো তটিনীতরঙ্গে।
মন মোর ধায় তারি মত্ত প্রবাহে
তাল-তমাল-অরণ্যে
ক্ষুব্ধ শাখার আন্দোলনে ॥

১২৩

মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো,
দোলে মন দোলে অকারণ হরষে।
হৃদয়গগনে সজল ঘন নবীন মেঘে
রসের ধারা বরষে ॥
তাহারে দেখি না যে দেখি না,
শুধু মনে মনে ক্ষণে ক্ষণে ওই শোনা যায়
বাজে অলখিত তারি চরণে
রুনুরুনু রুনুরুনু নূপুরধ্বনি ॥
গোপন স্বপনে ছাইল
অপরশ আঁচলের নব নীলিমা।
উড়ে যায় বাদলের এই বাতাসে
তার ছায়াময় এলো কেশ আকাশে।
সে যে মন মোর দিল আকুলি
জল-ভেজা কেতকীর দূর সুবাসে ॥

১২৪

আমার প্রিয়ার ছায়া
আকাশে আজ ভাসে, হায় হায়!
বৃষ্টিসজল বিষণ্ণ নিশ্বাসে, হায় ॥

আমার প্রিয়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
সন্ধ্যাতারায় লুকিয়ে দেখে কাকে,
সন্ধ্যাদীপের লুপ্ত আলো স্মরণে তার আসে, হায় ॥
বারি-ঝরা বনের গন্ধ নিয়া
পরশ-হারা বরণমালা গাঁথে আমার প্রিয়া।
আমার প্রিয়া ঘন শ্রাবণধারায়
আকাশ ছেয়ে মনের কথা হারায়।
আমার প্রিয়ার আঁচল দোলে
নিবিড় বনের শ্যামল উচ্ছ্বাসে, হায় ॥

১২৫

ওগো সাঁওতালি ছেলে,
শ্যামল সঘন নববরষার কিশোর দূত কি এলে ॥
ধানের ক্ষেতের পারে শালের ছায়ার ধারে
বাঁশির সুরেতে সুদূর দূরেতে চলেছ হৃদয় মেলে ॥
পুবদিগন্ত দিল তব দেহে নীলিমলেখা,
পীত ধড়াটিতে অরুণরেখা,
কেয়াফুলখানি কবে তুলে আনি
দ্বারে মোর রেখে গেলে ॥
আমার গানের হংসবলাকাপাঁতি
বাদল-দিনের তোমার মনের সাথি।
ঝড়ে চঞ্চল তমালবনের প্রাণে
তোমাতে আমাতে মিলিয়াছি একখানে,
মেঘের ছায়ায় চলিয়াছি ছায়া ফেলে ॥

১২৬

বাদল-দিনের প্রথম কদম ফুল করেছ দান,
আমি দিতে এসেছি শ্রাবণের গান ॥

মেঘের ছায়ায় অন্ধকারে রেখেছি ঢেকে তারে
এই-যে আমার সুরের ক্ষেতের প্রথম সোনার ধান ॥
আজ এনে দিলে, হয়তো দিবে না কাল—
রিক্ত হবে যে তোমার ফুলের ডাল।
এ গান আমার শ্রাবণে শ্রাবণে তব বিস্মৃতিস্রোতের প্লাবনে
ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে তরণী বহি তব সম্মান ॥

১২৭

আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে
যে কথা শুনায়েছি বারে বারে ॥
আমার পরানে আজি যে বাণী উঠিছে বাজি
অবিরাম বর্ষণধারে ॥
কারণ শুধায়ো না, অর্থ নাহি তার,
সুরের সংকেত জাগে পুঞ্জিত বেদনার।
স্বপ্নে যে বাণী মনে মনে ধ্বনিয়া উঠে ক্ষণে ক্ষণে
কানে কানে গুঞ্জরিব তাই
বাদলের অন্ধকারে ॥

১২৮

এসো গো, জ্বেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানি
বিজন ঘরের কোণে, এসো গো।
নামিল শ্রাবণসন্ধ্যা, কালো ছায়া ঘনায় বনে বনে ॥
আনো বিস্ময় মম নিভৃত প্রতীক্ষায় যূথীমালিকার মৃদু গন্ধে—
নীলবসন-অঞ্চল-ছায়া
সুখরজনী-সম মেলুক মনে ॥
হারিয়ে গেছে মোর বাঁশি,
আমি কোন্ সুরে ডাকি তোমারে।
পথে চেয়ে-থাকা মোর দৃষ্টিখানি

শুনিতে পাও কি তাহার বাণী—
কম্পিত বক্ষের পরশ মেলে কি সজল সমীরণে ॥

১২৯

আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদরদিনে
জানি নে, জানি নে কিছুতে কেন যে মন লাগে না ॥
এই চঞ্চল সজল পবন-বেগে উদ্‌ভ্রান্ত মেঘে মন চায়
মন চায় ওই বলাকার পথখানি নিতে চিনে ॥
মেঘমল্লারে সারা দিনমান
বাজে ঝরনার গান।
মন হারাবার আজি বেলা, পথ ভুলিবার খেলা— মন চায়
মন চায় হৃদয় জড়াতে কার চিরঋণে ॥

১৩০

শ্রাবণের গগনের গায় বিদ্যুৎ চমকিয়া যায়।
ক্ষণে ক্ষণে শর্বরী শিহরিয়া উঠে, হায় ॥
তেমনি তোমার বাণী মর্মতলে যায় হানি সঙ্গোপনে,
ধৈরজ যায় যে টুটে, হায় ॥
যেমন বরষাধারায় অরণ্য আপনা হারায় বারে বারে
ঘন রস-আবরণে
তেমনি তোমার স্মৃতি ঢেকে ফেলে মোর গীতি
নিবিড় ধারে আনন্দ-বরিষনে, হায় ॥

১৩১

স্বপ্নে আমার মনে হল কখন ঘা দিলে আমার দ্বারে, হায়।
আমি জাগি নাই জাগি নাই গো,
তুমি মিলালে অন্ধকারে, হায় ॥
অচেতন মনো-মাঝে তখন রিমিঝিমি ধ্বনি বাজে,
কাঁপিল বনের ছায়া ঝিল্লিঝঙ্কারে।
আমি জাগি নাই জাগি নাই গো, নদী বহিল বনের পারে ॥

পথিক এল দুই প্রহরে পথের আহ্বান আনি ঘরে।
শিয়রে নীরব বীণা বেজেছিল কি জানি না—
জাগি নাই জাগি নাই গো,
ঘিরেছিল বনগন্ধ ঘুমের চারি ধারে॥

১৩২

শেষ গানেরই রেশ নিয়ে যাও চলে, শেষ কথা যাও ব'লে॥
সময় পাবে না আর, নামিছে অন্ধকার,
গোধূলিতে আলো-আঁধারে
পথিক যে পথ ভোলে॥
পশ্চিমগগনে ওই দেখা যায় শেষ রবিরেখা,
তমাল-অরণ্যে ওই শুনি শেষ কেকা।
কে আমার অভিসারিকা বুঝি বাহিরিল অজানারে খুঁজি,
শেষবার মোর আঙিনার দ্বার খোলে॥

১৩৩

এসেছিলে তবু আস নাই জানায়ে গেলে
সমুখের পথ দিয়ে পলাতকা ছায়া ফেলে॥
তোমার সে উদাসীনতা সত্য কিনা জানি না সে,
চঞ্চল চরণ গেল ঘাসে ঘাসে বেদনা মেলে॥
তখন পাতায় পাতায় বিন্দু বিন্দু ঝরে জল,
শ্যামল বনান্তভূমি করে ছলোছল্।
তুমি চলে গেছ ধীরে ধীরে সিক্ত সমীরে,
পিছনে নীপবীথিকায় রৌদ্রছায়া যায় খেলে॥

১৩৪

এসেছিনু দ্বারে তব শ্রাবণরাতে,
প্রদীপ নিভালে কেন অঞ্চলঘাতে॥

অন্তরে কালো ছায়া পড়ে আঁকা
বিমুখ মুখের ছবি মনে রয় ঢাকা,
দুঃখের সাথি তারা ফিরিছে সাথে ॥
কেন দিলে না মাধুরীকণা, হায় রে কৃপণা।
লাবণ্যলক্ষ্মী বিরাজে ভুবনমাঝে,
তারি লিপি দিলে না হাতে ॥

১৩৫

নিবিড় মেঘের ছায়ায় মন দিয়েছি মেলে,
ওগো প্রবাসিনী, স্বপনে তব
তাহার বারতা কি পেলে ॥
আজি তরঙ্গকলকল্লোলে দক্ষিণসিন্ধুর ক্রন্দনধ্বনি
আনে বহিয়া কাহার বিরহ ॥
লুপ্ত তারার পথে চলে কাহার সুদূর স্মৃতি
নিশীথরাতের রাগিণী বহি।
নিদ্রাবিহীন ব্যথিত হৃদয়
ব্যর্থ শূন্যে তাকায়ে রহে ॥

১৩৬

আমার যে দিন ভেসে গেছে চোখের জলে
তারি ছায়া পড়েছে শ্রাবণগগনতলে ॥
সে দিন যে রাগিণী গেছে থেমে, অতল বিরহে নেমে গেছে থেমে,
আজি পুবের হাওয়ায় হাওয়ায় হায় হায় হায় রে
কাঁপন ভেসে চলে ॥
নিবিড় সুখে মধুর দুখে জড়িত ছিল সেই দিন—
দুই তারে জীবনের বাঁধা ছিল বীন।
তার ছিঁড়ে গেছে কবে একদিন কোন্ হাহারবে,
সুর হারায়ে গেল পলে পলে ॥

১৩৭

পাগলা হাওয়ার বাদল-দিনে
পাগল আমার মন জেগে ওঠে ॥
চেনাশোনার কোন্ বাইরে যেখানে পথ নাই নাই রে
সেখানে অকারণে যায় ছুটে ॥
ঘরের মুখে আর কি রে কোনো দিন সে যাবে ফিরে।
যাবে না, যাবে না—
দেয়াল যত সব গেল টুটে ॥
বৃষ্টি-নেশা-ভরা সন্ধ্যাবেলা কোন্ বলরামের আমি চেলা,
আমার স্বপ্ন ঘিরে নাচে মাতাল জুটে—
যত মাতাল জুটে।
যা না চাইবার তাই আজি চাই গো,
যা না পাইবার তাই কোথা পাই গো।
পাব না, পাব না,
মরি অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটে ॥

১৩৮

আজি মেঘ কেটে গেছে সকালবেলায়,
এসো এসো এসো তোমার হাসিমুখে—
এসো আমার অলস দিনের খেলায় ॥
স্বপ্ন যত জমেছিল আশা-নিরাশায়
তরুণ প্রাণের বিফল ভালোবাসায়
দিব অকূল-পানে ভাসায়ে ভাঁটার গাঙের ভেলায়।
দুঃখসুখের বাঁধন তারি গ্রন্থি দিব খুলে,
আজি ক্ষণেক-তরে মোরা রব আপন ভুলে।
যে গান হয় নি গাওয়া যে দান হয় নি পাওয়া—
আজি পুরব-হাওয়ায় তারি পরিতাপ
উড়াব অবহেলায় ॥

১৩৯

সঘন গহন রাত্রি, ঝরিছে শ্রাবণধারা—
অন্ধ বিভাবরী সঙ্গপরশহারা ॥
চেয়ে থাকি যে শূন্যে অন্যমনে
সেথায় বিরহিণীর অশ্রু হরণ করেছে ওই তারা।
অশথপল্লবে বৃষ্টি ঝরিয়া মর্মরশব্দে
নিশীথের অনিদ্রা দেয় যে ভরিয়া।
মায়ালোক হতে ছায়াতরণী
ভাসায় স্বপ্নপারাবারে—
নাহি তার কিনারা ॥

১৪০

ওগো তুমি পঞ্চদশী,
তুমি পৌঁছিলে পূর্ণিমাতে।
মৃদুস্মিত স্বপ্নের আভাস তব বিহ্বল রাতে ॥
ক্বচিৎ জাগরিত বিহঙ্গকাকলী
তব নবযৌবনে উঠিছে আকুলি ক্ষণে ক্ষণে।
প্রথম আষাঢ়ের কেতকীসৌরভ তব নিদ্রাতে ॥
যেন অরণ্যমর্মর
গুঞ্জরি উঠে তব বক্ষ থরথর।
অকারণ বেদনার ছায়া ঘনায় মনের দিগন্তে,
ছলোছলো জল এনে দেয় তব নয়নপাতে ॥

১৪১

আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে কী জানি পরান কী যে চায়।
ওই শেফালির শাখে কী বলিয়া ডাকে বিহগ বিহগী কী যে গায় গো

আজি মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসে, রহে না আবাসে মন হায়—
কোন্ কুসুমের আশে কোন্ ফুলবাসে সুনীল আকাশে মন ধায় গো ॥

আজি কে যেন গো নাই, এ প্রভাতে তাই জীবন বিফল হয় গো—
তাই চারি দিকে চায়, মন কেঁদে গায় 'এ নহে, এ নহে, নয় গো'।
কোন্ স্বপনের দেশে আছে এলোকেশে কোন্ ছায়াময়ী অমরায়।
আজি কোন্ উপবনে, বিরহবেদনে আমারি কারণে কেঁদে যায় গো ॥

আজি যদি গাঁথি গান অথিরপরান, সে গান শুনাব কারে আর।
আমি যদি গাঁথি মালা লয়ে ফুলডালা, কাহারে পরাব ফুলহার ॥
আমি আমার এ প্রাণ যদি করি দান, দিব প্রাণ তবে কার পায়।
সদা ভয় হয় মনে পাছে অযতনে মনে মনে কেহ ব্যথা পায় গো ॥

১৪২

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, বাদল গেছে টুটি। আহা, হাহা, হা।
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি। আহা, হাহা, হা ॥
কী করি আজ ভেবে না পাই, পথ হারিয়ে কোন্ বনে যাই,
কোন্ মাঠে যে ছুটে বেড়াই সকল ছেলে জুটি। আহা, হাহা, হা ॥
কেয়া-পাতার নৌকো গড়ে সাজিয়ে দেব ফুলে—
তালদিঘিতে ভাসিয়ে দেব, চলবে দুলে দুলে।
রাখাল ছেলের সঙ্গে ধেনু চরাব আজ বাজিয়ে বেণু,
মাখব গায়ে ফুলের রেণু চাঁপার বনে লুটি। আহা, হাহা, হা ॥

১৪৩

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা রে ভাই, লুকোচুরি খেলা—
নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা রে ভাই— লুকোচুরি খেলা।
আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে— উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে,
আজ কিসের তরে নদীর চরে চখা-চখীর মেলা ॥

ওরে, যাব না আজ ঘরে রে ভাই, যাব না আজ ঘরে।
ওরে, আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ নেব রে লুট ক'রে॥
যেন জোয়ার-জলে ফেনার রাশি বাতাসে আজ ছুটছে হাসি,
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকল বেলা॥

১৪৪

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা গেঁথেছি শেফালিমালা—
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে সাজিয়ে এনেছি ডালা॥
এসো গো শারদলক্ষ্মী, তোমার শুভ্র মেঘের রথে,
এসো নির্মল নীলপথে,
এসো ধৌত শ্যামল আলো-ঝলমল বনগিরিপর্বতে—
এসো মুকুটে পরিয়া শ্বেতশতদল শীতল-শিশির-ঢালা॥
ঝরা মালতীর ফুলে
আসন বিছানো নিভৃত কুঞ্জে ভরা গঙ্গার কূলে
ফিরিছে মরাল ডানা পাতিবারে তোমার চরণমূলে।
গুঞ্জরতান তুলিয়ো তোমার সোনার বীণার তারে
মৃদুমধু ঝংকারে,
হাসি-ঢালা সুর গলিয়া পড়িবে ক্ষণিক অশ্রুধারে।
রহিয়া রহিয়া যে পরশমণি ঝলকে অলককোণে
পলকের তরে সকরুণ করে বুলায়ো বুলায়ো মনে—
সোনা হয়ে যাবে সকল ভাবনা, আঁধার হইবে আলা॥

১৪৫

মম ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া—
দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া॥
কোন্ সাগরের পার হতে আনে কোন্ সুদূরের ধন—
ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায় সব চাওয়া সব পাওয়া

পিছনে ঝরিছে ঝরো ঝরো জল, গুরু গুরু দেয়া ডাকে,
মুখে এসে পড়ে অরুণকিরণ ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।
ওগো কাণ্ডারী, কে গো তুমি, কার হাসিকান্নার ধন
ভেবে মরে মোর মন—
কোন্‌ সুরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র, কী মন্ত্র হবে গাওয়া॥

১৪৬

আমার নয়ন-ভুলানো এলে,
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে॥
শিউলিতলার পাশে পাশে ঝরা ফুলের রাশে রাশে
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে অরুণরাঙা চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে॥
আলোছায়ার আঁচলখানি লুটিয়ে পড়ে বনে বনে,
ফুলগুলি ওই মুখে চেয়ে কী কথা কয় মনে মনে॥
তোমায় মোরা করব বরণ, মুখের ঢাকা করো হরণ,
ওইটুকু ওই মেঘাবরণ দু হাত দিয়ে ফেলো ঠেলে॥
বনদেবীর দ্বারে দ্বারে শুনি গভীর শঙ্খধ্বনি,
আকাশবীণার তারে তারে জাগে তোমার আগমনী।
কোথায় সোনার নূপুর বাজে, বুঝি আমার হিয়ার মাঝে
সকল ভাবে সকল কাজে পাষাণ-গালা সুধা ঢেলে—
নয়ন-ভুলানো এলে॥

১৪৭

শিউলি ফুল, শিউলি ফুল, কেমন ভুল, এমন ভুল॥
রাতের বায় কোন্‌ মায়ায় আনিল হায় বনছায়ায়,
ভোরবেলায় বারে বারেই ফিরিবারে হলি ব্যাকুল॥
কেন রে তুই উন্মনা! নয়নে তোর হিমকণা।

কোন্ ভাষায় চাস বিদায়, গন্ধ তোর কী জানায়—
সঙ্গে হায় পলে পলেই দলে দলে যায় বকুল ॥

১৪৮

শরতে আজ কোন্ অতিথি এল প্রাণের দ্বারে।
আনন্দগান গা রে হৃদয়, আনন্দগান গা রে ॥
নীল আকাশের নীরব কথা শিশির-ভেজা ব্যাকুলতা
বেজে উঠুক আজি তোমার বীণার তারে তারে ॥
শস্যক্ষেতের সোনার গানে যোগ দে রে আজ সমান তানে,
ভাসিয়ে দে সুর ভরা নদীর অমল জলধারে।
যে এসেছে তাহার মুখে দেখ্ রে চেয়ে গভীর সুখে,
দুয়ার খুলে তাহার সাথে বাহির হয়ে যা রে ॥

১৪৯

আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি, তাই ভোরে উঠেছি।
আজ শুনতে পাব প্রথম আলোর বাণী, তাই বাইরে ছুটেছি ॥
এই হল মোদের পাওয়া, তাই ধরেছি গান-গাওয়া,
আজ লুটিয়ে হিরণ-কিরণ-পদ্মদলে সোনার রেণু লুটেছি ॥
আজ পারুলদিদির বনে মোরা চলব নিমন্ত্রণে,
চাঁপা-ভায়ের শাখা-ছায়ের তলে মোরা সবাই জুটেছি।
আজ মনের মধ্যে ছেয়ে সুনীল আকাশ ওঠে গেয়ে,
আজ সকালবেলায় ছেলেখেলার ছলে সকল শিকল টুটেছি ॥

১৫০

ওগো শেফালিবনের মনের কামনা,
কেন সুদূর গগনে গগনে
আছ মিলায়ে পবনে পবনে।

কেন কিরণে কিরণে ঝলিয়া
যাও শিশিরে শিশিরে গলিয়া।
কেন চপল আলোতে ছায়াতে
আছ লুকায়ে আপন মায়াতে।
তুমি মুরতি ধরিয়া চকিতে নামো-না,
ওগো শেফালিবনের মনের কামনা॥

আজি মাঠে মাঠে চলো বিহরি,
তৃণ উঠুক শিহরি শিহরি।
নামো তালপল্লববীজনে,
নামো জলে ছায়াছবিসৃজনে।
এসো সৌরভ ভরি আঁচলে,
আঁখি আঁকিয়া সুনীল কাজলে।
মম চোখের সমুখে ক্ষণেক থামো-না,
ওগো শেফালিবনের মনের কামনা॥

ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা,
কত আকুল হাসি ও রোদনে,
রাতে দিবসে স্বপনে বোধনে,
জ্বালি জোনাকি প্রদীপমালিকা,
ভরি নিশীথতিমিরথালিকা,
প্রাতে কুসুমের সাজি সাজায়ে,
সাঁজে ঝিল্লি-ঝাঁঝর বাজায়ে,
কত করেছে তোমার স্তুতি-আরাধনা,
ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা॥

ওই বসেছ শুভ্র আসনে
আজি নিখিলের সম্ভাষণে।
আহা শ্বেতচন্দনতিলকে

আজি তোমারে সাজায়ে দিল কে।
আহা বরিল তোমারে কে আজি
তার দুঃখশয়ন তেয়াজি—
তুমি ঘুচালে কাহার বিরহকাঁদনা,
ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা॥

১৫১

শরত-আলোর কমলবনে
বাহির হয়ে বিহার করে যে ছিল মোর মনে মনে॥
তারি সোনার কাঁকন বাজে আজি প্রভাতকিরণ-মাঝে,
হাওয়ায় কাঁপে আঁচলখানি— ছড়ায় ছায়া ক্ষণে ক্ষণে॥
আকুল কেশের পরিমলে
শিউলিবনের উদাস বায়ু পড়ে থাকে তরুতলে।
হৃদয়মাঝে হৃদয় দুলায়, বাহিরে সে ভুবন ভুলায়—
আজি সে তার চোখের চাওয়া ছড়িয়ে দিল নীল গগনে॥

১৫২

তোমার মোহন রূপে কে রয় ভুলে।
জানি না কি মরণ নাচে, নাচে গো ওই চরণমূলে॥
শরৎ-আলোর আঁচল টুটে কিসের ঝলক নেচে উঠে,
ঝড় এনেছ এলোচুলে॥
কাঁপন ধরে বাতাসেতে—
পাকা ধানের তরাস লাগে, শিউরে ওঠে ভরা ক্ষেতে।
জানি গো আজ হাহারবে তোমার পূজা সারা হবে
নিখিল অশ্রু-সাগর-কূলে॥

১৫৩

শরৎ, তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি।
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি॥

শরৎ, তোমার শিশির-ধোওয়া কুন্তলে
বনের-পথে-লুটিয়ে-পড়া অঞ্চলে
আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি॥
মানিক-গাঁথা ওই-যে তোমার কঙ্কণে
ঝিলিক লাগায় তোমার শ্যামল অঙ্গনে।
কুঞ্জছায়া গুঞ্জরণের সঙ্গীতে
ওড়না ওড়ায় একি নাচের ভঙ্গীতে,
শিউলিবনের বুক যে ওঠে আন্দোলি॥

১৫৪

তোমরা যা বলো তাই বলো, আমার লাগে না মনে।
আমার যায় বেলা, বয়ে যায় বেলা কেমন বিনা কারণে॥
এই পাগল হাওয়া কী গান-গাওয়া
ছড়িয়ে দিয়ে গেল আজি সুনীল গগনে॥
সে গান আমার লাগল যে গো লাগল মনে,
আমি কিসের মধু খুঁজে বেড়াই ভ্রমরগুঞ্জনে।
ওই আকাশ-ছাওয়া কাহার চাওয়া
এমন ক'রে লাগে আজি আমার নয়নে॥

১৫৫

কোন্ খেপা শ্রাবণ ছুটে এল আশ্বিনেরই আঙিনায়।
দুলিয়ে জটা ঘনঘটা পাগল হাওয়ার গান সে গায়॥
মাঠে মাঠে পুলক লাগে ছায়ানটের নৃত্যরাগে,
শরৎ-রবির সোনার আলো উদাস হয়ে মিলিয়ে যায়॥
কী কথা সে বলতে এল ভরা ক্ষেতের কানে কানে
লুটিয়ে-পড়া কিসের কাঁদন উঠেছে আজ নবীন ধানে।
মেঘে অধীর আকাশ কেন ডানা-মেলা গরুড় যেন—
পথ-ভোলা এক পথিক এসে পথের বেদন আনল ধরায়॥

১৫৬

আকাশ হতে খসল তারা আঁধার রাতে পথহারা॥
প্রভাত তারে খুঁজতে যাবে— ধরার ধুলায় খুঁজে পাবে
তৃণে তৃণে শিশিরধারা॥
দুখের পথে গেল চলে— নিবল আলো, মরল জ্বলে।
রবির আলো নেমে এসে মিলিয়ে নেবে ভালোবেসে,
দুঃখ তখন হবে সারা॥

১৫৭

হৃদয়ে ছিলে জেগে,
দেখি আজ শরতমেঘে॥
কেমনে আজকে ভোরে গেল গো গেল সরে
তোমার ওই আঁচলখানি শিশিরের ছোঁওয়া লেগে॥
কী-যে গান গাহিতে চাই,
বাণী মোর খুঁজে না পাই।
সে যে ওই শিউলিদলে ছড়ালো কাননতলে,
সে যে ওই ক্ষণিক ধারায় উড়ে যায় বায়ুবেগে॥

১৫৮

সারা নিশি ছিলেম শুয়ে বিজন ভুঁয়ে
আমার মেঠো ফুলের পাশাপাশি,
তখন শুনেছিলেম তারার বাঁশি॥
যখন সকালবেলা খুঁজে দেখি স্বপ্নে-শোনা সে সুর একি
আমার মেঠো ফুলের চোখের জলে সুর উঠে ভাসি॥
এ সুর আমি খুঁজেছিলেম রাজার ঘরে,
শেষে ধরা দিল ধরার ধুলির 'পরে।
এ যে ঘাসের কোলে আলোর ভাষা আকাশ-হতে-ভেসে-আসা—
এ যে মাটির কোলে মানিক-খসা হাসিরাশি॥

১৫৯

দেখো দেখো, দেখো, শুকতারা আঁখি মেলি চায়
প্রভাতের কিনারায়।
ডাক দিয়েছে রে শিউলি ফুলেরে—
আ য় আ য় আয়॥
ও যে কার লাগি জ্বালে দীপ,
কার ললাটে পরায় টিপ,
ও যে কার আগমনী গায়— আ য় আ য় আয়।
জা গো জা গো সখী,
কাহার আশায় আকাশ উঠিল পুলকি।
মালতীর বনে বনে ওই শোনো ক্ষণে ক্ষণে
কহিছে শিশিরবায়— আ য় আ য় আয়॥

১৬০

ওলো শেফালি, ওলো শেফালি,
আমার সবুজ ছায়ার প্রদোষে তুই জ্বালিস দীপালি॥
তারার বাণী আকাশ থেকে তোমার রূপে দিল এঁকে
শ্যামল পাতায় থরে থরে আখর রূপালি॥
তোমার বুকের খসা গন্ধ-আঁচল রইল পাতা সে
আমার গোপন কাননবীথির বিবশ বাতাসে।
সারাটা দিন বাটে বাটে নানা কাজে দিবস কাটে,
আমার সাঁঝে বাজে তোমার করুণ ভূপালি॥

১৬১

এসো শরতের অমল মহিমা, এসো হে ধীরে।
চিত্ত বিকাশিবে চরণ ঘিরে॥
বিরহতরঙ্গে অকূলে সে দোলে
দিবাযামিনী আকুল সমীরে॥

১৬২

এবার অবগুণ্ঠন খোলো।
গহন মেঘমায়ায় বিজন বনছায়ায়
তোমার আলসে অবলুণ্ঠন সারা হল॥
শিউলিসুরভি রাতে বিকশিত জ্যোৎস্নাতে
মৃদু মর্মরগানে তব মর্মের বাণী বোলো॥
বিষাদ-অশ্রুজলে মিলুক শরমহাসি—
মালতীবিতানতলে বাজুক বঁধুর বাঁশি।
শিশিরসিক্ত বায়ে বিজড়িত আলোছায়ে
বিরহ-মিলনে-গাঁথা নব প্রণয়দোলায় দোলো॥

১৬৩

তোমার নাম জানি নে, সুর জানি।
তুমি শরৎ-প্রাতের আলোর বাণী॥
সারা বেলা শিউলিবনে আছি মগন আপন মনে,
কিসের ভুলে রেখে গেলে আমার বুকে ব্যথার বাঁশিখানি॥
আমি যা বলিতে চাই হল বলা
ওই শিশিরে শিশিরে অশ্রু-গলা।
আমি যা দেখিতে চাই প্রাণের মাঝে
সেই মুরতি এই বিরাজে—
ছায়াতে-আলোতে-আঁচল-গাঁথা
আমার অকারণ বেদনার বীণাপাণি॥

১৬৪

মরি লো) কার বাঁশি নিশিভোরে বাজিল মোর প্রাণে
ফুটে দিগন্তে অরুণকিরণকলিকা॥
শরতের আলোতে সুন্দর আসে,
ধরণীর আঁখি যে শিশিরে ভাসে,
হৃদয়কুঞ্জবনে মুঞ্জরিল মধুর শেফালিকা॥

১৬৫

আমার রাত পোহালো শারদ প্রাতে।
বাঁশি, তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে॥
তোমার বুকে বাজল ধ্বনি
বিদায়গাথা আগমনী কত যে—
ফাল্গুনে শ্রাবণে কত প্রভাতে রাতে॥
যে কথা রয় প্রাণের ভিতর অগোচরে
গানে গানে নিয়েছিলে চুরি ক'রে।
সময় যে তার হল গত
নিশিশেষের তারার মতো—
শেষ করে দাও শিউলিফুলের মরণ- সাথে॥

১৬৬

নির্মল কান্ত, নমো হে নমো, নমো হে, নমো হে।
স্নিগ্ধ সুশান্ত, নমো হে নমো, নমো হে, নমো হে।
বন-অঙ্গন-ময় রবিকররেখা
লেপিল আলিম্পনলিপি-লেখা,
আঁকিব তাহে প্রণতি মম।
নমো হে নমো, নমো হে নমো, নমো হে নমো॥

১৬৭

আলোর অমল কমলখানি কে ফুটালে,
নীল আকাশের ঘুম ছুটালে॥
আমার মনের ভাবনাগুলি বাহির হল পাখা তুলি,
ওই কমলের পথে তাদের সেই জুটালে॥
শরতবাণীর বীণা বাজে কমলদলে।
ললিত রাগের সুর ঝরে তাই শিউলিতলে।
তাই তো বাতাস বেড়ায় মেতে কচি ধানের সবুজ ক্ষেতে,
বনের প্রাণে মর্মরানির ঢেউ উঠালে॥

১৬৮

সেই তো তোমার পথের বঁধু সেই তো।
দূর কুসুমের গন্ধ এনে খোঁজায় মধু সেই তো॥
সেই তো তোমার পথের বঁধু সেই তো।
এই আলো তার এই তো আঁধার, এই আছে এই নেই তো॥

১৬৯

পোহালো পোহালো বিভাবরী,
পূর্বতোরণে শুনি বাঁশরি॥
নাচে তরঙ্গ, তরী অতি চঞ্চল, কম্পিত অংশুককেতন-অঞ্চল,
পল্লবে পল্লবে পাগল জাগল আলসলালস পাসরি॥
উদয়-অচলতল সাজিল নন্দন, গগনে গগনে বনে জাগিল বন্দন,
কনককিরণঘন শোভন স্যন্দন— নামিছে শারদসুন্দরী।
দশদিক-অঙ্গনে দিগঙ্গনাদল ধ্বনিল শূন্য ভরি শঙ্খ সুমঙ্গল—
চলো রে চলো চলো তরুণযাত্রীদল তুলি নব মালতীমঞ্জরী॥

১৭০

নব কুন্দধবলদলসুশীতলা,
অতি সুনির্মলা, সুখসমুজ্জ্বলা,
শুভ সুবর্ণ-আসনে অচঞ্চলা॥
স্মিত-উদয়ারুণ-কিরণ-বিলাসিনী,
পূর্ণসিতাংশুবিভাসবিকাশিনী,
নন্দনলক্ষ্মীসুমঙ্গলা॥

১৭১

হিমের রাতে ওই গগনের দীপগুলিরে
হেমন্তিকা করল গোপন আঁচল ঘিরে ॥
ঘরে ঘরে ডাক পাঠালো— 'দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো, সাজাও আলোয় ধরিত্রীরে।'
শূন্য এখন ফুলের বাগান, দোয়েল কোকিল গাহে না গান,
কাশ ঝরে যায় নদীর তীরে।
যাক অবসাদ বিষাদ কালো, দীপালিকায় জ্বালাও আলো—
জ্বালাও আলো, আপন আলো, শুনাও আলোর জয়বাণীরে ॥
দেবতারা আজ আছে চেয়ে— জাগো ধরার ছেলে মেয়ে,
আলোয় জাগাও যামিনীরে।
এল আঁধার দিন ফুরালো, দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো, জয় করো এই তামসীরে ॥

১৭২

হায় হেমন্তলক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা—
হিমের ঘন ঘোমটাখানি ধূমল রঙে আঁকা ॥
সন্ধ্যাপ্রদীপ তোমার হাতে মলিন হেরি কুয়াশাতে,
কণ্ঠে তোমার বাণী যেন করুণ বাষ্পে মাখা ॥
ধরার আঁচল ভরে দিলে প্রচুর সোনার ধানে।
দিগঙ্গনার অঙ্গন আজ পূর্ণ তোমার দানে।
আপন দানের আড়ালেতে রইলে কেন আসন পেতে,
আপনাকে এই কেমন তোমার গোপন ক'রে রাখা ॥

১৭৩

হেমন্তে কোন্ বসন্তেরই বাণী পূর্ণশশী ওই-যে দিল আনি ॥
বকুল ডালের আগায় জ্যোৎস্না যেন ফুলের স্বপন লাগায়।
কোন্ গোপন কানাকানি পূর্ণশশী ওই-যে দিল আনি ॥

আবেশ লাগে বনে শ্বেতকরবীর অকাল জাগরণে।
ডাকছে থাকি থাকি ঘুমহারা কোন্ নাম-না-জানা পাখি।
কার মধুর স্মরণখানি পূর্ণশশী ওই-যে দিল আনি॥

১৭৪

সে দিন আমায় বলেছিলে আমার সময় হয় নাই—
ফিরে ফিরে চলে গেলে তাই॥
তখনো খেলার বেলা— বনে মল্লিকার মেলা,
পল্লবে পল্লবে বায়ু উতলা সদাই॥
আজি এল হেমন্তের দিন
কুহেলীবিলীন, ভূষণবিহীন।
বেলা আর নাই বাকি, সময় হয়েছে নাকি—
দিনশেষে দ্বারে বসে পথপানে চাই।

১৭৫

নমো, নমো, নমো।
নমো, নমো, নমো।
তুমি ক্ষুধার্তজনশরণ্য,
অমৃত-অন্ন-ভোগধন্য করো অন্তর মম॥

১৭৬

শীতের হাওয়ার লাগল নাচন আম্‌লকির এই ডালে ডালে।
পাতাগুলি শিরশিরিয়ে ঝরিয়ে দিল তালে তালে॥
উড়িয়ে দেবার মাতন এসে কাঙাল তারে করল শেষে,
তখন তাহার ফলের বাহার রইল না আর অন্তরালে॥
শূন্য করে ভরে দেওয়া যাহার খেলা
তারি লাগি রইনু বসে সকল বেলা।

শীতের পরশ থেকে থেকে যায় বুঝি ওই ডেকে ডেকে,
সব খোওয়াবার সময় আমার হবে কখন কোন্ সকালে ॥

১৭৭

শিউলি-ফোটা ফুরোল যেই ফুরোল শীতের বনে
এলে যে—
আমার শীতের বনে এলে যে সেই শূন্যক্ষণে ॥
তাই গোপনে সাজিয়ে ডালা দুখের সুরে বরণমালা
গাঁথি মনে মনে শূন্যক্ষণে ॥
দিনের কোলাহলে
ঢাকা সে যে রইবে হৃদয়তলে—
আমার বরণমালা রইবে হৃদয়তলে ॥
রাতের তারা উঠবে যবে সুরের মালা বদল হবে
তখন তোমার সনে মনে মনে ॥

১৭৮

এল যে শীতের বেলা বরষ-পরে।
এবার ফসল কাটো, লও গো ঘরে ॥
করো ত্বরা, করো ত্বরা, কাজ আছে মাঠ-ভরা—
দেখিতে দেখিতে দিন আঁধার করে ॥
বাহিরে কাজের পালা হইবে সারা
আকাশে উঠিবে যবে সন্ধ্যাতারা—
আসন আপন হাতে পেতে রেখো আঙিনাতে
যে সাথি আসিবে রাতে তাহারি তরে ॥

১৭৯

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে, আ য় আ য় আয়।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে, মরি হা য় হা য় হায় ॥

হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে দিগ্‌বধূরা ধানের ক্ষেতে—
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে, মরি হায় হায় হায়॥
মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হল।
ঘরেতে আজ কে রবে গো, খোলো খোলো দুয়ার খোলো।
আলোর হাসি উঠল জেগে ধানের শিষে শিশির লেগে—
ধরার খুশি ধরে না গো, ওই-যে উথলে, মরি হায় হায় হায়॥

১৮০

ছাড়্‌ গো তোরা ছাড়্‌ গো,
আমি চলব সাগর-পার গো॥
বিদায়বেলায় একি হাসি, ধরলি আগমনীর বাঁশি—
যাবার সুরে আসার সুরে করলি একাকার গো॥
সবাই আপন-পানে আমায় আবার কেন টানে।
পুরানো শীত পাতা-ঝরা, তারে এমন নূতন করা!
মাঘ মরিল ফাগুন হয়ে খেয়ে ফুলের মার গো॥
রঙের খেলার ভাই রে, আমার সময় হাতে নাই রে।
তোমাদের ওই সবুজ ফাগে চক্ষে আমার ধাঁদা লাগে—
আমায় তোদের প্রাণের দাগে দাগিস নে, ভাই, আর গো॥

১৮১

আমরা নূতন প্রাণের চর হা হা।
আমরা থাকি পথে ঘাটে, নাই আমাদের ঘর হা হা॥
নিয়ে পক্ব পাতার পুঁজি পালাবে শীত, ভাবছ বুঝি গো?
ও-সব কেড়ে নেব, উড়িয়ে দেব দখিন-হাওয়ার 'পর হা হা॥
তোমায় বাঁধব নূতন ফুলের মালায়
বসন্তের এই বন্দীশালায়।
জীর্ণ জরার ছদ্মরূপে এড়িয়ে যাবে চুপে চুপে?
তোমার সকল ভূষণ ঢাকা আছে, নাই যে অগোচর হা হা॥

১৮২

আর নাই যে দেরি, নাই যে দেরি।
সামনে সবার পড়ল ধরা তুমি যে, ভাই, আমাদেরই॥
হিমের বাহু-বাঁধন টুটি পাগ্‌লাঝোরা পাবে ছুটি,
উত্তরে এই হাওয়া তোমার বইবে উজান কুঞ্জ ঘেরি॥
নাই যে দেরি নাই যে দেরি।
শুনছ না কি জলে স্থলে জাদুকরের বাজল ভেরী।
দেখছ নাকি এই আলোকে খেলছে হাসি রবির চোখে—
সাদা তোমার শ্যামল হবে, ফিরব মোরা তাই যে হেরি॥

১৮৩

একি মায়া, লুকাও কায়া জীর্ণ শীতের সাজে।
আমার সয় না, সয় না, সয় না প্রাণে, কিছুতে সয় না যে॥
কৃপণ হয়ে হে মহারাজ, রইবে কি আজ
আপন ভুবন-মাঝে॥
বুঝতে নারি বনের বীণা তোমার প্রসাদ পাবে কিনা,
হিমের হাওয়ায় গগন-ভরা ব্যাকুল রোদন বাজে॥
কেন মরুর পারে কাটাও বেলা রসের কাণ্ডারী।
লুকিয়ে আছে কোথায় তোমার রূপের ভাণ্ডারী।
রিক্তপাতা শুষ্ক শাখে কোকিল তোমার কই গো ডাকে—
শূন্য সভা, মৌন বাণী, আমরা মরি লাজে॥

১৮৪

মোরা ভাঙব তাপস, ভাঙব তোমার কঠিন তপের বাঁধন—
এবার এই আমাদের সাধন॥
চল্‌ কবি, চল্‌ সঙ্গে জুটে, কাজ ফেলে তুই আ য় আ য় আয় রে ছুটে,
গানে গানে উদাস প্রাণে
জাগা রে উন্মাদন, এবার জাগা রে উন্মাদন॥

বকুলবনের মুগ্ধ হৃদয় উঠুক-না উচ্ছ্বাসি,
নীলাম্বরের মর্ম-মাঝে বাজাও তোমার সোনার বাঁশি বাজাও।
পলাশরেণুর রঙ মাখিয়ে নবীন বসন এনেছি এ,
সবাই মিলে দিই ঘুচিয়ে
পুরানো আচ্ছাদন, তোমার পুরানো আচ্ছাদন॥

১৮৫

শীতের বনে কোন্ সে কঠিন আসবে ব'লে
শিউলিগুলি ভয়ে মলিন বনের কোলে॥
আম্‌লকি-ডাল সাজল কাঙাল, খসিয়ে দিল পল্লবজাল,
কাশের হাসি হাওয়ায় ভাসি যায় যে চলে॥
সইবে না সে পাতায় ঘাসে পাণ্ডুরতা,
তাই তো আপন রঙ ঘুচালো ঝুম্‌কোলতা।
উত্তরবায় জানায় শাসন, পাতল তপের শুষ্ক আসন,
সাজ-খসাবার এই লীলা কার অট্টরোলে॥

১৮৬

নমো, নমো। নমো, নমো। নমো, নমো।
নির্দয় অতি করুণা তোমার— বন্ধু, তুমি হে নির্মম॥
যা-কিছু জীর্ণ করিবে দীর্ণ
দণ্ড তোমার দুর্দম॥

১৮৭

হে সন্ন্যাসী,
হিমগিরি ফেলে নীচে নেমে এলে কিসের জন্য।
কুন্দমালতী করিছে মিনতি, হও প্রসন্ন॥
যাহা-কিছু ম্লান বিরস জীর্ণ দিকে দিকে দিলে করি বিকীর্ণ।
বিচ্ছেদভারে বনচ্ছায়ারে করে বিষণ্ণ— হও প্রসন্ন॥

সাজাবে কি ডালা, গাঁথিবে কি মালা মরণসত্রে !
তাই উত্তরী নিলে ভরি ভরি শুকানো পত্রে ?
ধরণী যে তব তাণ্ডবে সাথি প্রলয়বেদনা নিল বুকে পাতি।
রুদ্র, এবারে বরবেশে তারে করো গো ধন্য— হও প্রসন্ন ॥

১৮৮

নব বসন্তের দানের ডালি
এনেছি তোদেরই দ্বারে,
আ য় আ য় আয়
পরিবি গলার হারে ॥
লতার বাঁধন হারায়ে মাধবী মরিছে কেঁদে,
বেণীর বাঁধনে রাখিবি, বেঁধে—
অলকদোলায় দোলাবি তারে
আ য় আ য় আয় ॥
বনমাধুরী করিবি চুরি আপন নবীন মাধুরীতে—
সোহিনী রাগিণী জাগাবে সে তোদের
দেহের বীণার তারে তারে,
আ য় আ য় আয় ॥

১৮৯

এস' এস' বসন্ত, ধরাতলে।
আন' মুহু মুহু নব তান, আন' নব প্রাণ নব গান।
আন' গন্ধমদভরে অলস সমীরণ।
আন' বিশ্বের অন্তরে অন্তরে নিবিড় চেতনা।
আন' নব উল্লাসহিল্লোল।
আন' আন' আনন্দছন্দের হিন্দোলা ধরাতলে।
ভাঙ' ভাঙ' বন্ধনশৃঙ্খল।
আন' আন' উদ্দীপ্ত প্রাণের বেদনা ধরাতলে।

এস' থরথরকম্পিত মর্মরমুখরিত নবপল্লবপুলকিত
ফুল- আকুল মালতীবল্লিবিতানে— সুখছায়ে, মধুবায়ে।
এস' বিকশিত উন্মুখ, এস' চির-উৎসুক নন্দনপথচিরযাত্রী।
এস' স্পন্দিত নন্দিত চিত্তনিলয়ে গানে গানে, প্রাণে প্রাণে।
এস' অরুণচরণ কমলবরন তরুণ উষার কোলে।
এস' জ্যোৎস্নাবিবশ নিশীথে, কলকল্লোল তটিনী-তীরে,
সুখ- সুপ্ত সরসী-নীরে। এস' এস'।
এস' তড়িৎ-শিখা-সম ঝঞ্ঝাচরণে সিন্ধুতরঙ্গদোলে।
এস' জাগর মুখর প্রভাতে।
এস' নগরে প্রান্তরে বনে।
এস' কর্মে বচনে মনে। এস' এস'।
এস' মঞ্জীরগুঞ্জর চরণে।
এস' গীতমুখর কলকণ্ঠে।
এস' মঞ্জুল মল্লিকামাল্যে।
এস' কোমল কিশলয়বসনে।
এস' সুন্দর, যৌবনবেগে।
এস' দৃপ্ত বীর, নবতেজে।
ওহে দুর্মদ, কর জয়যাত্রা,
চল' জরাপরাভব সমরে
পবনে কেশররেণু ছড়ায়ে,
চঞ্চল কুন্তল উড়ায়ে॥

১৯০

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
কোরো না বিড়ম্বিত তারে॥
আজি খুলিয়ো হৃদয়দল খুলিয়ো,
আজি ভুলিয়ো আপন পর ভুলিয়ো,

এই সঙ্গীতমুখরিত গগনে
তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো।
এই বাহির-ভুবনে দিশা হারায়ে
দিয়ো ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে॥
একি নিবিড় বেদনা বনমাঝে
আজি পল্লবে পল্লবে বাজে—
দূরে গগনে কাহার পথ চাহিয়া
আজি ব্যাকুল বসুন্ধরা সাজে।
মোর পরানে দখিনবায়ু লাগিছে,
কারে দ্বারে দ্বারে কর হানি মাগিছে—
এই সৌরভবিহ্বল রজনী
কার চরণে ধরণীতলে জাগিছে।
ওহে সুন্দর, বল্লভ, কান্ত,
তব গম্ভীর আহ্বান কারে॥

১৯১

এনেছ ওই শিরীষ বকুল আমের মুকুল সাজিখানি হাতে করে।
কবে যে সব ফুরিয়ে দেবে, চলে যাবে দিগন্তরে॥
পথিক, তোমায় আছে জানা, করব না গো তোমায় মানা—
যাবার বেলায় যেয়ো যেয়ো বিজয়মালা মাথায় প'রে॥
তবু তুমি আছ যতক্ষণ
অসীম হয়ে ওঠে হিয়ায় তোমারি মিলন।
যখন যাবে তখন প্রাণে বিরহ মোর ভরবে গানে—
দূরের কথা সুরে বাজে সকল বেলা ব্যথায় ভ'রে॥

১৯২

ও মঞ্জরী, ও মঞ্জরী আমের মঞ্জরী,
আজ হৃদয় তোমার উদাস হয়ে পড়ছে কি ঝরি॥

আমার গান যে তোমার গন্ধে মিশে দিশে দিশে
ফিরে ফিরে ফেরে গুঞ্জরি॥
পূর্ণিমাচাঁদ তোমার শাখায় শাখায়
তোমার গন্ধ-সাথে আপন আলো মাখায়।
ওই দখিন-বাতাস গন্ধে পাগল ভাঙল আগল,
ঘিরে ঘিরে ফিরে সঞ্চরি॥

১৯৩

কার যেন এই মনের বেদন চৈত্রমাসের উতল হাওয়ায়,
ঝুমকোলতার চিকন পাতা কাঁপে রে কার চমকে-চাওয়ায়।
হারিয়ে-যাওয়া কার সে বাণী কার সোহাগের স্মরণখানি
আমের বোলের গন্ধে মিশে
কাননকে আজ কান্না পাওয়ায়॥
কাঁকন-দুটির রিনিঝিনি কার বা এখন মনে আছে।
সেই কাঁকনের ঝিকিমিকি পিয়ালবনের শাখায় নাচে।
যার চোখের ওই আভাস দোলে নদী-ঢেউয়ের কোলে কোলে
তার সাথে মোর দেখা ছিল
সেই সেকালের তরী-বাওয়ায়॥

১৯৪

দোলে দোলে দোলে প্রেমের দোলন-চাঁপা হৃদয়-আকাশে,
দোল-ফাগুনের চাঁদের আলোর সুধায় মাখা সে॥
কৃষ্ণরাতের অন্ধকারে বচনহারা ধ্যানের পারে
কোন্‌ স্বপনের পর্ণপুটে ছিল ঢাকা সে॥
দখিন-হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল গোপন রেণুকা।
গন্ধে তারি ছন্দে মাতে কবির বেণুকা।
কোমল প্রাণের পাতে পাতে লাগল যে রঙ পূর্ণিমাতে
আমার গানের সুরে সুরে রইল আঁকা সে॥

১৯৫

অনন্তের বাণী তুমি, বসন্তের মাধুরী-উৎসবে
আনন্দের মধুপাত্র পরিপূর্ণ করি দিবে কবে ॥
বঞ্জুলনিকুঞ্জতলে সঞ্চরিবে লীলাচ্ছলে,
চঞ্চল অঞ্চলগন্ধে বনচ্ছায়া রোমাঞ্চিত হবে ॥
মন্থর মঞ্জুল ছন্দে মঞ্জীরের গুঞ্জনকল্লোল
আন্দোলিবে ক্ষণে ক্ষণে অরণ্যের হৃদয়হিন্দোল।
নয়নপল্লবে হাসি হিল্লোলি উঠিবে ভাসি,
মিলনমল্লিকামাল্য পরাইবে পরানবল্লভে ॥

১৯৬

এবার এল সময় রে তোর শুকনো-পাতা-ঝরা—
যায় বেলা যায়, রৌদ্র হল খরা ॥
অলস ভ্রমর ক্লান্তপাখা মলিন ফুলের দলে
অকারণে দোল দিয়ে যায় কোন্ খেয়ালের ছলে।
স্তব্ধ বিজন ছায়াবীথি
বনের-ব্যথা-ভরা ॥
মনের মাঝে গান থেমেছে, সুর নাহি আর লাগে—
শ্রান্ত বাঁশি আর তো নাহি জাগে।
যে গেঁথেছে মালাখানি সে গিয়েছে ভুলে,
কোন্‌কালে সে পারে গেল সুদূর নদীকূলে।
রইল রে তোর অসীম আকাশ,
অবাধপ্রসার ধরা ॥

১৯৭

ওরে গৃহবাসী খোল্, দ্বার খোল্, লাগল যে দোল।
স্থলে জলে বনতলে লাগল যে দোল।
দ্বার খোল্, দ্বার খোল্ ॥

রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোকে পলাশে,
রাঙা নেশা মেঘে মেশা প্রভাত-আকাশে,
নবীন পাতায় লাগে রাঙা হিল্লোল।
দ্বার খোল্, দ্বার খোল্॥
বেণুবন মর্মরে দখিন বাতাসে,
প্রজাপতি দোলে ঘাসে ঘাসে।
মউমাছি ফিরে যাচি ফুলের দখিনা,
পাখায় বাজায় তার ভিখারির বীণা,
মাধবীবিতানে বায়ু গন্ধে বিভোল।
দ্বার খোল্, দ্বার খোল্॥

১৯৮

একটুকু ছোঁওয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি—
তাই দিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনী॥
কিছু পলাশের নেশা, কিছু বা চাঁপায় মেশা,
তাই দিয়ে সুরে সুরে রঙে রসে জাল বুনি॥
যেটুকু কাছেতে আসে ক্ষণিকের ফাঁকে ফাঁকে
চকিত মনের কোণে স্বপনের ছবি আঁকে।
যেটুকু যায় রে দূরে ভাবনা কাঁপায় সুরে,
তাই নিয়ে যায় বেলা নূপুরের তাল গুনি॥

১৯৯

ওগো বধূ সুন্দরী, তুমি মধুমঞ্জরী,
পুলকিত চম্পার লহো অভিনন্দন—
পর্ণের পাত্রে ফাল্গুনরাত্রে মুকুলিত মল্লিকা-মাল্যের বন্ধন।
এনেছি বসন্তের অঞ্জলি গন্ধের,
পলাশের কুঙ্কুম চাঁদিনির চন্দন—
পারুলের হিল্লোল, শিরীষের হিন্দোল, মঞ্জুল বল্লীর বঙ্কিম কঙ্কণ—

উল্লাস-উতরোল বেণুবনকল্লোল,
কম্পিত কিশলয়ে মলয়ের চুম্বন।
তব আঁখিপল্লবে দিয়ো আঁকি বল্লভে
গগনের নবনীল স্বপনের অঞ্জন॥

২০০

আমার বনে বনে ধরল মুকুল,
বহে মনে মনে দক্ষিণহাওয়া।
মৌমাছিদের ডানায় ডানায়
যেন উড়ে মোর উৎসুক চাওয়া॥
গোপন স্বপনকুসুমে কে এমন 'সুগভীর রঙ দিল এঁকে—
নব কিশলয়শিহরনে ভাবনা আমার হল ছাওয়া॥
ফাল্গুনপূর্ণিমাতে
এই দিশাহারা রাতে
নিদ্রাবিহীন গানে কোন্ নিরুদ্দেশের পানে
উদ্‌বেল গন্ধের জোয়ারতরঙ্গে হবে মোর তরণী বাওয়া॥

২০১

'আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি।
সন্ধ্যাবেলার চামেলি গো, সকালবেলার মল্লিকা
আমায় চেন কি।'
'চিনি তোমায় চিনি, নবীন পান্থ—
বনে বনে ওড়ে তোমার রঙিন বসনপ্রান্ত।
ফাগুন প্রাতের উতলা গো, চৈত্র রাতের উদাসী
তোমার পথে আমরা ভেসেছি।'
'ঘরছাড়া এই পাগলটাকে এমন ক'রে কে গো ডাকে
করুণ গুঞ্জরি,
যখন বাজিয়ে বীণা বনের পথে বেড়াই সঞ্চরি।'

'আমি তোমায় ডাক দিয়েছি ওগো উদাসী,
আমি আমের মঞ্জরী।
তোমায় চোখে দেখার আগে তোমার স্বপন চোখে লাগে,
বেদন জাগে গো—
না চিনিতেই ভালো বেসেছি।'
যখন ফুরিয়ে বেলা চুকিয়ে খেলা তপ্ত ধুলার পথে
যাব ঝরা ফুলের রথে—
তখন সঙ্গ কে লবি'
'লব আমি মাধবী।'
'যখন বিদায়-বাঁশির সুরে সুরে শুকনো পাতা যাবে উড়ে
সঙ্গে কে র'বি।'
'আমি রব, উদাস হব ওগো উদাসী,
আমি তরুণ করবী।'
'বসন্তের এই ললিত রাগে বিদায়-ব্যথা লুকিয়ে জাগে—
ফাগুন দিনে গো
কাঁদন-ভরা হাসি হেসেছি।'

২০২

আজি দখিন-দুয়ার খোলা—
এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো।
দিব হৃদয়দোলায় দোলা,
এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো॥
নব শ্যামল শোভন রথে এসো বকুলবিছানো পথে,
এসো বাজায়ে ব্যাকুল বেণু মেখে পিয়ালফুলের রেণু।
এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো॥
এসো ঘনপল্লবপুঞ্জে এসো হে, এসো হে, এসো হে।
এসো বনমল্লিকাকুঞ্জে এসো হে, এসো হে, এসো হে।

মৃদু মধুর মদির হেসে এসো পাগল হাওয়ার দেশে,
তোমার উতলা উত্তরীয় তুমি আকাশে উড়ায়ে দিয়ো—
এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো ॥

২০৩

বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে।
দেখিস নে কি শুক্‌নো-পাতা ঝরা-ফুলের খেলা রে ॥
যে ঢেউ উঠে তারি সুরে বাজে কি গান সাগর জুড়ে।
যে ঢেউ পড়ে তাহারও সুর জাগছে সারা বেলা রে।
বসন্তে আজ দেখ্‌ রে তোরা ঝরা-ফুলের খেলা রে ॥
আমার প্রভুর পায়ের তলে শুধুই কি রে মানিক জ্বলে।
চরণে তাঁর লুটিয়ে কাঁদে লক্ষ মাটির ঢেলা রে ॥
আমার গুরুর আসন-কাছে সুবোধ ছেলে ক জন আছে।
অবোধ জনে কোল দিয়েছেন, তাই আমি তাঁর চেলা রে।
উৎসবরাজ দেখেন চেয়ে ঝরা-ফুলের খেলা রে ॥

২০৪

ওগো দখিন হাওয়া, ও পথিক হাওয়া, দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে।
নূতন-পাতার-পুলক-ছাওয়া পরশখানি দাও বুলিয়ে ॥
আমি পথের ধারের ব্যাকুল বেণু হঠাৎ তোমার সাড়া পেনু গো—
আহা, এসো আমার শাখায় শাখায় প্রাণের গানের ঢেউ তুলিয়ে ॥
ওগো দখিন হাওয়া, ও পথিক হাওয়া, পথের ধারে আমার বাসা।
জানি তোমার আসা-যাওয়া, শুনি তোমার পায়ের ভাষা।
আমায় তোমার ছোঁওয়া লাগলে পরে একটুকুতেই কাঁপন ধরে গো—
আহা, কানে কানে একটি কথায় সকল কথা নেয় ভুলিয়ে ॥

২০৫

আকাশ আমায় ভরল আলোয়, আকাশ আমি ভরব গানে।
সুরের আবীর হানব হাওয়ায়, নাচের আবীর হাওয়ায় হানে ॥

ওরে পলাশ, ওরে পলাশ,
রাঙা রঙের শিখায় শিখায় দিকে দিকে আগুন জ্বলাস—
আমার মনের রাগ রাগিণী রাঙা হল রঙিন তানে॥
দখিন-হাওয়ায় কুসুমবনের বুকের কাঁপন থামে না যে।
নীল আকাশে সোনার আলোয় কচি পাতার নূপুর বাজে।
ওরে শিরীষ, ওরে শিরীষ,
মৃদু হাসির অন্তরালে গন্ধজালে শূন্য ঘিরিস—
তোমার গন্ধ আমার কণ্ঠে আমার হৃদয় টেনে আনে॥

২০৬

মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি কোন্ নব চঞ্চল ছন্দে
মম অন্তর কম্পিত আজি নিখিলের হৃদয়স্পন্দে॥
আসে কোন্ তরুণ অশান্ত, উড়ে বসনাঞ্চলপ্রান্ত—
আলোকের নৃত্যে বনান্ত মুখরিত অধীর আনন্দে॥
অম্বরপ্রাঙ্গণমাঝে নিঃস্বর মঞ্জীর গুঞ্জে।
অশ্রুত সেই তালে বাজে করতালি পল্লবপুঞ্জে।
কার পদপরশন-আশা তৃণে তৃণে অর্পিল ভাষা—
সমীরণ বন্ধনহারা উন্মন কোন্ বনগন্ধে॥

২০৭

ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে—
ডালে ডালে ফুলে ফলে পাতায় পাতায় রে,
আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে॥
রঙে রঙে রঙিল আকাশ, গানে গানে নিখিল উদাস—
যেন চলচঞ্চল নব পল্লবদল মর্মরে মোর মনে মনে॥
হেরো হেরো অবনীর রঙ্গ,
গগনের করে তপোভঙ্গ।

হাসির আঘাতে তার মৌন রহে না আর,
কেঁপে কেঁপে ওঠে খনে খনে।
বাতাস ছুটিছে বনময় রে, ফুলের না জানে পরিচয় রে।
তাই বুঝি বারে বারে কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে
শুধায়ে ফিরিছে জনে জনে॥

২০৮

এত দিন যে বসে ছিলেম পথ চেয়ে আর কাল গুনে
দেখা পেলেম ফাল্গুনে॥
বালক বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়—
একি গো বিস্ময়।
অবাক আমি তরুণ গলার গান শুনে॥
গন্ধে উদাস হাওয়ার মতো উড়ে তোমার উত্তরী,
কর্ণে তোমার কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী।
তরুণ হাসির আড়ালে কোন্ আগুন ঢাকা রয়—
একি গো বিস্ময়।
অস্ত্র তোমার গোপন রাখো কোন্ তূণে॥

২০৯

বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা।
বইল প্রাণে দখিন-হাওয়া আগুন-জ্বালা॥
পিছের বাঁশি কোণের ঘরে মিছে রে ওই কেঁদে মরে—
মরণ এবার আনল আমার বরণডালা॥
যৌবনেরই ঝড় উঠেছে আকাশ-পাতালে।
নাচের তালের ঝঙ্কারে তার আমায় মাতালে।
কুড়িয়ে নেবার ঘুচল পেশা, উড়িয়ে দেবার লাগল নেশা—
আরাম বলে 'এল আমার যাবার পালা'॥

২১০

ওরে আয় রে তবে, মাত্‌ রে সবে আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে ॥
পিছন-পানের বাঁধন হতে চল্‌ ছুটে আজ বন্যাস্রোতে,
আপনাকে আজ দখিন-হাওয়ায় ছড়িয়ে দে রে দিগন্তে ॥
বাঁধন যত ছিন্ন করো আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।
অকূল প্রাণের সাগর-তীরে ভয় কী রে তোর ক্ষয়-ক্ষতিরে।
যা আছে রে সব নিয়ে তোর ঝাঁপ দিয়ে পড়্‌ অনন্তে।

২১১

বসন্ত, তোর শেষ ক'রে দে, শেষ ক'রে দে, শেষ ক'রে দে রঙ্গ—
ফুল ফোটাবার খ্যাপামি, তার উদ্দামতরঙ্গ ॥
উড়িয়ে দেবার ছড়িয়ে দেবার মাতন তোমার থামুক এবার,
নীড়ে ফিরে আসুক তোমার পথহারা বিহঙ্গ ॥
তোমার সাধের মুকুল কতই পড়ল ঝ'রে—
তারা ধুলা হল, তারা ধুলা দিল ভ'রে।
প্রখর তাপে জরোজরো ফল ফলাবার সাধন ধরো,
হেলাফেলার পালা তোমার এই বেলা হোক ভঙ্গ ॥

২১২

দিনশেষে বসন্ত যা প্রাণে গেল ব'লে
তাই নিয়ে বসে আছি, বীণাখানি কোলে ॥
তারি সুর নেব ধরে
আমারি গানেতে ভরে,
ঝরা মাধবীর সাথে যায় সে যে চলে ॥
থামো থামো দখিনপবন,
কী বারতা এনেছ তা কোরো না গোপন।

যে দিনেরে নাই মনে তুমি তারি উপবনে
কী ফুল পেয়েছ খুঁজে— গন্ধে প্রাণ ভোলে ॥

২১৩

সব দিবি কে সব দিবি পায়, আ য় আ য় আয়।
ডাক পড়েছে ওই শোনা যায় 'আ য় আ য় আয়' ॥
আসবে যে সে স্বর্ণরথে— জাগবি কারা রিক্ত পথে
পৌষ-রজনী তাহার আশায়, আ য় আ য় আয় ॥
ক্ষণেক কেবল তাহার খেলা, হা য় হা য় হায়।
তার পরে তার যাবার বেলা, হা য় হা য় হায়।
চলে গেলে জাগবি যবে ধনরতন বোঝা হবে—
বহন করা হবে যে দায়, আ য় আ য় আয় ॥

২১৪

বাকি আমি রাখব না কিছুই—
তোমার চলার পথে পথে ছেয়ে দেব ভুঁই ॥
ওগো মোহন, তোমার উত্তরীয় গন্ধে আমার ভরে নিয়ো,
উজাড় করে দেব পায়ে বকুল বেলা জুঁই ॥
দখিন-সাগর পার হয়ে যে এলে পথিক তুমি,
আমার সকল দেব অতিথিরে আমি বনভূমি।
আমার কুলায়-ভরা রয়েছে গান, সব তোমারে করেছি দান—
দেবার কাঙাল করে আমায় চরণ যখন ছুঁই ॥

২১৫

ফল ফলাবার আশা আমি মনে রাখি নি রে।
আজ আমি তাই মুকুল ঝরাই দক্ষিণসমীরে ॥

বসন্তগান পাখিরা গায়, বাতাসে তার সুর ঝরে যায়—
মুকুল-ঝরার ব্যাকুল খেলা আমারি সেই রাগিণীরে ॥
জানি নে ভাই, ভাবি নে তাই কী হবে মোর দশা
যখন আমার সারা হবে সকল ঝরা খসা।
এই কথা মোর শূন্য ডালে বাজবে সে দিন তালে তালে—
'চরম দেওয়ায় সব দিয়েছি মধুর মধুযামিনীরে' ॥

২১৬

যদি তারে নাই চিনি গো সে কি আমায় নেবে চিনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে— জানি নে, জানি নে ॥
সে কি আমার কুঁড়ির কানে কবে কথা গানে গানে,
পরান তাহার নেবে কিনে এই নব ফাল্গুনের দিনে—
জানি নে, জানি নে ॥
সে কি আপন রঙে ফুল রাঙাবে।
সে কি মর্মে এসে ঘুম ভাঙাবে।
ঘোমটা আমার নতুন পাতার হঠাৎ দোলা পাবে কি তার,
গোপন কথা নেবে জিনে এই নব ফাল্গুনের দিনে—
জানি নে, জানি নে ॥

২১৭

ধীরে ধীরে ধীরে বও ওগো উতলা হাওয়া,
নিশীথরাতের বাঁশি বাজে— শান্ত হও গো শান্ত হও।
আমি প্রদীপশিখা তোমার লাগি ভয়ে ভয়ে একা জাগি,
মনের কথা কানে কানে মৃদু মৃদু কও ॥
তোমার দূরের গাথা তোমার বনের বাণী
ঘরের কোণে দেহো আনি।
আমার কিছু কথা আছে ভোরের বেলার তারার কাছে,
সেই কথাটি তোমার কানে চুপিচুপি লও ॥

২১৮

দখিন-হাওয়া জাগো জাগো, জাগাও আমার সুপ্ত এ প্রাণ।
আমি বেণু, আমার শাখায় নীরব যে হায় কত-না গান। জাগো জাগো ॥
পথের ধারে আমার কারা ওগো পথিক বাঁধন-হারা,
নৃত্য তোমার চিত্তে আমার মুক্তি-দোলা করে যে দান। জাগো জাগো ॥
গানের পাখা যখন খুলি বাধা-বেদন তখন ভুলি।
যখন আমার বুকের মাঝে তোমার পথের বাঁশি বাজে
বন্ধ ভাঙার ছন্দে আমার মৌন-কাঁদন হয় অবসান। জাগো জাগো ॥

২১৯

সহসা ডালপালা তোর উতলা যে ও চাঁপা, ও করবী!
কারে তুই দেখতে পেলি আকাশ-মাঝে জানি না যে ॥
কোন্ সুরের মাতন হাওয়ায় এসে বেড়ায় ভেসে ও চাঁপা, ও করবী!
কার নাচনের নূপুর বাজে জানি না যে ॥
তোরে ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগে।
কোন্ অজানার ধেয়ান তোমার মনে জাগে।
কোন্ রঙের মাতন উঠল দুলে ফুলে ফুলে ও চাঁপা, ও করবী!
কে সাজালে রঙিন সাজে জানি না যে ॥

২২০

সে কি ভাবে গোপন রবে লুকিয়ে হৃদয় কাড়া।
তাহার আসা হাওয়ায় ঢাকা, সে যে সৃষ্টিছাড়া ॥
হিয়ায় হিয়ায় জাগল বাণী, পাতায় পাতায় কানাকানি—
'ওই এল যে' 'ওই এল যে' পরান দিল সাড়া ॥
এই তো আমার আপ্‌নারই এই ফুল-ফোটানোর মাঝে
তারে দেখি নয়ন ভ'রে নানা রঙের সাজে।
এই-যে পাখির গানে গানে চরণধ্বনি বয়ে আনে,
বিশ্ববীণার তারে তারে এই তো দিল নাড়া ॥

২২১

ওই)   ভাঙলে হাসির বাঁধ ।
অধীর হয়ে মাতল কেন পূর্ণিমার ওই চাঁদ ॥
উতল হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে   মুকুল-ছাওয়া বকুলবনে
দোল দিয়ে যায় পাতায় পাতায়, ঘটায় পরমাদ ॥
ঘুমের আঁচল আকুল হল কী উল্লাসের ভরে ।
স্বপন যত ছড়িয়ে প'ল দিকে দিগন্তরে ।
আজ রাতের এই পাগলামিরে   বাঁধবে ব'লে কে ওই ফিরে,
শালবীথিকায় ছায়া গেঁথে তাই পেতেছে ফাঁদ ॥

২২২

ও আমার   চাঁদের আলো,   আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে
ধরা দিয়েছ যে আমার   পাতায় পাতায় ডালে ডালে ॥
যে গান তোমার সুরের ধারায়   বন্যা জাগায় তারায় তারায়
মোর আঙিনায় বাজল গো,   বাজল সে-সুর আমার প্রাণের তালে-তালে ॥
সব কুঁড়ি মোর ফুটে ওঠে তোমার হাসির ইশারাতে ।
দখিন-হাওয়া দিশাহারা আমার ফুলের গন্ধে মাতে ।
শুভ্র, তুমি করলে বিলোল   আমার প্রাণে রঙের হিলোল—
মর্মরিত মর্ম গো,
মর্ম আমার জড়ায় তোমার হাসির জালে ॥

২২৩

ও চাঁদ, তোমায় দোলা দেবে কে !
ও চাঁদ,   তোমায় দোলা—
কে দেবে কে দেবে তোমায় দোলা—
আপন আলোর স্বপন-মাঝে বিভোল ভোলা ॥
কেবল তোমার চোখের চাওয়ায়   দোলা দিলে হাওয়ায় হাওয়ায়
বনে বনে দোল জাগালো ওই চাহনি তুফান-তোলা ॥

আজ মানসের সরোবরে
কোন্ মাধুরীর কমলকানন দোলাও তুমি ঢেউয়ের 'পরে।
তোমার হাসির আভাস লেগে বিশ্ব-দোলন দোলার বেগে
উঠল জেগে আমার গানের কল্লোলিনী কলরোলা॥

২২৪

শুকনো পাতা কে যে ছড়ায় ওই দূরে উদাস-করা কোন্ সুরে।
ঘর-ছাড়া ওই কে বৈরাগী জানি না যে কাহার লাগি
ক্ষণে ক্ষণে শূন্য বনে যায় ঘুরে॥
চিনি চিনি যেন ওরে হয় মনে,
ফিরে ফিরে যেন দেখা ওর সনে।
ছদ্মবেশে কেন খেলো, জীর্ণ এ বাস ফেলো ফেলো—
প্রকাশ করো চিরনূতন বন্ধুরে॥

২২৫

তোমার বাস কোথা যে পথিক ওগো, দেশে কি বিদেশে।
তুমি হৃদয়-পূর্ণ-করা ওগো, তুমিই সর্বনেশে॥
'আমার বাস কোথা যে জান না কি,
শুধাতে হয় সে কথা কি
ও মাধবী, ও মালতী!'
হয়তো জানি, হয়তো জানি, হয়তো জানি নে,
মোদের ব'লে দেবে কে সে॥
মনে করি, আমার তুমি, বুঝি নও আমার।
বলো বলো, বলো পথিক, বলো তুমি কার।
'আমি তারি যে আমারে যেমনি দেখে চিনতে পারে,
ও মাধবী, ও মালতী!'
হয়তো চিনি, হয়তো চিনি, হয়তো চিনি নে,
মোদের ব'লে দেবে কে সে॥

২২৬

আজ দখিন-বাতাসে

নাম-না-জানা কোন্ বনফুল ফুটল বনের ঘাসে।

'ও মোর পথের সাথি পথে পথে গোপনে যায় আসে।'

কৃষ্ণচূড়া চূড়ায় সাজে, বকুল তোমার মালার মাঝে,

শিরীষ তোমার ভরবে সাজি ফুটেছে সেই আশে।

'এ মোর পথের বাঁশির সুরে সুরে লুকিয়ে কাঁদে হাসে।'

ওরে দেখ বা নাই দেখ, ওরে যাও বা না যাও ভুলে।

ওরে নাই বা দিলে দোলা, ওরে নাই বা নিলে তুলে।

সভায় তোমার ও কেহ নয়, ওর সাথে নেই ঘরের প্রণয়,

যাওয়া-আসার আভাস নিয়ে রয়েছে এক পাশে।

'ওগো ওর সাথে মোর প্রাণের কথা নিশ্বাসে নিশ্বাসে।'

২২৭

বিদায় যখন চাইবে তুমি দক্ষিণসমীরে

তোমায় ডাকব না ফিরে ফিরে॥

করব তোমায় কী সম্ভাষণ, কোথায় তোমার পাতব আসন

পাতা-ঝরা কুসুম-ঝরা নিকুঞ্জকুটিরে॥

তুমি আপনি যখন আস তখন আপনি কর ঠাঁই—

আপনি কুসুম ফোটাও, মোরা তাই দিয়ে সাজাই।

তুমি যখন যাও চলে যাও সব আয়োজন হয় যে উধাও—

গান ঘুচে যায়, রঙ মুছে যায়, তাকাই অশ্রুনীরে॥

২২৮

এবেলা ডাক পড়েছে কোন্‌খানে

ফাগুনের ক্লান্ত ক্ষণের শেষ গানে॥

সেখানে স্তব্ধ বীণার তারে তারে সুরের খেলা ডুব সাঁতারে—

সেখানে চোখ মেলে যায় পাই নে দেখা
তাহারে মন জানে গো মন জানে ॥
এ বেলা মন যেতে চায় কোন্‌খানে
নিরালায় লুপ্ত পথের সন্ধানে।
সেখানে মিলনদিনের ভোলা হাসি লুকিয়ে বাজায় করুণ-বাঁশি,
সেখানে যে কথাটি হয় নি বলা সে কথা রয় কানে গো রয় কানে ॥

২২৯

না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো।
মিলনপিয়াসী মোরা— কথা রাখো, কথা রাখো ॥
আজো বকুল আপনহারা হায় রে, ফুল-ফোটানো হয় নি সারা,
সাজি ভরে নি—
পথিক ওগো, থাকো থাকো ॥
চাঁদের চোখে জাগে নেশা,
তার আলো গানে গন্ধে মেশা।
দেখো চেয়ে কোন্ বেদনায় হায় রে মল্লিকা ওই যায় চলে যায়
অভিমানিনী—
পথিক, তারে ডাকো ডাকো ॥

২৩০

এবার বিদায়বেলার সুর ধরো ধরো ও চাঁপা, ও করবী!
তোমার শেষ ফুলে আজ সাজি ভরো ॥
যাবার পথে আকাশতলে মেঘ রাঙা হল চোখের জলে,
ঝরে পাতা ঝরোঝরো ॥
হেরো হেরো ওই রুদ্র রবি
স্বপ্ন ভাঙায় রক্তছবি।
খেয়াতরীর রাঙা পালে আজ লাগল হাওয়া ঝড়ের তালে,
বেণুবনের ব্যাকুল শাখা থরোথরো ॥

২৩১

আজ খেলা ভাঙার খেলা খেলবি আয়,
সুখের বাসা ভেঙে ফেলবি আয়।
মিলনমালার আজ বাঁধন তো টুটবে,
ফাগুন-দিনের আজ স্বপন তো ছুটবে—
উধাও মনের পাখা মেলবি আয়।
অস্তগিরির ওই শিখরচূড়ে
ঝড়ের মেঘের আজ ধ্বজা উড়ে।
কালবৈশাখীর হবে যে নাচন,
সাথে নাচুক তোর মরণ বাঁচন—
হাসি কাঁদন পায়ে ঠেলবি আয়।

২৩২

আজ কি তাহার বারতা পেল রে কিশলয়।
ওরা কার কথা কয় রে বনময়।
আকাশে আকাশে দূরে দূরে সুরে সুরে
কোন্ পথিকের গাহে জয়।
যেথা চাঁপা-কোরকের শিখা জ্বলে
ঝিল্লিমুখর ঘন বনতলে,
এসো কবি, এসো, মালা পরো, বাঁশি ধরো—
হোক গানে গানে বিনিময়।

২৩৩

চরণরেখা তব যে পথে দিলে লেখি
চিহ্ন আজি তারি আপনি ঘুচালে কি।
অশোকরেণুগুলি রাঙালো যার ধূলি
তারে যে তৃণতলে আজিকে লীন দেখি।

ফুরায় ফুল-ফোটা, পাখিও গান ভোলে,
দখিনবায়ু সেও উদাসী যায় চলে।
তবু কি ভরি তারে অমৃত ছিল না রে—
স্মরণ তারো কি গো মরণে যাবে ঠেকি॥

২৩৪

নমো নমো, নমো নমো, নমো নমো, তুমি সুন্দরতম।
নমো নমো নমো।
দূর হইল দৈন্যদ্বন্দ্ব, ছিন্ন হইল দুঃখবন্ধ—
উৎসবপতি মহানন্দ তুমি সুন্দরতম॥

২৩৫

তোমার আসন পাতব কোথায় হে অতিথি।
ছেয়ে গেছে শুকনো পাতায় কাননবীথি॥
ছিল ফুটে মালতীফুল কুন্দকলি,
উত্তরবায় লুঠ ক'রে তায় গেল চলি—
হিমে বিবশ বনস্থলী বিরলগীতি
হে অতিথি॥
সুর-ভোলা ওই ধরার বাঁশি লুটায় ভুঁয়ে,
মর্মে তাহার তোমার হাসি দাও-না ছুঁয়ে।
মাতবে আকাশ নবীন রঙের তানে তানে,
পলাশ বকুল ব্যাকুল হবে আত্মদানে—
জাগবে বনের মুগ্ধ মনে মধুর স্মৃতি
হে অতিথি॥

২৩৬

(কে) রঙ লাগালে বনে বনে।
ঢেউ জাগালে সমীরণে॥

আজ ভুবনের দুয়ার খোলা দোল দিয়েছে বনের দোলা—

দে দোল ! দে দোল ! দে দোল !

কোন্ ভোলা সে ভাবে-ভোলা খেলায় প্রাঙ্গণে ॥

আন্ বাঁশি— আন্ রে তোর আন্ রে বাঁশি,

উঠল সুর উচ্ছ্বাসি ফাগুন-বাতাসে।

আজ দে ছড়িয়ে ছড়িয়ে শেষ বেলাকার কান্না হাসি—

সন্ধ্যাকাশের বুক-ফাটা সুর বিদায়-রাতি করবে মধুর,

মাতল আজি অস্তসাগর সুরের প্লাবনে ॥

২৩৭

মন যে বলে চিনি চিনি যে গন্ধ বয় এই সমীরে।

কে ওরে কয় বিদেশিনী চৈত্ররাতের চামেলিরে ॥

রক্তে রেখে গেছে ভাষা,

স্বপ্নে ছিল যাওয়া-আসা—

কোন্ যুগে কোন্ হাওয়ার পথে, কোন্ বনে, কোন্ সিন্ধুতীরে।

এই সুদূরে পরবাসে

ওর বাঁশি আজ প্রাণে আসে।

মোর পুরাতন দিনের পাখি

ডাক শুনে তার উঠল ডাকি,

চিত্ততলে জাগিয়ে তোলে অশ্রুজলের ভৈরবীরে ॥

২৩৮

বকুলগন্ধে বন্যা এল দখিন-হাওয়ার স্রোতে।

পুষ্পধনু, ভাসাও তরী নন্দনতীর হতে ॥

পলাশকলি দিকে দিকে তোমার আখর দিল লিখে,

চঞ্চলতা জাগিয়ে দিল অরণ্যে পর্বতে ॥

আকাশ-পারে পেতে আছে একলা আসনখানি—

নিত্যকালের সেই বিরহীর জাগল আশার বাণী ॥

পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে নবীন প্রাণের পত্র আসে,

পলাশ-জবায় কনক-চাঁপায় অশোকে অশ্বথে ॥

২৩৯

বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী,
দিকপ্রান্তে, বনবনান্তে,
শ্যাম প্রান্তরে, আম্রছায়ে,
সরোবরতীরে, নদীনীরে,
নীল আকাশে, মলয়বাতাসে
ব্যাপিল অনন্ত তব মাধুরী ॥
নগরে গ্রামে কাননে, দিনে নিশীথে,
পিকসঙ্গীতে, নৃত্যগীতকলনে বিশ্ব আনন্দিত।
ভবনে ভবনে বীণাতান রণ-রণ ঝঙ্কৃত।
মধুমদমোদিত হৃদয়ে হৃদয়ে রে
নবপ্রাণ উচ্ছ্বসিল আজি,
বিচলিত চিত উচ্ছলি উন্মাদনা
ঝন-ঝন ঝনিল মঞ্জীরে মঞ্জীরে ॥

২৪০

আন্ গো তোরা কার কী আছে,
দেবার হাওয়া বইল দিকে দিগন্তরে—
এই সুসময় ফুরায় পাছে ॥
কুঞ্জবনের অঞ্জলি যে ছাপিয়ে পড়ে,
পলাশকানন ধৈর্য হারায় রঙের ঝড়ে,
বেণুর শাখা তালে মাতাল পাতার নাচে ॥
প্রজাপতি রঙ ভাসালো নীলাম্বরে,
মৌমাছিরা ধ্বনি উড়ায় বাতাস-'পরে।
দখিন-হাওয়া হেঁকে বেড়ায় 'জাগো জাগো',
দোয়েল কোয়েল গানের বিরাম জানে না গো—
রক্ত রঙের জাগল প্রলাপ অশোক-গাছে ॥

২৪১

ফাগুন, হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান—
তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান—
আমার আপনহারা প্রাণ আমার বাঁধন-ছেঁড়া প্রাণ॥
তোমার অশোকে কিংশুকে
অলক্ষ্য রঙ লাগল আমার অকারণের সুখে,
তোমার ঝাউয়ের দোলে
মর্মরিয়া ওঠে আমার দুঃখরাতের গান॥
পূর্ণিমাসন্ধ্যায় তোমার রজনীগন্ধায়
রূপসাগরের পারের পানে উদাসী মন ধায়।
তোমার প্রজাপতির পাখা
আমার আকাশ-চাওয়া মুগ্ধ চোখের রঙিন-স্বপন-মাখা।
তোমার চাঁদের আলোয়
মিলায় আমার দুঃখসুখের সকল অবসান॥

২৪২

নিবিড় অমা-তিমির হতে বাহির হল জোয়ার-স্রোতে
শুক্লরাতে চাঁদের তরণী।
ভরিল ভরা অরূপ ফুলে, সাজালো ডালা অমরাকূলে
আলোর মালা চামেলি-বরনী॥
তিথির পরে তিথির ঘাটে আসিছে তরী দোলের নাটে,
নীরবে হাসে স্বপনে ধরণী।
উৎসবের পসরা নিয়ে পূর্ণিমার কূলেতে কি এ
ভিড়িল শেষে তন্দ্রাহরণী॥

২৪৩

হে মাধবী, দ্বিধা কেন, আসিবে কি ফিরিবে কি—
আঙিনাতে বাহিরিতে মন কেন গেল ঠেকি॥

বাতাসে লুকায়ে থেকে কে যে তোরে গেছে ডেকে,
পাতায় পাতায় তোরে পত্র সে যে গেছে লেখি ॥
কখন্ দখিন হতে কে দিল দুয়ার ঠেলি,
চমকি উঠিল জাগি চামেলি নয়ন মেলি ।
বকুল পেয়েছে ছাড়া, করবী দিয়েছে সাড়া,
শিরীষ শিহরি উঠে দূর হতে কারে দেখি ॥

২৪৪

ওরা অকারণে চঞ্চল ।
ডালে ডালে দোলে বায়ুহিল্লোলে নব পল্লবদল ॥
ছড়ায়ে ছড়ায়ে ঝিকিমিকি আলো
দিকে দিকে ওরা কী খেলা খেলালো,
মর্মরতানে প্রাণে ওরা আনে কৈশোরকোলাহল ॥
ওরা কান পেতে শোনে গগনে গগনে
নীরবের কানাকানি,
নীলিমার কোন্ বাণী ।
ওরা প্রাণঝরনার উচ্ছল ধার, ঝরিয়া ঝরিয়া বহে অনিবার,
চির তাপসিনী ধরণীর ওরা শ্যামশিখা হোমানল ॥

২৪৫

ফাগুনের নবীন আনন্দে
গানখানি গাঁথিলাম ছন্দে ॥
দিল তারে বনবীথি কোকিলের কলগীতি,
ভরি দিল বকুলের গন্ধে ॥
মাধবীর মধুময় মন্ত্র
রঙে রঙে রাঙালো দিগন্ত ।
বাণী মম নিল তুলি পলাশের কলিগুলি,
বেঁধে দিল তব মণিবন্ধে ॥

২৪৬

বেদনা কী ভাষায় রে
মর্মে মর্মরি গুঞ্জরি বাজে ॥
সে বেদনা সমীরে সমীরে সঞ্চারে,
চঞ্চল বেগে বিশ্বে দিল দোলা ॥
দিবানিশা আছি নিদ্রাহরা বিরহে
তব নন্দনবন-অঙ্গনদ্বারে,
মনোমোহন বন্ধু—
আকুল প্রাণে
পারিজাতমালা সুগন্ধ হানে ॥

২৪৭

চলে যায় মরি হায় বসন্তের দিন।
দূর শাখে পিক ডাকে বিরামবিহীন ॥
অধীর সমীর-ভরে উচ্ছ্বসি বকুল ঝরে,
গন্ধ-সনে হল মন সুদূরে বিলীন ॥
পুলকিত আম্রবীথি ফাল্গুনেরই তাপে,
মধুকরগুঞ্জরনে ছায়াতল কাঁপে।
কেন আজি অকারণে সারা বেলা আনমনে
পরানে বাজায় বীণা কে গো উদাসীন ॥

২৪৮

বসন্তে-বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক—
যায় যদি সে যাক ॥
রইল তাহার বাণী রইল ভরা সুরে, রইবে না সে দূরে—
হৃদয় তাহার কুঞ্জে তোমার রইবে না নির্বাক্‌ ॥
ছন্দ তাহার রইবে বেঁচে
কিশলয়ের নবীন নাচে নেচে নেচে ॥

তারে তোমার বীণা যায় না যেন ভুলে,
তোমার ফুলে ফুলে
মধুকরের গুঞ্জরনে বেদনা তার থাক্‌॥

২৪৯

আমার মল্লিকাবনে যখন প্রথম ধরেছে কলি
তোমার লাগিয়া তখনি, বন্ধু, বেঁধেছিনু অঞ্জলি॥
তখনো কুহেলীজালে,
সখা, তরুণী উষার ভালে
শিশিরে শিশিরে অরুণমালিকা উঠিতেছে ছলোছলি॥
এখনো বনের গান, বন্ধু, হয় নি তো অবসান—
তবু এখনি যাবে কি চলি।
ও মোর করুণ বল্লিকা,
ও তোর শ্রান্ত মল্লিকা
ঝরো-ঝরো হল, এই বেলা তোর শেষ কথা দিস বলি॥

২৫০

ক্লান্ত যখন আম্রকলির কাল, মাধবী ঝরিল ভূমিতলে অবসন্ন,
সৌরভধনে তখন তুমি হে শালমঞ্জরী বসন্তে কর ধন্য॥
সান্ত্বনা মাগি দাঁড়ায় কুঞ্জভূমি রিক্ত বেলায় অঞ্চল যবে শূন্য—
বনসভাতলে সবার ঊর্ধ্বে তুমি, সব-অবসানে তোমার দানের পুণ্য॥

২৫১

তুমি কিছু দিয়ে যাও মোর প্রাণে গোপনে গো—
ফুলের গন্ধে বাঁশির গানে, মর্মরমুখরিত পবনে॥
তুমি কিছু নিয়ে যাও বেদনা হতে বেদনে—
যে মোর অশ্রু হাসিতে লীন, যে বাণী নীরব নয়নে॥

২৫২

আজি এই গন্ধবিধুর সমীরণে
কার সন্ধানে ফিরি বনে বনে ॥
আজি ক্ষুব্ধ নীলাম্বরমাঝে একি চঞ্চল ক্রন্দন বাজে।
সুদূর দিগন্তের সকরুণ সঙ্গীত লাগে মোর চিন্তায় কাজে—
আমি খুঁজি কারে অন্তরে মনে গন্ধবিধুর সমীরণে ॥
ওগো, জানি না কী নন্দনরাগে
সুখে উৎসুক যৌবন জাগে।
আজি আম্রমুকুলসৌগন্ধে, নব পল্লবমর্মরছন্দে,
চন্দ্রকিরণসুধাসিঞ্চিত অম্বরে অশ্রুসরস মহানন্দে,
আমি পুলকিত কার পরশনে গন্ধবিধুর সমীরণে ॥

২৫৩

এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী—
তীরে ব'সে যায় যে বেলা, মরি গো মরি ॥
ফুল-ফোটানো সারা ক'রে বসন্ত যে গেল সরে,
নিয়ে ঝরা ফুলের ডালা বলো কী করি ॥
জল উঠেছে ছল্‌ছলিয়ে, ঢেউ উঠেছে দুলে,
মর্মরিয়ে ঝরে পাতা বিজন তরুমূলে।
শূন্যমনে কোথায় তাকাস।
ওরে, সকল বাতাস সকল আকাশ
আজি ওই পারের ওই বাঁশির সুরে উঠে শিহরি ॥

২৫৪

বসন্তে আজ ধরার চিত্ত হল উতলা,
বুকের 'পরে দোলে দোলে দোলে রে তার পরানপুতলা ॥
আনন্দেরই ছবি দোলে দিগন্তেরই কোলে কোলে,
গান দুলিছে দোলে দোলে গান দুলিছে নীল-আকাশের হৃদয়-উতলা ॥

আমার দুটি মুগ্ধ নয়ন নিদ্রা ভুলেছে।
আজি আমার হৃদয়দোলায় কে গো দুলিছে।
দুলিয়ে দিল সুখের রাশি লুকিয়ে ছিল যতেক হাসি—
দুলিয়ে দিল দোলে দোলে দুলিয়ে দিল জনম-ভরা ব্যথা অতলা॥

২৫৫

তুমি কোন্ পথে যে এলে পথিক, আমি দেখি নাই তোমারে।
হঠাৎ স্বপন-সম দেখা দিলে বনেরই কিনারে॥
ফাগুনে যে বাণ ডেকেছে মাটির পাথারে।
তোমার সবুজ পালে লাগল হাওয়া, এলে জোয়ারে।
ভেসে এলে জোয়ারে— যৌবনের জোয়ারে॥
কোন্ দেশে যে বাসা তোমার কে জানে ঠিকানা।
কোন্ গানের সুরের পারে তার পথের নাই নিশানা।
তোমার সেই দেশেরই তরে আমার মন যে কেমন করে—
তোমার মালার গন্ধে তারি আভাস আমার প্রাণে বিহারে॥

২৫৬

অনেক দিনের মনের মানুষ যেন এলে কে
কোন্ ভুলে-যাওয়া বসন্ত থেকে॥
যা-কিছু সব গেছ ফেলে খুঁজতে এলে হৃদয়ে,
পথ চিনেছ চেনা ফুলের চিহ্ন দেখে॥
বুঝি মনে তোমার আছে আশা—
আমার ব্যথায় তোমার মিলবে বাসা।
দেখতে এলে সেই-যে বীণা বাজে কিনা হৃদয়ে,
তারগুলি তার ধুলায় ধুলায় গেছে কি ঢেকে॥

২৫৭

পুরাতনকে বিদায় দিলে না যে ওগো নবীন রাজা।
শুধু বাঁশি তোমার বাজালে তার পরান-মাঝে ওগো নবীন রাজা॥

মন্ত্র যে তার লাগল প্রাণে   মোহন গানে   হায়,
বিকশিয়া উঠল হিয়া নবীন সাজে   ওগো নবীন রাজা ॥
তোমার রঙে দিলে তুমি রাঙিয়া   ও তার আঙিয়া   ওগো নবীন রাজা।
তোমার মালা দিলে গলে   খেলার ছলে   হায়—
তোমার   সুরে সুরে তাহার বীণা বাজে   ওগো নবীন রাজা ॥

২৫৮

ঝরো-ঝরো ঝরো-ঝরো ঝরে রঙের ঝর্না।
আ য়   আ য়   আ য়   আয় সে রসের সুধায় হৃদয় ভর্-না ॥
সেই   মুক্ত বন্যাধারায় ধারায়   চিত্ত মৃত্যু-আবেশ হারায়,
ও সেই   রসের পরশ পেয়ে ধরা নিত্যনবীনবর্ণা ॥
তার   কলধ্বনি দখিন-হাওয়ায় ছড়ায় গগনময়,
মর্মরিয়া আসে ছুটে নবীন কিশলয়।
বনের   বীণায় বীণায় ছন্দ জাগে   বসন্তপঞ্চমের রাগে—
ও সেই   সুরে সুরে সুর মিলিয়ে আনন্দগান ধর্-না ॥

২৫৯

পূর্বাচলের পানে তাকাই অস্তাচলের ধারে আসি।
ডাক দিয়ে যার সাড়া না পাই তার লাগি আজ বাজাই বাঁশি ॥
যখন এ কূল যাব ছাড়ি   পারের খেয়ায় দেব পাড়ি,
মোর ফাগুনের গানের বোঝা বাঁশির সাথে যাবে ভাসি ॥
সেই-যে আমার বনের গলি রঙিন ফুলে ছিল আঁকা
সেই ফুলেরই ছিন্ন দলে চিহ্ন যে তার পড়ল ঢাকা।
মাঝে মাঝে কোন্ বাতাসে   চেনা দিনের গন্ধ আসে,
হঠাৎ বুকে চমক লাগায় আধ-ভোলা সেই কান্নাহাসি ॥

২৬০

নীল আকাশের কোণে কোণে ওই বুঝি আজ শিহর লাগে   আহা।
শাল-পিয়ালের বনে বনে কেমন যেন কাঁপন জাগে   আহা ॥

সুদূরে কার পায়ের ধ্বনি গণি গণি দিন-রজনী
ধরণী তার চরণ মাগে আহা ॥
দখিন-হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে কেন ডাকিস 'জাগো জাগো'।
ফিরিস যেতে শিরীষবনে, শোনাস কানে কোন্ কথা গো।
শূন্যে তোমার ওগো প্রিয় উত্তরীয় উড়ল কি ও
রবির আলো রঙিন রাগে আহা ॥

২৬১

মাধবী হঠাৎ কোথা হতে এল ফাগুন-দিনের স্রোতে।
এসে হেসেই বলে, 'যা ই যা ই যাই।'
পাতারা ঘিরে দলে দলে তারে কানে কানে বলে,
'না না না।'
নাচে তা ই তা ই তাই ॥
আকাশের তারা বলে তারে, 'তুমি এসো গগন-পারে,
তোমায় চা ই চা ই চাই।'
পাতারা ঘিরে দলে দলে তারে কানে কানে বলে,
'না না না।'
নাচে তা ই তা ই তাই ॥
বাতাস দখিন হতে আসে, ফেরে তারি পাশে পাশে,
বলে, 'আ য় আ য় আয় ॥'
বলে, 'নীল অতলের কূলে সুদূর অস্তাচলের মূলে
বেলা যা য় যা য় যায়।
বলে, 'পূর্ণশশীর রাতি ক্রমে হবে মলিন-ভাতি,
সময় না ই না ই নাই।'
পাতারা ঘিরে দলে দলে তারে কানে কানে বলে,
'না না না।'
নাচে তা ই তা ই তাই ॥

২৬২

নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগল,
বসন্তে সৌরভের শিখা জাগল ॥
আকাশের লাগে ধাঁধা রবির আলো ওই কি বাঁধা।
বুঝি ধরার কাছে আপনাকে সে মাগল,
সর্ষেক্ষেতে ফুল হয়ে তাই জাগল ॥
নীল দিগন্তে মোর বেদনখানি লাগল,
অনেক কালের মনের কথা জাগল।
এল আমার হারিয়ে-যাওয়া কোন্ ফাগুনের পাগল হাওয়া।
বুঝি এই ফাগুনে আপনাকে সে মাগল,
সর্ষেক্ষেতে ঢেউ হয়ে তাই জাগল ॥

২৬৩

বসন্ত তার গান লিখে যায় ধূলির 'পরে কী আদরে ॥
তাই সে ধুলা ওঠে হেসে বারে বারে নবীন বেশে,
বারে বারে রূপের সাজি আপনি ভরে কী আদরে ॥
তেমনি পরশ লেগেছে মোর হৃদয়তলে,
সে যে তাই ধন্য হল মন্ত্রবলে।
তাই প্রাণে কোন্ মায়া জাগে, বারে বারে পুলক লাগে,
বারে বারে গানের মুকুল আপনি ধরে কী আদরে ॥

২৬৪

ফাগুনের শুরু হতেই শুকনো পাতা ঝরল যত
তারা আজ কেঁদে শুধায়, 'সেই ডালে ফুল ফুটল কি গো,
ওগো কও ফুটল কত।'
তারা কয়, 'হঠাৎ হাওয়ায় এল ভাসি
মধুরের সুদূর হাসি হায়।
খ্যাপা হাওয়ায় আকুল হয়ে ঝরে গেলেম শত শত।'

তারা কয়, 'আজ কি তবে এসেছে সে নবীন বেশে।
আজ কি তবে এত ক্ষণে জাগল বনে যে গান ছিল মনে মনে
সেই বারতা কানে নিয়ে
যাই যাই চলে এই বারের মতো।'

২৬৫

ফাগুনের পূর্ণিমা এল কার লিপি হাতে।
বাণী তার বুঝি না রে, ভরে মন বেদনাতে ॥
উদয়শৈলমূলে জীবনের কোন্ কূলে
এই বাণী জেগেছিল কবে কোন্ মধুরাতে ॥
মাধবীর মঞ্জরী মনে আনে বারে বারে
বরণের মালা গাঁথা স্মরণের পরপারে।
সমীরণে কোন্ মায়া ফিরিছে স্বপনকায়া,
বেণুবনে কাঁপে ছায়া অলখ-চরণ-পাতে ॥

২৬৬

এক ফাগুনের গান সে আমার আর ফাগুনের কূলে কূলে
কার খোঁজে আজ পথ হারালো নতুন কালের ফুলে ফুলে ॥
শুধায় তারে বকুল-হেনা, 'কেউ আছে কি তোমার চেনা।'
সে বলে, 'হায় আছে কি নাই
না বুঝে তাই বেড়াই ভুলে
নতুন কালের ফুলে ফুলে।'
এক ফাগুনের মনের কথা আর ফাগুনের কানে কানে
গুঞ্জরিয়া কেঁদে শুধায়, 'মোর ভাষা আর কেই বা জানে।'
আকাশ বলে, 'কে জানে সে কোন্ ভাষা যে বেড়ায় ভেসে।'
'হয়তো জানি' 'হয়তো জানি'
বাতাস বলে দুলে দুলে
নতুন কালের ফুলে ফুলে ॥

২৬৭

ওরে বকুল, পারুল, ওরে শাল-পিয়ালের বন,
কোন্‌খানে আজ পাই
এমন মনের মতো ঠাঁই
যেথায় ফাগুন ভরে দেব দিয়ে সকল মন,
দিয়ে আমার সকল মন ॥
সারা গগনতলে তুমুল রঙের কোলাহলে
মাতামাতির নেই যে বিরাম কোথাও অনুক্ষণ
যেথায় ফাগুন ভরে দেব দিয়ে সকল মন,
দিয়ে আমার সকল মন ॥
ওরে বকুল, পারুল, ওরে শাল-পিয়ালের বন,
আকাশ নিবিড় ক'রে
তোরা দাঁড়াস নে ভিড় ক'রে—
আমি চাই নে, চাই নে, চাই নে এমন
গন্ধরঙের বিপুল আয়োজন।
অকূল অবকাশে যেথায় স্বপ্নকমল ভাসে
দে আমারে একটি এমন গগন-জোড়া কোণ—
যেথায় ফাগুন ভরে দেব দিয়ে সকল মন,
দিয়ে আমার সকল মন ॥

২৬৮

নিশীথরাতের প্রাণ
কোন্ সুধা যে চাঁদের আলোয় আজ করেছে পান ॥
মনের সুখে তাই আজ গোপন কিছু নাই,
আঁধার-ঢাকা ভেঙে ফেলে সব করেছে দান ॥
দখিন-হাওয়ায় তার সব খুলেছে দ্বার।
তারি নিমন্ত্রণে আজি ফিরি বনে বনে,
সঙ্গে করে এনেছি এই
রাত-জাগা মোর গান ॥

২৬৯

চেনা ফুলের গন্ধস্রোতে ফাগুন-রাতের অন্ধকারে
চিত্তে আমার ভাসিয়ে আনে নিত্যকালের অচেনারে ॥
একদা কোন্ কিশোর-বেলায় চেনা চোখের মিলন-মেলায়
সেই তো খেলা করেছিল কান্নাহাসির ধারে ধারে ॥
তারি ভাষার বাণী নিয়ে প্রিয়া আমার গেছে ডেকে,
তারি বাঁশির ধ্বনি সে যে বিরহে মোর গেছে রেখে।
পরিচিত নামের ডাকে তার পরিচয় গোপন থাকে,
পেয়ে যারে পাই নে তারি পরশ পাই যে বারে বারে ॥

২৭০

মধুর বসন্ত এসেছে মধুর মিলন ঘটাতে,
মধুর মলয়সমীরে মধুর মিলন রটাতে ॥
কুহকলেখনী ছুটায়ে কুসুম তুলিছে ফুটায়ে,
লিখিছে প্রণয়কাহিনী বিবিধ বরনছটাতে।
হেরো পুরানো প্রাচীন ধরণী হয়েছে শ্যামলবরনী,
যেন যৌবনপ্রবাহ ছুটেছে কালের শাসন টুটাতে।
পুরানো বিরহ হানিছে নবীন মিলন আনিছে,
নবীন বসন্ত আইল নবীন জীবন ফুটাতে ॥

২৭১

আমার মালার ফুলের দলে আছে লেখা বসন্তের মন্ত্রলিপি।
এর মাধুর্যে আছে যৌবনের আমন্ত্রণ।
সাহানা রাগিণী এর রাঙা রঙে রঞ্জিত,
মধুকরের ক্ষুধা অশ্রুর ছন্দে গন্ধে তার গুঞ্জরে ॥
আন্ গো ডালা গাঁথ্ গো মালা,
আন্ মাধবী মালতী অশোকমঞ্জরী, আয় তোরা আয়।
আন্ করবী রঙ্গন কাঞ্চন রজনীগন্ধা প্রফুল্লমল্লিকা, আয় তোরা আয়।

মালা পর গো মালা পর্ সুন্দরী—
ত্বরা কর্ গো ত্বরা কর্।
আজি পূর্ণিমারাতে জাগিছে চন্দ্রমা,
বকুলকুঞ্জ দক্ষিণবাতাসে দুলিছে কাঁপিছে
থরোথরো মৃদু মর্মরি।
নৃত্যপরা বনাঙ্গনা বনাঙ্গনে সঞ্চরে,
চঞ্চলিত চরণ ঘেরি মঞ্জীর তার গুঞ্জরে আহা।
দিস নে মধুরাতি বৃথা বহিয়ে উদাসিনী হায় রে।
শুভলগন গেলে চলে ফিরে দেবে না ধরা—
সুধাপসরা ধুলায় দেবে শূন্য করি, শুকাবে বঞ্জুলমঞ্জরী।
চন্দ্রকরে অভিষিক্ত নিশীথে ঝিল্লিমুখর বনছায়ে
তন্দ্রাহারাপিকবিরহকাকলি-কূজিত দক্ষিণবায়ে
মালঞ্চ মোর ভরল ফুলে ফুলে ফুলে গো
কিংশুকশাখা চঞ্চল হল দুলে দুলে দুলে গো॥

২৭২

আজি কমলমুকুলদল খুলিল, দুলিল রে দুলিল—
মানসসরসে রসপুলকে পলকে পলকে ঢেউ তুলিল॥
গগন মগন হল গন্ধে, সমীরণ মূর্ছে আনন্দে,
গুন্‌গুন্ গুঞ্জনছন্দে মধুকর ঘিরি ঘিরি বন্দে—
নিখিলভুবনমন ভুলিল।
মন ভুলিল রে মন ভুলিল॥

২৭৩

পুষ্প ফুটে কোন্ কুঞ্জবনে,
কোন্ নিভৃতে ওরে, কোন্ গহনে।
মাতিল আকুল দক্ষিণবায়ু সৌরভচঞ্চল সঞ্চরণে॥

বন্ধুহারা মম অন্ধ ঘরে   আছি বসে অবসন্নমনে,
উৎসবরাজ কোথায় বিরাজে   কে লয়ে যাবে সে ভবনে ॥

২৭৪

এই   মৌমাছিদের ঘরছাড়া কে করেছে রে
তোরা আমায় ব'লে দে ভাই, ব'লে দে রে ॥
ফুলের গোপন পরান-মাঝে   নীরব সুরে বাঁশি বাজে—
ওদের   সেই সুরেতে কেমনে মন হরেছে রে ॥
যে মধুটি লুকিয়ে আছে,   দেয় না ধরা কারো কাছে,
সেই মধুতে কেমনে মন ভরেছে রে ॥

২৭৫

বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম বারে বারে।
ভেবেছিলেম ফিরব না রে ॥
এই তো আবার নবীন বেশে
এলেম তোমার হৃদয়দ্বারে ॥
কে গো তুমি।—   'আমি বকুল।'
কে গো তুমি।— 'আমি পারুল।'
তোমরা কে বা।— 'আমরা আমের মুকুল গো
এলেম আবার আলোর পারে।'
'এবার যখন ঝরব মোরা ধরার বুকে
ঝরব তখন হাসিমুখে—
অফুরানের আঁচল ভরে
মরব মোরা প্রাণের সুখে।'
তুমি কে গো।— 'আমি শিমুল।'
তুমি কে গো।— 'কামিনী ফুল।'
তোমরা কে বা।—   'আমরা নবীন পাতা গো
শালের বনে ভারে ভারে।'

২৭৬

এই কথাটাই ছিলেম ভুলে—
মিলব আবার সবার সাথে ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে ॥
অশোকবনে আমার হিয়া ওগো নূতন পাতায় উঠবে জিয়া,
বুকের মাতন টুটবে বাঁধন যৌবনেরই কূলে কূলে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে ॥
বাঁশিতে গান উঠবে পূরে
নবীন-রবির-বাণী-ভরা আকাশবীণার সোনার সুরে।
আমার মনের সকল কোণে ওগো ভরবে গগন আলোক-ধনে,
কান্নাহাসির বন্যারই নীর উঠবে আবার দুলে দুলে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে ॥

২৭৭

এবার তো যৌবনের কাছে মেনেছ হার মেনেছ?
'মেনেছি'।
আপন-মাঝে নূতনকে আজ জেনেছ?
'জেনেছি' ॥
আবরণকে বরণ ক'রে ছিলে কাহার জীর্ণ ঘরে?
আপনাকে আজ বাহির করে এনেছ?
'এনেছি' ॥
এবার আপন প্রাণের কাছে মেনেছ হার মেনেছ?
'মেনেছি'।
মরণ-মাঝে অমৃতকে জেনেছ?
'জেনেছি'।
লুকিয়ে তোমার অমরপুরী ধুলা-অসুর করে চুরি,
তাহারে আজ মরণ-আঘাত হেনেছ?
'হেনেছি' ॥

২৭৮

সেই তো বসন্ত ফিরে এল, হৃদয়ের বসন্ত ফুরায় হায় রে।
সব মরুময়, মলয়-অনিল এসে কেঁদে শেষে ফিরে চলে যায় হায় রে॥
কত শত ফুল ছিল হৃদয়ে, ঝরে গেল, আশালতা শুকালো—
পাখিগুলি দিকে দিকে চলে যায়।
শুকানো পাতায় ঢাকা বসন্তের মৃতকায়,
প্রাণ করে হায়-হায় হায় রে॥
ফুরাইল সকলই।
প্রভাতের মৃদু হাসি, ফুলের রূপরাশি, ফিরিবে কি আর।
কিবা জোছনা ফুটিত রে কিবা যামিনী—
সকলই হারালো, সকলই গেল রে চলিয়া, প্রাণ করে হায় হায় হায় রে॥

২৭৯

নিবিড় অন্তরতর বসন্ত এল প্রাণে।
জগতজনহৃদয়ধন, চাহি তব পানে॥
হরষরস বরষি যত তৃষিত ফুলপাতে
কুঞ্জকাননপবন পরশ তব আনে॥
মুগ্ধ কোকিল মুখর রাত্রি দিন যাপে,
মর্মরিত পল্লবিত সকল বন কাঁপে।
দশ দিশি সুরম্য সুন্দর মধুর হেরি,
দুঃখ হল দূর সব-দৈন্য-অবসানে॥

২৮০

নব নব পল্লবরাজি
সব বন উপবনে উঠে বিকশিয়া,
দখিনপবনে সঙ্গীত উঠে বাজি।
মধুর সুগন্ধে আকুল ভুবন, হাহা করিছে মম জীবন।
এসো এসো সাধনধন, মম মন করো পূর্ণ আজি॥

২৮১

মম অন্তর উদাসে

পল্লবমর্মরে কোন্ চঞ্চল বাতাসে ॥

জ্যোৎস্নাজড়িত নিশা ঘুমে-জাগরণে-মিশা

বিহ্বল আকুল কার অঞ্চলসুবাসে ॥

থাকিতে না দেয় ঘরে, কোথায় বাহির করে

সুন্দর সুদূরে কোন্ নন্দন-আকাশে।

অতীত দিনের পারে স্মরণসাগর-ধারে

বেদনা লুকানো কোন্ ক্রন্দন-আভাসে ॥

২৮২

ফাগুন-হাওয়ায় রঙে রঙে পাগল ঝোরা লুকিয়ে ঝরে

গোলাপ জবা পারুল পলাশ পারিজাতের বুকের 'পরে ॥

সেইখানে মোর পরানখানি যখন পারি বহে আনি,

নিলাজ-রাঙা পাগল রঙে রঙিয়ে নিতে থরে থরে ॥

বাহির হলেম ব্যাকুল হাওয়ার উতল পথের চিহ্ন ধরে—

ওগো তুমি রঙের পাগল, ধরব তোমায় কেমন করে।

কোন্ আড়ালে লুকিয়ে রবে, তোমায় যদি না পাই তবে

রক্তে আমার তোমার পায়ের রঙ লেগেছে কিসের তরে ॥

২৮৩

ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে।

অনেক হাসি অনেক অশ্রুজলে

ফাগুন দিল বিদায়মন্ত্র আমার হিয়াতলে

ঝরা পাতা গো, বসন্তী রঙ দিয়ে

শেষের বেশে সেজেছ তুমি কি এ।

প্রকৃতি

খেলিলে হোলি ধুলায় ঘাসে ঘাসে
বসন্তের এই চরম ইতিহাসে।
তোমারি মতো আমারো উত্তরী
আগুন-রঙে দিয়ো রঙিন করি—
অস্তরবি লাগাক পরশমণি
প্রাণের মম শেষের সম্বলে।

বিচিত্র

১

আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো, নমো হে নমো, তোমায় স্মরি, হে নিরুপম,
নৃত্যরসে চিত্ত মম উছল হয়ে বাজে ॥
আমার সকল দেহের আকুল রবে মন্ত্রহারা তোমার স্তবে
ডাইনে বামে ছন্দ নামে নবজনমের মাঝে।
বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ সঙ্গীতে বিরাজে ॥

একি পরম ব্যথায় পরান কাঁপায়, কাঁপন বক্ষে লাগে।
শান্তিসাগরে ঢেউ খেলে যায়, সুন্দর তায় জাগে।
আমার সব চেতনা সব বেদনা রচিল এ যে কী আরাধনা—
তোমার পায়ে মোর সাধনা মরে না যেন লাজে।
বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ সঙ্গীতে বিরাজে ॥

কানন হতে তুলি নি ফুল, মেলে নি মোরে ফল।
কলস মম শূন্যসম, ভরি নি তীর্থজল।
আমার তনু তনুতে বাঁধনহারা হৃদয় ঢালে অধরা ধারা—
তোমার চরণে হোক তা সারা পূজার পুণ্য কাজে।
বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ সঙ্গীতে বিরাজে ॥

২

নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ, ঘুচাও ঘুচাও ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও মুক্ত সুরের ছন্দ হে ॥
তোমার চরণপবনপরশে সরস্বতীর মানসসরসে
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে
ঢেউ তুলে দাও, মাতিয়ে জাগাও অমলকমলগন্ধ হে ॥
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম ॥

নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ, নৃত্যে তোমার মায়া,
বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে কাঁপে নৃত্যের ছায়া।
তোমার বিশ্ব-নাচের দোলায় দোলায় বাঁধন পরায় বাঁধন খোলায়
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে,
অন্ত কে তার সন্ধান পায় ভাবিতে লাগায় ধন্দ হে॥
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম॥

নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু,
পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্র ভানু।
তব নৃত্যের প্রাণবেদনায় বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে,
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময় তোমার পরমানন্দ হে॥
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম॥

মোর সংসারে তাণ্ডব তব কম্পিত জটাজালে।
লোকে লোকে ঘুরে এসেছি তোমার নাচের ঘূর্ণিতালে।
ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর, ওগো শঙ্কর, হে ভয়ঙ্কর,
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে,
জীবন-মরণ-নাচের ডমরু বাজাও জলদমন্দ্র হে॥
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম॥

৩

নাই ভয়, নাই ভয়, নাই রে।
থাক্ পড়ে থাক্ ভয় বাইরে।
জাগো, মৃত্যুঞ্জয়, চিত্তে থৈ থৈ নর্তননৃত্যে

ওরে মন, বন্ধনছিন্ন
দাও তালি তাই তাই তাই রে॥

৪

প্রলয়নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে,
হে নটরাজ, জটার বাঁধন পড়ল খুলে॥
জাহ্নবী তাই মুক্ত ধারায় উন্মাদিনী দিশা হারায়,
সঙ্গীতে তার তরঙ্গদল উঠল দুলে॥
রবির আলো সাড়া দিল আকাশ-পারে,
শুনিয়ে দিল অভয়বাণী ঘর-ছাড়ারে।
আপন স্রোতে আপনি মাতে, সাথি হল আপন-সাথে,
সব-হারা সে সব পেল তার কূলে কূলে॥

৫

দুই হাতে—
কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে ডাইনে বাঁয়ে দুই হাতে,
সুপ্তি ছুটে নৃত্য উঠে নিত্য নূতন সংঘাতে॥
বাজে ফুলে, বাজে কাঁটায়, আলোছায়ার জোয়ার-ভাঁটায়,
প্রাণের মাঝে ওই-যে বাজে দুঃখে সুখে শঙ্কাতে॥
তালে তালে সাঁঝ-সকালে রূপ-সাগরে ঢেউ লাগে।
সাদা-কালোর দ্বন্দ্বে যে ওই ছন্দে নানান রঙ জাগে।
এই তালে তোর গান বেঁধে নে— কান্নাহাসির তান সেধে নে,
ডাক দিল শোন্ মরণ বাঁচন নাচন-সভার ডঙ্কাতে॥

৬

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ।

তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ॥
হাসি কান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালো মন্দ তালে তালে।
নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ।
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ,
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ—
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ॥

৭

আমার ঘুর লেগেছে— তাধিন্ তাধিন্।
তোমার পিছন পিছন নেচে নেচে ঘুর লেগেছে তাধিন্ তাধিন্।
তোমার তালে আমার চরণ চলে, শুনতে না পাই কে কী বলে—
তাধিন্ তাধিন্।
তোমার গানে আমার প্রাণে যে কোন্ পাগল ছিল সেই জেগেছে—
তাধিন্ তাধিন্।
আমার লাজের বাঁধন সাজের বাঁধন খ'সে গেল ভজন সাধন—
তাধিন্ তাধিন্।
বিষম নাচের বেগে দোলা লেগে ভাবনা যত সব ভেগেছে—
তাধিন্ তাধিন্॥

৮

কমলবনের মধুপরাজি, এসো হে কমলভবনে।
কী সুধাগন্ধ এসেছে আজি নববসন্তপবনে॥
অমল চরণ ঘেরিয়া পুলকে শত শতদল ফুটিল,
বারতা তাহারি দ্যুলোকে ভূলোকে ছুটিল ভুবনে ভুবনে॥

গ্রহে তারকায় কিরণে কিরণে বাজিয়া উঠিছে রাগিণী
গীতগুঞ্জন কূজনকাকলি আকুলি উঠিছে শ্রবণে।
সাগর গাহিছে কল্লোলগাথা, বায়ু বাজাইছে শঙ্খ—
সামগান উঠে বনপল্লবে, মঙ্গলগীত জীবনে॥

৯

এসো গো নূতন জীবন।
এসো গো কঠোর নিঠুর নীরব, এসো গো ভীষণ শোভন॥
এসো অপ্রিয় বিরস তিক্ত, এসো গো অশ্রুসলিলসিক্ত,
এসো গো ভূষণবিহীন রিক্ত, এসো গো চিত্তপাবন॥
থাক্ বীণাবেণু, মালতীমালিকা পূর্ণিমানিশি, মায়াকুহেলিকা—
এসো গো প্রখর হোমানলশিখা হৃদয়শোণিতপ্রাশন।
এসো গো পরমদুঃখনিলয়, আশা-অঙ্কুর করহ বিলয়—
এসো সংগ্রাম, এসো মহাজয়, এসো গো মরণসাধন॥

১০

মধুর মধুর ধ্বনি বাজে
হৃদয়কমলবনমাঝে॥
নিভৃতবাসিনী বীণাপাণি অমৃতমুরতিমতী বাণী
হিরণকিরণ ছবিখানি— পরানের কোথা সে বিরাজে॥
মধুঋতু জাগে দিবানিশি পিককুহরিত দিশি দিশি।
মানসমধুপ পদতলে মুরছি পড়িছে পরিমলে।
এসো দেবী, এসো এ আলোকে, একবার তোরে হেরি চোখে—
গোপনে থেকো না মনোলোকে ছায়াময় মায়াময় সাজে॥

১১

ওঠো রে মলিনমুখ, চলো এইবার।
এসো রে তৃষিত-বুক, রাখো হাহাকার॥

হেরো ওই গেল বেলা, ভাঙিল ভাঙিল মেলা—
গেল সবে ছাড়ি খেলা ঘরে যে যাহার ॥
হে ভিখারি, কারে তুমি শুনাইছ সুর—
রজনী আঁধার হল, পথ অতি দূর।
ক্ষুধিত তৃষিত প্রাণে আর কাজ নাহি গানে—
এখন বেসুর তানে বাজিছে সেতার ॥

১২

আমার নাইবা হল পারে যাওয়া।
যে হাওয়াতে চলত তরী অঙ্গেতে সেই লাগাই হাওয়া ॥
নেই যদি বা জমল পাড়ি ঘাট আছে তো বসতে পারি।
আমার আশার তরী ডুবল যদি দেখব তোদের তরী-বাওয়া ॥
হাতের কাছে কোলের কাছে যা আছে সেই অনেক আছে।
আমার সারা দিনের এই কি রে কাজ— ওপার-পানে কেঁদে চাওয়া।
কম কিছু মোর থাকে হেথা পুরিয়ে নেব প্রাণ দিয়ে তা।
আমার সেইখানেতেই কল্পলতা যেখানে মোর দাবি-দাওয়া ॥

১৩

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,
আমি বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে,
চুকিয়ে দেব বেচা কেনা,
মিটিয়ে দেব গো, মিটিয়ে দেব লেনা দেনা,
বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে—
তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে।

যখন জমবে ধুলা তানপুরাটার তারগুলায়,
কাঁটালতা উঠবে ঘরের দ্বারগুলায়, আহা,
ফুলের বাগান ঘন ঘাসের পরবে সজ্জা বনবাসের,

শ্যাওলা এসে ঘিরবে দিঘির ধারগুলায়—
তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে।

তখন এমনি করেই বাজবে বাঁশি এই নাটে,
কাটবে দিন কাটবে,
কাটবে গো দিন আজও যেমন দিন কাটে, আহা,
ঘাটে ঘাটে খেয়ার তরী এমনি সে দিন উঠবে ভরি—
চরবে গোরু খেলবে রাখাল ওই মাঠে।
তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে।

তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি— আহা,
নতুন নামে ডাকবে মোরে, বাঁধবে নতুন বাহু-ডোরে,
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি।
তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে॥

১৪

গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ আমার মন ভুলায় রে।
ওরে কার পানে মন হাত বাড়িয়ে লুটিয়ে যায় ধুলায় রে॥
ও যে আমায় ঘরের বাহির করে, পায়ে-পায়ে পায়ে ধরে—
ও যে কেড়ে আমায় নিয়ে যায় রে যায় রে কোন্ চুলায় রে।
ও যে কোন্ বাঁকে কী ধন দেখাবে, কোন্‌খানে কী দায় ঠেকাবে—
কোথায় গিয়ে শেষ মেলে যে ভেবেই না কুলায় রে॥

১৫

এই তো ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়।
শালের বনে খ্যাপা হাওয়া, এই তো আমার মনকে মাতায়।

রাঙা মাটির রাস্তা বেয়ে হাটের পথিক চলে ধেয়ে,
ছোটো মেয়ে ধুলায় বসে খেলার ডালি একলা সাজায়—
সামনে চেয়ে এই যা দেখি চোখে আমার বীণা বাজায়॥

আমার এ যে বাঁশের বাঁশি, মাঠের সুরে আমার সাধন।
আমার মনকে বেঁধেছে রে এই ধরণীর মাটির বাঁধন।
নীল আকাশের আলোর ধারা পান করেছে নতুন যারা
সেই ছেলেদের চোখের চাওয়া নিয়েছি মোর দু চোখ পুরে—
আমার বীণায় সুর বেঁধেছি ওদের কচি গলার সুরে॥

দূরে যাবার খেয়াল হলে সবাই মোরে ঘিরে থামায়—
গাঁয়ের আকাশ সজনে ফুলের হাতছানিতে ডাকে আমায়।
ফুরায় নি, ভাই, কাছের সুধা, নাই যে রে তাই দূরের ক্ষুধা—
এই-যে এ-সব ছোটোখাটো পাই নি এদের কূলকিনারা।
তুচ্ছ দিনের গানের পালা আজও আমার হয় নি সারা॥

লাগল ভালো, মন ভোলালো, এই কথাটাই গেয়ে বেড়াই—
দিনে রাতে সময় কোথা, কাজের কথা তাই তো এড়াই।
মজেছে মন, মজল আঁখি— মিথ্যে আমায় ডাকাডাকি—
ওদের আছে অনেক আশা, ওরা করুক অনেক জড়ো—
আমি কেবল গেয়ে বেড়াই, চাই নে হতে আরো বড়ো॥

১৬

রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও যাও গো এবার যাবার আগে—
তোমার আপন রাগে, তোমার গোপন রাগে,
তোমার তরুণ হাসির অরুণ রাগে
অশ্রুজলের করুণ রাগে॥
রঙ যেন মোর মর্মে লাগে, আমার সকল কর্মে লাগে,
সন্ধ্যাদীপের আগায় লাগে, গভীর রাতের জাগায় লাগে॥

যাবার আগে যাও গো আমায় জাগিয়ে দিয়ে,
রক্তে তোমার চরণ-দোলা লাগিয়ে দিয়ে।
আঁধার নিশার বক্ষে যেমন তারা জাগে,
পাষাণগুহার কক্ষে নিঝর-ধারা জাগে,
মেঘের বুকে যেমন মেঘের মন্দ্র জাগে,
বিশ্ব-নাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে,
তেমনি আমায় দোল দিয়ে যাও যাবার পথে আগিয়ে দিয়ে,
কাঁদন-বাঁধন ভাগিয়ে দিয়ে॥

১৭

আমার অন্ধপ্রদীপ শূন্য-পানে চেয়ে আছে,
সে যে লজ্জা জানায় ব্যর্থ রাতের তারার কাছে॥
ললাটে তার পড়ুক লিখা
তোমার লিখন ওগো শিখা—
বিজয়টিকা দাও গো এঁকে এই সে যাচে॥
হায় কাহার পথে বাহির হলে বিরহিণী!
তোমার আলোক-ঋণে করো তুমি আমায় ঋণী।
তোমার রাতে আমার রাতে
এক আলোকের সূত্রে গাঁথে
এমন ভাগ্য হায় গো আমার হারায় পাছে॥

১৮

কেন যে মন ভোলে আমার মন জানে না।
তারে মানা করে কে, আমার মন মানে না॥
কেউ বোঝে না তারে, সে যে বোঝে না আপ্‌নারে।
সবাই লজ্জা দিয়ে যায়, সে তো কানে আনে না॥
তার খেয়া গেল পারে, সে যে রইল নদীর ধারে।
কাজ ক'রে সব সারা ওই এগিয়ে গেল কারা,
আন্‌মনা মন সে দিক-পানে দৃষ্টি হানে না॥

১৯

আমারে ডাক দিল কে ভিতর পানে—
ওরা যে ডাকতে জানে ॥
আশ্বিনে ওই শিউলিশাখে
মৌমাছিরে যেমন ডাকে
প্রভাতে সৌরভের গানে ॥
ঘরছাড়া আজ ঘর পেল যে, আপন মনে রইল ম'জে।
হাওয়ায় হাওয়ায় কেমন ক'রে খবর যে তার পৌঁছল রে
ঘর-ছাড়া ওই মেঘের কানে ॥

২০

হাটের ধুলা সয় না যে আর, কাতর করে প্রাণ।
তোমার সুরসুরধুনীর ধারায় করাও আমায় স্নান ॥
জাগাক তারি মৃদঙ্গরোল, রক্তে তুলুক তরঙ্গদোল,
অঙ্গ হতে ফেলুক ধুয়ে সকল অসম্মান—
সব কোলাহল দিক্ ডুবায়ে তাহার কলতান ॥
সুন্দর হে, তোমার ফুলে গেঁথেছিলেম মালা—
সেই কথা আজ মনে করাও, ভুলাও সকল জ্বালা।
তোমার গানের পদ্মবনে আবার ডাকো নিমন্ত্রণে—
তারি গোপন সুধাকণা আবার করাও পান,
তারি রেণুর তিলকলেখা আমায় করো দান ॥

২১

আমি একলা চলেছি এ ভবে,
আমায় পথের সন্ধান কে কবে।
ভয় নেই, ভয় নেই—
যাও আপন মনেই

যেমন একলা মধুপ ধেয়ে যায়
কেবল ফুলের সৌরভে॥

২২

স্বপন-পারের ডাক শুনেছি, জেগে তাই তো ভাবি—
কেউ কখনো খুঁজে কি পায় স্বপ্নলোকের চাবি॥
নয় তো সেথায় যাবার তরে, নয় কিছু তো পাবার তরে,
নাই কিছু তার দাবি—
বিশ্ব হতে হারিয়ে গেছে স্বপ্নলোকের চাবি॥
চাওয়া-পাওয়ার বুকের ভিতর না-পাওয়া ফুল ফোটে,
দিশাহারা গন্ধে তারি আকাশ ভরে ওঠে।
খুঁজে যারে বেড়াই গানে, প্রাণের গভীর অতল-পানে
যে জন গেছে নাবি,
সেই নিয়েছে চুরি করে স্বপ্নলোকের চাবি॥

২৩

আপন-মনে গোপন কোণে লেখাজোখার কারখানাতে
দুয়ার রুধে বচন কুঁদে খেলনা আমায় হয় বানাতে॥
এই জগতের সকাল সাঁঝে ছুটি আমার সকল কাজে,
মিলে মিলে মিলিয়ে কথা রঙে রঙে হয় মানাতে॥
কে গো আছে ভুবন-মাঝে নিত্যশিশু আনন্দেতে,
ডাকে আমায় বিশ্বখেলায় খেলাঘরের জোগান দিতে।
বনের হাওয়ায় সকাল-বেলা ভাসায় সে যে গানের ভেলা,
সেই তো কাঁপায় সুরের কাঁপন মৌমাছিদের নীল ডানাতে॥

২৪

সকাল-বেলার কুঁড়ি আমার বিকালে যায় টুটে,
মাঝখানে হায় হয় নি দেখা উঠল যখন ফুটে॥

ঝরা ফুলের পাপড়িগুলি ধুলো থেকে আনিস তুলি,
শুকনো পাতায় গাঁথব মালা হৃদয়পত্রপুটে।
যখন সময় ছিল দিল ফাঁকি—
এখন আন্ কুড়ায়ে দিনের শেষে অসময়ের ছিন্ন বাকি।
কৃষ্ণরাতের চাঁদের কণা আঁধারকে দেয় যে সান্ত্বনা
তাই নিয়ে মোর মিটুক আশা— স্বপন গেছে ছুটে॥

২৫

পাগল যে তুই, কণ্ঠ ভরে
জানিয়ে দে তাই সাহস করে॥
দেয় যদি তোর দুয়ার নাড়া
থাকিস কোণে, দিস নে সাড়া—
বলুক সবাই 'সৃষ্টিছাড়া', বলুক সবাই 'কী কাজ তোরে'॥
বল্ রে 'আমি কেহই না গো,
কিছুই নহি, যে হই-না'।
শুনে বনে উঠবে হাসি,
দিকে দিকে বাজবে বাঁশি—
বলবে বাতাস 'ভালোবাসি', বাঁধবে আকাশ অলখ ডোরে॥

২৬

খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি আমার মনের ভিতরে।
কত রাত তাই তো জেগেছি বলব কী তোরে॥
প্রভাতে পথিক ডেকে যায়, অবসর পাই নে আমি হায়—
বাহিরের খেলায় ডাকে সে, যাব কী ক'রে॥
যা আমার সবার হেলাফেলা যাচ্ছে ছড়াছড়ি
পুরোনো ভাঙা দিনের ঢেলা, তাই দিয়ে ঘর গড়ি।
যে আমার নতুন খেলার জন তারি এই খেলার সিংহাসন,
ভাঙারে জোড়া দেবে সে কিসের মন্তরে॥

২৭

গোপন প্রাণে একলা মানুষ যে
তারে কাজের পাকে জড়িয়ে রাখিস নে॥
তার একলা ঘরের ধেয়ান হতে উঠুক-না গান নানা স্রোতে,
তার আপন সুরের ভুবন-মাঝে তারে থাকতে দে॥
তোর প্রাণের মাঝে একলা মানুষ যে
তারে দশের ভিড়ে ভিড়িয়ে রাখিস নে।
কোন্ আরেক একা ওরে খোঁজে, সেই তো ওরই দরদ বোঝে—
যেন পথ খুঁজে পায়, কাজের ফাঁকে ফিরে না যায় সে॥

২৮

আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে
ডাক দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে॥
তাই তো আমার এই জীবনের বনচ্ছায়ে
ফাগুন আসে ফিরে ফিরে দখিন-বায়ে,
নতুন সুরে গান উড়ে যায় আকাশ-পারে,
নতুন রঙে ফুল ফুটে তাই ভারে ভারে॥
ওগো আমার নিত্য-নূতন, দাঁড়াও হেসে।
চলব তোমার নিমন্ত্রণে নবীন বেশে।
দিনের শেষে নিবল যখন পথের আলো,
সাগরতীরে যাত্রা আমার যেই ফুরালো,
তোমার বাঁশি বাজে সাঁঝের অন্ধকারে—
শূন্যে আমার উঠল তারা সারে সারে॥

২৯

এ শুধু অলস মায়া, এ শুধু মেঘের খেলা,
এ শুধু মনের সাধ বাতাসেতে বিসর্জন।

এ শুধু আপনমনে মালা গেঁথে ছিঁড়ে ফেলা,
নিমেষের হাসিকান্না গান গেয়ে সমাপন।
শ্যামল পল্লবপাতে রবিকরে সারা বেলা
আপনারই ছায়া লয়ে খেলা করে ফুলগুলি—
এও সেই ছায়াখেলা বসন্তের সমীরণে।
কুহকের দেশে যেন সাধ ক'রে পথ ভুলি
হেথা হোথা ঘুরি ফিরি সারা দিন আনমনে।
কারে যেন দেব' ব'লে কোথা যেন ফুল তুলি—
সন্ধ্যায় মলিন ফুল উড়ে যায় বনে বনে।
এ খেলা খেলিবে, হায়, খেলার সাথি কে আছে।
ভুলে ভুলে গান গাই— কে শোনে, কে নাই শোনে—
যদি কিছু মনে পড়ে, যদি কেহ আসে কাছে॥

৩০

যে আমি ওই ভেসে চলে কালের ঢেউয়ে আকাশতলে
ওরই পানে দেখছি আমি চেয়ে।
ধুলার সাথে, জলের সাথে, ফুলের সাথে, ফলের সাথে,
সবার সাথে চলছে ও যে ধেয়ে॥
ও যে সদাই বাইরে আছে, দুঃখে সুখে নিত্য নাচে—
ঢেউ দিয়ে যায়, দোলে যে ঢেউ খেয়ে।
একটু ক্ষয়ে ক্ষতি লাগে, একটু ঘায়ে ক্ষত জাগে—
ওরই পানে দেখছি আমি চেয়ে॥
যে আমি যায় কেঁদে হেসে তাল দিতেছে মৃদঙ্গে সে,
অন্য আমি উঠতেছি গান গেয়ে।
ও যে সচল ছবির মতো, আমি নীরব কবির মতো—
ওরই পানে দেখছি আমি চেয়ে।
এই-যে আমি ওই আমি নই, আপন-মাঝে আপনি যে রই,
যাই নে ভেসে মরণধারা বেয়ে—

মুক্ত আমি, তৃপ্ত আমি, শান্ত আমি, দীপ্ত আমি,
ওরই পানে দেখছি আমি চেয়ে ॥

৩১

দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না—
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।
কান্নাহাসির বাঁধন তারা সইল না—
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি ॥
আমার প্রাণের গানের ভাষা
শিখবে তারা ছিল আশা—
উড়ে গেল, সকল কথা কইল না—
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি ॥
স্বপন দেখি, যেন তারা কার আশে
ফেরে আমার ভাঙা খাঁচার চার পাশে—
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।
এত বেদন হয় কি ফাঁকি।
ওরা কি সব ছায়ার পাখি।
আকাশ-পারে কিছুই কি গো বইল না—
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি ॥

৩২

তরীতে পা দিই নি আমি, পারের পানে যাই নি গো।
ঘাটেই বসে কাটাই বেলা, আর কিছু তো চাই নি গো ॥
তোরা যাবি রাজার পুরে অনেক দূরে,
তোদের রথের চাকার সুরে
আমার সাড়া পাই নি গো ॥
আমার এ যে গভীর জলে খেয়া বাওয়া,
হয়তো কখন্ নিশুত রাতে উঠবে হাওয়া।

আসবে মাঝি ও পার হতে উজান স্রোতে,
সেই আশাতেই চেয়ে আছি— তরী আমার বাই নি গো ॥

৩৩

আমি ফিরব না রে, ফিরব না আর, ফিরব না রে—
এমন হাওয়ার মুখে ভাসল তরী—
কূলে ভিড়ব না আর, ভিড়ব না রে ॥
ছড়িয়ে গেছে সুতো ছিঁড়ে, তাই খুঁটে আজ মরব কি রে—
এখন ভাঙা ঘরের কুড়িয়ে খুঁটি
বেড়া ঘিরব না আর, ঘিরব না রে ॥
ঘাটের রশি গেছে কেটে, কাঁদব কি তাই বক্ষ ফেটে—
এখন পালের রশি ধরব কষি,
এ রশি ছিঁড়ব না আর, ছিঁড়ব না রে ॥

৩৪

আয় আয় রে পাগল, ভুলবি রে চল্ আপনাকে,
তোর একটুখানির আপনাকে।
তুই ফিরিস নে আর এই চাকাটার ঘুরপাকে ॥
কোন্ হঠাৎ হাওয়ার ঢেউ উঠে
তোর ঘরের আগল যায় টুটে,
ওরে সুযোগ ধরিস, বেরিয়ে পড়িস সেই ফাঁকে—
তোর দুয়ার-ভাঙার সেই ফাঁকে ॥
নানান গোলে তুফান তোলে চার দিকে—
তুই বুঝিস নে, মন, ফিরবি কখন কার দিকে।
তোর আপন বুকের মাঝখানে
কী যে বাজায় কে যে সেই জানে—
ওরে পথের খবর মিলবে রে তোর সেই ডাকে—
তোর আপন বুকের সেই ডাকে ॥

৩৫

কোন্ সুদূর হতে আমার মনোমাঝে
বাণীর ধারা বহে— আমার প্রাণে প্রাণে।
আমি কখন্ শুনি, কখন্ শুনি না যে,
কখন্ কী যে কহে— আমার কানে কানে॥
আমার ঘুমে আমার কোলাহলে
আমার আঁখি-জলে তাহারি সুর,
তাহারি সুর জীবন-গুহাতলে
গোপন গানে বহে— আমার কানে কানে॥
কোন্ ঘন গহন বিজন তীরে তীরে
তাহার ভাঙা গড়া— ছায়ার তলে তলে।
আমি জানি না কোন্ দক্ষিণসমীরে
তাহার ওঠা পড়া— ঢেউয়ের ছলোছলে।
এই ধরণীরে গগন-পারের ছাঁদে সে যে তারার সাথে বাঁধে,
সুখের সাথে দুখ মিলায়ে কাঁদে
'এ নহে এই নহে— নহে নহে, এ নহে এই নহে'—
কাঁদে কানে কানে॥

৩৬

আকাশ হতে আকাশ-পথে হাজার স্রোতে
ঝরছে জগৎ ঝরনাধারার মতো॥
আমার শরীর মনের অধীর ধারা সাথে সাথে বইছে অবিরত।
দুই প্রবাহের ঘাতে ঘাতে উঠতেছে গান দিনে রাতে,
সেই গানে গানে আমার প্রাণে ঢেউ লেগেছে কত।
আমার হৃদয়তটে চূর্ণ সে গান ছড়ায় শত শত।
ওই আকাশ-ডোবা ধারার দোলায় দুলি অবিরত॥
এই নৃত্য-পাগল ব্যাকুলতা বিশ্বপরানে
নিত্য আমায় জাগিয়ে রাখে, শান্তি না মানে।

চিরদিনের কান্নাহাসি উঠছে ভেসে রাশি রাশি—
এ-সব দেখতেছে কোন্ নিদ্রাহারা নয়ন অবনত।
ওগো, সেই নয়নে নয়ন আমার হোক-না নিমেষহত—
ওই আকাশ-ভরা দেখার সাথে দেখব অবিরত॥

৩৭

আলোক-চোরা লুকিয়ে এল ওই—
তিমিরজয়ী বীর, তোরা আজ কই।
এই কুয়াশা-জয়ের দীক্ষা কাহার কাছে লই॥
মলিন হল শুভ্র বরন, অরুণ-সোনা করল হরণ,
লজ্জা পেয়ে নীরব হল উষা জ্যোতির্ময়ী॥
সুপ্তিসাগরতীর বেয়ে সে এসেছে মুখ ঢেকে,
অঙ্গে কালি মেখে।
রবির রশ্মি কই গো তোরা, কোথায় আঁধার-ছেদন ছোরা,
উদয়শৈলশৃঙ্গ হতে বল্ 'মাভৈঃ মাভৈঃ'॥

৩৮

জাগ' আলসশয়নবিলগ্ন।
জাগ' তামসগহ্বরনিমগ্ন॥
ধৌত করুক করুণারুণবৃষ্টি সুপ্তিজড়িত যত আবিল দৃষ্টি,
জাগ' দুঃখভারনত উদ্যমভগ্ন॥
জ্যোতিসম্পদ ভরি দিক চিত্ত ধনপ্রলোভননাশন বিত্ত,
জাগ' পুণ্যবসন পর' লজ্জিত নগ্ন॥

৩৯

তোমার আসন শূন্য আজি হে বীর পূর্ণ করো—
ওই-যে দেখি বসুন্ধরা কাঁপল থরোথরো॥
বাজল তূর্য আকাশপথে— সূর্য আসেন অগ্নিরথে আকাশপথে,
এই প্রভাতে দখিন হাতে বিজয়খড়্গ ধরো॥

ধর্ম তোমার সহায়, তোমার সহায় বিশ্ববাণী।
অমর বীর্য সহায় তোমার, সহায় বজ্রপাণি।
দুর্গম পথ সগৌরবে তোমার চরণচিহ্ন লবে সগৌরবে—
চিত্তে অভয় বর্ম, তোমার বক্ষে তাহাই পরো॥

৪০

মোরা সত্যের 'পরে মন আজি করিব সমর্পণ।
জয় জয় সত্যের জয়।
মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য, খুঁজিব সত্যধন।
জয় জয় সত্যের জয়।
যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু মিথ্যাচিন্তা নয়।
যদি দৈন্য বহিতে হয় তবু মিথ্যাকর্ম নয়।
যদি দণ্ড সহিতে হয় তবু মিথ্যাবাক্য নয়।
জয় জয় সত্যের জয়॥

মোরা মঙ্গলকাজে প্রাণ আজি করিব সকলে দান।
জয় জয় মঙ্গলময়।
মোরা লভিব পুণ্য, শোভিব পুণ্যে, গাহিব পুণ্যগান।
জয় জয় মঙ্গলময়।
যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু অশুভচিন্তা নয়।
যদি দৈন্য বহিতে হয় তবু অশুভকর্ম নয়।
যদি দণ্ড সহিতে হয় তবু অশুভবাক্য নয়।
জয় জয় মঙ্গলময়॥

সেই অভয় ব্রহ্মনাম আজি মোরা সবে লইলাম—
যিনি সকল ভয়ের ভয়।
মোরা করিব না শোক যা হবার হোক, চলিব ব্রহ্মধাম।
জয় জয় ব্রহ্মের জয়।
যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়।

যদি দৈন্য বহিতে হয় তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়
যদি মৃত্যু নিকট হয় তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়।
জয় জয় ব্রহ্মের জয়॥

মোরা আনন্দ-মাঝে মন আজি করিব বিসর্জন।
জয় জয় আনন্দময়।
সকল দৃশ্যে সকল বিশ্বে আনন্দনিকেতন।
জয় জয় আনন্দময়।
আনন্দ চিত্ত-মাঝে আনন্দ সর্বকাজে,
আনন্দ সর্বকালে দুঃখে বিপদজালে,
আনন্দ সর্বলোকে মৃত্যুবিরহে শোকে—
জয় জয় আনন্দময়॥

৪১

আমাদের শান্তিনিকেতন আমাদের সব হতে আপন।
তার আকাশ-ভরা কোলে মোদের দোলে হৃদয় দোলে,
মোরা বারে বারে দেখি তারে নিত্যই নূতন॥
মোদের তরুমূলের মেলা, মোদের খোলা মাঠের খেলা,
মোদের নীল গগনের সোহাগ-মাখা সকাল-সন্ধ্যাবেলা।
মোদের শালের ছায়াবীথি বাজায় বনের কলগীতি,
সদাই পাতার নাচে মেতে আছে আম্‌লকী-কানন॥
আমরা যেথায় মরি ঘুরে সে যে যায় না কভু দূরে,
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে।
মোদের প্রাণের সঙ্গে প্রাণে সে যে মিলিয়েছে এক তানে,
মোদের ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে সে যে করেছে এক-মন॥

৪২

না গো, এই যে ধুলা আমার না এ।
তোমার ধুলার ধরার 'পরে উড়িয়ে যাব সন্ধ্যাবায়ে॥

দিয়ে মাটি আগুন জ্বালি   রচলে দেহ পূজার থালি—
শেষ আরতি সারা ক'রে ভেঙে যাব তোমার পায়ে ॥
ফুল যা ছিল পূজার তরে
যেতে পথে ডালি হতে অনেক যে তার গেছে পড়ে।
কত প্রদীপ এই থালাতে   সাজিয়েছিলে আপন হাতে—
কত যে তার নিবল হাওয়ায়, পৌঁছল না চরণছায়ে ॥

৪৩

জীবন আমার চলছে যেমন তেমনি ভাবে
সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে চলে যাবে ॥
চলার পথে দিনে রাতে   দেখা হবে সবার সাথে—
তাদের আমি চাব, তারা আমায় চাবে ॥
জীবন আমার পলে পলে এমনি ভাবে
দুঃখসুখের রঙে রঙে রঙিয়ে যাবে ॥
রঙের খেলার সেই সভাতে   খেলে যে জন সবার সাথে
তারে আমি চাব, সেও আমায় চাবে ॥

৪৪

কী পাই নি তারি হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি।
আজ হৃদয়ের ছায়াতে আলোতে বাঁশরি উঠেছে বাজি ॥
ভালোবেসেছিনু এই ধরণীরে   সেই স্মৃতি মনে আসে ফিরে ফিরে,
কত বসন্তে দখিনসমীরে   ভরেছে আমারি সাজি ॥
নয়নের জল গভীর গহনে আছে হৃদয়ের স্তরে,
বেদনার রসে গোপনে গোপনে সাধনা সফল করে।
মাঝে মাঝে বটে ছিঁড়েছিল তার,   তাই নিয়ে কেবা করে হাহাকার—
সুর তবু লেগেছিল বারে-বার   মনে পড়ে তাই আজি ॥

৪৫

আমি   সব নিতে চাই,   সব নিতে ধাই রে।
আমি   আপনাকে, ভাই,   মেলব যে বাইরে ॥

পালে আমার লাগল হাওয়া, হবে আমার সাগর-যাওয়া,
ঘাটে তরী নাই বাঁধা নাই রে ॥
সুখে দুখে বুকের মাঝে পথের বাঁশি কেবল বাজে,
সকল কাজে শুনি যে তাই রে।
পাগ্‌লামি আজ লাগল পাথায়, পাখি কি আর থাকবে শাথায়।
দিকে দিকে সাড়া যে পাই রে ॥

৪৬

আলো আমার, আলো ওগো, আলো ভুবন-ভরা,
আলো নয়ন-ধোওয়া আমার, আলো হৃদয়-হরা ॥
নাচে আলো নাচে, ও ভাই, আমার প্রাণের কাছে—
বাজে আলো বাজে, ও ভাই, হৃদয়বীণার মাঝে—
জাগে আকাশ, ছোটে বাতাস, হাসে সকল ধরা ॥
আলোর স্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি।
আলোর ঢেউয়ে উঠল নেচে মল্লিকা মালতী।
মেঘে মেঘে সোনা, ও ভাই, যায় না মানিক গোনা—
পাতায় পাতায় হাসি, ও ভাই, পুলক রাশি রাশি—
সুরনদীর কূল ডুবেছে সুধা-নিঝর-ঝরা ॥

৪৭

ওরে ওরে ওরে, আমার মন মেতেছে,
তারে আজ থামায় কে রে।
সে যে আকাশ-পানে হাত পেতেছে,
তারে আজ নামায় কে রে।
ওরে ওরে ওরে, আমার মন মেতেছে, আমারে থামায় কে রে ॥
ওরে ভাই, নাচ্‌ রে ও ভাই, নাচ্‌ রে—
আজ ছাড়া পেয়ে বাঁচ্‌ রে—
লাজ ভয় ঘুচিয়ে দে রে।
তোরে আজ থামায় কে রে ॥

৪৮

হারে রে রে রে রে, আমায় ছেড়ে দে রে, দে রে—
যেমন ছাড়া বনের পাখি মনের আনন্দে রে ॥
ঘনশ্রাবণধারা যেমন বাঁধনহারা,
বাদল-বাতাস যেমন ডাকাত আকাশ লুটে ফেরে ॥
হারে রে রে রে রে, আমায় রাখবে ধ'রে কে রে—
দাবানলের নাচন যেমন সকল কানন ঘেরে,
বজ্র যেমন বেগে গর্জে ঝড়ের মেঘে,
অট্টহাস্যে সকল বিঘ্ন-বাধার বক্ষ চেরে ॥

৪৯

আনন্দেরই সাগর হতে এসেছে আজ বান।
দাঁড় ধ'রে আজ বোস্ রে সবাই, টান রে সবাই টান ॥
বোঝা যত বোঝাই করি করব রে পার দুখের তরী,
ঢেউয়ের 'পরে ধরব পাড়ি— যায় যদি যাক প্রাণ ॥
কে ডাকে রে পিছন হতে, কে করে রে মানা,
ভয়ের কথা কে বলে আজ— ভয় আছে সব জানা।
কোন্ শাপে কোন্ গ্রহের দোষে সুখের ডাঙায় থাকব বসে।
পালের রশি ধরব কষি, চলব গেয়ে গান ॥

৫০

খরবায়ু বয় বেগে, চারি দিক ছায় মেঘে,
ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো।
তুমি কষে ধরো হাল, আমি তুলে বাঁধি পাল—
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো ॥
শৃঙ্খলে বারবার ঝন্‌ঝন্ ঝঙ্কার নয় এ তো তরণীর ক্রন্দন শঙ্কার-
বন্ধন দুর্বার সহ্য না হয় আর, টলোমলো করে আজ তাই ও।
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো ॥

গণি গণি দিন খন চঞ্চল করি মন
বোলো না 'যাই কি নাই যাই রে'।
সংশয়পারাবার অন্তরে হবে পার,
উদ্‌বেগে তাকায়ো না বাইরে।
যদি মাতে মহাকাল, উদ্দাম জটাজাল ঝড়ে হয় লুণ্ঠিত, ঢেউ উঠে উত্তাল,
হয়ো নাকো কুণ্ঠিত, তালে তার দিয়ো তাল— জয়-জয় জয়গান গাইয়ো।
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো॥

৫১

যুদ্ধ যখন বাধিল অচলে চঞ্চলে
ঝঙ্কারধ্বনি রণিল কঠিন শৃঙ্খলে,
বন্ধমোচন ছন্দে তখন নেমে এলে নির্ঝরিণী—
তোমারে চিনি, তোমারে চিনি॥
সিন্ধুমিলনসঙ্গীতে
মাতিয়া উঠেছ পাষাণশাসন লঙ্ঘিতে
অধীর ছন্দে ওগো মহাবিদ্রোহিণী—
তোমারে চিনি, তোমারে চিনি॥
হে নিঃশঙ্কিতা,
আত্ম-হারানো রুদ্রতালের নূপুরঝঙ্কৃতা,
মৃত্যুতোরণতরণ-চরণ-চারিণী
চিরদিন অভিসারিণী,
তোমারে চিনি॥

৫২

গগনে গগনে ধায় হাঁকি
বিদ্যুতবাণী বজ্রবাহিনী বৈশাখী,
স্পর্ধাবেগের ছন্দ জাগায় বনস্পতির শাখাতে॥
শূন্যমদের নেশায় মাতাল ধায় পাখি,
অলখ পথের ছন্দ উড়ায় মুক্তবেগের পাখাতে॥

অন্তরতল মন্থন করে ছন্দে
সাদা কালোর দ্বন্দ্বে,
কভু ভালো কভু মন্দে,
কভু সোজা কভু বাঁকাতে।
ছন্দ নাচিল হোমবহ্নির তরঙ্গে,
মুক্তিরণের যোদ্ধ্বীরের ভ্রূভঙ্গে,
ছন্দ ছুটিল প্রলয়পথের রুদ্ররথের চাকাতে॥

৫৩

ভাঙো বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও।
বন্দী প্রাণ মন হোক উধাও॥
শুকনো গাঙে আসুক
জীবনের বন্যার উদ্দাম কৌতুক—
ভাঙনের জয়গান গাও।
জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক,
যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে যাক।
আমরা শুনেছি ওই মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ
কোন্ নূতনেরই ডাক।
ভয় করি না অজানারে,
রুদ্ধ তাহারি দ্বারে দুর্দাড় বেগে ধাও॥

৫৪

ওই সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে বাজল ভেরী, বাজল ভেরী।
কখন্ আমার খুলবে দুয়ার— নাইকো দেরি, নাইকো দেরি॥
তোমার তো নয় ঘরের মেলা, কোণের খেলা গো—
তোমার সঙ্গে বিষম রঙ্গে জগৎ জুড়ে ফেরাফেরি॥
মরণ তোমার পারের তরী, কাঁদন তোমার পালের হাওয়া—
তোমার বীণা বাজায় প্রাণে বেরিয়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া।

ভাঙল যাহা পড়ল ধুলায় যাক্-না চুলায় গো—
ভরল যা তাই দেখ্-না, রে ভাই, বাতাস ঘেরি, আকাশ ঘেরি ॥

৫৫

দুয়ার মোর পথপাশে, সদাই তারে খুলে রাখি।
কখন্ তার রথ আসে ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি ॥
শ্রাবণে শুনি দূর মেঘে লাগায় গুরু গরো-গরো,
ফাগুনে শুনি বায়ুবেগে জাগায় মৃদু মরো-মরো—
আমার বুকে উঠে জেগে চমক তারি থাকি থাকি ॥
সবাই দেখি যায় চলে পিছন-পানে নাহি চেয়ে
উতল রোলে কল্লোলে পথের গান গেয়ে গেয়ে।
শরৎ-মেঘ যায় ভেসে উধাও হয়ে কত দূরে
যেথায় সব পথ মেশে গোপন কোন্ সুরপুরে।
স্বপনে ওড়ে কোন্ দেশে উদাস মোর মনোপাখি ॥

৫৬

নাহয় তোমার যা হয়েছে তাই হল।
আরো কিছু নাই হল, নাই হল, নাই হল ॥
কেউ যা কভু দেয় না ফাঁকি সেইটুকু তোর থাক্-না বাকি,
পথেই নাহয় ঠাঁই হল ॥
চল্ রে সোজা বীণার তারে ঘা দিয়ে,
ডাইনে বাঁয়ে দৃষ্টি তোমার না দিয়ে।
হারিয়ে চলিস পিছনেরে, সামনে যা পাস কুড়িয়ে নে রে—
খেদ কী রে তোর যাই হল ॥

৫৭

সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে।
কে তারে বাঁধল অকারণে ॥

গতিরাগের সে ছিল গান, আলোছায়ার সে ছিল প্রাণ,
আকাশকে সে চমকে দিত বনে ॥
মেঘলা দিনের আকুলতা বাজিয়ে যেত পায়ে
তমাল ছায়ে-ছায়ে।
ফাল্গুনে সে পিয়ালতলায় কে জানিত কোথায় পলায়
দখিন-হাওয়ার চঞ্চলতার সনে ॥

৫৮

তোমার হল শুরু, আমার হল সারা—
তোমায় আমায় মিলে এমনি বহে ধারা ॥
তোমার জ্বলে বাতি তোমার ঘরে সাথি—
আমার তরে রাতি, আমার তরে তারা ॥
তোমার আছে ডাঙা, আমার আছে জল—
তোমার বসে থাকা, আমার চলাচল।
তোমার হাতে রয়, আমার হাতে ক্ষয়—
তোমার মনে ভয়, আমার ভয় হারা ॥

৫৯

এমনি ক'রেই যায় যদি দিন যাক না।
মন উড়েছে উড়ুক-না রে মেলে দিয়ে গানের পাখ্‌না ॥
আজকে আমার প্রাণ ফোয়ারার সুর ছুটেছে,
দেহের বাঁধ টুটেছে—
মাথার 'পরে খুলে গেছে আকাশের ওই সুনীল ঢাক্‌না ॥
ধরণী আজ মেলেছে তার হৃদয়খানি,
সে যেন রে কাহার বাণী।
কঠিন মাটি মনকে আজি দেয় না বাধা।
সে কোন্ সুরে সাধা—
বিশ্ব বলে মনের কথা, কাজ প'ড়ে আজ থাকে থাক্‌-না ॥

৬০

আমারে বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি তোদের আছে।
আমি যে বন্দী হতে সন্ধি করি সবার কাছে ॥
সন্ধ্যা-আকাশ বিনা ডোরে বাঁধল মোরে গো,
নিশিদিন বন্ধহারা নদীর ধারা আমায় যাচে।
যে কুসুম আপনি ফোটে, আপনি ঝরে, রয় না ঘরে গো—
তারা যে সঙ্গী আমার, বন্ধু আমার, চায় না পাছে ॥
আমারে ধরবি ব'লে মিথ্যে সাধা।
আমি যে নিজের কাছে নিজের গানের সুরে বাঁধা।
আপনি যাহার প্রাণ দুলিল, মন ভুলিল গো—
সে মানুষ আগুন-ভরা, পড়লে ধরা সে কি বাঁচে।
সে যে ভাই, হাওয়ার সখা, ঢেউয়ের সাথি, দিবারাতি গো
কেবলই এড়িয়ে চলার ছন্দে তাহার রক্ত নাচে ॥

৬১

ফিরে ফিরে আমায় মিছে ডাকো স্বামী—
সময় হল বিদায় নেব আমি ॥
অপমানে যার সাজায় চিতা
সে যে বাহির হয়ে এল অগ্নিজিতা।
রাজাসনের কঠিন অসম্মানে
ধরা দিবে না সে যে মুক্তিকামী ॥
আমায় মাটি নেবে আঁচল পেতে
বিশ্বজনের চোখের আড়ালেতে,
তুমি থাকো সোনার সীতার অনুগামী ॥

৬২

ফুরোলো ফুরোলো এবার পরীক্ষার এই পালা—
পার হয়েছি আমি অগ্নিদহন-জ্বালা ॥

মা গো মা, মা গো মা, এবার তুমি জাগো মা—
তোমার কোলে উজাড় করে দেব অপমানের ডালা॥
তোমার শ্যামল আঁচলখানি আমার অঙ্গে দাও, মা, আনি—
আমার বুকের থেকে লও খসিয়ে নিঠুর কাঁটার মালা॥

৬৩

ওরে শিকল, তোমায় কোলে ক'রে দিয়েছি ঝঙ্কার।
তুমি আনন্দে, ভাই, রেখেছিলে ভেঙে অহঙ্কার॥
তোমায় নিয়ে ক'রে খেলা সুখে দুঃখে কাটল বেলা—
অঙ্গ বেড়ি দিলে বেড়ী বিনা দামের অলঙ্কার॥
তোমার 'পরে করি নে রোষ, দোষ থাকে তো আমারি দোষ—
ভয় যদি রয় আপন মনে তোমায় দেখি ভয়ঙ্কর।
অন্ধকারে সারা রাতি ছিলে আমার সাথের সাথি,
সেই দয়াটি স্মরি তোমায় করি নমস্কার॥

৬৪

আমাকে যে বাঁধবে ধরে, এই হবে যার সাধন,
সে কি অমনি হবে।
আপনাকে সে বাঁধা দিয়ে আমায় দেবে বাঁধন,
সে কি অমনি হবে॥
আমাকে যে দুঃখ দিয়ে আনবে আপন বশে,
সে কি অমনি হবে।
তার আগে তার পাষাণ-হিয়া গলবে করুণ রসে,
সে কি অমনি হবে।
আমাকে যে কাঁদাবে তার ভাগ্যে আছে কাঁদন,
সে কি অমনি হবে॥

৬৫

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসি।

দিন চলে যায়, আমি আনমনে তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে—
ওগো, প্রাণে মনে আমি যে তাহার পরশ পাবার প্রয়াসী ॥
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি—
মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই সে কথা যে যাই পাশরি ॥
আমি উন্মনা হে,
হে সুদূর, আমি উদাসী ॥
রৌদ্র-মাখানো অলস বেলায় তরুমর্মরে ছায়ার খেলায়
কী মুরতি তব নীল আকাশে নয়নে উঠে গো আভাসি।
হে সুদূর, আমি উদাসী।
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি—
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার সে কথা যে যাই পাশরি ॥

৬৬

ওরে সাবধানী পথিক, বারেক পথ ভুলে মরো ফিরে।
খোলা আঁখি-দুটো অন্ধ করে দে আকুল আঁখির নীরে ॥
সে ভোলা পথের প্রান্তে রয়েছে হারানো হিয়ার কুঞ্জ,
ঝ'রে প'ড়ে আছে কাঁটা-তরুতলে রক্তকুসুমপুঞ্জ—
সেথা দুই বেলা ভাঙা-গড়া-খেলা অকূলসিন্ধুতীরে ॥
অনেক দিনের সঞ্চয় তোর আগুলি আছিস বসে,
ঝড়ের রাতের ফুলের মতন ঝরুক পড়ুক খসে।
আয় রে এবার সব-হারাবার জয়মালা পরো শিরে।

৬৭

তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়
কোন্‌খানে রে কোন্ পাষাণের ঘায় ॥
নবীন তরী নতুন চলে, দিই নি পাড়ি অগাধ জলে—
বাহি তারে খেলার ছলে কিনার-কিনারায় ॥

ভেসেছিলেম স্রোতের ভরে, একা ছিলেম কর্ণ ধ'রে—
লেগেছিল পালের 'পরে মধুর মৃদু বায়।
সুখে ছিলেম আপন-মনে, মেঘ ছিল না গগনকোণে—
লাগবে তরী কুসুমবনে ছিলেম সেই আশায়॥

৬৮

আমি কেবলই স্বপন করেছি বপন বাতাসে—
তাই আকাশকুসুম করিনু চয়ন হতাশে॥
ছায়ার মতন মিলায় ধরণী, কূল নাহি পায় আশার তরণী,
মানসপ্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায় আকাশে॥
কিছু বাঁধা পড়িল না কেবলই বাসনা-বাঁধনে।
কেহ নাহি দিল ধরা শুধু এ সুদূর-সাধনে।
আপনার মনে বসিয়া একেলা অনলশিখায় কী করিনু খেলা,
দিনশেষে দেখি ছাই হল সব হুতাশে॥

৬৯

শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা,
শুধু আলো-আঁধারে কাঁদা-হাসা॥
শুধু দেখা পাওয়া, শুধু ছুঁয়ে যাওয়া,
শুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া,
শুধু নব দুরাশায় আগে চ'লে যায়—
পিছে ফেলে যায় মিছে আশা॥
অশেষ বাসনা লয়ে ভাঙা বল,
প্রাণপণ কাজে পায় ভাঙা ফল,
ভাঙা তরী ধ'রে ভাসে পারাবারে,
ভাব কেঁদে মরে— ভাঙা ভাষা।
হৃদয়ে হৃদয়ে আধো পরিচয়,
আধখানি কথা সাঙ্গ নাহি হয়,

লাজে ভয়ে ত্রাসে আধো-বিশ্বাসে
শুধু আধখানি ভালোবাসা ॥

৭০

ওগো, তোরা কে যাবি পারে।
আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদীকিনারে ॥
ও পারেতে উপবনে
কত খেলা কত জনে,
এ পারেতে ধু ধু মরু বারি বিনা রে ॥
এই বেলা বেলা আছে, আয় কে যাবি।
মিছে কেন কাটে কাল কত কী ভাবি।
সূর্য পাটে যাবে নেমে,
সুবাতাস যাবে থেমে,
খেয়া বন্ধ হয়ে যাবে সন্ধ্যা-আঁধারে ॥

৭১

তোমাদের দান যশের ডালায় সব-শেষ সঞ্চয় আমার—
নিতে মনে লাগে ভয় ॥
এই রূপলোকে কবে এসেছিনু রাতে,
গেঁথেছিনু মালা ঝ'রে-পড়া পারিজাতে,
আঁধারে অন্ধ— এ যে গাঁথা তারি হাতে—
কী দিল এ পরিচয় ॥
এরে পরাবে কি কলালক্ষ্মীর গলে
সাতনরী হারে যেথায় মানিক জ্বলে।
একদা কখন অমরার উৎসবে
ম্লান ফুলদল খসিয়া পড়িবে কবে,
এ আদর যদি লজ্জার পরাভবে
সে দিন মলিন হয় ॥

৭২

দূর রজনীর স্বপন লাগে আজ নূতনের হাসিতে,
দূর ফাগুনের বেদন জাগে আজ ফাগুনের বাঁশিতে ॥
হায় রে সে কাল হায় রে   কখন চলে যায় রে
আজ এ কালের মরীচিকায়   নতুন মায়ায় ভাসিতে ॥
যে মহাকাল দিন ফুরালে   আমার কুসুম ঝরালো
সেই তোমারি তরুণ ভালে ফুলের মালা পরালো।
শুনিয়ে শেষের কথা সে   কাঁদিয়ে ছিল হতাশে,
তোমার মাঝে নতুন সাজে শূন্য আবার ভরালো।
আমরা খেলা খেলেছিলেম,   আমরাও গান গেয়েছি।
আমরাও পাল মেলেছিলেম,   আমরা তরী বেয়েছি।
হারায় নি তা হারায় নি   বৈতরণী পারায় নি—
নবীন চোখের চপল আলোয় সে কাল ফিরে পেয়েছি ॥

৭৩

ওরে মাঝি, ওরে আমার মানবজন্মতরীর মাঝি,
শুনতে কি পাস দূরের থেকে পারের বাঁশি উঠছে বাজি ॥
তরী কি তোর দিনের শেষে   ঠেকবে এবার ঘাটে এসে।
সেথায় সন্ধ্যা-অন্ধকারে দেয় কি দেখা প্রদীপরাজি ॥
যেন আমার লাগে মনে   মন্দ-মধুর এই পবনে
সিন্ধুপারের হাসিটি কার আঁধার বেয়ে আসছে আজি।
আসার বেলায় কুসুমগুলি   কিছু এনেছিলেম তুলি,
যেগুলি তার নবীন আছে এই বেলা নে সাজিয়ে সাজি ॥

৭৪

চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো—
ধনের বাটে, মানের বাটে, রূপের হাটে,   দলে দলে গো ॥

দেখবে ব'লে করেছে পণ, দেখবে কারে জানে না মন—
প্রেমের দেখা দেখে যখন চোখ ভেসে যায় চোখের জলে গো॥
আমায় তোরা ডাকিস না রে—
আমি যাব খেয়ার ঘাটে অরূপ-রসের পারাবারে।
উদাস হাওয়া লাগে পালে, পারের পানে যাবার কালে
চোখদুটোরে ডুবিয়ে যাব অকূল সুধা-সাগর-তলে গো॥

৭৫

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।
মেঘলা দিনে দেখেছিলেম মাঠে কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
ঘোমটা মাথায় ছিল না তার মোটে, মুক্তবেণী পিঠের 'পরে লোটে।
কালো? তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

ঘন মেঘে আঁধার হল দেখে ডাকতেছিল শ্যামল দুটি গাই,
শ্যামা মেয়ে ব্যস্ত ব্যাকুল পদে কুটির হতে ত্রস্ত এল তাই।
আকাশ-পানে হানি যুগল ভুরু শুনলে বারেক মেঘের গুরুগুরু।
কালো? তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

পুবে বাতাস এল হঠাৎ ধেয়ে, ধানের ক্ষেতে খেলিয়ে গেল ঢেউ।
আলের ধারে দাঁড়িয়েছিলেম একা, মাঠের মাঝে আর ছিল না কেউ।
আমার পানে দেখলে কি না চেয়ে আমি জানি আর জানে সেই মেয়ে।
কালো? তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

এমনি করে কালো কাজল মেঘ জ্যৈষ্ঠ মাসে আসে ঈশান কোণে।
এমনি করে কালো কোমল ছায়া আষাঢ় মাসে নামে তমাল-বনে।
এমনি করে শ্রাবণ-রজনীতে হঠাৎ খুশি ঘনিয়ে আসে চিতে।
কালো? তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, আর যা বলে বলুক অন্য লোক।
দেখেছিলেম ময়নাপাড়ার মাঠে কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।

মাথার 'পরে দেয় নি তুলে বাস, লজ্জা পাবার পায় নি অবকাশ।
কালো ? তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ॥

৭৬

তুমি কি কেবলই ছবি, শুধু পটে লিখা।
ওই-যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড় আকাশের নীড়,
ওই যারা দিনরাত্রি
আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী গ্রহ তারা রবি,
তুমি কি তাদের মতো সত্য নও।
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি॥
নয়নসমুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই— আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।
নাহি জানি, কেহ নাহি জানে—
তব সুর বাজে মোর গানে,
কবির অন্তরে তুমি কবি—
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি॥

৭৭

আজ তারায় তারায় দীপ্ত শিখার অগ্নি জ্বলে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে॥
ওই আলোক-মাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গন
হোথায় ছিল কোন্ যুগে মোর নিমন্ত্রণ—
আমার লাগল না মন লাগল না,
তাই কালের সাগর পাড়ি দিয়ে এলেম চ'লে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে॥

হেথা মন্দমধুর কানাকানি জলে স্থলে
শ্যামল মাটির ধরাতলে।
হেথা ঘাসে ঘাসে রঙিন ফুলের আলিম্পন,
বনের পথে আঁধার-আলোয় আলিঙ্গন—
আমার লাগল রে মন লাগল রে,
তাই এইখানেতেই দিন কাটে এই খেলার ছলে
শ্যামল মাটির ধরাতলে॥

৭৮

ওরে প্রজাপতি, মায়া দিয়ে কে যে পরশ করল তোরে
অস্তরবির তুলিখানি চুরি ক'রে॥
হাওয়ার বুকে যে চঞ্চলের গোপন বাসা
বনে বনে বয়ে বেড়াস তারি ভাষা,
অপ্সরীদের দোলের খেলার ফুলের রেণু
পাঠায় কে তোর পাখায় ভ'রে॥
যে গুণী তার কীর্তিনাশার বিপুল নেশায়
চিকন রেখার লিখন মেলে শূন্যে মেশায়,
সুর বাঁধে আর সুর যে হারায় পলে পলে—
গান গেয়ে যে চলে তারা দলে দলে—
তার হারা সুর নাচের নেশায়
ডানাতে তোর পড়ল ঝরে॥

৭৯

নমো যন্ত্র, নমো— যন্ত্র, নমো— যন্ত্র, নমো— যন্ত্র!
তুমি চক্রমুখরমন্দ্রিত, তুমি বজ্রবহ্নিবন্দিত,
তব বস্তুবিশ্ববক্ষোদংশ ধ্বংসবিকট দন্ত॥
তব দীপ্ত-অগ্নি-শত-শতঘ্নী-বিঘ্নবিজয় পন্থ।
তব লৌহগলন শৈলদলন অচলচলন মন্ত্র॥

কভু কাষ্ঠলোষ্ট্র-ইষ্টক দৃঢ় ঘনপিনদ্ধ কায়া,
কভু ভূতল-জল-অন্তরীক্ষ-লঙ্ঘন লঘু মায়া।
তব খনি-খনিত্র-নখ-বিদীর্ণ ক্ষিতি বিকীর্ণ-অন্ত্র।
তব পঞ্চভূতবন্ধনকর ইন্দ্রজালতন্ত্র॥

৮০

ওগো নদী, আপন বেগে পাগল-পারা,
আমি স্তব্ধ চাঁপার তরু গন্ধভরে তন্দ্রাহারা॥
আমি সদা অচল থাকি, গভীর চলা গোপন রাখি,
আমার চলা নবীন পাতায়, আমার চলা ফুলের ধারা॥
ওগো নদী, চলার বেগে পাগল-পারা,
পথে পথে বাহির হয়ে আপন-হারা—
আমার চলা যায় না বলা— আলোর পানে প্রাণের চলা—
আকাশ বোঝে আনন্দ তার, বোঝে নিশার নীরব তারা॥

৮১

প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায় ফাগুন মাসে
কী উচ্ছ্বাসে
ক্লান্তিবিহীন ফুল ফোটানোর খেলা।
ক্ষান্তকূজন শান্তবিজন সন্ধ্যাবেলা
প্রত্যহ সেই ফুল্ল শিরীষ প্রশ্ন শুধায় আমায় দেখি
'এসেছে কি— এসেছে কি।'

আর বছরেই এমনি দিনেই ফাগুন মাসে
কী উচ্ছ্বাসে
নাচের মাতন লাগল শিরীষ-ডালে
স্বর্গপুরের কোন্ নূপুরের তালে।
প্রত্যহ সেই চঞ্চল প্রাণ শুধিয়েছিল, 'শুনাও দেখি
আসে নি কি— আসে নি কি।'

আবার কখন এমনি দিনেই ফাগুন মাসে
কী আশ্বাসে
ডালগুলি তার রইবে শ্রবণ পেতে
অলখ জনের চরণ-শব্দে মেতে।
প্রত্যহ তার মর্মরস্বর বলবে আমায় কী বিশ্বাসে,
'সে কি আসে— সে কি আসে।'

প্রশ্ন জানাই পুষ্পবিভোর ফাগুন মাসে
কী আশ্বাসে,
'হায় গো, আমার ভাগ্য-রাতের তারা,
নিমেষ-গণন হয় নি কি মোর সারা।'
প্রত্যহ বয় প্রাঙ্গণময় বনের বাতাস এলোমেলো—
'সে কি এল— সে কি এল।'

৮২

হে আকাশবিহারী-নীরদবাহন জল,
আছিল শৈলশিখরে-শিখরে তোমার লীলাস্থল॥
তুমি বরনে বরনে কিরণে কিরণে প্রাতে সন্ধ্যায় অরুণে হিরণে
দিয়েছ ভাসায়ে পবনে পবনে স্বপনতরণীদল॥
শেষে শ্যামল মাটির প্রেমে তুমি ভুলে এসেছিলে নেমে,
কবে বাঁধা পড়ে গেলে যেখানে ধরার গভীর তিমিরতল।
আজ পাষাণদুয়ার দিয়েছি টুটিয়া, কত যুগ পরে এসেছ ছুটিয়া
নীল গগনের হারানো স্মরণ
গানেতে সমুচ্ছল॥

৮৩

যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়, ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে,
সে কি আজ দিল ধরা গন্ধে-ভরা বসন্তের এই সঙ্গীতে॥

ও কি তার উত্তরীয় অশোকশাখায় উঠল দুলি।
আজি কি পলাশবনে ওই সে বুলায় রঙের তুলি।
ও কি তার চরণ পড়ে তালে তালে মল্লিকার ওই ভঙ্গীতে॥
না গো না, দেয় নি ধরা, হাসির ভরা দীর্ঘশ্বাসে যায় ভেসে।
মিছে এই হেলা-দোলায় মনকে ভোলায়, ঢেউ দিয়ে যায় স্বপ্নে সে।
সে বুঝি লুকিয়ে আসে বিচ্ছেদেরই রিক্ত রাতে,
নয়নের আড়ালে তার নিত্য-জাগার আসন পাতে—
ধেয়ানের বর্ণছটায় ব্যথার রঙে মনকে সে রয় রঙ্গিতে॥

৮৪

ও কি এল, ও কি এল না, বোঝা গেল না—
ও কি মায়া কি স্বপনছায়া, ও কি ছলনা॥
ধরা কি পড়ে ও রূপেরই ডোরে,
গানেরই তানে কি বাঁধিবে ওরে—
ও যে চিরবিরহেরই সাধনা॥
ওর বাঁশিতে করুণ কী সুর লাগে
বিরহমিলনমিলিত রাগে।
সুখে কি দুখে ও পাওয়া না-পাওয়া,
হৃদয়বনে ও উদাসী হাওয়া,
বুঝি শুধু ও পরমকামনা॥

৮৫

দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে
আমার বাটে বটের ছায়ায় সারা বেলা গেল খেলে॥
গাইল কী গান সেই তা জানে, সুর বাজে তার আমার প্রাণে—
বলো দেখি তোমরা কি তার কথার কিছু আভাস পেলে॥
আমি তারে শুধাই যবে 'কী তোমারে দিব আনি'—
সে শুধু কয়, 'আর কিছু নয়, তোমার গলার মালাখানি।'

দিই যদি তো কী দাম দেবে   যায় বেলা সেই ভাব্‌না ভেবে—
ফিরে এসে দেখি ধুলায় বাঁশিটি তার গেছে ফেলে ॥

৮৬

বাজে গুরুগুরু শঙ্কার ডঙ্কা,
ঝঞ্ঝা ঘনায় দূরে ভীষণ নীরবে।
কত রব সুখস্বপ্নের ঘোরে আপনা ভুলে—
সহসা জাগিতে হবে ॥

৮৭

ও জোনাকী,   কী সুখে ওই ডানা দুটি মেলেছ।
আঁধার সাঁঝে বনের মাঝে উল্লাসে প্রাণ ঢেলেছ ॥
তুমি   নও তো সূর্য, নও তো চন্দ্র,   তোমার   তাই ব'লে কি কম আনন্দ।
তুমি   আপন জীবন পূর্ণ ক'রে আপন আলো জ্বেলেছ ॥
তোমার   যা আছে তা তোমার আছে,   তুমি   নও গো ঋণী কারো কাছে,
তোমার   অন্তরে যে শক্তি আছে তারি আদেশ পেলেছ।
তুমি   আঁধার-বাঁধন ছাড়িয়ে ওঠ,   তুমি   ছোটো হয়ে নও গো ছোটো,
জগতে   যেথায় যত আলো সবায় আপন ক'রে ফেলেছ ॥

৮৮

হ্যাদে গো নন্দরানী,   আমাদের   শ্যামকে ছেড়ে দাও।
আমরা   রাখাল-বালক দাঁড়িয়ে দ্বারে।   আমাদের   শ্যামকে দিয়ে যাও ॥
হেরো গো   প্রভাত হল, সূয্যি ওঠে, ফুল ফুটেছে বনে।
আমরা   শ্যামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাব আজ করেছি মনে।
ওগো,   পীত ধড়া পরিয়ে তারে কোলে নিয়ে আয়।
তার   হাতে দিয়ো মোহন বেণু, নূপুর দিয়ো পায় ॥
রোদের বেলায় গাছের তলায় নাচব মোরা সবাই মিলে।
বাজবে নূপুর রুনুঝুনু, বাজবে বাঁশি মধুর বোলে।
বনফুলে গাঁথব মালা, পরিয়ে দেব' শ্যামের গলে ॥

৮৯

আঁধারের লীলা আকাশে আলোকলেখায়-লেখায়,
ছন্দের লীলা অচলকঠিনমৃদঙ্গে।
অরূপের লীলা অগোনা রূপের রেখায় রেখায়,
স্তব্ধ অতল খেলায় তরলতরঙ্গে॥
আপনারে পাওয়া আপনা-ত্যাগের গভীর লীলায়,
মূর্তির লীলা মূর্তিবিহীন কঠোর শিলায়,
শান্ত শিবের লীলা যে প্রলয়ভ্রূভঙ্গে।
শৈলের লীলা নির্ঝরকলকলিত রোলে,
শুভ্রের লীলা কত-না রঙ্গে বিরঙ্গে।
মাটির লীলা যে শস্যের বায়ুহেলিত দোলে,
আকাশের লীলা উধাও ভাষার বিহঙ্গে।
স্বর্গের খেলা মর্তের ম্লান ধুলায় হেলায়,
দুঃখেরে লয়ে আনন্দ খেলে দোলন-খেলায়,
শৌর্যের খেলা ভীরু মাধুরীর আসঙ্গে॥

৯০

দেখা না-দেখায় মেশা হে বিদ্যুৎলতা,
কাঁপাও ঝড়ের বুকে একি ব্যাকুলতা॥
গগনে সে ঘুরে ঘুরে খোঁজে কাছে, খোঁজে দূরে—
সহসা কী হাসি হাস', নাহি কহ কথা॥
আঁধার ঘনায় শূন্যে, নাহি জানে নাম,
কী রুদ্র সন্ধানে সিন্ধু দুলিছে দুর্দাম।
অরণ্য হতাশপ্রাণে আকাশে ললাট হানে,
দিকে দিকে কেঁদে ফেরে কী দুঃসহ ব্যথা॥

৯১

তুমি উষার সোনার বিন্দু প্রাণের সিন্ধুকূলে,
শরৎ-প্রাতের প্রথম শিশির প্রথম শিউলিফুলে॥

আকাশপারের ইন্দ্রধনু ধরার পারে নোওয়া,
নন্দনেরই নন্দিনী গো চন্দ্রলেখায় ছোঁওয়া,
প্রতিপদে চাঁদের স্বপন শুভ্র মেঘে ছোঁওয়া—
স্বর্গলোকের গোপন কথা মর্তে এলে ভুলে ॥
তুমি কবির ধেয়ান-ছবি পূর্বজনম-স্মৃতি,
তুমি আমার কুড়িয়ে-পাওয়া হারিয়ে-যাওয়া গীতি।
যে কথাটি যায় না বলা রইলে চুপে চুপে,
তুমি আমার মুক্তি হয়ে এলে বাঁধনরূপে—
অমল আলোর কমলবনে ডাকলে দুয়ার খুলে।

৯২

আকাশ, তোমায় কোন্ রূপে মন চিনতে পারে
তাই ভাবি যে বারে বারে ॥
গহন রাতের চন্দ্র তোমার মোহন ফাঁদে
স্বপন দিয়ে মনকে বাঁধে,
প্রভাতসূর্য শুভ্র জ্যোতির তরবারে
ছিন্ন করি ফেলে তারে ॥
বসন্তবায় পরান ভুলায় চুপে চুপে,
বৈশাখী ঝড় গর্জি উঠে রুদ্ররূপে।
শ্রাবণমেঘের নিবিড় সজল কাজল ছায়া
দিগ্‌দিগন্তে ঘনায় মায়া—
আশ্বিনে এই অমল আলোর কিরণধারে
যায় নিয়ে কোন্ মুক্তিপারে ॥

৯৩

আধেক ঘুমে নয়ন চুমে স্বপন দিয়ে যায়।
শ্রান্ত ভালে যূথীর মালে পরশে মৃদু বায় ॥

বনের ছায়া মনের সাথি, বাসনা নাহি কিছু—
পথের ধারে আসন পাতি, না চাহি ফিরে পিছু—
বেণুর পাতা মিশায় গাথা নীরব ভাবনায়॥
মেঘের খেলা গগনতটে অলস লিপি-লিখা,
সুদূর কোন্ স্মরণপটে জাগিল মরীচিকা।
চৈত্রদিনে তপ্ত বেলা তৃণ-আঁচল পেতে
শূন্যতলে গন্ধ-ভেলা ভাসায় বাতাসেতে—
কপোত ডাকে মধুকশাখে বিজন বেদনায়॥

৯৪

পাখি বলে, 'চাঁপা, আমারে কও,
কেন তুমি হেন নীরবে রও।
প্রাণ ভরে আমি গাহি যে গান
সারা প্রভাতেরই সুরের দান,
সে কি তুমি তব হৃদয়ে লও।
কেন তুমি তবে নীরবে রও।'
চাঁপা শুনে বলে, 'হায় গো হায়,
যে আমারই গাওয়া শুনিতে পায়
নহ নহ পাখি, সে তুমি নও।'

পাখি বলে, 'চাঁপা আমারে কও,
কেন তুমি হেন গোপনে রও।
ফাগুনের প্রাতে উতলা বায়
উড়ে যেতে সে যে ডাকিয়া যায়,
সে কি তুমি তব হৃদয়ে লও।
কেন তুমি তবে গোপনে রও।'
চাঁপা শুনে বলে, 'হায় গো হায়,
যে আমারই ওড়া দেখিতে পায়
নহ নহ পাখি, সে তুমি নও।'

৯৫

মাটির বুকের মাঝে বন্দী যে জল মিলিয়ে থাকে
মাটি পায় না, পায় না, মাটি পায় না তাকে॥
কবে কাটিয়ে বাঁধন পালিয়ে যখন যায় সে দূরে
আকাশপুরে গো,
তখন কাজল মেঘের সজল ছায়া শূন্যে আঁকে,
সুদূর শূন্যে আঁকে—
মাটি পায় না, পায় না, মাটি পায় না তাকে॥
শেষে বজ্র তারে বাজায় ব্যথা বহ্নিজ্বালায়,
ঝঞ্ঝা তারে দিগ্‌বিদিকে কাঁদিয়ে চালায়।
তখন কাছের ধন যে দূরের থেকে কাছে আসে
বুকের পাশে গো,
তখন চোখের জলে নামে সে যে চোখের জলের ডাকে,
আকুল চোখের জলের ডাকে—
মাটি পায় রে, পায় রে, মাটি পায় রে তাকে॥

৯৬

আমি সন্ধ্যাদীপের শিখা,
অন্ধকারের ললাট-মাঝে পরানু রাজটিকা॥
তার স্বপনে মোর আলোর পরশ জাগিয়ে দিল গোপন হরষ,
অন্তরে তার রইল আমার প্রথম প্রেমের লিখা॥
আমার নির্জন উৎসবে
অম্বরতল হয় নি উতল পাখির কলরবে।
যখন তরুণ রবির চরণ লেগে নিখিল ভুবন উঠবে জেগে
তখন আমি মিলিয়ে যাব ক্ষণিক মরীচিকা॥

৯৭

মাটির প্রদীপখানি আছে মাটির ঘরের কোলে,
সন্ধ্যাতারা তাকায় তারি আলো দেখবে ব'লে॥

সেই আলোটি নিমেষহত   প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মতো,
সেই আলোটি মায়ের প্রাণের ভয়ের মতো দোলে ॥
সেই আলোটি নেবে জলে   শ্যামল ধরার হৃদয়তলে,
সেই আলোটি চপল হাওয়ায় ব্যথায় কাঁপে পলে পলে।
নামল সন্ধ্যাতারার বাণী   আকাশ হতে আশিস আনি,
অমরশিখা আকুল হল মর্তশিখায় উঠতে জ্ব'লে ॥

৯৮

আমি   তোমারি মাটির কন্যা,   জননী বসুন্ধরা—
তবে   আমার মানবজন্ম   কেন বঞ্চিত করা ॥
পবিত্র জানি যে তুমি   পবিত্র জন্মভূমি,
মানবকন্যা আমি যে ধন্যা   প্রাণের পুণ্যে ভরা ॥
কোন্ স্বর্গের তরে   ওরা   তোমায় তুচ্ছ করে
রহি   তোমার বক্ষোপরে।
আমি যে তোমারি আছি   নিতান্ত কাছাকাছি,
তোমার   মোহিনীশক্তি দাও আমারে হৃদয়প্রাণহরা ॥

৯৯

যাবই আমি যাবই ওগো,   বাণিজ্যেতে যাবই।
লক্ষ্মীরে হারাবই যদি, অলক্ষ্মীরে পাবই।
সাজিয়ে নিয়ে জাহাজখানি বসিয়ে হাজার দাঁড়ি
কোন্ পুরীতে যাব দিয়ে কোন্ সাগরে পাড়ি।
কোন্ তারকা লক্ষ্য করি   কূলকিনারা পরিহরি
কোন্ দিকে যে বাইব তরী   বিরাট কালো নীরে—
মরব না আর ব্যর্থ আশায় সোনার বালুর তীরে ॥

নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ প্রবাল দিয়ে ঘেরা।
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে সাগর-বিহঙ্গেরা।

নারিকেলের শাখে শাখে ঝোড়ো বাতাস কেবল ডাকে,
ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে বইছে নগনদী।
সাত-রাজার ধন মানিক পাব সেথায় নামি যদি॥

হেরো সাগর ওঠে তরঙ্গিয়া, বাতাস বহে বেগে।
সূর্য যেথায় অস্তে নামে ঝিলিক মারে মেঘে।
দক্ষিণে চাই, উত্তরে চাই— ফেনায় ফেনা, আর কিছু নাই—
যদি কোথাও কূল নাহি পাই তল পাব তো তবু—
ভিটার কোণে হতাশমনে রইব না আর কভু॥

অকূল-মাঝে ভাসিয়ে তরী যাচ্ছি অজানায়
আমি শুধু একলা নেয়ে আমার শূন্য নায়।
নব নব পবন-ভরে যাব দ্বীপে দ্বীপান্তরে,
নেব তরী পূর্ণ করে অপূর্ব ধন যত।
ভিখারি মন ফিরবে যখন ফিরবে রাজার মতো॥

১০০

আমরা নূতন যৌবনেরই দূত।
আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত।
আমরা বেড়া ভাঙি,
আমরা অশোকবনের রাঙা নেশায় রাঙি।
ঝঞ্ঝার বন্ধন ছিন্ন করে দিই— আমরা বিদ্যুৎ॥
আমরা করি ভুল—
অগাধ জলে ঝাঁপ দিয়ে যুঝিয়ে পাই কূল।
যেখানে ডাক পড়ে জীবন-মরণ-ঝড়ে আমরা প্রস্তুত॥

১০১

তিমিরময় নিবিড় নিশা নাহি রে নাহি দিশা—
একেলা ঘনঘোর পথে, পান্থ, কোথা যাও॥

বিপদ দুখ নাহি জানো, বাধা কিছু না মানো,
অন্ধকার হতেছ পার— কাহার সাড়া পাও ॥
দীপ হৃদয়ে জলে, নিবে না সে বায়ুবলে—
মহানন্দে নিরন্তর একি গান গাও।
সমুখে অভয় তব, পশ্চাতে অভয়রব—
অন্তরে বাহিরে কাহার মুখে চাও ॥

১০২

হায় হায় রে, হায় পরবাসী,
হায় গৃহছাড়া উদাসী।
অন্ধ অদৃষ্টের আহ্বানে
কোথা অজানা অকূলে চলেছিস ভাসি ॥
শুনিতে কি পাস দূর আকাশে কোন্ বাতাসে
সর্বনাশার বাঁশি—
ওরে, নির্মম ব্যাধ যে গাঁথে মরণের ফাঁসি।
রঙিন মেঘের তলে গোপন অশ্রুজলে
বিধাতার দারুণ বিদ্রূপবজ্রে
সঞ্চিত নীরব অট্টহাসি ॥

১০৩

সুন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের হাতে ঘুচাবে কে।
নিঃসহায়ের অশ্রুবারি পীড়িতের চক্ষে মুছাবে কে,
আর্তের ক্রন্দনে হেরো ব্যথিত বসুন্ধরা,
অন্যায়ের আক্রমণে বিষবাণে জর্জরা—
প্রবলের উৎপীড়নে
কে বাঁচাবে দুর্বলেরে।
অপমানিতেরে কার দয়া বক্ষে লবে ডেকে ॥

১০৪

আকাশে তোর তেমনি আছে ছুটি,
অলস যেন না রয় ডানা দুটি ॥
ওরে পাখি, ঘন বনের তলে
বাসা তোরে ভুলিয়ে রাখে ছলে,
রাত্রি তোরে মিথ্যে করে বলে—
শিথিল কভু হবে না তার মুঠি ॥
জানিস নে কি কিসের আশা চেয়ে
ঘুমের ঘোরে উঠিস গেয়ে গেয়ে।
জানিস নে কি ভোরের আঁধার-মাঝে
আলোর আশা গভীর সুরে বাজে,
আলোর আশা গোপন রহে না যে—
রুদ্ধ কুঁড়ির বাঁধন ফেলে টুটি ॥

১০৫

কোথায় ফিরিস পরম শেষের অন্বেষণে।
অশেষ হয়ে সেই তো আছে এই ভুবনে ॥
তারি বাণী দু হাত বাড়ায় শিশুর বেশে,
আধো ভাষায় ডাকে তোমার বুকে এসে,
তারি ছোঁওয়া লেগেছে ওই কুসুমবনে ॥
কোথায় ফিরিস ঘরের লোকের অন্বেষণে—
পর হয়ে সে দেয় যে দেখা ক্ষণে ক্ষণে।
তার বাসা-যে সকল ঘরের বাহির-দ্বারে,
তার আলো যে সকল পথের ধারে ধারে,
তাহারি রূপ গোপন রূপে জনে জনে ॥

১০৬

চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে রঙের খেলাখানি।
চেয়ো না চেয়ো না তারে নিকটে নিতে টানি ॥

রাখিতে চাহ, বাঁধিতে চাহ যারে,
আঁধারে তাহা মিলায় মিলায় বারে বারে—
বাজিল যাহা প্রাণের বীণা-তারে
সে তো কেবলই গান কেবলই বাণী ॥
পরশ তার নাহি রে মেলে, নাহি রে পরিমাণ—
দেবসভায় যে সুধা করে পান।
নদীর স্রোতে, ফুলের বনে বনে,
মাধুরী-মাখা হাসিতে আঁখিকোণে,
সে সুধাটুকু পিয়ো আপন-মনে—
মুক্তরূপে নিয়ো তাহারে জানি ॥

১০৭

রয় যে কাঙাল শূন্য হাতে, দিনের শেষে
দেয় সে দেখা নিশীথরাতে স্বপনবেশে ॥
আলোয় যারে মলিনমুখে মৌন দেখি
আঁধার হলে আঁখিতে তার দীপ্তি একি—
বরণমালা কে যে দোলায় তাহার কেশে।
দিনের বীণায় যে ক্ষীণ তারে ছিল হেলা
ঝঙ্কারিয়া ওঠে যে তাই রাতের বেলা।
তন্দ্রাহারা অন্ধকারের বিপুল গানে
মন্দ্রি ওঠে সারা আকাশ কী আহ্বানে—
তারার আলোয় কে চেয়ে রয় নির্নিমেষে ॥

১০৮

সে কোন্ পাগল যায় যায় পথে তোর, যায় চলে ওই একলা রাতে-
তারে ডাকিস নে ডাকিস নে তোর আঙিনাতে ॥

সুদূর দেশের বাঁশী ও যে যায় যায় বলে, হায়, কে তা বোঝে—
কী সুর বাজায় একতারাতে ॥
কাল সকালে রইবে না রইবে না তো,
বৃথাই কেন আসন পাতো।
বাঁধন-ছেঁড়ার মহোৎসবে
গান যে ওরে গাইতে হবে
নবীন আলোর বন্দনাতে ॥

১০৯

পরবাসী, চলে এসো ঘরে
অনুকূল সমীরণ-ভরে ॥
ওই দেখো কতবার হল খেয়া-পারাবার,
সারিগান উঠিল অম্বরে ॥
আকাশে আকাশে আয়োজন,
বাতাসে বাতাসে আমন্ত্রণ।
মন যে দিল না সাড়া, তাই তুমি গৃহছাড়া
নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে ॥

১১০

ছিল যে পরানের অন্ধকারে
এল সে ভুবনের আলোক-পারে ॥
স্বপনবাধা টুটি বাহিরে এল ছুটি,
অবাক্ আঁখি দুটি হেরিল তারে ॥
মালাটি গেঁথেছিনু অশ্রুধারে,
তারে যে বেঁধেছিনু সে মায়াহারে।
নীরব বেদনায় পূজিনু যারে হায়
নিখিল তারি গায় বন্দনা রে।

১১১

যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে সে কাঁদনে সেও কাঁদিল।
যে বাঁধনে মোরে বাঁধিছে সে বাঁধনে তারে বাঁধিল॥
পথে পথে তারে খুঁজিনু, মনে মনে তারে পূজিনু,
সে পূজার মাঝে লুকায়ে আমারেও সে যে সাধিল॥
এসেছিল মন হরিতে মহাপারাবার পারায়ে।
ফিরিল না আর তরীতে, আপনারে গেল হারায়ে।
তারি আপনারই মাধুরী আপনারে করে চাতুরী,
ধরিবে কি ধরা দিবে সে কী ভাবিয়া ফাঁদ ফাঁদিল॥

১১২

আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল ভবের পদ্মপত্রে জল
সদা করছি টলোমল।
মোদের আসা-যাওয়া শূন্য হাওয়া, নাইকো ফলাফল॥
নাহি জানি করণ-কারণ, নাহি জানি ধরণ-ধারণ,
নাহি মানি শাসন-বারণ গো—
আমরা আপন রোখে মনের ঝোঁকে ছিঁড়েছি শিকল॥
লক্ষ্মী, তোমার বাহনগুলি ধনে পুত্রে উঠুন ফুলি,
লুঠুন তোমার চরণধুলি গো—
আমরা স্কন্ধে লয়ে কাঁথা ঝুলি ফিরব ধরাতল।
তোমার বন্দরেতে বাঁধা ঘাটে বোঝাই-করা সোনার পাটে
অনেক রত্ন অনেক হাটে গো—
আমরা নোঙর-ছেঁড়া ভাঙা তরী ভেসেছি কেবল॥
আমরা এবার খুঁজে দেখি অকূলেতে কূল মেলে কি,
দ্বীপ আছে কি ভবসাগরে।
যদি সুখ না জোটে দেখব ডুবে কোথায় রসাতল।

আমরা জুটে সারা বেলা কয়ব হতভাগার মেলা,
গাব গান খেলব খেলা গো—
কণ্ঠে যদি গান না আসে করব কোলাহল ॥

১১৩

ওগো, তোমরা সবাই ভালো—
যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে, সেই আমাদের ভালো—
আমাদের এই আঁধার ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালো ॥
কেউ বা অতি জ্বলো-জ্বলো, কেউ বা ম্লান' ছলো-ছলো,
কেউ বা কিছু দহন করে, কেউ বা স্নিগ্ধ আলো ॥
নূতন প্রেমে নূতন বধূ আগাগোড়া কেবল মধু,
পুরাতনে অম্ল-মধুর একটুকু ঝাঁঝালো।
বাক্য যখন বিদায় করে চক্ষু এসে পায়ে ধরে,
রাগের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালো ॥
আমরা তৃষ্ণা, তোমরা সুধা— তোমরা তৃপ্তি, আমরা ক্ষুধা—
তোমার কথা বলতে কবির কথা ফুরালো।
যে মূর্তি নয়নে জাগে সবই আমার ভালো লাগে—
কেউ বা দিব্যি গৌরবরন, কেউ বা দিব্যি কালো ॥

১১৪

ভালো মানুষ নই রে মোরা ভালো মানুষ নই—
গুণের মধ্যে ওই আমাদের, গুণের মধ্যে ওই ॥
দেশে দেশে নিন্দে রটে, পদে পদে বিপদ ঘটে—
পুঁথির কথা কই নে মোরা, উল্‌টো কথা কই ॥
জন্ম মোদের ত্র্যহস্পর্শে, সকল-অনাসৃষ্টি।
ছুটি নিলেন বৃহস্পতি, রইল শনির দৃষ্টি।
অযাত্রাতে নৌকো ভাসা, রাখি নে, ভাই, ফলের আশা—
আমাদের আর নাই যে গতি ভেসেই চলা বই ॥

১১৫

আমাদের ভয় কাহারে।
বুড়ো বুড়ো চোর ডাকাতে কী আমাদের করতে পারে।
আমাদের রাস্তা সোজা, নাইকো গলি— নাইকো ঝুলি, নাইকো থলি—
ওরা আর যা কাড়ে কাড়ুক, মোদের পাগলামি কেউ কাড়বে না রে॥
আমরা চাই নে আরাম, চাই নে বিরাম,
চাই নে যে ফল, চাই নে রে নাম—
মোরা ওঠায় পড়ায় সমান নাচি,
সমান খেলি জিতে হারে॥

১১৬

আমাদের পাকবে না চুল গো— মোদের পাকবে না চুল।
আমাদের ঝরবে না ফুল গো— মোদের ঝরবে না ফুল॥
আমরা ঠেকব না তো কোনো শেষে, ফুরোয় না পথ কোনো দেশে রে,
আমাদের ঘুচবে না ভুল গো— মোদের ঘুচবে না ভুল॥
আমরা নয়ন মুদে করব না ধ্যান করব না ধ্যান।
নিজের মনের কোণে খুঁজব না জ্ঞান খুঁজব না জ্ঞান।
আমরা ভেসে চলি স্রোতে স্রোতে সাগর-পানে শিখর হতে রে,
আমাদের মিলবে না কূল গো— মোদের মিলবে না কূল॥

১১৭

পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে,
মোদের পাড়ার থোড়া দূর দিয়ে যাইয়ে॥
হেথা সা রে গা মা -গুলি সদাই করে চুলোচুলি,
কড়ি কোমল কোথা গেছে তলাইয়ে॥
হেথা আছে তাল-কাটা বাজিয়ে—
বাধাবে সে কাজিয়ে।

চৌতালে ধামারে
কে কোথায় ঘা মারে—
তেরে-কেটে মেরে-কেটে ধাঁ-ধাঁ-ধাঁইয়ে

১১৮

ও ভাই কানাই, কারে জানাই দুঃসহ মোর দুঃখ।
তিনটে-চারটে পাস করেছি, নই নিতান্ত মুর্খ॥
তুচ্ছ সা-রে-গা-মা'য় আমায় গলদ্‌ঘর্ম ঘামায়।
বুদ্ধি আমার যেমনি হোক কান দুটো নয় সূক্ষ্ম—
এই বড়ো মোর দুঃখ কানাই রে,
এই বড়ো মোর দুঃখ॥
বান্ধবীকে গান শোনাতে ডাকতে হয় সতীশকে,
হৃদয়খানা ঘুরে মরে গ্রামোফোনের ভিক্ষে।
কণ্ঠখানার জোর আছে তাই লুকিয়ে গাইতে ভরসা না পাই—
স্বয়ং প্রিয়া বলেন, 'তোমার গলা বড়োই রুক্ষ'
এই বড়ো মোর দুঃখ কানাই রে,
এই বড়ো মোর দুঃখ॥

১১৯

কাঁটাবনবিহারিণী সুর-কানা দেবী
তাঁরি পদ সেবি, করি তাঁহারই ভজনা
বদ্‌কণ্ঠলোকবাসী আমরা কজনা॥
আমাদের বৈঠক বৈরাগীপুরে রাগ-রাগিণীর বহু দূরে,
গত জনমের সাধনেই বিদ্যা এনেছি সাথে এই গো
নিঃসুর-রসাতল-তলায় মজনা॥
সতেরো পুরুষ গেছে, ভাঙা তম্বুরা
রয়েছে মর্চে ধরি বেসুর-বিধুরা।

বেতার সেতার দুটো, তবলাটা ফাটা-ফুটো,
সুরদলনীর করি এ নিয়ে যজনা—
আমরা কজনা॥

১২০

আমরা না-গান-গাওয়ার দল রে, আমরা না-গলা-সাধার।
মোদের ভৈঁরোরাগে প্রভাতরবি রাগে মুখ-আঁধার॥
আমাদের এই অমিল-কণ্ঠ-সমবায়ের চোটে
পাড়ার কুকুর সমস্বরে, ও ভাই, ভয়ে ফুক্‌রে ওঠে—
আমরা কেবল ভয়ে মরি ধূর্জটিদাদার॥
মেঘমল্লার ধরি যদি ঘটে অনাবৃষ্টি,
ছাতিওয়ালার দোকান জুড়ে লাগে শনির দৃষ্টি।
আধখানা সুর যেমনি লাগাই বসন্তবাহারে
মলয়বায়ুর ধাত ফিরে যায়, তৎক্ষণাৎ আহা রে
সেই হাওয়াতে বিচ্ছেদতাপ পালায় শ্রীরাধার॥
অমাবস্যার রাত্রে যেমনি বেহাগ গাইতে বসা
কোকিলগুলোর লাগে দশম-দশা।
শুক্লকোজাগরী নিশায় জয়জয়ন্তী ধরি,
অমনি মরি মরি
রাহু-লাগার বেদন লাগে পূর্ণিমা-চাঁদার॥

১২১

মোদের কিছু নাই রে নাই, আমরা ঘরে বাইরে গাই—
তাইরে নাইরে নাইরে না। না না না।
যতই দিবস যায় রে যায় গাই রে সুখে হায় রে হায়—
তাইরে নাইরে নাইরে না। না না না॥
যারা সোনার চোরাবালির ’পরে পাকা ঘরের-ভিত্তি গড়ে
তাদের সামনে মোরা গান গেয়ে যাই— তাইরে নাইরে নাইরে না।
না না না॥

যখন থেকে থেকে গাঁঠের পানে গাঁঠকাটারা দৃষ্টি হানে
তখন শূন্যঝুলি দেখায়ে গাই— তাইরে নাইরে নাইরে না। না না না॥
যখন দ্বারে আসে মরণবুড়ি মুখে তাহার বাজাই তুড়ি,
তখন তান দিয়ে গান জুড়ি রে ভাই— তাইরে নাইরে নাইরে না। না না না॥
এ যে বসন্তরাজ এসেছে আজ, বাইরে তাহার উজ্জ্বল সাজ,
ওরে, অন্তরে তার বৈরাগী গায়— তাইরে নাইরে নাইরে না। না না না॥
সে যে উৎসবদিন চুকিয়ে দিয়ে, ঝরিয়ে দিয়ে, শুকিয়ে দিয়ে,
দুই রিক্ত হাতে তাল দিয়ে গায়— তাইরে নাইরে নাইরে না।
না না না॥

১২২

এবার যমের দুয়োর খোলা পেয়ে ছুটেছে সব ছেলে মেয়ে।
হরিবোল হরি বোল হরিবোল॥
রাজ্য জুড়ে মস্ত খেলা, মরণ-বাঁচন-অবহেলা—
ও ভাই, সবাই মিলে প্রাণটা দিলে সুখ আছে কি মরার চেয়ে।
হরিবোল হরি বোল হরিবোল॥
বেজেছে ঢোল, বেজেছে ঢাক, ঘরে ঘরে পড়েছে ডাক,
এখন কাজকর্ম চুলোতে যাক— কেজো লোক সব আয় রে ধেয়ে।
হরিবোল হরি বোল হরিবোল॥
রাজা প্রজা হবে জড়ো থাকবে না আর ছোটো বড়ো—
একই স্রোতের মুখে ভাসবে সুখে বৈতরণীর নদী বেয়ে।
হরিবোল হরি বোল হরিবোল॥

১২৩

হায় হায় হায় দিন চলি যায়।
চা-স্পৃহ চঞ্চল চাতকদল চল' চল' চল' হে॥
টগ'বগ'-উচ্ছল কাথলিতল-জল কল'কল'হে।
এল চীনগগন হতে পূর্বপবনস্রোতে শ্যামলরসধরপুঞ্জ॥

শ্রাবণবাসরে রস ঝর'ঝর' ঝরে, ভুঞ্জ হে ভুঞ্জ দলবল হে।
এস' পুঁথিপরিচারক তদ্ধিতকারক তারক তুমি কাণ্ডারী।
এস' গণিতধুরন্ধর কাব্যপুরন্দর ভূবিবরণভাণ্ডারী।
এস' বিশ্বভারনত শুষ্করুটিনপথ- মরু-পরিচারণক্লান্ত।
এস' হিসাবপত্তরত্রস্ত তহবিল-মিল-ভুল-গ্রস্ত লোচনপ্রান্ত- ছল'ছল' হে।
এস' গীতিবীথিচর তম্বুরকরধর তানতালতলমগ্ন।
এস' চিত্রী চট'পট' ফেলি তুলিকপট রেখাবর্ণবিলগ্ন।
এস' কন্‌স্‌টিট্যুশন- নিয়মবিভূষণ তর্কে অপরিশ্রান্ত।
এস' কমিটিপলাতক বিধানঘাতক এস' দিগভ্রান্ত টল'মল' হে॥

১২৪

ওগো ভাগ্যদেবী পিতামহী, মিটল আমার আশ—
এখন তবে আজ্ঞা করো, বিদায় হবে দাস।
জীবনের এই বাসররাতি পোহায় বুঝি, নেবে বাতি—
বধূর দেখা নাইকো, শুধু প্রচুর পরিহাস।
এখন থেমে গেল বাঁশি, শুকিয়ে এল পুষ্পরাশি,
উঠল তোমার অট্টহাসি কাঁপায়ে আকাশ।
ছিলেন যাঁরা আমায় ঘিরে গেছেন যে যার ঘরে ফিরে,
আছ বৃদ্ধা ঠাকুরানী মুখে টানি বাস॥

১২৫

ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি, হায় হায় রে।
মরণ-আয়োজনের মাঝে বসে আছেন কিসের কাজে
কোন্‌ প্রবীণ প্রাচীন প্রবাসী। হায় হায় রে॥
এবার দেশে যাবার দিনে আপনাকে ও নিক-না চিনে,
সবাই মিলে সাজাও ওকে নবীন রূপে সন্ন্যাসী। হায় হায় রে
এবার ওকে মজিয়ে দে রে হিসাব-ভুলের বিষম ফেরে।

কেড়ে নে ওর থলি থালি, আয় রে নিয়ে ফুলের ডালি,
গোপন প্রাণের পাগ্‌লাকে ওর বাইরে দে আজ প্রকাশি। হায় হায় রে॥

১২৬

আমরা খুঁজি খেলার সাথি—
ভোর না হতে জাগাই তাদের ঘুমায় যারা সারা রাতি॥
আমরা ডাকি পাখির গলায়, আমরা নাচি বকুলতলায়,
মন ভোলাবার মন্ত্র জানি, হাওয়াতে ফাঁদ আমরা পাতি।
মরণকে তো মানি নে রে,
কালের ফাঁসি ফাঁসিয়ে দিয়ে লুঠ-করা ধন নিই যে কেড়ে।
আমরা তোমার মনোচোরা, ছাড়ব না গো তোমায় মোরা—
চলেছ কোন্ আঁধার-পানে সেথাও জ্বলে মোদের বাতি॥

১২৭

মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ জানিস নে কি ভাই।
তাই কাজকে কভু আমরা না ডরাই॥
খেলা মোদের লড়াই করা, খেলা মোদের বাঁচা মরা,
খেলা ছাড়া কিছুই কোথাও নাই॥
খেলতে খেলতে ফুটেছে ফুল, খেলতে খেলতে ফল যে ফলে—
খেলারই ঢেউ জলে স্থলে।
ভয়ের ভীষণ রক্তরাগে খেলার আগুন যখন লাগে
ভাঙাচোরা জ্ব'লে যে হয় ছাই॥

১২৮

সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই।
বাধা বাঁধন নেই গো নেই॥
দেখি খুঁজি বুঝি, কেবল ভাঙি গড়ি যুঝি,
মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে সব সাজেই॥
পারি নাইবা পারি, নাহয় জিতি কিম্বা হারি—

যদি অমনিতে হাল ছাড়ি মরি সেই লাজেই।
আপন হাতের জোরে আমরা তুলি সৃজন ক'রে,
আমরা প্রাণ দিয়ে ঘর বাঁধি, থাকি তার মাঝেই ॥

১২৯

কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন, ও তার ঘুম ভাঙাইনু রে।
লক্ষ যুগের অন্ধকারে ছিল সঙ্গোপন, ওগো, তায় জাগাইনু রে ॥
পোষ মেনেছে হাতের তলে যা বলাই সে তেমনি বলে—
দীর্ঘ দিনের মৌন অহার আজ ভাগাইনু রে ॥
অচল ছিল, সচল হয়ে ছুটেছে ওই জগৎ-জয়ে—
নির্ভয়ে আজ দুই হাতে তার রাশ বাগাইনু রে ॥

১৩০

আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধে ॥
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভরে ভরে চষা মাটির গন্ধে ॥
সবুজ প্রাণের গানের লেখা রেখায় রেখায় দেয় রে দেখা,
মাতে রে কোন্ তরুণ কবি নৃত্যদোদুল ছন্দে।
ধানের শিষে পুলক ছোটে— সকল ধরা হেসে ওঠে
অঘ্রানেরই সোনার রোদে, পূর্ণিমারই চন্দ্রে ॥

১৩১

তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও কুলুকুলুকল নদীর স্রোতের মতো।
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি, মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।
আপনা-আপনি কানাকানি কর সুখে, কৌতুকছটা উছলিছে চোখে মুখে,
কমলচরণ পড়িছে ধরণী-মাঝে, কনকনূপুর রিনিকি ঝিনিকি বাজে ॥

অঙ্গে অঙ্গ বাঁধিছ রঙ্গপাশে, বাহুতে বাহুতে জড়িত ললিত লতা।
ইঙ্গিতরসে ধ্বনিয়া উঠিছে হাসি, নয়নে নয়নে বহিছে গোপন কথা।

আঁখি নত করি একেলা গাঁথিছ ফুল, মুকুর লইয়া যতনে বাঁধিছ চুল।
গোপন হৃদয়ে আপনি করিছ খেলা—
কী কথা ভাবিছ, কেমনে কাটিছে বেলা॥

আমরা বৃহৎ অবোধ ঝড়ের মতো আপন আবেগে ছুটিয়া চলিয়া আসি,
বিপুল আঁধারে অসীম আকাশ ছেয়ে টুটিবারে চাহি আপন হৃদয়রাশি।
তোমরা বিজুলি হাসিতে হাসিতে চাও, আঁধার ছেদিয়া মরম বিঁধিয়া দাও—
গগনের গায়ে আগুনের রেখা আঁকি চকিত চরণে চলে যাও দিয়ে ফাঁকি॥

অযতনে বিধি গড়েছে মোদের দেহ, নয়ন অধর দেয় নি ভাষায় ভরে—
মোহনমধুর মন্ত্র জানি নে মোরা, আপনা প্রকাশ করিব কেমন ক'রে।
তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি,
কোনো সুলগনে হব না কি কাছাকাছি—
তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাবে, আমরা দাঁড়ায়ে রহিব এমনি ভাবে॥

১৩২

ওগো পুরবাসী,
আমি দ্বারে দাঁড়ায়ে আছি উপবাসী॥
হেরিতেছি সুখমেলা, ঘরে ঘরে কত খেলা,
শুনিতেছি সারা বেলা সুমধুর বাঁশি॥
চাহি না অনেক ধন, রব না অধিক ক্ষণ,
যেথা হতে আসিয়াছি সেথা যাব ভাসি।
তোমরা আনন্দে রবে নব নব উৎসবে,
কিছু ম্লান নাহি হবে গৃহভরা হাসি॥

১৩৩

আমার যাবার সময় হল, আমায় কেন রাখিস ধরে।
চোখের জলের বাঁধন দিয়ে বাঁধিস নে আর মায়াডোরে॥
ফুরিয়েছে জীবনের ছুটি, ফিরিয়ে নে তোর নয়ন দুটি—
নাম ধরে আর ডাকিস নে ভাই, যেতে হবে ত্বরা করে॥

১৩৪

ওরে, যেতে হবে, আর দেরি নাই।
পিছিয়ে পড়ে রবি কত, সঙ্গীরা যে গেল সবাই॥
আয় রে ভবের খেলা সেরে, আঁধার করে এসেছে রে,
পিছন ফিরে বারে বারে কাহার পানে চাহিস রে ভাই॥
খেলতে এল ভবের নাটে নতুন লোকে নতুন খেলা।
হেথা হতে আয় রে সরে, নইলে তোরে মারবে ঢেলা।
নামিয়ে দে রে প্রাণের বোঝা, আরেক দেশে চল্ রে সোজা—
সেথা নতুন করে বাঁধবি বাসা,
নতুন খেলা খেলবি সে ঠাঁই॥

১৩৫

আমিই শুধু রইনু বাকি।
যা ছিল তা গেল চলে, রইল যা তা কেবল ফাঁকি॥
আমার ব'লে ছিল যারা আর তো তারা দেয় না সাড়া—
কোথায় তারা, কোথায় তারা, কেঁদে কেঁদে কারে ডাকি॥
বল্ দেখি মা, শুধাই তোরে— আমার কিছু রাখলি নে রে,
আমি কেবল আমায় নিয়ে কোন্ প্রাণেতে বেঁচে থাকি॥

১৩৬

সারা বরষ দেখি নে, মা, মা তুই আমার কেমন ধারা।
নয়নতারা হারিয়ে আমার অন্ধ হল নয়নতারা॥
এলি কি পাষাণী ওরে। দেখব তোরে আঁখি ভ'রে—
কিছুতেই থামে না যে, মা, পোড়া এ নয়নের ধারা॥

১৩৭

যাহা পাও তাই লও, হাসিমুখে ফিরে যাও।
কারে চাও, কেন চাও— তোমার আশা কে পুরাতে পারে

সবে চায়, কেবা পায়   সংসার চ'লে যায়—
যে বা হাসে, যে বা কাঁদে, যে বা প'ড়ে থাকে দ্বারে ॥

১৩৮

মেঘেরা চলে চলে যায়,   চাঁদেরে ডাকে 'আয়, আয়'।
ঘুমঘোরে বলে চাঁদ 'কোথায় কোথায়' ॥
না জানি কোথা চলিয়াছে,   কী জানি কী যে সেথা আছে,
আকাশের মাঝে চাঁদ চারি দিকে চায় ॥
সুদূরে, অতি অতিদূরে,   বুঝি রে কোন্ সুরপুরে
তারাগুলি ঘিরে ব'সে বাঁশরি বাজায়।
মেঘেরা তাই হেসে হেসে   আকাশে চলে ভেসে ভেসে,
লুকিয়ে চাঁদের হাসি চুরি করে যায় ॥

আমি   শ্রাবণ আকাশে ঐ দিয়েছি পাতি'
মম   জল-ছলছল আঁখি মেঘে মেঘে ;
বিরহ দিগন্ত পারায়ে সারারাতি
অনিমেষে আছে জেগে ।
যে গিয়েছে দেখার বাহিরে
আছে তারি উদ্দেশে চাহি রে,
স্বপ্নে উড়িছে তারি কেশরাশি
পুরব পবন বেগে ॥
শ্যামল তমালবনে
যে পথে সে চলে গিয়েছিল
বিদায় গোধূলিখনে,
বেদনা জড়ায়ে আছে তারি ঘাসে ;
সেই   বারে বারে ফিরে ফিরে চাওয়া
ছায়ায় রয়েছে লেগে ॥

শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদারের সৌজন্যে মুদ্রিত

১৩৯

(আমি) শ্রাবণ-আকাশে ওই দিয়েছি পাতি
মম জল-ছলোছলো আঁখি মেঘে মেঘে ॥
(আমার বেদনা ব্যাপিয়া যায় গো বেণুবনমর্মরে মর্মরে ॥)
বিরহদিগন্ত পারায়ে সারা রাতি
অনিমেষে আছে জেগে মেঘে মেঘে ॥
(বিরহের পরপারে খুঁজিছে আকুল আঁখি
মিলনপ্রতিমাখানি— খুঁজিছে।)
যে গিয়েছে দেখার বাহিরে
আছে তারি উদ্দেশে চাহি রে।
(সে যে চোখে মোর জল রেখে গেছে চোখের সীমানা পারায়ে।)
স্বপ্নে উড়িছে তারি কেশরাশি
পুরব-পবন-বেগে মেঘে মেঘে ॥
(কেশের পরশ তার পাই রে
পুরব-পবন-বেগে মেঘে মেঘে।)
শ্যামল তমালবনে
যে পথে সে চলে গিয়েছিল বিদায়গোধূলিখনে
বেদনা জড়ায়ে আছে তারি ঘাসে—
(তার না-বলা কথার বেদনা বাজে গো—
চলার পথে পথে বাজে গো।)
কাঁপে নিশ্বাসে—
সেই বারে বারে ফিরে ফিরে চাওয়া
ছায়ায় রয়েছে লেগে মেঘে মেঘে ॥

১৪০

সন্ন্যাসী যে জাগিল ওই, জাগিল ওই, জাগিল।

হাস্য-ভরা দখিন-বায়ে অঙ্গ হতে দিল উড়ায়ে

শ্মশানচিতাভস্মরাশি— ভাগিল কোথা ভাগিল।

মানসলোকে শুভ্র আলো চূর্ণ হয়ে রঙ জাগালো,

মদির রাগ লাগিল তারে— হৃদয়ে তার লাগিল॥

আয় রে তোরা, আয় রে তোরা, আয় রে—

রঙের ধারা ওই-যে বহে যায় রে॥

রঙের ঝড় উচ্ছ্বসিল গগনে,

রঙের ঢেউ রসের স্রোতে মাতিয়া ওঠে সঘনে—

ডাকিল বান আজি সে কোন্ কোটালে।

নাকাড়া বাজে কানাড়া বাজে বাঁশিতে—

কান্নাধারা মিলিয়া গেছে হাসিতে—

প্রাণের মাঝে ফোয়ারা তার ছোটালে।

এসেছে হাওয়া বাণীতে দোল-দোলানো, এসেছে পথ-ভোলানো—

এসেছে ডাক ঘরের-দ্বার-খোলানো॥

আয় রে তোরা, আয় রে তোরা, আয় রে—

রঙের ধারা ওই-যে বহে যায় রে॥

উদয়রবি যে রাঙা রঙ রাঙায়ে পূর্বাচলের দিয়েছে ঘুম ভাঙায়ে

অস্তরবি সে রাঙা রসে রসিল—

চিরপ্রাণের বিজয়বাণী ঘোষিল।

অরুণবীণা যে সুর দিল রণিয়া সন্ধ্যাকাশে সে সুর উঠে ঘনিয়া

নীরব নিশীথিনীর বুকে নিখিল ধ্বনি ধ্বনিয়া।

আয় রে তোরা, আয় রে তোরা, আয় রে—

বাঁধন-হারা রঙের ধারা ওই-যে বহে যায় রে॥

আনুষ্ঠানিক

১

দুইটি হৃদয়ে একটি আসন পাতিয়া বসো হে হৃদয়নাথ।
কল্যাণকরে মঙ্গলডোরে বাঁধিয়া রাখো হে দোঁহার হাত॥
প্রাণেশ, তোমার প্রেম অনন্ত জাগাক হৃদয়ে চিরবসন্ত,
যুগল প্রাণের মধুর মিলনে করো হে করুণনয়নপাত॥
সংসারপথ দীর্ঘ দারুণ, বাহিরিবে দুটি পান্থ তরুণ,
আজিকে তোমার প্রসাদ-অরুণ করুক প্রকাশ নব প্রভাত।
তব মঙ্গল, তব মহত্ত্ব, তোমারি মাধুরী, তোমারি সত্য—
দোঁহার চিত্তে রহুক নিত্য নব নব রূপে দিবস-রাত॥

২

সুধাসাগরতীরে হে, এসেছে নরনারী সুধারসপিয়াসে॥
শুভ বিভাবরী, শোভাময়ী ধরণী,
নিখিল গাহে আজি আকুল আশ্বাসে॥
গগনে বিকাশে তব প্রেমপূর্ণিমা,
মধুর বহে তব কৃপাসমীরণ।
আনন্দতরঙ্গ উঠে দশ দিকে,
মগ্ন প্রাণ মন অমৃত-উচ্ছ্বাসে॥

৩

উজ্জ্বল করো হে আজি এ আনন্দরাতি
বিকাশিয়া তোমার আনন্দমুখভাতি।
সভা-মাঝে তুমি আজ বিরাজো হে রাজরাজ,
আনন্দে রেখেছি তব সিংহাসন পাতি॥
সুন্দর করো, হে প্রভু, জীবন যৌবন
তোমারি মাধুরীসুধা করি বরিষন।

লহো তুমি লহো তুলে তোমারি চরণমূলে
নবীন মিলনমালা প্রেমসূত্রে গাঁথি ॥
মঙ্গল করো হে, আজি মঙ্গলবন্ধন
তব শুভ আশীর্বাদ করি বিতরণ।
বরিষ হে ধ্রুবতারা, কল্যাণকিরণধারা—
দুর্দিনে সুদিনে তুমি থাকো চিরসাথি ॥

৪

দুটি প্রাণ এক ঠাঁই তুমি তো এনেছ ডাকি,
শুভকার্যে জাগিতেছে তোমার প্রসন্ন আঁখি ॥
এ জগতচরাচরে বেঁধেছ যে প্রেমডোরে
সে প্রেমে বাঁধিয়া দোঁহে স্নেহছায়ে রাখো ঢাকি।
তোমারি আদেশ লয়ে সংসারে পশিবে দোঁহে,
তোমারি আশিস বলে এড়াইবে মায়ামোহে।
সাধিতে তোমার কাজ দুজনে চলিবে আজ,
হৃদয়ে মিলারে হৃদি তোমারে হৃদয়ে রাখি ॥

৫

সুখে থাকো আর সুখী করো সবে,
তোমাদের প্রেম ধন্য হোক ভবে ॥
মঙ্গলের পথে থেকো নিরন্তর,
মহত্ত্বের 'পরে রাখিয়ো নির্ভর—
ধ্রুবসত্য তাঁরে ধ্রুবতারা কোরো সংশয়নিশীথে সংসার-অর্ণবে ॥
চিরসুধাময় প্রেমের মিলন মধুর করিয়া রাখুক জীবন,
দুজনার বলে সবল দুজন জীবনের কাজ সাধিয়ো নীরবে ॥
কত দুঃখ আছে, কত অশ্রুজল—
প্রেমবলে তবু থাকিয়ো অটল।
তাঁহারি ইচ্ছা হউক সফল বিপদে সম্পদে শোকে উৎসবে ॥

৬

দুই হৃদয়ের নদী একত্র মিলিল যদি
বলো, দেব, কার পানে আগ্রহে ছুটিয়া যায়॥
সম্মুখে রয়েছে তার তুমি প্রেমপারাবার,
তোমারি অনন্তহৃদে দুটিতে মিলাতে চায়॥
সেই এক আশা করি দুইজনে মিলিয়াছে,
সেই এক লক্ষ্য ধরি দুইজনে চলিয়াছে।
পথে বাধা শত শত, পাষাণ পর্বত কত,
দুই বলে এক হয়ে ভাঙিয়া ফেলিবে তায়॥
অবশেষে জীবনের মহাযাত্রা ফুরাইলে
তোমারি স্নেহের কোলে যেন গো আশ্রয় মিলে,
দুটি হৃদয়ের সুখ দুটি হৃদয়ের দুখ
দুটি হৃদয়ের আশা মিলায় তোমার পায়॥

৭

দুজনে যেথায় মিলিছে সেথায় তুমি থাকো, প্রভু, তুমি থাকো
দুজনে যাহারা চলেছে তাদের তুমি রাখো, প্রভু, সাথে রাখো।
যেথা দুজনের মিলিছে দৃষ্টি সেথা হোক তব সুধার বৃষ্টি—
দোঁহে যারা ডাকে দোঁহারে তাদের তুমি ডাকো, প্রভু, তুমি ডাকো॥
দুজনে মিলিয়া গৃহের প্রদীপে জ্বালাইছে যে আলোক
তাহাতে, হে দেব, হে বিশ্বদেব, তোমারি আরতি হোক॥
মধুর মিলনে মিলি দুটি হিয়া প্রেমের বৃন্তে উঠে বিকশিয়া,
সকল অশুভ হইতে তাহারে তুমি ঢাকো, প্রভু, তুমি ঢাকো॥

৮

যে তরণীখানি ভাসালে দুজনে আজি, হে নবীন সংসারী,
কাণ্ডারী কোরো তাঁহারে তাহার যিনি এ ভবের কাণ্ডারী॥

কালপারাবার যিনি চিরদিন করিছেন পার বিরামবিহীন
শুভযাত্রায় আজি তিনি দিন প্রসাদপবন সঞ্চারি ॥
নিয়ো নিয়ো চিরজীবনপাথেয়, ভরি নিয়ো তরী কল্যাণে।
সুখে দুখে শোকে আঁধারে আলোকে যেয়ো অমৃতের সন্ধানে।
বাঁধা নাহি থেকো আলসে আবেশে, ঝড়ে ঝঞ্ঝায় চলে যেয়ো হেসে,
তোমাদের প্রেম দিয়ো দেশে দেশে বিশ্বের মাঝে বিস্তারি ॥

৯

শুভদিনে এসেছে দোঁহে চরণে তোমার,
শিখাও প্রেমের শিক্ষা, কোথা যাবে আর ॥
যে প্রেম সুখেতে কভু মলিন না হয়, প্রভু,
যে প্রেম দুঃখেতে ধরে উজ্জ্বল আকার ॥
যে প্রেম সমান ভাবে রবে চিরদিন,
নিমেষে নিমেষে যাহা হইবে নবীন।
যে প্রেমের শুভ্র হাসি প্রভাতকিরণরাশি,
যে প্রেমের অশ্রুজল শিশির উষার ॥
যে প্রেমের পথ গেছে অমৃতসদনে
সে প্রেম দেখায়ে দাও পথিক-দুজনে।
যদি কভু শ্রান্ত হয় কোলে নিয়ো দয়াময়—
যদি কভু পথ ভোলে দেখায়ো আবার ॥

১০

সবারে করি আহ্বান—
এসো উৎসুকচিত্ত, এসো আনন্দিত প্রাণ ॥
হৃদয় দেহো পাতি, হেথাকার দিবা রাতি
করুক নবজীবনদান ॥

আকাশে আকাশে বনে বনে তোমাদের মনে মনে
বিছায়ে বিছায়ে দিবে গান।
সুন্দরের পাদপীঠতলে যেখানে কল্যাণদীপ জ্বলে
সেথা পাবে স্থান॥

১১

আ য় আ য় আয় আমাদের অঙ্গনে অতিথি বালক তরুদল—
মানবের স্নেহসঙ্গ নে, চল্‌ আমাদের ঘরে চল্‌॥
শ্যাম বঙ্কিম ভঙ্গিতে চঞ্চল কলসঙ্গীতে
দ্বারে নিয়ে আয় শাখায় শাখায় প্রাণ-আনন্দ-কোলাহল॥
তোদের নবীন পল্লবে নাচুক আলোক সবিতার,
দে পবনে বনবল্লভে মর্মরগীত-উপহার।
আজি শ্রাবণের বর্ষণে আশীর্বাদের স্পর্শ নে,
পড়ুক মাথায় পাতায় পাতায় অমরাবতীর ধারাজল॥

১২

মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে হে প্রবল প্রাণ।
ধূলিরে ধন্য করো করুণার পুণ্যে হে কোমল প্রাণ॥
মৌনী মাটির মর্মের গান কবে উঠিবে ধ্বনিয়া মর্মর তব রবে,
মাধুরী ভরিবে ফুলে ফলে পল্লবে হে মোহন প্রাণ॥
পথিকবন্ধু, ছায়ার আসন পাতি এসো শ্যামসুন্দর।
এসো বাতাসের অধীর খেলার সাথি, মাতাও নীলাম্বর।
উষায় জাগাও শাখায় গানের আশা, সন্ধ্যায় আনো বিরামগভীর ভাষা,
রচি দাও রাতে সুপ্ত গীতের বাসা হে উদার প্রাণ॥

১৩

ওহে নবীন অতিথি, তুমি নূতন কি তুমি চিরন্তন।
যুগে যুগে কোথা তুমি ছিলে সঙ্গোপন॥

যতনে কত-কী আনি বেঁধেছিনু গৃহখানি,
হেথা কে তোমারে বলো করেছিল নিমন্ত্রণ ॥
কত আশা ভালোবাসা গভীর হৃদয়তলে
ঢেকে রেখেছিনু বুকে কত হাসি-অশ্রুজলে।
একটি না কহি বাণী তুমি এলে মহারানী,
কেমনে গোপনে মনে করিলে হে পদার্পণ ॥

১৪

এসো হে গৃহদেবতা,
এ ভবন পুণ্যপ্রভাবে করো পবিত্র।
বিরাজো জননী, সবার জীবন ভরি—
দেখাও আদর্শ মহান চরিত্র ॥
শিখাও করিতে ক্ষমা, করো হে ক্ষমা,
জাগায়ে রাখো মনে তব উপমা,
দেহো ধৈর্য হৃদয়ে—
সুখে দুখে সঙ্কটে অটল চিত্ত ।
দেখাও রজনী-দিবা বিমল বিভা,
বিতরো পুরজনে শুভ্র প্রতিভা—
নব শোভাকিরণে
করো গৃহ সুন্দর রম্য বিচিত্র।
সবে করো প্রেমদান পূরিয়া প্রাণ—
ভুলায়ে রাখো, সখা, আত্মাভিমান।
সব বৈর হবে দূর
তোমারে বরণ করি জীবনমিত্র ॥

১৫

ফিরে চল্‌, ফিরে চল্‌, ফিরে চল্‌ মাটির টানে—
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে ॥

যার বুক ফেটে এই প্রাণ উঠেছে, হাসিতে যার ফুল ফুটেছে রে,
ডাক দিল যে গানে গানে ॥
দিক হতে ওই দিগন্তরে কোল রয়েছে পাতা,
জন্মমরণ তারি হাতের অলখ সুতোয় গাঁথা।
ওর হৃদয়-গলা জলের ধারা সাগর-পানে আত্মহারা রে
প্রাণের বাণী বয়ে আনে ॥

১৬

আয় রে মোরা ফসল কাটি—
ফসল কাটি, ফসল কাটি।
মাঠ আমাদের মিতা ওরে, আজ তারি সওগাতে
মোদের ঘরের আঙন সারা বছর ভরবে দিনে রাতে ॥
মোরা নেব তারি দান, তাই-যে কাটি ধান,
তাই-যে গাহি গান— তাই-যে সুখে খাটি ॥
বাদল এসে রচেছিল ছায়ার মায়াঘর,
রোদ এসেছে সোনার জাদুকর—
ও সে সোনার জাদুকর।
শ্যামে সোনায় মিলন হল মোদের মাঠের মাঝে,
মোদের ভালোবাসার মাটি-যে তাই সাজল এমন সাজে।
মোরা নেব তারি দান, তাই-যে কাটি ধান,
তাই-যে গাহি গান— তাই-যে সুখে খাটি ॥

১৭

অগ্নিশিখা, এসো এসো, আনো আনো আলো।
দুঃখে সুখে ঘরে ঘরে গৃহদীপ জ্বালো ॥
আনো শক্তি, আনো দীপ্তি, আনো শান্তি, আনো তৃপ্তি,
আনো স্নিগ্ধ ভালোবাসা, আনো নিত্য ভালো ॥
এসো পুণ্যপথ বেয়ে এসো হে কল্যাণী—
শুভ সুপ্তি, শুভ জাগরণ দেহো আনি।

দুঃখরাতে মাতৃবেশে জেগে থাকো নির্নিমেষে
আনন্দ-উৎসবে তব শুভ্র হাসি ঢালো ॥

১৮

এসো এসো এসো প্রাণের উৎসবে,
দক্ষিণবায়ুর বেণুরবে ॥
পাখির প্রভাতী গানে এসো এসো পুণ্যস্নানে
আলোকের অমৃতনির্ঝরে ॥
এসো এসো তুমি উদাসীন।
এসো এসো তুমি দিশাহীন।
প্রিয়েরে বরিতে হবে, বরমাল্য আনো তবে—
দক্ষিণা দক্ষিণ তব করে ॥
দুঃখ আছে অপেক্ষিয়া দ্বারে—
বীর, তুমি বক্ষে লহো তারে।
পথের কণ্টক দলি এসো চলি, এসো চলি
ঝটিকার মেঘমন্দ্রস্বরে ॥

১৯

বিশ্বরাজালয়ে বিশ্ববীণা বাজিছে।
স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে
নদীনদে গিরি-গুহা-পারাবারে
নিত্য জাগে সরস সঙ্গীতমধুরিমা, নিত্য নৃত্যরসভঙ্গিমা॥
নববসন্তে নব আনন্দ— উৎসব নব—
অতি মঞ্জুল, অতি মঞ্জুল, শুনি মঞ্জুল গুঞ্জন কুঞ্জে;
শুনি রে শুনি মর্মর পল্লবপুঞ্জে;
পিককূজনপুষ্পবনে বিজনে।
তব স্নিগ্ধসুশোভন লোচনলোভন শ্যামসভাতলমাঝে
কলগীত সুললিত বাজে।
তোমার নিশ্বাসসুখপরশে উচ্ছ্বাসহরষে
পল্লবিত, মঞ্জরিত, গুঞ্জরিত, উল্লসিত সুন্দর ধরা।
দিকে দিকে তব বাণী— নব নব তব গাথা— অবিরল রসধারা॥

২০

দিনের বিচার করো—
দিনশেষে তব সমুখে দাঁড়ানু ওহে জীবনেশ্বর।
দিনের কর্ম লইয়া স্মরণে সন্ধ্যাবেলায় সঁপিনু চরণে—
কিছু ঢাকা নাই তোমার নয়নে, এখন বিচার করো॥
মিথ্যা আচারে যদি থাকি মজি আমার বিচার করো।
মিথ্যা দেবতা যদি থাকি ভজি, আমার বিচার করো।
লোভে যদি কারে দিয়ে থাকি দুখ, ভয়ে হয়ে থাকি ধর্মবিমুখ,
পরনিন্দায় পেয়ে থাকি সুখ, আমার বিচার করো॥
অশুভকামনা করি যদি কার, আমার বিচার করো।
রোষে যদি কারো করি অবিচার, আমার বিচার করো।
তুমি যে জীবন দিয়েছ আমারে কলঙ্ক যদি দিয়ে থাকি তারে
আপনি বিনাশ করি আপনারে, আমার বিচার করো॥

২১

তোমার আনন্দ ওই গো।

তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে, এল এল এল গো, ওগো পুরবাসী।
বুকের আঁচলখানি সুখের আঁচলখানি—
দুখের আঁচলখানি ধুলায় পেতে আঙিনাতে মেলো গো॥
সেচন কোরো— তার পথে পথে সেচন কোরো—
পা ফেলবে যেথায় সেচন কোরো গন্ধবারি,
মলিন না হয় চরণ তারি—
তোমার সুন্দর ওই গো—
তোমার সুন্দর ওই এল দ্বারে, এল এল এল গো।
হৃদয়খানি— আকুল হৃদয়খানি সম্মুখে তার ছড়িয়ে ফেলো—
রেখো না, রেখো না গো ধরে, ছড়িয়ে ফেলো ফেলো গো॥
তোমার সকল ধন যে ধন্য হল হল গো।
বিশ্বজনের কল্যাণে আজ ঘরের দুয়ার—
ঘরের দুয়ার খোলো গো।
রাঙা হল— রঙে রঙে রাঙা হল— কার হাসির রঙে
হেরো রাঙা হল সকল গগন, চিত্ত হল পুলক-মগন—
তোমার নিত্য আলো এল দ্বারে, এল এল এল গো।
পরান-প্রদীপ— তোমার পরান-প্রদীপ তুলে ধোরো ওই আলোতে-
রেখো না, রেখো না গো দূরে—
ওই আলোতে জেলো গো॥

—

পাঠভেদ

রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতায় বহু পাঠভেদ আছে। গীতরূপে প্রচলিত পাঠই গীতবিতান গ্রন্থে ক্রমশ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কোনো কোনো গানের ক্ষেত্রে স্বরবিতান ও প্রচলিত গীতবিতানের (দ্বিতীয় খণ্ড) পাঠের সঙ্গে কবির জীবিতকালে সর্বশেষ মুদ্রিত (ভাদ্র ১৩৪৬) দ্বিতীয় খণ্ড গীতবিতানে পাঠের অল্পবিস্তর পার্থক্য আছে। উক্ত পাঠভেদ নিম্নলিখিত তালিকায় সংকলিত হইল।

পৃষ্ঠা	গান	প্রচলিত	ভাদ্র ১৩৪৬
২৭১	আমার মনের মাঝে	আমার প্রাণের	আমার প্রেমের
২৭১	কাহার গলায় পরাবি	যে কথা তোমায়	যে কথা তোমার
২৭৩	ওরে আমার হৃদয়	হোথা স্থির··· সেই	হেথায় স্থির··· সে
২৭৪	কাল রাতের বেলা	যতই প্রয়াস করি	যত প্রয়াস করি
২৭৪	মনে রবে কি না	নাই, গাই	নাই গো, গাই গো
২৭৮	অনেক দিনের আমার	স্বপন ভাসাও	স্বপ্ন ভাসাও
২৭৯	বাঁশি আমি বাজাই নি	এই কথা সে বলে	এই কথা সেই বলে
২৮০	তোমার শেষের গানের	নেশা ধরে নাই,···	নেশা ধরেছিল,···
		প্যালা ভরে নাই।···	প্যালা ভরেছিল···
		ফিরে ফিরে ফিরে-	আমি কেবল ফিরে-
২৮২	সবার সাথে চলতেছিল	অন্ত যেন কোনোখানে	অন্ত যেন কোনোখানেই
		জানি জানি দিনের	জানি আমি দিনের
		দেখব খুঁজে	দেখবে খুঁজে
২৮৪	ওগো কাঙাল, আমারে	হেরো মম প্রাণ মন	মম প্রাণ মন
২৮৫	তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা	তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার	তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর, আমার
		মম হৃদয়রক্তরাগে	মম হৃদয়-রক্ত-রঙ্গনে
২৮৫	কত কথা তারে ছিল	কত কথা তারে ছিল	কথা তারে ছিল
২৮৬	সুনীল সাগরের	শ্রাবণের বাদলসিচনে	বাদলের শ্রাবণ-সিচনে
		পাব যে তাহারে	পাব রে তাহারে

পৃষ্ঠা	গান	প্রচলিত	ভাদ্র ১৩৪৬
২৮৬	হে নিরুপমা	দ্বিতীয় স্তবক :	দ্বিতীয় স্তবক :
		·· এল বরষার	···তোমার দু-খানি
		তৃতীয় স্তবক :	তৃতীয় স্তবক :
		···তোমার দুখানি	···এল বরষার
২৮৭	অজানা খনির	বনের দুকূল	গানের দুকূল
		বাতাসে বাতাসে	মুখর বাতাসে
		যেমনি ভাঙিল	যেমন ভাঙিল
২৮৭	আজি এ নিরালা	চমক তেমনি বাজে	চমক তেমনি বাজে
২৮৮	ফিরে যাও কেন	বহিয়া বিফল বাসনা	ব্যর্থ করিয়া বাসনা
২৮৯	জানি জানি তুমি এসেছ	স্বরবিতান ৫৮ খণ্ড-ভুক্ত পাঠ	এই গ্রন্থের পাঠ প্রচলিত গীতবিতান-৩ ভুক্ত
২৯১	আমরা দুজনা	বাসররাত্রি	রাত্রি বাসর
২৯২	এখনো কেন সময়	কানে কানে বোলো	কানে আমার বোলো
২৯৩	আমি চাহিতে এসেছি	হেরো শরমে-জড়িত	শরমে জড়িত
		ওগো, কত-না কুসুম	কত না কুসুম
		ওগো,···তোমারি	···তোমার
		ওগো, কিশোর-অরুণ	কিশোর অরুণ
		তব অঞ্চল হতে	অঞ্চল হতে
		ওগো, অনেক কুন্দ	অনেক কুন্দ
২৯৬	মরি লো মরি	জানিস যদি আমায় পথ বলে দে	জানিস যদি পথ বলে দে
২৯৬	এবার উজাড় করে	এবার উজাড় করে···	উজাড় করে···
		ফিরে চাও··· ওগো	ফিরে চাও··· ওহে
		সেথা ধুলায় ধুলায়	ধুলায় ধুলায়
২৯৬	সখী, প্রতিদিন হায়	মোর শপথ	তোর শপথ

পৃষ্ঠা	গান	প্রচলিত	ভাদ্র ১৩৪৬
২৯৮	মম রুদ্ধমুকুলদলে	বীণার তারে	বীণার তারে তারে
২৯৯	এসো এসো পুরুষোত্তম	আজি পরিবে	আজি পরাবে
২৯৯	আমার নিশীথ রাতের	একলা ঘরে	আমার একলা ঘরে
৩০০	কেটেছে একেলা	তোমার দুখানি	তোমারি দুখানি
৩০০	দে পড়ে দে	উদাস বরণ	উদাস আভা
৩০১	জানি তোমার অজানা	চকিত হাসির	তুমি চকিত হাসির
৩০২	পুরানো জানিয়া	ফেলে দিই পুরাতনে	ফেলে দেই পুরাতনে
		তুমি না পাবে শেষ	তুমি নাহি পাবে শেষ
৩০২	আমার যদি বেলা	আমার যদি বেলা	আমার যদিই বেলা

৩০৩ চপল তব নবীন— ভাদ্র ১৩৪৬ মুদ্রণে অতিরিক্ত ছত্র :

চপল তব নবীন আঁখি দুটি
যা কিছু মোর ভাবনা ছিল সকলি নিল লুটি।
সকল-ভোলা ডাকিয়া মোরে আনিল লীলা ভরে
দুয়ার খোলা পুরানো খেলাঘরে,
যেথায় ছিনু সবার কাছাকাছি
অজানা ভাবে অবুঝ গান যেখানে গাহিয়াছি।
প্রাণের মাঝে বানের মতো খ্যাপামি এল ছুটি
কাজের বাধা সকলি গেল টুটি॥
চপল তব নবীন আঁখি দুটি
সে আঁখিপাতে আকাশ উঠে ফুলের মতো ফুটি।
ইশারা তার চমক দেয় চিতে
অশোক বন বাজিয়া উঠে রঙিন রাগিণীতে।
অলস হাওয়া আধেক জেগে জেগে
গগন পটে কী ছেলেখেলা খেলায় মেঘে মেঘে।
কমলকলি বুলায় বুকে কোমল কচি মুঠি,
পরানে মনে নিখিলে জেগে উঠি॥

পৃষ্ঠা	গান	প্রচলিত	ভাদ্র ১৩৪৬
৩০৩	জয়যাত্রায় যাও গো	মোরা আঁচল বিছায়ে…	আঁচল বিছায়ে…
		তোমায় হৃদয়ে বরিয়া…	হৃদয়ে বরিয়া…
		তোমায় সোনার	সোনার
৩০৪	ওলো সই, ওলো সই	তোদের মতন	তোদের মতো
৩০৫	হৃদয়ের এ কূল	কেমনে আপনা	আপনা কেমনে
৩০৫	না বলে যেয়ো না	জীবন মন	জীবন মোর
৩০৭	আমি রূপে তোমায়	প্রেমকে আমার মালা	সোহাগ আমার মালা
		…চাঁদের মতো	…চাঁদের মতন
৩০৮	চাঁদের হাসির বাঁধ	ইন্দ্রপুরীর	ইন্দ্রপুরের
৩১১	দিনশেষের রাঙা মুকুল	অন্তরা ও আভোগের শেষে : 'ফুটবে যখন মুকুল প্রেমের মঞ্জরীতে' ছত্রটি নাই।	
৩১৩	আরো একটু বসো	তার কিছু কি	তার কি কিছু
৩১৩	বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে	তোমারি এ দ্বারে…	তোমারি দ্বারে…
		নিজ বেণীবন্ধে	নিজে বেণীবন্ধে
৩১৪	মেঘছায়ে সজল বায়ে	জানি পথ তব গেছে…	পথ তব গেছে…
		শূন্য করিতে ভুবন মম	শূন্য করিতে এ ভুবন
৩১৪	আমার প্রাণের মাঝে	আজ মেঘের ডাকে	মেঘের ডাকে
৩১৫	তোমার মনের একটি	ছায়া পড়ে তোমার	ছায়া পড়ে তব
৩১৭	সে আমার গোপন কথা	প্রাণ যে আমার বাঁশি	প্রাণ আমার বাঁশি
৩১৮	মান অভিমান ভাসিয়ে	শুষ্ক কুসুম পড়ছে	শুষ্ক কুসুম পড়বে
৩২০	কেন যামিনী না যেতে	কেন যামিনী না যেতে জাগালে না	যামিনী না যেতে জাগালে না কেন
৩২১	মোর স্বপন-তরীর	ও তোর সুদূর ঘাটে	তোর সুদূর ঘাটে

পাঠভেদ

পৃষ্ঠা	গান	প্রচলিত	ভাদ্র ১৩৩৬
৩২১	ভালোবাসি ভালোবাসি	আঁখির জলে যায়	আঁখির জলে যায় গো
৩২৩	এই বুঝি মোর ভোরের	সকল বেলা পাই নি	সকাল বেলা পাই নি
৩২৪	একদিন চিনে নেবে	তার দুখরজনীর	তার দুঃখরজনীর
৩২৪	মম যৌবননিকুঞ্জে	জাগো ফাগুন···	জাগো ফাল্গুন···
		আজি আকুল ফুলসাজে	জাগো আকুল ফুলসাজে
৩২৫	আহা জাগি পোহালো	অতি ক্লান্ত নয়ন তব	ক্লান্ত নয়ন তব
৩২৬	পুষ্পবনে পুষ্প নাহি	মুঞ্জরিল শুষ্ক শাখী	মঞ্জরিল শুষ্ক শাখী
৩২৭	আমি নিশিদিন তোমায়	নিশিদিন হেথায়	আমি নিশিদিন হেথায়
৩২৭	সখী ওই বুঝি বাঁশি	সখী ওই বুঝি বাঁশি···	ওই বুঝি বাঁশি···
		সখী মিছে মরি	মিছে মরি
৩৩১	নাই বা এলে যদি	তোমায় চিরদিনের	সেই চিরদিনের
		কথাখানি বলব—	কথাখানি বলতে
		বলতে যেন পাই···	যেন পাই···
		একটি সে গান গাই	চরম সে গান গাই
৩৩৩	আমার মনের কোণের	আমি জানলা খুলে	জান্‌লা খুলে
৩৩৩	মুখপানে চেয়ে দেখি	ভাবি খনে খনে	ভাবি মনে মনে
৩৩৬	ওকে বাঁধিবি কে রে	গগনে তার মেঘদুয়ার	গগন তার মেঘ-দুয়ার
৩৩৬	শেষ বেলাকার শেষের	আজি দিনান্তে···	আজি দিগন্তে···
		সে আঁখিপাতার	সে আঁখি-পাতায়
৩৩৭	কাঁদার সময় অল্প	খেল্‌, কবি, সেই	কর্‌ খেলা সেই
৩৩৮	জানি জানি হল	শিউলি বনের	শিউলি বনে
		মধুর স্তবে	মধুর স্বরে
৩৩৮	আমার যাবার বেলায়	আমার যাবার বেলায়	আমায় যাবার বেলায়
৩৩৯	কেন আমায় পাগল	ঝরায় পাতা মরণ-মাতা	ঝরায় পত্র··· মরণ-মত্ত
৩৪১	জানি তুমি ফিরে	প্রবোধ নাহি যে মানি	প্রবোধ যে নাহি মানি
৩৪১	না রে, না রে, ভয়	না রে, না রে, ভয়	ভয় করব না রে

পৃষ্ঠা	গান	প্রচলিত	ভাদ্র ১৩৪৩
৩৪৩	তোরা যে যা বলিস	মনোহরণ চপল…	সেই মনোহরণ চপল…
		সে-যে নাগাল পেলে…	তার নাগাল পেলে…
		আমি ছুটব পিছে…	তবু ছুটব পিছে…
		যারে যায় না পাওয়া…	যাহা যায় না পাওয়া…
		গেল ঘুচে… তার ঝোঁকে…	দিলেম কোথা… তারি ঝোঁকে…
		মরি তারি শোকে…	মরি তাহার শোকে…
		আমি আছি সুখে	ওরে আছি সুখে
৩৪৪	ও আমার ধ্যানেরই ধন	কুঞ্জে পূর্ণিমা চাঁদ	কুঞ্জে পূর্ণিমার চাঁদ
৩৪৫	ওহে সুন্দর, মম গৃহে	আমি বাজাব স্বর্ণবীণা	বাজাব স্বর্ণবীণা
৩৪৫	কে আমারে যেন	এই তো ফুটিছে…	সেই তো ফুটিছে…
		কেহ ভোলে, কেউ…	কেউ ভোলে, কেউ…
		কেহ নাহি পাশে	কেহ নাই পাশে
৩৪৬	সেদিন দুজনে দুলেছিনু	সেই স্মৃতিটুকু	এই স্মৃতিটুকু
৩৪৭	আমার প্রাণের পরে	ঢেউয়ের মতন…	ঢেউয়ের মতো…
		কুসুমবনের… কথা সে	সে কুসুমবনের… কথা-যে
৩৪৯	বাজে করুণ সুরে	পান্থ-চিত চঞ্চল…	পান্থ-চিত চঞ্চল (হায়)··
		চিত্ত উদাসী রে	চিত্ত উদাসী রে (হায়)
৩৫০	সখী, তোরা দেখে যা	সখী, তোরা দেখে যা…	সখী দেখে যা…
		ঢেউ ওঠে… ও তোর	ঢেউ উঠেছে… ও যে
৩৫৩	কোন্ সে ঝড়ের ভুল	শিরে করো পরশন	শিরে দাও পরশন
৩৫৬	আমার মন কেমন করে	মেলেছে পাখা	মেলেছে ঐ পাখা
৩৫৬	গোপন কথাটি রবে না	অশোক মুঞ্জরিল	অশোক মঞ্জরিল
৩৫৮	কোন্ বাঁধনের গ্রন্থি	দুই অজানারে…	দুইজনারে…
		দিশেহারা হাওয়ায়	দিশাহারা হাওয়ায়

পৃষ্ঠা	গান	প্রচলিত	ভাদ্র ১৩৪৬
৩৫৯	ওগো কিশোর আজি	সুদূর কার বেণুর	সুদূর তার বেণুর
৩৫৯	তুমি কোন ভাঙনের	ভাঙল যা তা	ভাঙল যা তাই
৩৫৯	আমি তোমার সঙ্গে	আমি তোমারে পেয়েছি	আমি পেয়েছি তোমারে
৩৬১	বাণী মোর নাহি	তোমার সুরের	তোমারি সুরের
৩৬২	যদি হায়, জীবন পূরণ	দিবসের দৈন্যের··· যত্নে···স্বপ্নের	মম দিবসের দৈন্যের·· যতনে···স্বপনের
৩৬৩	অধরা মাধুরী ধরেছি	সুদূর রাতের পাখি··· তোমার রাতের তারা	সুদূর প্রাতের পাখি·· তোমারি রাতের তারা
৩৬৩	আমি যে গান গাই	প্রবাসী পাখি উড়ে যায় সুর যায় ভেসে··· নূতন কালের বেশে··· জাগে নি এ জীবনে	প্রবাসী পাখি যেন যায় সুর ভেসে··· নতুন কালের বেশে··· আসে নি এ জীবনে
৩৬৫	দিনান্তবেলায় শেষের	নিলেম তরী-'পরে	দিলেম তরী পরে
৩৬৫	ধূসর জীবনের গোধূলিতে	··· ম্লানস্মৃতি। সেই সুরের কায়া	··· ম্লানস্মৃতি। পূর্ণ করি তারে ফিরায়ে গীতি সেই সুরের কায়া
৩৬৬	দৈবে তুমি কখন	যাও তুমি গান··· বীণার তারে	যাও একা গান··· বীণাতারে
৩৬৭	ওকে ধরিলে তো	একি খেলা··· শুধু··· মনে গরব সোহাগ··· বুঝি বিনা পণে ওকে	শুধু এ কী খেলা··· মনের গরব সোহাগ· বিনা পণে বুঝি
৩৬৮	ও চাঁদ, চোখের জলের	বাঁধন যে তার গেল	বাঁধন তাহার গেল (সঞ্চারী ও আভোগ মুদ্রিত নাই)

পৃষ্ঠা	গান	প্রচলিত	ভাদ্র ১৩৪৬
৩৬৮	তোমার বীণায় গান	ফাগুনবেলার মধুর	ফাগুন বেলায় মধুর
৩৭০	আজি যে রজনী যায়	নয়নের জল	কেন নয়নের জল
৩৭০	এমন দিনে তারে	'এমন···খোলা যায়'	ছত্রটি নাই।
৩৭১	সকরুণ বেণু বাজায়ে	সাগরবেলায়···	সাগর বেলায়···
		বনের ছায়ে।	বনের ছায়ে।
			তারি গুঞ্জন লাগিল গায়ে।
		···অলস পায়ে বনের ছায়ে॥	···অলস পায়ে বনের ছায়ে,
			তাহারি আভাস লাগিল গায়ে॥
৩৭২	রোদন-ভরা এ বসন্ত	সখী, কখনো আসে নি···	কখনো আসে নি···
		এই ব্যথা মনে লাগে	এই ব্যথা মনে জাগে
৩৭৩	যুগে যুগে বুঝি আমায়	কখন্ তারে চোখের···	কখন্ যেন চোখের···
		শুক্লরাতে সেই	শুক্লারাতে সেই
৩৭৫	আমার জ্বলে নি আলো	আমার জ্বলে নি আলো	জ্বলে নি আলো
৩৭৫	ফিরবে না তা জানি	তবু বাঁধুক সুরে বাঁধুক	তবু সাধুক সুরে বাঁধুক
৩৭৬	না চাহিলে যারে	দিবসে সে ধন হারায়েছি···	দিবসে সে ধন হারিয়েছি···
		করিছে সে টলোমল	করিছে তা টলমল
৩৭৮	কোন্ গহন অরণ্যে	ঘূর্ণি আঁচল	ঘূর্ণি নাচন
৩৮১	আমার ভুবন তো	তুমি জ্বালো জ্বালো	তুমি আবার জ্বালো
৩৮২	কী ফুল ঝরিল	একা এসেছিল ভুলে	গোধূলি আলোকে
		অন্ধরাতের কূলে···	একা এসেছিলে ভুলে
			পথহারা ফুল
			অন্ধরাতের কূলে···
		আঁধারে যাহারা চলে	আঁধারের যারা পথিক

পৃষ্ঠা	গান	প্রচলিত	ভাদ্র ১৩৪৬
		সেই তারাদের দলে	গোপনে চলে পরিচয়হীন সেই তারাদের দলে
৩৮২	লিখন তোমার ধুলায়	পুন বুঝি দিল দেখা···	মনে হয় কেন পুন বুঝি দিল দেখা···
		তোমার পুরানো আখরগুলি···	তোমার আখরগুলি···
		মনে দিল আজি আনি	দখিন পবনে মনে দিল আজি আনি
		বিরহের কোন্ ব্যথা-ভরা লিপিখানি	বিরহ ব্যথার প্রথম পত্রখানি···
		তোমার পুরানো আখরগুলি	তোমার আখরগুলি
৩৮৩	আজি সাঁঝের যমুনায়	যায় যাবে, সে ফিরে	যায় যদি যাক, ফিরে
৩৮৫	তুমি আমায় ডেকেছিলে	বিনি সুতোর	বিনিস্সুতোর
৩৮৬	কবে তুমি আসবে	বাতাস দিল···	ওরে বাতাস দিল···
		ও তুই ঘাটের বাঁধন···	এবার ঘাটের বাঁধন···
		ও তোর নাই মানা	তোর নাই মানা
৩৮৭	নাই নাই নাই যে বাকি	নাই নাই নাই যে	সময় আমার নাই-যে
৩৯১	আমি নিশি নিশি কত	শূন্য পড়ে থাকে	শূন্য-যে থাকে
৩৯২	কখন যে বসন্ত গেল	কখন যে বসন্ত গেল	কখন বসন্ত গেল
৩৯৩	পথিক পরান, চল্	পথিক পরান, চল্, চল্ সে পথে তুই যে পথ দিয়ে গেল রে তোর বিকেলবেলায় জুঁই	যে পথ দিয়ে গেল রে তোর বিকেল বেলার জুঁই পথিক পরান, চল্ সে পথে তুই

পৃষ্ঠা	গান	প্রচলিত	ভাদ্র ১৩৪৬
৩৯৩	তুই ফেলে এসেছিস	কাঁপে রে প্রাণ	কাঁপে-যে প্রাণ
৩৯৫	সখী, বহে গেল বেলা	নিতি-নব অনুরাগে	নিত-নব অনুরাগে
৩৯৬	তারে দেখাতে পারি নে	বুঝাতে পারিনে	কেন বুঝাতে পারি নে
৩৯৭	দূরের বন্ধু সুরের	মিলনবীণা যে, হৃদয়ের···	মিলনবীণা হৃদয়ের···
		বনে উপবনে, বকুল-শাখার চঞ্চলতায়···	বকুলশাখার চঞ্চলতায় বনে উপবনে···
		রাখো তুমি তারে সিক্ত করিয়া	জানি সে মালারে সিক্ত করেছ
৩৯৯	এলেম নতুন দেশে	নূপুর বনের ঘাসে	নূপুর ঘাসে ঘাসে
৪০০	পূর্ণ প্রাণে চাবার	শূন্য ধুলায় পথের ধারে	শূন্য ধুলায় পথের পরে
৪০১	দে তোরা আমায়		'বাজুক প্রেমের··· সম্মিলনে'— (শেষ চার ছত্র অমুদ্রিত)
৪০২	আমার এই রিক্ত ডালি	তুমি আমায় নিয়ো	আমায় নিয়ো
৪০৩	ওরে চিত্ররেখাডোরে	ওরে···	ওকে···
		নির্ঝরিণী— স্থির নির্ঝরিণী···	নির্ঝরিণী···
		তুমি কাহার চোখে	তুমি কাহার হাতে
৪০৫	নীরবে থাকিস, সখী	বিঁধিয়ে রাখিস···	বিঁধিয়ে রাখিস গোপনে
		বাহিরে ডাকিস	বাহিরে ডাকিস সঘনে
৪০৫	কোন্ অযাচিত আশার		'কোন্ বাঁধনের গ্রন্থি' গানটি একই সঙ্গে যুক্ত ভাবে মুদ্রিত।
৪০৬	আমার মন বলে	আমায় ফিরিয়ে পাব	ফিরিয়ে পাব
৪০৬	আমি ফুল তুলিতে	জানি নে আমার কী	জানি নে কী

পাঠভেদ

পৃষ্ঠা	গান	প্রচলিত	ভাদ্র ১৩৪৬
৪০৮	কী হল আমার বুঝি বা	বুঝি বা সখী, হৃদয় আমার হারিয়েছি।	বুঝি বা সজনী, হৃদয় হারিয়েছি।
		পথের মাঝারে খেলাতে গিয়ে হৃদয় আমার হারিয়েছি॥	
		…চেতনা পেয়ে	…চেতনা পাইয়া,
		…দেখিনু চেয়ে	…দেখিনু চাহিয়া,
		…হৃদয় মাঝে হৃদয় আমার হারিয়েছি॥	…হৃদয় মাঝারে …হারিয়েছি।
			পথের মাঝেতে, খেলাতে খেলাতে হৃদয় হারিয়েছি॥
		…হাসিত খেলিত, জোছনা-আলোকে নয়ন মেলিত— সহসা আজ সে হৃদয় আমার কোথায়, সজনী, হারিয়েছি॥	…বাতাসে খেলিত, জ্যোৎস্না আলোকে নয়ন মেলিত, সুধা-পরিমলে অধর ভরিয়া, লোলিত রেণুর সিঁদুর পরিয়া ভ্রমরে ডাকিত, হাসিতে হাসিতে, কাছে এলে তা'রে দিত না বসিতে, সহসা আজ সে হৃদয় আমার কোথায় হারিয়েছি॥
৪০৯	তারে কেমনে ধরিবে	কাঁদিয়া সাধিলে	কাঁদিয়ে সাধিলে

পৃষ্ঠা	গান	প্রচলিত	ভাদ্র ১৩৪৬
৪১৩	তুমি কোন্ কাননের	কোন্ গগনের···	তুমি কোন্ গগনের···
		হেসে গলে যাও···	হেসে চলে যাও···
		আঁখির মতন	আঁখির মতো
৪১৪	আয় তবে সহচরি	ভরি দিবানিশি মনপ্রাণ	ভরি মনপ্রাণ দিবানিশি
৪১৪	মনে যে আশা লয়ে	আমি কেন কেঁদে	আমি কেন কেঁদে কেঁদে
/৪১৫	এখনো তারে চোখে	তারে না দেখা ভালো···	তারে না দেখাই ভালো···
		সখী, বলো আমি	সখী, আমি
৪১৫	বঁধু, তোমায় করব	হৃদয়খানি দেব পেতে	হৃদয় আমার দেব পেতে
৪১৬	বুঝি বেলা বহে যায়	বেলা বহে যায়···	বেলা ব'য়ে যায়···
		মনের মতন মালা	মনের মতো মালা
৪১৬	বনে এমন ফুল ফুটেছে	কাননে ওই বাঁশি	আজ কাননে ঐ বাঁশি
৪১৭	আজ যেমন করে	আজ··· চাইছে	···চাইছে
৪১৭	সখী, বলো দেখি লো	সখী, বলো দেখি লো	বল্ দেখি সখি লো
৪১৮	দেখে যা দেখে যা	দুজনে মিলি রে	দুজনে মিলিয়ে
৪১৯	সখী, সে গেল কোথায়	তরুলতায়	তরুতলায়
৪১৯	বিদায় করেছ যারে		মধুরাতি পূর্ণিমার পরান জ্বলে।' অংশটি নাই।
৪২১	মন জানে মনোমোহন	মন জানে সখা	মন জানে সখী
৪২১	হল না লো হল না সই	হল না লো হল না	হল না হল না
৪২১	ও কেন চুরি করে চায়	হাসি হেসে পালায়	হাসি হেসে পলায়
৪২২	বল্, গোলাপ, মোরে	ফুলবালা সারি সারি	ফুলমালা সারি সারি 'রয়েছে নয়ন তুলি'র পর 'তারা শুধাইছে

পৃষ্ঠা	গান	প্রচলিত	ভাদ্র ১৩৪৬
			মিলি সবে' ছত্রটি নাই।
৪২৭	বিশ্ববীণারবে	মর্মর পল্লবপুঞ্জে···	মর্মর পল্লবে-পুঞ্জে···
		বায়ুহিলোলবিলোল···	বায়ু-হিল্লোল-বিলোল
		মৃদু মধুর বেহাগতানে	মৃদু বেহাগ তানে
৪২৮	কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন	বেলা না যেতে	বেলা নাহি যেতে
৪৩০	ব্যাকুল বকুলের ফুলে	বাতাসে করে···	বাতাস করে···
		ভুবনে আজি গেল	ভুবনে গেল আজি
৪৩২	এসো, এসো, এসো হে	মুছে যাক গ্লানি···	মুছে যাক সব গ্লানি···
		শুচি হোক ধরা	দেহে প্রাণে শুচি হোক শুচি হোক ধরা
৪৩৩	মধ্যদিনে যবে গান	প্রান্তরপ্রান্তের কোণে···	শান্ত প্রান্তরের কোণে···
		মধুরের-স্বপ্নাবেশে-	মধুরের ধ্যানাবেশে
		ধ্যানমগন-আঁখি	স্বপ্নমগ্ন আঁখি
৪৩৬	চক্ষে আমার তৃষ্ণা	নিষ্ঠুর পাষাণে বাঁধা	তাপের প্রতাপে বাঁধা
৪৪০	হেরিয়া শ্যামল ঘন	কার কথা জেগে উঠে	কার কথা বেজে উঠে
৪৪০	শাঙনগগনে ঘোর	শাঙন গগনে···	সজনী গো শাঙন গগনে···
		লুণ্ঠিত, থরহর কম্পিত···	লুণ্ঠিত, থর থর কম্পিত
		কাহ বজায়ত···	কাহে বজাওয়ত···
		বিলুণ্ঠিত লোল চিকুর···	বিলোলিত শিথিল চিকুর···
		গহন রয়নমে··· পাওব	গহন বয়নসে··· থাওয়ব
৪৪৫	ছায়া ঘনাইছে	হাওয়াতে কী পথে দিলি খেয়া—	হাওয়াতে কী পথে দিলি খেয়া॥

পৃষ্ঠা	গান	প্রচলিত	ভাদ্র ১৩৪৬
		আষাঢ়ের খেয়ালের	
		কোন্ খেয়া ॥···	
		আড়ালে আড়ালে দেয়া নেয়া—	আড়ালে আড়ালে দেয়া-নেয়া ॥
		আপনায় লুকায়ে দেয়া-নেয়া ॥	
৪৫০	পথিক মেঘের দল	শোন্ শোন্ রে, মন রে	মন রে
৪৫২	উতল-ধারা বাদল ঝরে	সকল বেলা···	সকাল বেলা···
		পরানখানি দেব পাতি	পরানখানি দিব পাতি
৪৫৬	আজি হৃদয় আমার	আজি হৃদয় আমার	আমার হৃদয় আজি
৪৫৮	ঝরে ঝরো ঝরো	গগনে গগনে উঠিছে	গগনে গগনে উঠিল
৪৫৮	আজ শ্রাবণের	ভরা নয়নের···	ভরা কোন্ নয়নের···
		বাদল-হাওয়ায়	বাদল হাওয়ায়
৪৬০	একলা বসে বাদল-শেষে	বৃষ্টি হারা মেঘ	বৃষ্টি-ছাড়া মেঘ
৪৬০	শ্যামল শোভন শ্রাবণ	শ্রাবণ, তুমি	শ্রাবণ ছায়া
৪৬১	এই কি এলে	মৃদঙ্গ তোমার বাজিয়ে	মৃদঙ্গ তোমার বাজায়ে
৪৬২	শ্রাবণ তুমি বাতাসে	শরৎ বলে, 'মিলিয়ে	শরৎ বলে, "গেঁথে
৪৬৬	আমি তখন ছিলেম	সে যে সঙ্গ পেল	সেথায় বুঝি সঙ্গ পেল
৪৭১	মনে হল যেন	মনে হল যেন পেরিয়ে	মনে হল পেরিয়ে
৪৭১	তৃষ্ণার শান্তি	তৃষ্ণার শান্তি···	তুমি তৃষ্ণার শান্তি···
		তুমি এলে নিখিলের	তুমি এই নিখিলের
৪৭২	আজি বরিষন-মুখরিত	স্মৃতিবেদনার মালা একেলা···	একা বসে স্মৃতি-বেদনার···
		আঁধার ঘরেতে রাখি দুয়ার খুলি	আঁধার ঘরে রাখি-দ্বার খুলে

পৃষ্ঠা	গান	প্রচলিত	ভাদ্র ১৩৪৬
৪৭২	যায় দিন শ্রাবণ	শূন্যেরে কোন্ প্রশ্নে…	শূন্যের কোন্ প্রশ্নে…
		সিক্ত মালতীগন্ধে	মালতী মঞ্জরী গন্ধে
৪৭৬	এসো গো জ্বেলে দিয়ে	পথ চেয়ে-থাকা	পথে-চেয়ে-থাকা
৪৭৭	শ্রাবণের গগনের	শ্রাবণের গগনের	আজ শ্রাবণের গগনের
৪৭৭	স্বপ্নে আমার মনে	জাগি নাই জাগি নাই গো…	জানি নাই জানি নাই গো…
		অন্ধকারে হায়।	অন্ধকারে
৪৭৯	আমার যে দিন ভেসে	কাঁপন ভেসে চলে	কাঁদন ভেসে চলে
৪৮১	সঘন গহন রাত্রি	অশথ পল্লবে	অশথ পল্লবে
৪৮১	আজি শরততপনে	আমি যদি গাঁথি গান অথিরপরান, সে গান শুনাব কারে আর	ছত্রটি নাই।
৪৮৩	আমরা বেঁধেছি কাশের	যে পরশমণি ঝলকে	যে-পরশখানি ঝলকে
৪৮৮	তোমরা যা বলো	আজি সুনীল গগনে	আজি শরৎ গগনে
৪৮৯	সারা নিশি ছিলেম	সারা নিশি ছিলেম…	যখন সারা নিশি ছিলেম…
		আমার মেঠো ফুলের…	মেঠো ফুলের…
		এখন সকাল বেলা…	যখন সকাল বেলা…
		আকাশ হতে	আকাশ থেকে
৪৯০	ওলো শেফালি	আমার সবুজ ছায়ার…	সবুজ ছায়ার…
		শ্যামল পাতার…	শ্যামল পাতার…
		তোমার বুকের খসা…	বুকের খসা…
		আমার গোপন কানন-বীথির বিবশ বাতাসে	কানন বীথির গোপন কোণের বিবশ বাতাসে
৪৯১	এবার অবগুণ্ঠন খোলো	বিষাদ-অশ্রুজলে	গোপন অশ্রুজলে
৪৯১	তোমার নাম জানি নে	আমার বুকে ব্যথার	আমার ব্যথার

পৃষ্ঠা	গান	প্রচলিত	ভাদ্র ১৩৪৮
৪৯১	মরি লো) কার বাঁশি	মরি লো) কার বাঁশি···	কার বাঁশি···
		মুঞ্জরিল	মঞ্জরিল
৪৯২	আমার রাত পোহালো		অন্তরায় শেষে ভ্রমক্রমে অন্তগানের সঞ্চারী এক ছত্র ও আভোগ মুদ্রিত।
৫০১	আজি বসন্ত জাগ্রত	একি নিবিড় বেদনা···	অতি নিবিড় বেদনা···
		ওহে সুন্দর, বল্লভ	ওগো সুন্দর, বল্লভ
৫০৪	ওরে গৃহবাসী	খোল্ দ্বার	তোরা খোল্ দ্বার
৫০৫	ওগো বধূ সুন্দরী	তুমি মধুমঞ্জরী,	নব মধুমঞ্জরী,
		পুলকিত চম্পার···	সাত ভাই চম্পার···
		মুকুলিত মল্লিকা-মাল্যের···	স্বর্ণের বর্ণের ছন্দের···
		দিয়ো আঁকি বল্লভে	দিনু আঁখি বল্লভে
৫১১	বসন্ত, তোর শেষ করে	ফল ফলাবার সাধন	ফল ফলাবার শাসন
৫১১	দিনশেষে বসন্ত	তুমি তারি উপবনে	সেদিনেরি উপবনে
৫১২	সব দিবি কে	হবে যে দায়, আয় আয় আয়	হবে-যে দায়। হায় হায় হায়
৫১৪	দখিন হাওয়া জাগো	নৃত্য তোমার চিত্তে···	নৃত্যে তোমার চিত্তে···
		যখন আমার বুকের	তখন আমার বুকের
৫১৪	সহসা ডালপালা তোর	তোরে ক্ষণে ক্ষণে	তোমার ক্ষণে ক্ষণে
৫১৫	ভাঙল হাসির বাঁধ	ওই পাগলামিরে	এই পাগলামিরে
৫১৫	ও চাঁদ, তোমায় দোলা	ও চাঁদ, তোমায় দোলা দেবে কে! ও চাঁদ, তোমায় দোলা— কে দেবে কে দেবে তোমায় দোলা	কে দেবে চাঁদ তোমায় দোলা

পাঠভেদ

পৃষ্ঠা	গান	প্রচলিত	ভাদ্র ১৩৪৬
৫১৭	এ বেলা ডাক পড়েছে	যে-কথাটি হয় নি বলা	যে-কথাটি হয় না বলা
৫২০	(কে) রঙ লাগালে বনে	আন্ বাঁশি— আন্ রে তোর আন্ রে বাঁশি উঠল সুর উচ্ছ্বাসি ফাগুন বাতাসে। আজ দে ছড়িয়ে ছড়িয়ে শেষ বেলাকার কান্না হাসি	আন্ বাঁশি তোর আন্ রে, লাগল সুরের বান রে, বাতাসে আজ দে ছড়িয়ে শেষ বেলাকার গান রে
৫২২	ফাগুন, হাওয়ায়	ফাগুন, হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান— তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান	ফাগুন তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান
৫২৬	ক্লান্ত যখন আম্রকলির	তুমি হে শালমঞ্জরী	তুমি হে শাল
৫২৭	আজি এই গন্ধবিধুর	আজি এই গন্ধবিধুর	আজি গন্ধবিধুর
৫২৭	এবার ভাসিয়ে দিতে	ওরে, সকল বাতাস··· আজি ওই পারের ওই	সকল বাতাস··· ঐ পারের ঐ
৫২৮	তুমি কোন্ পথে যে	তোমার সবুজ···এলে জোয়ারে। ভেসে এলে জোয়ারে— যৌবনের জোয়ারে ॥	তোমার সবুজ···এলে জোয়ারে ॥
৫২৮	অনেক দিনের মনের	মনের মানুষ যেন এলে	মনের মানুষ এলে
৫৩২	এক ফাগুনের গান	আজ কেই বা জানে	আজ কেউ কি জানে
৫৩৩	ওরে বকুল, পারুল	দিয়ে সকল মন, দিয়ে আমার সকল মন··· নেই যে বিরাম	দিয়ে সকল মন··· নেই সে বিরাম

পৃষ্ঠা	গান	প্রচলিত	ভাদ্র ১৩৪৬
৫৩৩	নিশীথরাতের প্রাণ	আজ গোপন কিছু···	গোপন কিছু···
		আজি ফিরি বনে বনে	ফিরি বনে বনে
৫৩৪	চেনা ফুলের গন্ধস্রোতে	প্রিয়া আমায় গেছে	প্রিয়া আমার গেছে
৫৩৫	পুষ্প ফুটে কোন্	কোন্ নিভৃতে ওরে···	কোন্ নিভৃতে রে···
		বন্ধুহারা মম অন্ধ ঘরে	কাটিল ক্লান্ত বসন্ত নিশা
		আছি বসে অবসন্ন মনে,	বাহির-অঙ্গন-সঙ্গি সনে,
		উৎসবরাজ কোথায় বিরাজে	উৎসবরাজ বিরাজো কোথা,
		কে লয়ে যাবে সে ভবনে	কে লয়ি যাবে সে-ভবনে
৫৩৮	সেই তো বসন্ত	সেই তো বসন্ত ফিরে এল,	হায় রে সেই তো বসন্ত ফিরে এল,
		হৃদয়ের বসন্ত কোথায় হায় রে।···	হৃদয়ের বসন্ত ফুরায়।···
		প্রাণ করে হায় হায় হায় রে	প্রাণ করে হায় হায়
৫৩৮	নব নব পল্লবরাজি	এসো এসো সাধনধন	এসো এসো সাধনার ধন
৫৪৮	যখন পড়বে না মোর	তখন আমায় নাইবা···	আমায় তখন নাইবা···
		নতুন নামে···বাহু-ডোরে	নূতন নামে···বাহুর ডোরে
৫৫৩	আপন-মনে গোপন	ছুটি আমার সকল	ছুটি আমার অন্ত
৫৫৪	পাগল যে তুই	কিছুই নহি যে, যে হই-না	কিছুই নহি যে-হই না গো
৫৫৪	খেলাঘর বাঁধতে	আমার মনের ভিতরে···	মনের ভিতরে···
		খেলায় ডাকে সে···	খেলায় ডাকে-যে···
		যাচ্ছে ছড়াছড়ি···	যাচ্ছে গড়াগড়ি···
		নতুন খেলার জন	নিত্য খেলার ধন

পাঠভেদ

পৃষ্ঠা	গান	প্রচলিত	ভাদ্র ১৩৩৩
৫৫৫	গোপন প্রাণে একলা	গোপন প্রাণে	তোর গোপন প্রাণে
৫৫৫	এ শুধু অলস মায়া	সন্ধ্যায় মলিন ফুল	সন্ধ্যায় বনের ফুল
৫৫৮	আয় আয় রে পাগল	তুই বুঝিস নে, মন, ফিরবি	বুঝিসনে মন ফিরবে
৫৫৯	আকাশ হতে	সাথে সাথে বইছে···	তারি সাথে বইছে···
		আমার হৃদয়তটে চূর্ণ	আমার তটে চূর্ণ
৫৬১	মোরা সত্যের 'পরে মন	আজি করিব সমর্পণ	করিব সমর্পণ
৫৬৩	আমি সব নিতে চাই	আমি সব নিতে চাই	আমি-যে সব নিতে চাই
৫৬৫	আনন্দেরই সাগর হতে	সাগর হতে	সাগর থেকে
৫৬৬	গগনে গগনে ধায় হাঁকি	সাদা কালোর দ্বন্দ্বে	সাদার কালোর দ্বন্দ্বে
৫৬৯	এমনি ক'রেই যায় যদি	সে যেন রে কাহার বাণী	সে যেন রে কেবল বাণী
৫৭০	ফিরে ফিরে আমায়	ফিরে ফিরে আমায়···	ফিরে আমায়···
		রাজাসনের কঠিন	রাজাসনে কঠিন
৫৭০	ফুরোলো ফুরোলো	ফুরোলো ফুরোলো এবার···	ফুরাল···
		পার হয়েছি আমি অগ্নিদহন···	পার হয়েছি অগ্নিদহন··
		আমার বুকের থেকে	বুকের থেকে
৫৭১	আমি চঞ্চল হে	ওগো, প্রাণে মনে আমি···	ওগো প্রাণমনে আমি··
		কী মুরতি তব নীল আকাশে	কী মুরতি তব নীলাকাশশায়ী
৫৭৩	আমি কেবলই স্বপন	কেবলই বাসনা-বাঁধনে	শুধু এ বাসনা-বাঁধনে
৫৭৫	ওরে মাঝি, ওরে	লাগে মনে	লাগছে মনে
৫৭৭	আজ তারায় তারায়	হেথা মন্দমধুর···	হেথায় মন্দমধুর···

পৃষ্ঠা	গান	প্রচলিত	ভাদ্র ১৩৪৬
		আঁধার-আলোয়···	আঁধার আলোর···
		আমার লাগল রে মন···	হেথা লাগল রে মন···
		এই খেলায় ছলে	মোর খেলায় ছলে
৫৭৮	ওরে প্রজাপতি, মায়া—	ভাদ্র ১৩৪৬ মুদ্রণের পাঠ :	
		ওরে প্রজাপতি, মায়া দিয়ে	
		কে যে পরশ করিল তোরে।	
		অস্ত রবির তুলিখানি চুরি ক'রে ॥	
		বাতাসের বুকে যে-চঞ্চলের বাসা	
		বনে বনে তুই বহিস তাহারি ভাষা,	
		অপ্সরীদের দোল-খেলা ফুল-রেণু	
		পাঠায় কে তোর দুখানি পাখায় ভ'রে ॥	
		যে-গুণী তাহার কীর্তি-নাশার নেশায়	
		চিকন রেখার লিখন শূন্যে মেশায়,	
		সুর বাঁধে আর সুর যে হারায় ভুলে	
		গান গেয়ে চলে ভোলা রাগিণীর কূলে,	
		তা'র হারা সুর নাচের হাওয়ার বেগে	
		ডানাতে তোমার কখন পড়েছে ঝরে ॥	
৫৮০	হে আকাশবিহারী	প্রাতে সন্ধ্যায়···	প্রতি সন্ধ্যায়···
		নীল গগনের হারানো স্মরণ	নীল আকাশের হারানো স্বপন
৫৮২	বাজে গুরু গুরু	কত রব সুখস্বপ্নের ঘোরে আপনা ভুলে	আছ দোঁহে সুখস্বপ্নের ঘোরে
		সহসা জাগিতে হবে	সহসা জাগিতে হবে রে
৫৮২	ও জোনাকী, কী সুখে	ও জোনাকী, কী সুখে···	জোনাকি কী সুখে···
		আঁধার সাঁঝে···	এই আঁধার সাঁঝে···
		তোমার তাই ব'লে	তাই ব'লেই

পৃষ্ঠা	গান	প্রচলিত	ভাদ্র ১৩৪৬
৫৮৩	তুমি ঊষার সোনার		'প্রতিপদে চাঁদের স্বপন শুভ্র মেঘে ছোঁওয়া—' এই ছত্রটি নাই।
৫৮৫	পাখি বলে, চাঁপা	যে আমারই গাওয়া···	যে আমার গাওয়া···
		কেন তুমি তবে···	কেন তবে হেন···
		যে আমারই ওড়া	যে আমার ওড়া
৫৮৭	আমি তোমারি মাটির	তোমায় তুচ্ছ করে	আমায় তুচ্ছ করে
৫৯০	চাহিয়া দেখো রসের	রসের স্রোতে···	রসের স্রোতে স্রোতে···
		চেয়ো না চেয়ো না তারে···	চেয়ো না তারে মায়ার ছায়া হতে···
		পরশ তার নাহি রে মেলে, নাহি রে পরিমাণ— দেবসভায় যে সুধা করে পান।	দিবস রাতি সুর সভার মাঝে যে সুধা করে পান, পরশ তার মেলে না, মেলে না-যে নাহি রে পরিমাণ।
৫৯১	সে কোন্ পাগল যায়	সে কোন্ পাগল যায় যায় পথে তোর	সে কোন্ পাগল যায় পথে তার
		যায় চলে ওই একলা রাতে—	যায় চলে ঐ একলা রাতে
		তারে ডাকিস নে	তারে ডাকিসনে তোর আঙিনাতে।
		ডাকিস নে তোর আঙিনাতে॥	গান ফেরে তার গগন খুঁজে
		সুদূর দেশের বাণী ও যে যায়	কোন্ বেদনায় কেই তা বঝে.

পৃষ্ঠা	গান	প্রচলিত	ভাদ্র ১৩৪৬
		যায় বলে, হায়,	ঘুম-ভাঙা তায়
		কে তা বোঝে—	একতারাতে
		কী সুর বাজায়	কোন্ বাণী কয়
		একতারাতে ॥	একলা রাতে ॥
		কাল সকালে রইবে না	কাল সকালে রইবে
		রইবে না তো,	না তো,
		বৃথাই কেন আসন	মিথ্যা তাহার আসন
		পাতো···	পাতো।···
৫৯৪	ওগো তোমরা সবাই	ওগো, তোমরা সবাই	যার অদৃষ্টে যেমনি
		ভালো—	জুটেছে···
		যার অদৃষ্টে যেমনি	
		জুটেছে···	
৫৯৫	পায়ে পড়ি শোনো	পায়ে পড়ি শোনো	পায়ে পড়ি শোনো
		ভাই গাইয়ে	ভাই গাইয়ে
		মোদের পাড়ার থোড়া	হৈ হৈ পাড়াটা ছেড়ে
		দূর দিয়ে যাইয়ে ॥	দূর দিয়ে যাইয়ে।
		হেথা সা রে গা মা-	হেথা সারে গা মা পা-য়ে
		গুলি	সুরাসুরে যুদ্ধ
		সদাই করে চুলোচুলি,	শুদ্ধ কোমলগুলি
			বেবাক অশুদ্ধ,
		কড়ি কোমল কোথা	অভেদ রাগিণী রাগে
		গেছে তলাইয়ে ॥	ভাগিনী ও ভাইয়ে ॥
		হেথা আছে তাল-কাটা	তারছেঁড়া তম্বুরা
		বাজিয়ে—	তালকাটা বাজিয়ে
		বাধাবে সে কাজিয়ে।	দিনরাত বেধে যায়
			কাজিয়ে।

পাঠভেদ

পৃষ্ঠা	গান	প্রচলিত	ভাদ্র ১৩৪৬
		চৌতালে ধামারে কে কোথায় ঘা মারে— তেরে-কেটে মেরে- কেটে ধাঁ ধাঁ-ধাঁইয়ে ॥	ঝাঁপতালে দাদরায় চৌতালে ধামারে কে কোথায় ঘা মারে তেরে কেটে মেরে কেটে ধাঁ ধাঁ ধাঁইয়ে ॥
৫৯৬	কাঁটাবনবিহারিণী	গত জনমের সাধনেই··· রয়েছে মর্চে ধরি	পূর্বের সাধনেই··· রয়েছে মর্চে ধরা
৫৯৭	আমরা না-গান-গাওয়ার	আমরা না-গান-গাওয়ার··· প্রভাতরবি রাগে··· ও ভাই, ভয়ে ফুক্‌রে	না-গান-গাওয়ার রবির রাগে··· ভয়ে ফুক্‌রে
৫৯৮	এবার যমের দুয়োর	এবার যমের দুয়োর	যমের দুয়োর
৫৯৯	ওগো ভাগ্যদেবী	এখন তবে আজ্ঞা	এবার তবে আজ্ঞা
৫৯৯	ওর ভাব দেখে-যে	কোন্‌ প্রবীণ প্রাচীন	প্রবীণ প্রাচীন
৬০০	আমরা খুঁজি খেলার	মরণকে তো মানি নে	মরণকে তোর মানি নে

৬০১ তোমরা হাসিয়া বহিয়া— ভাদ্র ১৩৪৬ মুদ্রণের পাঠ :

'কী কথা ভাবিছ··· বেলা' এই ছত্রের পর
এই স্তবকগুলি অতিরিক্ত আছে—

চকিত পলকে অলক উড়িয়া পড়ে ;
ঈষৎ হেলিয়া আঁচল মেলিয়া যাও—
নিমেষ ফেলিতে আঁখি না মেলিতে, ত্বরা
নয়নের আড়ে না জানি কাহারে চাও।
যৌবনরাশি টুটিতে লুটিতে চায়,
বসনে শাসনে বাঁধিয়া রেখেছ তায়।
তবু শতবার শতধা হইয়া ফুটে
চলিতে ফিরিতে ঝলকি' চলকি' উঠে ॥

পৃষ্ঠা	গান	প্রচলিত	ভাদ্র ১৩৪৬
		আমরা মূর্খ কহিতে জানিনে কথা,	
		কী কথা বলিতে কী কথা বলিয়া ফেলি।	
		অসময়ে গিয়ে লয়ে আপনার মন	
		পদতলে দিয়ে চেয়ে থাকি আঁখি মেলি'।	
		তোমরা দেখিয়া চুপি চুপি কথা কও,	
		সখীতে সখীতে হাসিয়া অধীর হও,	
		বসন-আঁচল বুকেতে টানিয়া লয়ে	
		হেসে চলে যাও আশার অতীত হয়ে ॥	
৬০৩	ওরে, যেতে হবে	ওরে, যেতে হবে,···	যেতে হবে···
		সেথা নতুন করে বাঁধবি	নতুন করে বাঁধবি
৬০৩	যাহা পাও তাই লও	তোমার আশা কে	আশা কে
৬০৫-৬		দুইটি গান অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে—	
	১.	(আমি) শ্রাবণ-আকাশে	
	২.	সন্ন্যাসী যে জাগিল ওই	
৬০৭-১০		১-৯ সংখ্যক গান আনুষ্ঠানিক পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে।	ভাদ্র ১৩৪৬ সালের গীতবিতানে পূজা পর্যায়ের 'পরিণয়' বিভাগভুক্ত ছিল।
৬১০	সবারে করি আহ্বান	হেথাকার দিবা রাতি···	হেথাকার দিবা হেথাকার রাতি···
		তোমাদের মনে মনে	তোমাদের মনে
৬১২	এসো হে গৃহদেবতা	এ ভবন পুণ্যপ্রভাবে	এ ভবন পুণ্য
		সব বৈর হবে দূর	সব বৈরী হবে দূর
৬১২	ফিরে চল্ ফিরে চল্	জন্মমরণ তারি হাতের	জন্মমরণ ওরি হাতের
৬১৩	আয় রে মোরা ফসল	মোদের ঘরের···	ঘরের···

পাঠভেদ

পৃষ্ঠা	গান	প্রচলিত	ভাদ্র ১৩৪৬
		মোরা নেব তারি···	নেব তারি···
		মোদের ভালোবাসার	ভালোবাসার
৬১৫-১৬		তিনটি গান অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে—	
	১.	বিশ্বরাজালয়ে বিশ্ববীণা	
	২.	দিনের বিচার করো	
	৩.	তোমার আনন্দ ওই গো	

পরিশিষ্টের এই দুইটি গান— বর্তমানে গীতবিতান তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত—

১. যবে রিমিকি ঝিমিকি

২. বারে বারে ফিরে ফিরে

—